শশাঙ্ক।

প্রথম ভাগ।

প্রভাতে।

শশাঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শোণ-সঙ্গমে।

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পাটলিপুত্র নগরের নিম্নে শোণ নদীর জলরাশি ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইত। শোণ-সঙ্গমের তীরে একটি অতি বৃহৎ প্রাচীন পাষাণনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে শোণের গতি-পরিবর্ত্তনের সময়ে তাহার ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাবক্ষে বিলীন হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শোণের সম্মুখে, প্রাসাদের বাতায়নে একটি বালক ও জনৈক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান ছিল। বালক গৌরবর্ণ, রক্তাভ দীর্ঘ কেশরাশি তাহার পৃষ্ঠ চুম্বন করিতেছিল, শীতল সান্ধ্যসমীরণ আসিয়া তাহার কেশপাশের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। যে বৃদ্ধ তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় সে যুদ্ধব্যবসায়ী; তাহার সুদীর্ঘ শুভ্র কেশ নীলবর্ণ উষ্ণীষে আবদ্ধ, দীর্ঘ, মাংসল ও সুগঠিত

দেহ আবরণশূন্য, কটিদেশ মলিনবস্ত্রে আবৃত। বৃদ্ধ বর্শাহস্তে নীরবে বালকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। পাটলিপুত্রের নিম্নে শোণের পঙ্কিল জলরাশি গঙ্গাবক্ষে পতিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতেছিল, বর্ষার জলে স্ফীত কর্দ্দমাক্ত গঙ্গাসলিলরাশি দ্রুতবেগে সাগরসঙ্গমে ছুটিতেছিল, বালক একাগ্রচিত্তে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। পশ্চিমগামী নৌকাসমূহ ধীরে ধীরে কূল বাহিয়া অগ্রসর হইতেছিল, শোণ-সঙ্গমের উভয় পার্শ্বে বহু নৌকা সমবেত হইয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাবিকগণ দুর্দ্দান্ত জলরাশির সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছিল না। বৃদ্ধ সৈনিক লক্ষ্য করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। হঠাৎ বালক বলিয়া উঠিল, "দাদা, উহারা আজি আর পার হইবেনা?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "না দাদা, উহারা অন্ধকারের ভয়ে নৌকা তীরে লাগাইতেছে।" বালকের মুখ মলিন হইয়া গেল, সে বাতায়ন হইতে ফিরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধ সৈনিক ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তখন অন্ধকার আসিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিতেছে, শোণ-সঙ্গম ধূসরবর্ণ যবনিকায় আবরিত হইয়া গিয়াছে। দূরে নদীতীরবদ্ধ নৌকাপুঞ্জের আলোক খদ্যোতমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কক্ষমধ্যে রজত-নির্ম্মিত স্তম্ভে একটি বৃহৎ দীপ সুগন্ধ ও আলোক বিতরণ করিতেছিল। কক্ষটির সজ্জা অপূর্ব্ব, মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত তুষারধবল প্রাচীর নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ। দীপের উভয় পার্শ্বে দ্বিরদরদখচিত পালঙ্কে কোমল শয্যা। ইহার একটি পালঙ্কের উপরে সুবর্ণনির্ম্মিত একটি দণ্ড। পালঙ্কদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান শুভ্র আস্তরণে মণ্ডিত। বালক কক্ষমধ্যে

প্রবেশ করিয়া গৃহতলের শয্যায় উপবেশন করিল ;—বৃদ্ধ দূরে শয্যাপ্রান্তে ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। বালক শয্যায় উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল নীরব ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বাল-সুলভ-চপলতা প্রণোদিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিল এবং পালঙ্ক হইতে সুবর্ণদণ্ডটি গ্রহণ করিল, তখন বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহার নিকট আসিল ও বলিল, "দাদা উহা তুলিও না, মহারাজ শুনিলে অসন্তুষ্ট হইবেন।" বালক হাসিয়া উত্তর করিল, "দাদা, এখন আমি স্বচ্ছন্দে সমুদ্রগুপ্তের ধ্বজ তুলিতে পারি, এখন আর ইহা ফেলিয়া দিব না।" বালক অবলীলাক্রমে গুরুভার পঞ্চহস্তপরিমিত হৈমদণ্ড উত্তোলন করিল। বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "দাদা, এমন দিন আসিবে যে দিন তোমাকে অশ্বপৃষ্ঠে এই গরুড়ধ্বজ লইয়া যুদ্ধে যাইতে হইবে।" বৃদ্ধের কথা বালকের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না, কারণ সে তখন একাগ্রচিত্তে দণ্ডটি পরীক্ষা করিতেছিল। সুবর্ণদণ্ডে নানাবিধ কারুকার্য্যের মধ্যে কতকগুলি কথা লিখিত ছিল, বালক তাহা পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দণ্ডের উর্দ্ধদেশে একটি সুন্দর সুগঠিত গরুড় উপবিষ্ট ছিল, কক্ষপ্রাচীরে অস্ত্ররাশির মধ্যে তাহার ছায়া নানাবিধ আকার উৎপাদন করিতেছিল। বালক বৃদ্ধকে বলিল, "দাদা, আমি পড়িতে শিখিয়াছি, এই দেখ দণ্ডে কতকগুলি নাম লেখা আছে, এগুলি কি আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের লেখা ?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "গরুড়ধ্বজে লেখা আছে, তাহাত কখনও শুনি নাই।" বালক কি বলিতে যাইতেছিল তাহা আর বলা হইল না, ঝড়ের মত একটি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া বালকের কণ্ঠলগ্না হইল ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কুমার, মাধব বলিতেছে আমাকে বিবাহ করিবে, আমি তাহার নিকট হইতে পলাইয়া

আসিয়াছি, ঐ সে আমাকে ধরিতে আসিতেছে।” এই বলিয়া বালিকা বালকের অঙ্কে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ও বালক একসঙ্গেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। সেই সময় আর একটি বালক দ্রুতবেগে ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, উচ্চহাস্য শুনিয়া সে দ্বারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বালিকা যাহাকে কুমার বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া ভয়ে দ্বিতীয় বালকের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। প্রথম বালক তাহা লক্ষ্য করিল, এবং পুনরায় হাসিয়া উঠিল; দ্বিতীয় বালক অধিকতর ভীত হইয়া দ্বারের নিকট সরিয়া গেল। বালিকা তখনও তাহার রক্ষকের বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল। দ্বিতীয় বালক শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণদেহ। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষের অধিক নয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা দশ বৎসরের অধিক। বালিকা অপরূপ সুন্দরী, তাহার বয়স অষ্টবর্ষের অধিক নহে, বর্ণ হেমাভ, অবয়ব সুগঠিত, ক্ষুদ্র, মস্তকটি কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশজালে আচ্ছন্ন। প্রথম বালক দ্বিতীয় বালককে কহিল, “মাধব, তুই চিত্রাকে বিবাহ করিবি বলিয়াছিস্? চিত্রা যে অনেকদিন স্বয়ম্বরা হইয়াছে।” দ্বিতীয় বালক বলিল, “চিত্রা আমাকে কাল বলিয়া ঘৃণা করে, আমি কি রাজার পুত্র নহি?” বৃদ্ধ সৈনিক হাসিয়া উত্তর করিল, “মাধব, তুমি কি সুন্দরী দেখিলেই বিবাহ করিবে ঠিক করিয়াছ?” তাহার জ্যেষ্ঠ হাসিয়া উঠিল, বালক মর্ম্মাহত হইয়া কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তবংশজ মহাসেনগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিতেন। তখন প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবরবি অস্তমিত

হইয়াছে, সমুদ্রগুপ্তের বংশধর সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিয়া মগধ ও বঙ্গ শাসন করিতেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ তখন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে মৌখরি রাজগণ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাবর্ত্তে ও পঞ্চনদে স্থাণ্বীশ্বরের বৈশ্যরাজবংশ ধীরে ধীরে অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, কামরূপ বহুকাল পূর্ব্বে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। বঙ্গ ও সমতট কখনও কখনও সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিত, কিন্তু সুবিধা পাইলেই রাজস্ব প্রেরণে বিরত থাকিত। পরবর্ত্তী সম্রাট্গণ প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতেন। ভারতের প্রাচীন রাজধানী তখন ধ্বংসোন্মুখ, পাটলিপুত্রের তখন শেষ দশা ;—ধীরে ধীরে কান্যকুব্জের গৌরবরবি উদিত হইতেছে, ভবিষ্যতে আর কখনও মগধের রাজধানী ভারতবর্ষের রাজধানী হয় নাই। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসিয়া গুপ্তবংশীয় রাজগণ সাম্রাজ্যের অভিনয় করিতেন, কিন্তু প্রত্যন্তবাসী রাজগণের ভয়ে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শঙ্কিত থাকিতে হইত। কুমারগুপ্ত ও দামোদরগুপ্ত বহুকষ্টে মৌখরিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি অল্পকালমধ্যে মৌখরি রাজ্য বিনাশ করিয়া, এবং পশ্চিমপ্রান্তে হূণগণকে, পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্তের ভাগিনেয়, প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তরাপথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলবংশ তখনও সম্রাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিলেন। পাটলিপুত্রে, মহাসেনগুপ্ত, সর্ব্বদাই ভাগিনেয়ের ভয়ে ব্যস্ত থাকিতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভাকরের পরে উত্তরাপথে গুপ্তবংশের অধিকার লুপ্ত হইবে।

মহাসেনগুপ্তের দুই পুত্র। গ্রন্থারম্ভে যে বালক শোণবক্ষে মুগ্ধনেত্রে

তরঙ্গরাশির নৃত্য দর্শন করিতেছিল, সে মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশাঙ্ক ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভাবি উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় বালক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাধবগুপ্ত শশাঙ্কের বিমাতৃগর্ভজাত, বৃদ্ধ পিতার আদরে লালিত, অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং নিষ্ঠুরস্বভাব। শশাঙ্ক ধীর, বুদ্ধিমান্, উদারস্বভাব এবং বলিষ্ঠ। বাল্যকাল হইতেই যুবরাজ সৈনিকগণের প্রিয়পাত্র। বালিকা চিত্রা মণ্ডলা-দুর্গাধিপ মৃত তক্ষদত্তের কন্যা এবং শশাঙ্কের সখা নরসিংহদত্তের ভগিনী। তক্ষদত্তের মৃত্যুর পরে বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক মণ্ডলা-দুর্গ হইতে তাড়িত হইয়া তক্ষদত্তের বিধবা পত্নী পুত্র কন্যা লইয়া পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরসিংহদত্তের পৈতৃক দুর্গ ও ভূমি তখন অপরের হস্তগত, সম্রাট অন্য সেনাপতিকে পাঠাইয়া মণ্ডলা পুনরধিকার করিয়াছেন। সে সময়ে মণ্ডলা, গৌড়, মগধ ও বঙ্গে অত্যন্ত দুর্জ্জেয় দুর্গ ছিল।

বৃদ্ধ সৈনিক ও কুমার শশাঙ্ক অস্ত্রাগারে নানা কথায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বহু মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। সৈনিক চমকিত হইয়া বর্শাহস্তে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল; কুমারও শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে দীপালোকে শুভ্র বসন-মণ্ডিত বৃদ্ধ ভট্টের মূর্ত্তি দেখা গেল, তাহার পশ্চাতে প্রাসাদের বহু পরিচারক পরিচারিকা আসিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া বৃদ্ধ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, পরক্ষণেই প্রাসাদের সেবকমণ্ডলী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক মধ্যাহ্নে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রাসাদে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মাধবগুপ্ত ও চিত্রা অনুসন্ধান-রত পরিচারকগণকে বলিয়াছিল যে সন্ধ্যাকালে কুমার ও কোল সেনা-

নায়ক লল্ল অস্ত্রাগারে ছিলেন তদনুসারে তাহারা এইদিকে আসিয়াছে। সম্রাট ও পট্টমহাদেবী কুমারের অদর্শনে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, মহাদেবী ভাবিয়াছেন যে, অস্থির বালক বর্ষার জলে পরিপূর্ণ শোণে পড়িয়া গিয়াছে। ভট্ট কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। বালক কিছুতেই যাইবে না, বৃদ্ধ ভট্টের সহিত রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল, বলিল "আমি লল্লের নিকট আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের কথা শুনিতেছি, আমি এখন যাইব না।" লল্ল তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, তখন ভট্ট কুমারকে পরদিন প্রাতে সমুদ্রগুপ্তের কাহিনী গাহিয়া শুনাইবার অঙ্গীকার করিল। তাহার পর ভট্ট ও পরিচারকগণ কুমারকে লইয়া চলিয়া গেল, বৃদ্ধ লল্ল ধীরে ধীরে তাহাদিগের অনুসরণ করিল।

যে বৃদ্ধ বাতায়নে কুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে মগধ সৈন্যের একজন নায়ক, বর্ব্বর কোলজাতীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ, সে নিজেও কোলজাতীয়—তাহার নাম লল্ল। লল্ল বহু যুদ্ধে প্রাচীন সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে মহাসেনগুপ্ত পুত্র সন্তান লাভ করিলে, বৃদ্ধ লল্ল তাহার রক্ষী নিযুক্ত হইয়াছিল এবং বালককে পালন করিয়াছিল। শশাঙ্ক লল্লের বড়ই অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্নকথা।

দারুণ রৌদ্রতাপে মেদিনী দগ্ধ হইতেছিল। প্রাসাদের নিম্নতলে অন্ধকার কক্ষমধ্যে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ যদু ভট্ট আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিল। বৃদ্ধ গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের কথা বলিতেছিল, তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শূন্য কক্ষগুলির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সম্রাটগণের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত রাজপ্রাসাদেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানের উপরে বহু পূর্ব্বে পাটলিপুত্রের লিচ্ছবিরাজগণ একটি ক্ষুদ্র উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নগরমধ্যস্থিত প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নগরোপকণ্ঠে উদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; সেই সময়ে প্রাসাদের এই অংশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুরুভার পাষাণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহগুলি অধিক কাল ব্যবহৃত হয় নাই। মগধরাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের কেন্দ্রে পরিণত হইলে, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অজস্র অর্থব্যয়ে শোণ তীরে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথম কুমারগুপ্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠা পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য গঙ্গাতীরে ধবল মর্ম্মরনির্ম্মিত নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধঃপতনের

সময়ে সম্রাটগণ কুমারগুপ্তের প্রাসাদেই বাস করিতেন প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ক্রোশব্যাপী প্রাসাদ, উদ্যান ও অঙ্গন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইত। যে গৃহে যদু ভট্ট বাস করিত, তাহা লোকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের "কোট্ট" বলিয়া জানিত। এইরূপে ধ্রুবস্বামিনীর উদ্যান, সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদ, গোবিন্দগুপ্তের বিলাসগৃহ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পাটলিপুত্রবাসিগণের নিকট পরিচিত ছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ এমন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিল যে, পরবর্ত্তী রাজগণের তাহা সুসংস্কৃত করিয়া রাখিবার ক্ষমতাও ছিল না। কালবশে বৃহৎ সৌধমালা জীর্ণ হইয়া বাসের অনুপযোগী হইয়াছিল। মগধরাজের পরিচারকগণ ও নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিবর্গ এই সমস্ত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৃহৎ উদ্যান ও প্রশস্ত অঙ্গন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। পাটলিপুত্রবাসিগণ রজনীকালে কুমারগুপ্তের প্রাসাদ ব্যতীত অপর কোন স্থানে যাইতে সাহস করিত না। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া কুমারগুপ্তের শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য তখনও পর্য্যন্ত জীর্ণ হয় নাই। মগধেশ্বর গঙ্গাতীরে এই বিশাল প্রাসাদে বাস করিতেন। রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত সমুদ্রগুপ্তের বৃহৎ প্রাসাদ সম্রাটের শরীররক্ষিসেনার আবাসগৃহে পরিণত হইয়াছিল। পাঠক গ্রন্থারম্ভে এই প্রাসাদের একটি কক্ষে কুমার শশাঙ্ক ও সেনাপতি লল্লের পরিচয় পাইয়াছেন।

বৃদ্ধ ভট্ট বলিতেছিল, "শকরাজ এই সুন্দর পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতেন, প্রাচীন মগধদেশ তাঁহার পদানত ছিল। তীরভুক্তিরাজগণ পাটলিপুত্রে আসিয়া শকরাজের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিতেন ও

বর্ষে বর্ষে সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় কর প্রদান করিতেন। বৈশালীর প্রাচীন লিচ্ছবিরাজবংশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় শকরাজের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেন।" কুমারের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধভরে বালক বলিয়া উঠিল, "ভট্ট, তখন কি দেশে মানুষ ছিল না? সমস্ত মগধ ও তীরভুক্তির রাজগণ শকের আধিপত্য স্বীকার করিত?" ভট্ট অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, কাণেও কিছু কম শুনিত; বালকের বাক্য তাহার শ্রুতিগোচর হইল না, বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে লাগিল, "শকগণের অত্যাচারে মগধভূমি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল, দেশে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের অবস্থা শোচনায় হইয়া উঠিল। প্রজাপুঞ্জ উৎপীড়নের ভয়ে দেশত্যাগ করিতে লাগিল। মগধ ও তীরভুক্তির ব্রাহ্মণগণ নিরাশ্রয় হইয়া লিচ্ছবিরাজের দ্বারে পতিত হইল। কিন্তু তখন বিশালের বংশাবতংশ লিচ্ছবিরাজের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি শকের বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, লিচ্ছবিরাজ ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় প্রদান করিতে সাহস করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আশ্রয় প্রদান করিলে শকরাজের প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ করিতে হইত। লিচ্ছবিরাজ যাহা করিতে সাহস করিলেন না, তাঁহার অধীনস্থ সামান্য সামন্ত তাহা করিল, চন্দ্রগুপ্ত প্রসন্নবদনে ব্রাহ্মণগণকে গৃহে আহ্বান করিল।" বৃদ্ধ অনর্গল সাধু ভাষায় পুরুষ-পরম্পরা-বিশ্রুত কাহিনী আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল। "আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ পাটলিপুত্রের পল্লীতে পল্লীতে দেবদ্বেষী বৌদ্ধের এবং বিদেশীয় শকের অত্যাচার-কাহিনী প্রচার করিতে লাগিলেন। শকরাজের সেনা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গৃহ অবরোধ করিল। উত্তেজিত নগর-

বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া শকরাজকে সংহার করিল, চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রবাসিগণ শকগণকে পবিত্র মগধভূমি হইতে দূর করিয়া দিল। বিদ্রোহাগ্নি পাটলিপুত্র নগর হইতে মগধের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তীরভুক্তি ও মগধ বৌদ্ধের কবলমুক্ত হইল। পাটলিপুত্রে জাহ্নবী-সলিলে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইল। পুত্রহীন লিচ্ছবিরাজ একমাত্র কন্যা কুমারদেবীকে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের হস্তে অর্পণ করিয়া তীর্থবাসী হইলেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইল।"

"বাসুদেবের চক্রধ্বজ ও মহাদেবের ত্রিশূলধ্বজ শোভিত মন্দিরসমূহ পুনরায় গগন স্পর্শ করিল। অত্যাচারপীড়িত প্রজাপুঞ্জ দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। মগধ ও তীরভুক্তি ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অশেষ সামন্তচক্রসেবিত মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলে মগধের রাজলক্ষ্মী গুপ্তবংশে আশ্রয় লইলেন।" বৃদ্ধ যতক্ষণ যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বলিতেছিল, বালক ততক্ষণ, একাগ্রমনে তাহা শুনিতে-ছিল। তাহার পরে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। আর্দ্র গৃহতলে ভূমিশয্যায়—মগধের যুবরাজ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রোতা যে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারে নাই, সে অবিরাম আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল। "যথাসময়ে পূর্ণ বয়সে সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গঙ্গালাভ করিলে, অগ্রমহিষী লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবী বংশানুগত প্রথানুসারে ভর্ত্তার সহগামিনী হইলেন। তদনন্তর গুপ্তবংশের মধ্যাহ্ন-তপন মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।" পার্শ্বের কক্ষে এক ব্যক্তি বেড়াইতেছিল, সে হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বধির ভট্টের কর্ণে তাহার পদশব্দ প্রবেশলাভ করিল না।

আগন্তুককে দেখিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। পরিধানে সামান্য বস্ত্র, অঙ্গ সূক্ষ্ম উত্তরীয়ে আবৃত, কিন্তু চর্ম্মপাদুকাদ্বয়—মণিমুক্তাখচিত। আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিয়া—ভূমিতলে নিদ্রিত বালক ও শয্যাশায়ী বৃদ্ধকে দেখিলেন। তাহার পর—উচ্চৈঃস্বরে ভট্টকে কহিলেন "যদুভট্ট, তুমি পাগলের মত কি বলিতেছ?" বৃদ্ধ, আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া—শশব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, আগন্তুককে দেখিয়া—বৃদ্ধের শুষ্কমুখ আরও শুষ্ক হইয়া গেল—সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুক বলিল, "তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, চন্দ্রগুপ্ত বা কুমারগুপ্তের নাম কুমারের সম্মুখে উচ্চারণ করিও না। তুমি শশাঙ্ককে কি বলিতেছিলে? আমি দুই তিনবার তোমার মুখে সমুদ্রগুপ্তের নাম শুনিলাম।" বৃদ্ধের বাক্য সরিল না, সে ভয়ে প্রাচীরের দিকে সরিয়া গেল। আগন্তুকের চীৎকারে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া বালক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন আগন্তুক কহিল, "শশাঙ্ক, তুমি প্রাসাদের জীর্ণ অংশে কি করিতেছিলে?" বালক অধোবদন হইল, উত্তর করিল না। আগন্তুক বৃদ্ধকে কহিল, "যদু তুমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। তুমি অম্লানবদনে আমার আদেশের বিরুদ্ধে কুমারকে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছিলে। আর যদি কখনও তোমাকে সমুদ্রগুপ্তের নাম উচ্চারণ করিতে শুনি, তাহা হইলে তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া পাটলিপুত্রনগর হইতে বাহির করিয়া দিব। শশাঙ্ক তুমি প্রাসাদের এই অংশে কখনও একাকী আসিও না। যদু বৃদ্ধ হইয়াছে, সে কি তোমাকে সর্প ও ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে?" বালকের আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয় তখন জলে ভরিয়া আসিতে-

ছিল, মস্তক নত করিয়া কুমার ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দূরে দ্বিতীয়কক্ষে লল্ল তাহার জন্য দাঁড়াইয়াছিল, সে দৌড়িয়া আসিয়া বালককে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল ও কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল, বালক তখন বৃদ্ধ সৈনিকের বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতেছিল।

কোন দুঃসংবাদ পাইয়া সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অস্থিরভাবে প্রাসাদের অঙ্গনে পাদচারণ করিতেছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে নূতনপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ পরিত্যক্ত অংশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যদু ভট্ট যে গৃহে বাস করিত সে স্থানে সম্রাট বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোনও কালে যাইতেন না। সেই জন্যই যদুভট্ট নিশ্চিন্ত মনে কুমারকে নিষিদ্ধ কথা শুনাইতেছিল। প্রৌঢ় আগন্তুক যে সম্রাট মহাসেনগুপ্ত তাহা আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। বহুপূর্ব্বে সম্রাট্ মধ্যদেশীয় গণকের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্য বিনষ্ট হইবে ও দৌহিত্রবংশ পাটলি-পুত্র অধিকার করিবে। সেই অবধি বৃদ্ধ ভীত হইয়া ভট্ট ও চারণগণকে কুমারের নিকট গুপ্তবংশের লুপ্তগৌরবের কথা, চন্দ্রগুপ্ত, বা সমুদ্রগুপ্তের কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমার চলিয়া গেলে সম্রাটের দুশ্চিন্তা ফিরিয়া আসিল, তিনি ধীরে ধীরে ভট্টের গৃহ হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা-মাত্র বৃদ্ধ ভট্ট বজ্রাহতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাটলিপুত্রের পথে।

দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অসহ্য গ্রীষ্ম বোধ হইতেছিল। পাটলিপুত্রের অনতিদূরে, বারাণসীর জনশূন্য পথে, অন্ধকার ক্রমশঃ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতেছিল। গিরিশিরে এবং উচ্চ বৃক্ষশীর্ষে রক্তাভ নির্ব্বাণোন্মুখ সূর্য্যকিরণ তখনও স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বাকাশ অসিতবর্ণ ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। প্রশস্ত রাজপথ বৃষ্টির জলে ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইয়াছিল। চারিটি প্রাণী তখন ধীরে ধীরে সেই পথ অবলম্বন করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে আসিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে দীর্ঘ-যষ্টি-হস্তে জনৈক বৃদ্ধ, তাহার পশ্চাতে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, সর্ব্বশেষে একটি প্রাচীন গর্দ্দভ, এবং তাহার পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র বালক। বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াও নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু বালিকা প্রতিক্ষণে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ বলিল, "আর কিছু দূর গেলে, কাহারও গৃহে বা কোন গ্রামে আশ্রয় পাইব, কিন্তু পথের মাঝে বিলম্ব করিলে অন্ধকারে আর চলিতে পারিব না।" বালিকা বলিতেছিল, "বাবা, আমি আর চলিতে পারিব

না, আমার পা কত জায়গায় যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি একটু বসি।" বালক বলিল, "দিদি তুই গাধার পিঠে চল্, আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব।" বালকের কথা শুনিয়া বালিকা ও বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল। বালক অপ্রস্তুত হইয়া নীরব রহিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বালিকা সত্য সত্যই বসিয়া পড়িল, সে রাজপথ ত্যাগ করিয়া পথিপার্শ্বে উচ্চ সিক্ত ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "মা, বসিয়া পড়িলি ?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কন্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, গর্দ্দভটি বালককে পৃষ্ঠে লইয়া তাহাদিগের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক বলিয়া উঠিল, "বাবা, অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইতেছি।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজপথের পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, আম্রবৃক্ষের নিম্নে, অন্ধকার অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়াছিল, বৃদ্ধ পুত্র কন্যা লইয়া তাহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল। অশ্বপদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল, অন্ধকারের মধ্য হইতে শত শত অশ্বারোহী নির্গত হইয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের উপর বিদ্যুতালোক পতিত হইয়া তাহাদিগের মূর্ত্তি ভীষণতর করিয়া তুলিতেছিল। তখন বৃদ্ধ, পুত্র কন্যা ক্রোড়ে লইয়া বৃক্ষকাণ্ডের পার্শ্বে আত্মসঙ্গোপন করিতেছিল। অর্দ্ধদণ্ডকাল যাবৎ অশ্বারোহী সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আম্রবৃক্ষের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইল। অশ্বারোহিদল বহুদূর চলিয়া গেলেও বৃদ্ধ পথে আসিতে সাহসী হইল না। ক্রমশঃ বৃষ্টি

আরম্ভ হইল ; সমস্ত আকাশ মসীবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বৃদ্ধ পুত্র কন্যাকে বৃক্ষকাণ্ডের গহ্বর মধ্যে স্থাপন করিয়া নিজে বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতেছিল। রজনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হইলে পুনরায় অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল। বৃদ্ধ অত্যন্ত ভীত হইয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে-ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চারি পাঁচজন অশ্বারোহী আসিয়া আম্রবৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "বৃষ্টি বড় জোরে পড়িতেছে, চল বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করি।" এই কথা শুনিয়া সকলেই রাজপথ হইতে অবতরণ করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাহার দীর্ঘ দেহ অশ্বারোহিগণের নয়নগোচর হইল। যে ব্যক্তি সম্মুখে ছিল সে বলিয়া উঠিল, "বৃক্ষতলে শূল হস্তে কে দাঁড়াইয়া আছে দেখ্?" তাহার কথা শুনিয়া সকলেই বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধ তখন বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন অশ্বারোহী তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পশ্চাৎ হইতে নিক্ষিপ্ত বর্ষা বৃদ্ধের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিল। সশব্দে প্রাণহীন দেহ আর্দ্র ধান্যক্ষেত্রে পতিত হইল, বৃক্ষমূল হইতে বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, গর্দ্দভটি ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিল, বালক প্রাণপণ শক্তিতে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া রহিল।

অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিয়া দেখিল যে মৃত ব্যক্তি অস্ত্রহীন ও বৃদ্ধ, বৃদ্ধের যষ্টি খানিকে তাহারা শূল বিবেচনা করিয়াছিল, তখন তাহারা যে ব্যক্তি বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকার অস্ফুট চীৎকার তাহারই কর্ণগোচর হইয়াছিল, সে সঙ্গিগণের

ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করিয়াও নীরবে বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। সে বৈদ্যুতালোক-সাহায্যে, বৃক্ষকাণ্ডে, বালিকাকে দেখিতে পাইল, এবং উল্লাসে চীৎকার করিয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিল, "বুড়াকে মারিয়া কি পাইয়াছি তাহা দেখিয়া যা, কিন্তু কেহ ভাগ পাইবি না।" তখন সকলে আসিয়া বালিকাকে দেখিল এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রেশ্বর রত্ন পাইয়াছে।" বালিকা শোকে ও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিল। বালিকার অধিকারী অশ্বে আরোহণ করিয়া, অবলীলাক্রমে তাহাকে উঠাইয়া লইল। বৃষ্টির বেগ মন্দ হইলে অশ্বারোহিগণ পুনরায় গন্তব্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

বালককে পৃষ্ঠে লইয়া গর্দ্দভটি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, অর্দ্ধক্রোশ দূরে তালবৃক্ষপুঞ্জের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বালক ভয়ে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই গর্দ্দভের পৃষ্ঠে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে বালকের রোদনধ্বনি জনৈক তৈলিকের কর্ণগোচর হইল, সে গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া পণ্য বিক্রয়ের জন্য নগরে যাইতেছিল। তৈলিক দয়াপরবশ হইয়া গর্দ্দভটি ও বালককে সঙ্গে লইয়া গেল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, নগরতোরণে যখন মঙ্গলবাদ্য হইতেছিল, তখন তৈলিক ও বালক পাটলিপুত্রের পশ্চিমতোরণে প্রবেশ করিল।

তোরণের বহির্দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া, প্রতীহারগণ* দ্বিতীয় দ্বারের পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। তৈলিক তাহাদিগকে ডাকিতে সাহস করিল না, বালকের সহিত দূরে বসিয়া রহিল। দৌবারিকগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে রথচক্রের শব্দে অনেকের

* প্রতীহার—শান্তিরক্ষক অথবা দ্বারপাল।

নিদ্রাভঙ্গ হইল। একখানি রথ আসিয়া অন্তরের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল, নগরাভ্যন্তর হইতে এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তোরণমুক্ত করিতে আদেশ করিল। তখন দৌবারিকগণ শয্যাত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। এক ব্যক্তি তখনও নিদ্রা যাইতেছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠে সজোরে পদাঘাত করিল, সে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি শয্যা সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তোরণের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে নিক্ষেপ করিল। একজন নিদ্রাবসানে নিম্বকাষ্ঠ লইয়া দশনাবলি পরিষ্কার করিতেছিল, ও ঘন ঘন নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে কে আসিয়াছে?" একজন দৌবারিক উত্তর করিল "তোর বাবা।" তখন প্রথম ব্যক্তি—"আমার বাবা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে"—এই কথা বলিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে দন্তধাবনে নিযুক্ত হইল। তাহা দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তি তাহার নিম্বকাষ্ঠ ও জলপাত্র পরিখার জলে নিক্ষেপ করিল। সে তখন পরিখার হরিদ্বর্ণ জল হইতে ভৃঙ্গার উদ্ধারের চেষ্টায় ছুটিল। ইতিমধ্যে প্রতীহারগণ তোরণের অভ্যন্তর হইতে শয্যাদি সরাইয়া ফেলিয়াছিল। নগরাভ্যন্তর হইতে যিনি তোরণোন্মোচন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি অধীর হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিতেছিলেন। দৌবারিকগণের সমবেত চেষ্টায় দ্বারের অর্গল-চতুষ্টয় অপসারিত হইল, দারুনির্ম্মিত গুরুভার তোরণদ্বার দ্বিখণ্ডিত হইয়া তোরণ-প্রাচীরে সংলগ্ন হইল, প্রতীহার ও দৌবারিকগণ সভয়ে চাহিয়া দেখিল যে, ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ এক বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া যাহারা উষ্ণীষ বন্ধন করিবার সময় পায় নাই, তাহারা

ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, অবশিষ্ট প্রতীহার ও দৌবারিকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া নতজানু হইল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে কশাপ্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া দিলেন। অশ্ব-চতুষ্টয়-বাহিত রথ সশব্দে তোরণদ্বার হইতে নির্গত হইয়া গেল।

তৈলিক অশ্ব, গর্দ্দভ ও বালককে লইয়া নগর-প্রবেশের চেষ্টায় উত্থান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া দৌবারিকগণের বলবীর্য্য ফিরিয়া আসিল, সকলে মিলিয়া নিরীহ তৈলিকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া, তৈলিক তাহার পণ্যের কিয়দংশ উৎকোচ প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। সে বালককে লইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজপথ প্রায় জনশূন্য, বিপণীসমূহ রুদ্ধ। যাহারা রাজপথে চলিতেছে তাহারা যেন অত্যন্ত শঙ্কিত, অবসর পাইলেই রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া, নগরের সঙ্কীর্ণ বক্র পথসমূহ অবলম্বন করিতেছে। সময়ে সময়ে বিদেশীয় সৈনিকগণ দলে দলে রাজপথ কোলাহলপূর্ণ করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া পাটলিপুত্রবাসিগণ দূরে সরিয়া যাইতেছে, উন্মুক্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতেছে। বিপণীস্বামী বিপণী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। তৈলিক নগরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং অবিলম্বে রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বক্রপথ অবলম্বন করিল। অন্ধকারময় পথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে ব্যক্তি একটি জীর্ণ পর্ণকুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হইয়া কপাটে আঘাত করিল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সে দেখিল যে কেহ কপাট খুলিল না, তখন পুনরায় আঘাত করিল। এইরূপে প্রায় দুই দণ্ডকাল অতিবাহিত হইল, বালকটি ক্লান্ত হইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নগর

ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল, দিবাবসানে অন্ধকার পথে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। পথিক গত্যন্তর না দেখিয়া কপাটে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, কপাট খুলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে কুটীরাভ্যন্তর হইতে বামাকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সে ক্রন্দনের ভাষা বা সুর প্রকাশ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু সে ক্রন্দনের ভাবার্থ এই,—"আমার বাটীতে দস্যু আসিয়াছে, প্রতিবেশিগণ কে কোথায় আছ, আসিয়া আমাকে রক্ষা কর। রাজার ভাগিনেয়ের সঙ্গে থানেশ্বর হইতে যে সমস্ত দুর্বৃত্ত সেনা আসিয়াছে, তাহারা আমাকে অসহায়া, অনাথা, বিধবা পাইয়া বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তোমরা আসিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান কর, নতুবা আমি মরিলাম। আমার জাতি, কুল, মান সমস্তই নষ্ট হইল ইত্যাদি।" প্রথম প্রথম রমণীর চীৎকার শুনিয়া, দুই একজন প্রতিবেশী দ্বিতলের গবাক্ষের কিয়দংশ উন্মোচন করিয়া, ব্যাপারটা কি তাহা দেখিতেছিল; দুই একজন ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে রমণীকে অভয় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে একব্যক্তি তৈলিকের বলীবর্দ্দ ও বালকের গর্দ্দভটি দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে তুই করিতেছিস কি? পথে যে মেলা ঘোড়া দেখিতে পাইতেছি, নিশ্চয়ই থানেশ্বরের অশ্বারোহী সেনা আসিয়াছে।" তাহার কথা শুনিবামাত্র, পাটলিপুত্রের বীরনাগরিকগণ গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল, রমণীর কাতরোক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পথে আর দৃষ্টি চলে না দেখিয়া পথিক অগত্যা পদাঘাতে জীর্ণ অর্গল ভগ্ন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। রমণী তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল কি না তাহা বুঝিতে পারা গেল না,

কারণ পথিক গর্দ্দভ, বৃষ ও বালককে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আর কেহ রমণীর রোদনধ্বনি শুনিতে পায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন ও পুরাতন।

পরিচারকগণ প্রভাত হইতে প্রাচীন সভামণ্ডপ পরিষ্কার করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত প্রশস্ত সভামণ্ডপ আকারে সমচতুষ্কোণ; উহার ছাদ অষ্টোত্তরশত স্তম্ভের উপরে স্থাপিত, সভাতল উজ্জ্বল মসৃণ সমচতুষ্কোণ কৃষ্ণ মর্ম্মরে আচ্ছাদিত; সভাপ্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, নাতিস্থূল স্তম্ভোপরি স্থাপিত রজতময় অলিন্দ। অলিন্দের শীর্ষে কারুকার্য্যময় পাষাণচিত্র; এই স্থানে মহাভারত ও রামায়ণের সমস্ত চিত্রগুলি খোদিত ছিল। অলিন্দের পশ্চাতে সভামণ্ডপের স্তম্ভ। সভামণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে পাষাণময়ী বেষ্টনী। পাটলিপুত্রে শুনিতে পাওয়া যাইত যে, প্রাচীন সম্রাটগণের রাজত্বকালে বেষ্টনীর মধ্যে দশ সহস্র অশ্বারোহী সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। সভামণ্ডপে অন্যূন সহস্র হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুখাসন সজ্জিত ছিল, প্রাচীনতা ও অযত্নের জন্য শুভ্র-দ্বিরদরদ অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছিল; ইহাতে রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ উপবেশন করিতেন। তখনও আর্য্যাবর্ত্তে যাবনিক প্রথানুকরণে রাজসভায় দণ্ডায়মান থাকিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। রাজা, সভাগৃহে প্রবেশ করিলে, সকলে আসন হইতে উত্থিত হইত; এবং রাজা আদেশ করিলে স্ব স্ব আসনে পুনরায় উপবেশন করিত। অলিন্দে

দুই শ্রেণীর রজতনির্ম্মিত সুখাসন সজ্জিত ছিল, ইহাতে রাজবংশজাত, যুবরাজপাদীয় * ও কুমারপাদীয় † অমাত্যগণ স্থানলাভ করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ না করিলে, অলিন্দে কেহ আসন পাইত না। মৎস্যদেশ হইতে আনীত, বহুমূল্য শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চবেদীর উপরে সম্রাটের আসন স্থাপিত হইত। সভাতল হইতে হস্তদ্বয়পমিরিত উচ্চ বেদী, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সোপানশ্রেণী, বেদীর উপরে সুবর্ণমণ্ডিত দণ্ড-চতুষ্টয়ের মস্তকে স্থাপিত রজতময় চন্দ্রাতপ। পরিচারকগণ মর্ম্মরময় বেদী ধৌত করিয়া, তাহার উপরে পারস্যদেশ হইতে আনীত আচ্ছাদন বিস্তৃত করিয়া, তদুপরি সুবর্ণনির্ম্মিত দুইখানি সিংহাসন স্থাপন করিতেছিল। অপরাপর পরিচারকগণ চন্দ্রাতপে মুক্তার ঝালর লাগাইতেছিল, কেহ বা সিংহাসনদ্বয়ের উপরে রজতনির্ম্মিত ধবল ছত্রদ্বয় সন্নিবেশিত করিতেছিল। বেদীর এক প্রান্তে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একজন কর্ম্মচারী পরিচারকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে যে পিঙ্গলকেশ বালকটি শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের উপরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া জলরাশির গতি দেখিতেছিল, সে সভামণ্ডপের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, ঘুরিতে ঘুরিতে সে ক্রমে বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া পরিচারকবর্গ নিমেষের জন্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

* যুবরাজপাদীয়—সে সকল অমাত্য বা রাজকর্ম্মচারী সম্মানে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সমান।

† কুমারপাদীয়—যে সকল অমাত্য বা রাজপুরুষগণ সম্মানে যুবরাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজকুমারগণের সমান।

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "নূতন সিংহাসনখানা কাহার?" একজন পরিচারক উত্তর করিল, "থানেশ্বরের সম্রাটের।" বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে নিকট-স্থিত একখানি হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুখাসন ধারণ করিল। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে হস্তিদন্ত চূর্ণ হইয়া গেল, পরিচারকগণ ভয়ে দুই হস্ত সরিয়া দাঁড়াইল। রোষরুদ্ধকণ্ঠে বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিলি?" কেহ উত্তর দিল না। যে কর্ম্মচারী পরিচারকগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি বেদীর নিকটে আসিলেন ও বালককে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাহার আদেশে বেদীর উপরে নূতন সিংহাসন স্থাপন করাইতেছ?" কর্ম্মচারী উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম—" তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে. বালক এক লম্ফে বেদীতে আরোহণ করিল ও পদাঘাতে নূতন সিংহাসনখানিকে দশ হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিল। মহাশব্দে সিংহাসন সভাতলের কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনের উপর পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। পরিচারকবর্গ মণ্ডপ হইতে পলায়ন করিল, কর্ম্মচারী বালকের অবস্থা দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের পশ্চাৎস্থিত হরিদ্বর্ণ যবনিকা অপসারিত হইল; জনৈক দীর্ঘকায় প্রৌঢ় যোদ্ধৃপুরুষ ও একটি ক্ষুদ্রকায়া বৃদ্ধা, কতকগুলি বিদেশীয় সৈনিকপরিবৃত হইয়া সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ হইল?" কেহই উত্তর দিল না। কুমারামাত্য ও বালক শশাঙ্ক ব্যতীত, সভাগৃহে উত্তর দিবার আর কেহ ছিল না। প্রথম ব্যক্তি নবাগতগণকে দেখিয়া এতদূর ভীত হইয়াছিল

যে, তাহার উত্তর দিবার সামর্থ্য ছিল না। বালক ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া রহিল। বৃদ্ধা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট শব্দ ও প্রভূত পরিমাণ লালা নির্গত হইল। বালক তখন অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "পরিচারকেরা পিতার সিংহাসনের পার্শ্বে, বেদীর উপরে থানেশ্বরের রাজার সিংহাসন রাখিয়াছিল, আমি তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছি।" সভামণ্ডপের প্রাচীরের কঠিন পাষাণে লাগিয়া বালকের উক্তি প্রতিধ্বনিত হইল। শ্রবণমাত্র প্রৌঢ় যোদ্ধার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; অনুবর্ত্তী সৈনিকগণের কোষস্থিত অসির ঝনৎকার শ্রুত হইল। কর্ম্মচারী সে শব্দে চমকিয়া উঠিল ও উর্দ্ধশ্বাসে সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিল। বৃদ্ধা তখন বেদীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, ও বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বেদী হইতে সভাতলে লইয়া গেলেন। প্রৌঢ় তখন কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিতেছিলেন, অর্দ্ধোন্মুক্ত অসি কোষেই রহিয়া গেল। অতি ব্যস্তভাবে শুভ্রবসনপরিহিত নগ্নপদ জনৈক বৃদ্ধ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদেশীয় সৈনিকগণও অভিবাদন করিল। আমরাও তাঁহাকে পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি। তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহাসেনগুপ্ত।

তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা ঈষৎ হাস্য করিলেন, প্রৌঢ়ের মস্তক ঈষৎ অবনত হইল। বৃদ্ধ কিন্তু করুণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধার প্রতি চাহিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হইল, বৃদ্ধের আন্তরিক ইচ্ছা বিনয় করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাকে বালকের অপরাধ ক্ষমা করিতে বলেন; কিন্তু শত শত বর্ষের সাম্রাজ্য-গর্ব্ব আসিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিতেছিল। হাসিয়া বৃদ্ধা কহিলেন,

"ভাই, শশাঙ্কের কথা কিছু বলিও না, প্রভাকর কি এতই পাগল যে বালকের কার্য্যে বুদ্ধি হারাইবে।" প্রৌঢ় তখন অবনতমস্তকে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি পঞ্চনদবাসিনী। এখনও পঞ্জাবে রমণীগণ সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কপিশা ও গান্ধারবাসিনী রমণীগণের পরিধেয়ের ন্যায়, সে পরিচ্ছদে রমণীসুলভ কোমলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দূর হইতে স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু পর্ব্বতবেষ্টিত বন্ধুর উপত্যকাসমূহের অধিবাসিনীগণের পক্ষে, তদপেক্ষা উপযুক্ত পরিধেয় আর কিছুই হইতে পারে না। বৃদ্ধার কেশসমূহ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, পরিধানে চুড়িদার পায়জামা, অঙ্গরক্ষ, মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। পৃষ্ঠে শুভ্র কেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শীর্ণ পদদ্বয় পাদুকাসম্বদ্ধ। তিনি সম্রাট মহাসেনগুপ্তের সহোদরা, স্থাণ্বীশ্বরের মহা রাজ আদিত্যবর্দ্ধনের বিধবা মহিষী, মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা। তাঁহার সহচর প্রৌঢ়, আদিত্যবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশের প্রথম সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন। আদিত্যবর্দ্ধন যখন জীবিত ছিলেন, তখন হইতেই, মহাসেনগুপ্তা স্বামীর নামে স্থাণ্বীশ্বর রাজ্য শাসন করিতেন। প্রভাকরবর্দ্ধন যখন স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখনও মহাদেবী সিংহাসনের পশ্চাতে, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া, পুত্রের নামে, লৌহদণ্ড-হস্তে, রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন; অশীতি বর্ষ বয়সেও, স্থাণ্বীশ্বরে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে সকলেই জানিত যে সিংহাসনোপবিষ্ট সম্রাট উপাধিধারী, পঞ্চনদের উদ্ধারকর্ত্তা, হূণ, আভীর ও গুর্জ্জরের শমনস্বরূপ, প্রভাকরবর্দ্ধন, মহাদেবীর ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র।

তাঁহারই পরামর্শে স্থাণ্বীশ্বরের এবং তাহার সহিত উত্তরাপথের রাজচক্র পরিচালিত হইত।

হাসিতে হাসিতে পিতৃস্বসা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও তনয়ের হস্ত ধারণ করিয়া সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে, বৃদ্ধ সম্রাট তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। একে একে পরিচারকবর্গ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, ভগ্ন সিংহাসন অপসারিত হইল, সভামণ্ডল সুসজ্জিত হইল, বেদীর উপরে সম্রাট ব্যতীত আর কাহারও আসন রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপণীস্বামিনী।

বিপণীতে বসিয়া, ঘোর মসীবর্ণা, পরিণতবয়স্কা একটী রমণী তণ্ডুল, লবণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতির সহিত হাস্ত বিক্রয় করিতেছিল। জনাকীর্ণ পাটলিপুত্র নগরে, তণ্ডুলাদির ন্যায়, তাহার হাস্যেরও ক্রেতার অভাব ছিল না। বিপণীর মধ্যে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত তৈলিক বসিয়াছিল, এবং বিক্রীত হাস্যের পরিমাণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিল। বালকটি বিপণীর সম্মুখের রাজপথে, ধূলি-ধূসরিত, অসিতবর্ণ, অপর কতকগুলি বালকবালিকার সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময়ে একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ, তণ্ডুল ও ঘৃত ক্রয় করিবার জন্য বিপণীতে প্রবেশ করিল। ঘৃত ও চাউলের সহিত, রমণী অনেক পণ্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। আগন্তুক ক্রয়বিক্রয় শেষ করিয়া যখন বস্ত্রাঞ্চলে চাউল, ডাল, লবণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি বন্ধন শেষ করিল, তখন সে দেখিল যে সমস্ত দ্রব্যগুলি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা দেখিয়া, সদয়হৃদয়া বিপণীস্বামিনী তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

তখন তৈলিক গৃহ হইতে নির্গত হইল, এবং আগন্তুককে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে তাহার দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য সে নিজে যাইতে

প্রস্তুত আছে, অথবা তাহার পুত্রকে পাঠাইতে পারে, কিন্তু সে কোন মতেই তাহার পত্নীকে, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত, গৃহত্যাগ করিতে দিতে প্রস্তুত নহে। বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমশঃ মল্লযুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে, রমণী উভয়ের মধ্যে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল; স্থির হইল যে বালক আগন্তুকের সহিত তাহার দ্রব্যাদি লইয়া যাইবে।

বালক ধীরে ধীরে ভার মস্তকে লইয়া আগন্তুকের অনুসরণ করিতেছিল, আগন্তুক কিন্তু, সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া দেখিতেছিল, বালক কতদূর আসিল। এক একবার, বালককে না দেখিতে পাইয়া, তাহার অন্বেষণে ফিরিয়া আসিতেছিল। আগন্তুক যে পথ দিয়া চলিতেছিল, সে পথ, ক্রমে নগর ছাড়াইয়া, নদীতীর অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়াছিল; এক পার্শ্বে শুভ্র বালুকাময় গঙ্গা-সৈকত, ও অপর পার্শ্বে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। বহুদূরে বালুকাক্ষেত্রের উত্তর সীমায় ক্ষীণকায়া ভাগীরথীর জল-রেখা দেখা যাইতেছিল। অন্য সময়ে, সে পথে প্রভাত ও সন্ধ্যাকাল ব্যতীত জনসমাগম দেখা যায় না, আজ কোন বিশেষ কারণে সে পথে বিলক্ষণ জনতা হইয়াছে। বালক ভিড়ের মধ্যে প্রায়ই হারাইয়া যাইতেছিল এবং আগন্তুক বহুকষ্টে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। পথের দক্ষিণপার্শ্বে, বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় তাহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। প্রান্তরের মধ্যে শিবির স্থাপিত হইয়াছে, শিবিরের সম্মুখে সৈনিকগণ নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদের অধিকাংশই রন্ধনে ও আহারে ব্যস্ত ছিল, কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রা

যাইতেছিল। পথের উত্তরপার্শ্বে, বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে, সারি সারি অশ্ব দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাহাদিগের সম্মুখে স্তূপীকৃত অশ্বসজ্জা, বর্ষা, তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ অশ্বারোহিগণের ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছিল। পথের উভয়-পার্শ্বে, সমান্তরালে বিদেশীয় যোদ্ধৃগণ সজ্জিত হইয়া শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। দলে দলে সৈনিকগণ নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে লৌহকলস চাপাইয়া বাহকগণ অশ্বারোহিগণের পানীয় জল আনয়ন করিতেছিল। পথে, শকট ও রথের জন্য পদাতিক চলিতে পারিতেছিল না। শকটশ্রেণী নগর হইতে অশ্ব ও অশ্বারোহীর আহার্য্য বহন করিয়া আনিতেছিল, ও যথাস্থানে ভার নামাইয়া দিয়া পুনরায় নগরে ফিরিয়া যাইতেছিল। সময়ে সময়ে অশ্বারোহী সেনা পরিবৃত হইয়া শকটশ্রেণী শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, ভার নামাইয়া দিয়া তাহারাও ফিরিয়া যাইতেছিল। নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় কতকগুলি লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহাদিগের সম্মুখে কতকগুলি বর্ষা স্তূপীকৃত হইয়াছিল, এবং একপার্শ্বে ভূমিশয্যায় একটি বালিকা বা রমণী পতিত ছিল। তাহার হস্তদ্বয় চর্ম্ম-রজ্জুবদ্ধ এবং পদদ্বয় রজ্জুদ্বারা ভূমিতে প্রোথিত কীলকের সহিত আবদ্ধ ছিল। সে সময়ে সময়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হতাশ হইয়া পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেছিল। যাহারা বৃক্ষতলে বসিয়াছিল তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যে তাহারা বিদেশীয় এবং পঞ্চনদবাসী। তাহাদিগের মধ্যে একজন, সময়ে সময়ে চর্ম্মপাত্র হইতে মদ্যপান করিতে-ছিল, এবং সঙ্গীদিগকে দিতেছিল, কিন্তু তাহারা কেহই বালিকার দিকে

দৃষ্টিপাত করিতেছিল না। বালক আগন্তুকের ভার বহিয়া লইয়া সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল, ভার নামাইয়া একটু বসিল, ক্ষণেক এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল; তখন বালিকা এক দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। নানাবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, বাদ্যধ্বনির সহিত, মগধের পদাতিক সেনা তখন পথ দিয়া যাইতেছিল। বালকের ভার পড়িয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, নিকটে গিয়া ডাকিল, "দিদি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বালিকা মুখ ফিরাইল, বালক তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল। তখন ভ্রাতা ভগ্নী দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বিদেশীয় সৈনিকগণ কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল যে তাহাদের একজন বন্দী দুইজন হইয়া গিয়াছে, তখন যে ব্যক্তি মদ্য ঢালিয়া দিতেছিল সে বিস্মিত হইয়া বন্দিনীর নিকট উঠিয়া আসিল, ক্ষণিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল, "তুই এটাকে আবার কোথা হইতে জুটাইলি"? বালিকা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর করিল, "ও আমার ভাই"। তখন কর্কশকণ্ঠে বিদেশীয় বলিয়া উঠিল, "তোর ভাই টাই এখানে হবে টবে না, ওটাকে এখনই চলিয়া যাইতে বল্"। তাহার কথা শুনিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বালকও তাহার সহিত সুর মিশাইল। সৈনিক রাগত হইয়া তাহার হস্তাকর্ষণ করিলে, সে আরও চেঁচাইয়া উঠিল, "ওগো দিদিগো আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না"। দুই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে"? আর একজন বলিল, "উহাদের মারিতেছে কেন?" তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থকে কহিল, "দেখ মেয়েটিকে কি রকম

করিয়া বাঁধিয়াছে?" দেখিতে দেখিতে একজন শান্তিরক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে"? তখন একসঙ্গে দশজন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিল, "মদ খাইয়া, এই কয়জন বিদেশীয় বালিকাকে মারিতেছিল, তাহার ভাই আসিয়া তাহাকে বাঁচাইতেছিল"। ভ্রাতার আকার দেখিয়া শান্তিরক্ষক হাসিয়া উঠিল। সৈনিককে জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল, বালিকা তাহার বন্দী। সে পথ হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। বালক কে—তাহা সে জানে না। সে কাহাকেও মারে নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত আগন্তুক, অনেকক্ষণ বালককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, বৃক্ষতলে জনতা দেখিয়া সেও সেইদিকে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের ভিড়ের চারি পাশে ঘুরিয়া সে যখন কিছু দেখিতে পাইল না, তখন ধীরে ধীরে লোক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে নিজের দ্রব্য সম্ভার ভূমিতে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল; অগ্রসর হইয়া দেখিল, —তৈলিকের পুত্র বালিকার ক্রোড়ে বসিয়া আছে। বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যে বড় এখানে বসিয়া আছিস"? সে আগন্তুককে দেখিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল, "আমি দিদিকে ছাড়িয়া যাইব না।"

আগন্তুক হতভম্ব হইয়া গেল। চারিপাশে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আগন্তুককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আগন্তুক তাহাদিগকে জানাইল যে, সেও স্থাণ্বীশ্বরের সেনাদলভুক্ত, সমস্ত রাত্রি প্রাসাদে প্রতীহার-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, প্রভাতে অবসর পাইয়া নগরে আহার্য্য ক্রয় করিতে গিয়াছিল। ভার অধিক হওয়ায় বিক্রেতা তাহার পুত্রকে আগন্তুকের সঙ্গে দিয়াছিল, বালিকাকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে

নাই। যাহারা পথ হইতে বালিকাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহারা এক বাক্যে বলিল যে, বালিকা পাটলিপুত্রবাসিনী নহে। দেখিতে দেখিতে শিবিরের শান্তিরক্ষকগণ আসিয়া পড়িল, কিন্তু জনতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও গোল থামাইতে পারিল না। নগরবাসিগণ ক্রমশঃ সংখ্যায় পুষ্ট হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের কলহ গুরুতর হইয়া উঠিল, গালাগালি কথাকাটা-কাটি হইতে হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল, মুষ্টিমেয় শান্তিরক্ষকগণ বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্থাণ্বীশ্বরের সেনা কলহের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গেই ছিল, কিন্তু পাটলিপুত্রবাসিগণ যুদ্ধ করিতে আইসে নাই। তাহাদিগের কেহ শকটচালক, কেহ বা বাহক, কেহ জল তুলিতেছিল, কেহ বা মোট লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় বিদেশীয়গণের তিনগুণ। স্থাণ্বীশ্বরের সৈন্যগণ প্রথমে দুই এক পদ পশ্চাতে হটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ তাহাদের শাণিত তরবারির সম্মুখে হটিতে লাগিল। কাহারও মাথা ভাঙ্গিল, কাহারও বা হস্তপদ গেল, কেহ বা জন্মের মত খঞ্জ হইল, কিন্তু কেহ মরিল না। রক্তপাত আরম্ভ হইবামাত্র নাগরিকগণ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; কিন্তু পলাইল না, দূরে থাকিয়া বস্ত্রাবাস বা বৃক্ষসমূহের পশ্চাৎ হইতে অজস্র শিলা বর্ষণ করিয়া সৈনিকদিগকে নিকটে আসিতে দিল না।

তখন জাহ্নবীতীরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া পাটলিপুত্রের একদল সেনা নগর হইতে শিবিরাভিমুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিয়া

নাগরিকগণ বিশেষ উৎসাহিত না হইয়া ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কারণ তাহারা জানিত যে, তাহাদের স্বদেশী সেনা কলহের কথা শুনিয়া তাহাদের সহিত যোগদান ত করিবেই না, বরং তাহাদিগেরই লাঞ্ছনা করিবে। সেই সময়ে নদীতীরের পথ ধরিয়া, একখানি রথ অত্যন্ত দ্রুতবেগে নগরাভিমুখে আসিতেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে আসিলে একখানা বৃহৎ প্রস্তর রথচালকের মাথার উপরে যাইয়া পড়িল এবং সে আহত হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেল। তাহার পতনের শব্দে ভয় পাইয়া অশ্ব দুইটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তাহা দেখিয়া রথের আরোহী লাফাইয়া পড়িল, রথ রাজপথ ধরিয়া—নগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আরোহী সর্ব্বপ্রথমে রথচালকের নিকটে গেল, গিয়া দেখিল যে সে জীবিত আছে বটে, কিন্তু তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময়ে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একখানা বৃহৎ পাষাণ তাহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, রাজপথ পার হইয়া শিবিরের একখানি বস্ত্রাবাস ধরাশায়ী করিল, আরোহী তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং কোষবদ্ধ অসি নিষ্কাসিত করিয়া—যে বৃক্ষতল হইতে শিলা বর্ষিত হইতেছিল সেই দিকে চলিল। যাহারা পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা বৃক্ষতল হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, তখন শিলাবর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, নগরের দিকে সেনাদল নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং নাগরিকগণ যে যেদিকে পথ পাইতেছে, সেই দিকে পলায়ন করিতেছে। আরোহীকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে যে কয়জন দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "ওরে

এ আমাদের বড় যুবরাজ"। দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, "পাগল আর কি, যুবরাজ ছেলেমানুষ, সে এখানে কি করিতে আসিবে ?"

১ম ব্যক্তি। কেন যুবরাজ কি বেড়াইতে আসিতে পারে না ?

২য় ব্যক্তি। যুবরাজ সমস্ত পাটলিপুত্র নগরে বেড়াইবার যায়গা না পাইয়া, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছে—না ?

১ম ব্যক্তি। ওরে তুই জানিস না, এই যুবরাজটার একটু ছিট্ আছে।

২য় ব্যক্তি। তবে তুই যাইয়া—তোর যুবরাজ দেখ্—আমি সরিয়া পড়ি।

প্রথম ব্যক্তি বৃক্ষতল হইতে বাহির হইয়া—"যুবরাজের জয় হউক" বলিয়া রথারোহীকে অভিবাদন করিল, আরোহী বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃক্ষতল হইতে পলায়ন করিতেছিল ; আরোহী তাহাকে ডাকিয়া দাঁড়াইতে বলিল, সেও কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "যুবরাজের জয় হউক"। তখন আশে পাশে চারিদিকে যেখানে যেখানে নাগরিকগণ লুকাইয়াছিল, তাহারা আসিয়া—আগন্তুককে অভিবাদন করিল, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষতলে বহু লোকের সমাগম হইল। নাগরিকগণকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া স্থাণ্বীশ্বরের সৈনিকগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষতলে জনসমাগম দেখিয়া তাহারাও দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, একখণ্ড ইষ্টক আসিয়া রথারোহীর শিরস্ত্রাণে লাগিল, তাহা দেখিয়া নাগরিকগণ পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সেনাদল সেই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং জনতা দেখিয়া, তাহাদিগের অধিনায়কের আদেশে দাঁড়াইল। তখন রথারোহী রাজপথ দিয়া অগ্রসর

হইয়া গিয়া, অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে জান?" সেনানায়ক বলিল, "না"। তদুত্তরে আরোহী মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। বন্ধনমুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ, কুঞ্চিত কেশরাশি তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল। সেনানায়ক তাহার মুখ দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। মগধ সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, নাগরিকগণও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। সে ব্যক্তি সত্য সত্যই কুমার শশাঙ্ক। অবয়ব লৌহনির্ম্মিত বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকায় চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে খর্ব্বকায় যোদ্ধা বলিয়া বোধ হইতেছিল। কুমার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?" তখন নাগরিকগণ একবাক্যে কহিল যে, বিদেশীয় সেনাগণ একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরিকগণকে প্রহার করিয়াছে। যাহারা আহত হইয়াছিল তাহারা অস্ত্রাঘাত দেখাইল, অস্ত্রহীন ব্যক্তিগণের দেহে অস্ত্রাঘাত দেখিয়া ক্রোধে পাটলিপুত্রের সেনাগণও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল; তাহার পর তাহারা যখন রথচালকের প্রাণহীন দেহ দেখিতে পাইল তখন তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখা কঠিন হইল। কুমারের আদেশে সেনানায়ক যখন স্থাণ্বীশ্বরের সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদেশীয় সৈনিকগণ বস্ত্রাবাসের অন্তরালে থাকিয়া শিলাবর্ষণ করিল, সেনানায়ক অগত্যা ফিরিয়া আসিলেন। তখন কুমারের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মাগধসেনা বস্ত্রাবাস আক্রমণ করিল, স্থাণ্বীশ্বরের সেনার অধিকাংশ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা সহজেই পরাজিত হইল, যাহাদিগের জ্ঞান ছিল তাহারা পলায়ন করিল, যাহারা মত্ত হইয়াছিল তাহারা ভূতলে পড়িয়া প্রহার খাইল, দুই চারিজন আহত হইয়াছিল

তাহারা বন্দী হইল। কুমার শশাঙ্কের আদেশে আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিতা বালিকা ও তাহার ভ্রাতা বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজপথে আসিল। কুমার তাহাদিগকে লইয়া রথে নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাহার পর সেনাদল গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ইত্যবসরে বিবাদের কথা নগরে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। নগর হইতে দলে দলে দুষ্ট লোক আসিয়া নাগরিকগণের দল স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল। সেনাদল চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণ শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, মুষ্টিমেয় শান্তিরক্ষকগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না, নাগরিকগণ অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। লুণ্ঠন শেষ হইলে নাগরিকগণ শিবিরে অগ্নি প্রদান করিল, যখন বস্ত্রাবাস সমূহ জ্বলিয়া উঠিল, তখন গগনস্পর্শী অগ্নিশিখাসমূহ দেখিয়া স্থাণ্বীশ্বরের সেনানায়কগণ বুঝিলেন, যে শিবিরের বিপদ্ ঘটিয়াছে। নগর মধ্যে শরীররক্ষী সহস্রাধিক অশ্বারোহী অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে লইয়া সেনা-নায়কগণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন ইন্ধনাভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন যে, মত্ত সৈনিক ও বন্দিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া, নাগরিকগণ শিবিরে অগ্নিসংযোগ করিয়া, সমস্তই ভস্মসাৎ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্গস্বামিনীর বলয়।

রোহিতাশ্ব দুর্গ প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে সুপরিচিত, রোহিতাশ্ব দক্ষিণমগধ ও করুষের* দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। ইহা অরণ্যসঙ্কুল আটবিক প্রদেশে একমাত্র প্রবেশদ্বার। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রোহিতাশ্ব দুর্গের অধীশ্বরই অরণ্যনিবাসী বর্ব্বরজাতিসমূহের অধীশ্বররূপে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে রোহিতাশ্ব রোহতাস্ নামে পরিচিত হইয়াছিল, পাঠান ও মোগল রাজগণের সময়ে, রোহিতাশ্বের দুর্গরক্ষক, সুবা বিহারের দক্ষিণসীমান্তরক্ষক ছিলেন। শের সাহ, মানসিংহ, ইস্‌লাম খাঁ, শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম রোহতাস্ দুর্গে সুপরিচিত। সকলেই এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে, যে কালের কথা অদ্যাপি ইতিহাস-ভুক্ত হয় নাই, সেই কালে রোহিতাশ্ব দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের যে অংশ নদ-গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই অংশের অত্যুচ্চ চূড়ায় রোহিতাশ্ব দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চূড়াটি দেখিলে বোধ হইত যে উহা শোণ-নদ-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত

* করুষদেশ—বর্ত্তমান আরাজেলার প্রাচীন নাম।

হইয়া গিয়াছে। ইহার সহস্র বর্ষ ধরিয়া শোণ ক্রমাগত নিজ গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। এখন আর শোণ পাটলিপুত্রে নাই, রোহিতাশ্ব দুর্গনিম্নে নাই। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে শোণ প্রবাহিত ছিল, নদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া—সে স্থানে এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বিটপিরাজিবেষ্টিত গ্রামসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়,—বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পাদমূল এখন নদীতীর হইতে বহুদূর। পর্ব্বতচূড়ার শীর্ষে প্রাচীন রোহিতাশ্ব দুর্গ অবস্থিত ছিল; দুর্গটি দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নের দুর্গ, বৃহদাকার চূড়াটিকে পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে বন্ধুর পর্ব্বতশীর্ষ সমতল করিয়া দুর্গের দ্বিতীয় ভাগ নির্ম্মিত হইয়াছিল, দুর্গের এই অংশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শতহস্তের অধিক নহে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুরারোহ এবং দুর্জ্জেয়। রোহিতাশ্বের ইতিহাসে এই অংশ দুইবারের অধিক শত্রুহস্তগত হয় নাই। রোহিতাশ্ব দুর্গের উত্তর তোরণের নিম্নে বসিয়া একজন স্থূলকায় বৃদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে দন্ত ধাবন করিতেছিল।

বৃদ্ধ বহুক্ষণ ধরিয়া দন্তধাবন করিতেছিল, তাহার প্রাতঃক্রিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বে দুর্গদ্বারপথে পদশব্দ শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে একটি আলুলায়িতকেশা অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসিল, এবং বৃদ্ধকে দেখিয়া, গতিরোধ করিতে গিয়া, মসৃণ পাষাণাচ্ছাদিত পথে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ ও পরিচারক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে উঠাইল। তাহার বিশেষ আঘাত লাগে নাই। বালিকা উঠিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদা, নানিয়া বলিতেছিল আজ ঘরে আটা নাই, আমরা কি খাইব?" বৃদ্ধ বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া

কহিল, "ভয় কি দিদি, ঘরে গম আছে, রঘুয়া এখনই ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া দিবে।" বালিকা বলিল, "নানিয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে যে ঘরে একটিও গম নাই।" তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, আমি এখনই শিকার করিয়া আনিতেছি। রঘুয়া আমার তীর ও ধনুক লইয়া আয়।" ভৃত্য দুর্গাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিকা তখন পিতামহকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "দাদা, আমি পাখীর মাংস আর হরিণের মাংস খাইতে পারি না, আমার কেমন গন্ধ লাগে।" বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভৃত্য তীর ধনুক লইয়া আসিল, বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিলেন না, বালিকা বিস্মিতা হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, একটী অশ্রুবিন্দু বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া শুভ্র শ্মশ্রুরাজির উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন "তুই তীর ধনুক রাখিয়া আমার সহিত ভিতরে আয়," তাহার পর ধীরে ধীরে পৌত্রীর সহিত দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে তৃণগুল্মাচ্ছাদিত দুর্গপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ দ্বিতীয় দুর্গের পাদস্থিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পার্শ্বস্থিত কক্ষে, বৃদ্ধা পরিচারিকা নানিয়া, গোধূমের অভাব দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল, সে বৃদ্ধকে দেখিয়া ভয়ে নীরব হইল। গৃহকোণে অতিপ্রাচীন কাষ্ঠাধার মধ্যে একটী প্রাচীনতর লৌহপেটিকা আবদ্ধ ছিল, বৃদ্ধ বহুকষ্টে, ভৃত্যের সাহায্যে, তাহা উন্মোচন করিয়া, জীর্ণবস্ত্র ও শুষ্কপুষ্পমাল্যজড়িত একটি গোলাকার কৌটা বাহির করিলেন। বস্ত্রাবরণ মুক্ত হইলে, তাহা হইতে হীরকমণ্ডিত একখানি প্রাচীন বলয় নির্গত হইল। বৃদ্ধ, সেইখানি

ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিয়া, কহিলেন, "তুমি এইখানি লইয়া গ্রামে যাও, সুবর্ণকার ধনসুখের নিকট ইহা বিক্রয় করিয়া আইস, যে অর্থ পাইবে তাহা দিয়া আটা ও গম লইয়া আইস।" বলয়খানি প্রদানকালে বৃদ্ধের হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল, পুরাতন ভৃত্য তাহা লক্ষ্য করিল, তাহারও চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু সে নীরবে আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তুষারশুভ্রশ্মশ্রুদামের মধ্যে নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করিতেছিল। বালিকা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া পিতামহের অবস্থা দেখিতেছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা। মগধ, অঙ্গ ও রাঢ়দেশ ব্যতীত, অপর সমুদয় প্রদেশ তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। তীরভুক্তিতে, ও বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, নামে মাত্র সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও রাজধানীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন না। তবে তাঁহারা কেহই প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে যে নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাঁহাদিগের অধিকাংশই মগধ ও গৌড়বাসী। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে, নববিজিত প্রদেশসমূহে, তাঁহারা পুরস্কারস্বরূপ বিস্তৃত ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।* প্রাপ্তভূমির রক্ষার্থ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের কতকগুলিকে বাধ্য হইয়া মগধে বাস করিতে হইত, কারণ তাঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, সম্রাটসকাশ পরিত্যাগ

করিতে পারিতেন না। গুপ্তসাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন শেষোক্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের বিদেশস্থ অধিকারগুলি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। গৌড়ে ও বঙ্গে যাঁহাদিগের অধিকার ছিল, তাঁহাদিগকে কিছুকাল অভাব ভোগ করিতে হয় নাই। পরিশেষে, সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পিতা দামোদরগুপ্তের সময়ে তাঁহাদিগের অধিকারগুলিও বিনষ্ট হইল, পাটলিপুত্র ও মগধ অন্নহীন আভিজাত্যাভিমানী প্রাচীন অমাত্যবংশীয়গণে পূর্ণ হইয়া গেল, তাহার সহিত মাগধসাম্রাজ্যের অবস্থা হীনতর হইয়া উঠিল।

রোহিতাশ্বদুর্গস্বামিগণ গুপ্তসাম্রাজ্যের উন্নতির অবস্থায় অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, দক্ষিণপ্রান্ত রক্ষার জন্য তাঁহারা সম্রাটগণের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যখন দেশের পর দেশ বিজিত হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা মালবে ও বঙ্গদেশে বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যধ্বংসের প্রারম্ভে, মালবস্থিত সম্পত্তি, তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। যতদিন বঙ্গদেশের সম্পত্তি তাঁহাদিগের আয়ত্ত ছিল, ততদিন তাঁহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। সম্রাট দামোদরগুপ্তের সময়ে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রাজস্ব-প্রেরণে বিরত হন, তাহার পরেও কিছুকাল রোহিতাশ্বদুর্গস্বামিগণ বঙ্গদেশ হইতে কর পাইয়াছিলেন। ক্রমে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থিত উপত্যকাসমূহ দুর্গস্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল, তাহার উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ হইতে দুর্গস্বামিগণ কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; যে বৃদ্ধ প্রভাতে পরিখাপার্শ্বে দন্তধাবন করিতেছিলেন, তিনি রোহিতাশ্বদুর্গের বর্ত্তমান

অধীশ্বর। যশোধবলদেব অতি প্রাচীন বংশসম্ভূত, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরাধিকারসূত্রে বহুকালযাবৎ মহানায়ক উপাধি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, গুপ্তসাম্রাজ্যে তাঁহারা রাজকুমারগণের সমপদস্থ ছিলেন। যশোধবলদেবের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষের অধিক হইবে, তিনি দামোদরগুপ্তের সময়ে বহুযুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছেন। মহাসেনগুপ্তের সময়ে মৌখরিবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি দক্ষিণ মগধে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কীর্ত্তিধবল। পুত্রও পিতার ন্যায় যশোলাভ করিয়াছিল; অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, পিতার অনুমতি না লইয়া, বঙ্গে পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির আশায়, নদীবেষ্টিত সমতটে কীর্ত্তিধবল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিধবলের পত্নী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তদবধি বৃদ্ধ যশোধবলদেব, পিতৃমাতৃহীনা পৌত্রীকে লইয়া, ভগ্নহৃদয়ে দুর্গমধ্যে বাস করিতেছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার দৈন্যদশা আরম্ভ হইয়াছিল, প্রজাগণ নিয়মিতরূপে করপ্রদান করিত না, বেতন না পাইয়া দুর্গরক্ষিগণ একে একে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেল, অবশেষে বৃদ্ধ পরিচারক রঘু ও পরিচারিকা নানিয়া ব্যতীত আর কেহই রহিল না। তখনও দুর্গস্বামিগণের অধিকারে যে ভূমি ছিল, তাহার কর বা উৎপন্ন শস্য পূর্ব্বরীতি অনুসারে প্রদত্ত হইলে দুর্গস্বামীর অন্নাভাব হইত না, কিন্তু লোকাভাবে শস্য দুর্গে আনীত হইত না, কেহ চাহিতে যাইত না বলিয়া প্রজাগণ কর দিত না, অবশেষে যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক যশোধবলদেব অন্নাভাবে মৃতপত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

বালিকা কিয়ৎক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; পিতামহের অবস্থা দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে নানিয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল; রঘু একটা বৃহৎ থলিয়া স্কন্ধে লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধের চৈতন্য হইল। তিনি বৃদ্ধ ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিবামাত্র, সে কটিদেশের বস্ত্র হইতে দশটি সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া দিয়া কহিল, "সুবর্ণকার ধনসুখ আপনাকে প্রণাম জানাইয়া বলিয়া দিয়াছে, যে বলয়ের সমস্ত মূল্য এখন দিতে পারিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে অবশিষ্ট সুবর্ণমুদ্রা লইয়া সে স্বয়ং আসিবে।" নানিয়া ও রঘু লক্ষ্য করিল যে সে দিন বৃদ্ধ দুর্গস্বামী আহার করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এক শীর্ণ বৃদ্ধ, ধীর মন্থর গতিতে দুর্গে প্রবেশ করিল, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছিল; দেখিতেছিল যে তোরণে প্রহরী নাই, তোরণের কপাটের কাষ্ঠখণ্ডগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লৌহখণ্ডগুলি তোরণের সম্মুখে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে, প্রাঙ্গণ তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে, প্রাকারে অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃহদাকার বৃক্ষ বহুকাল-পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দুর্গস্বামিগণের আবাসগৃহগুলি ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। কক্ষের সজ্জাসমূহ অযত্নে মলিন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে কীট ও পক্ষিগণের অত্যাচারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, দুর্গাভ্যন্তর দেখিলেই বোধ হয় যে সেস্থানে এখন আর মানবের আবাস নাই। দ্বিতীয় দুর্গের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র

কক্ষের সম্মুখে একখানি বহুমূল্য প্রাচীন পারসিক আস্তরণের উপরে বৃদ্ধ দুর্গস্বামী বসিয়া আছেন, সুবর্ণকার তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সে উপবেশন করিল না; একটি বস্ত্রাধার হইতে কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, "বলয়ের মূল্য কত হইবে তাহা এখানে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না, উপস্থিত সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আনিয়াছি, অবশিষ্ট অল্পদিন মধ্যে পাটলিপুত্র হইতে আনাইয়া দিব।"

বৃদ্ধ। বলয়ের মূল্য কি এত অধিক হইবে?

ধন। আমার যতদূর বিদ্যা তাহাতে বোধ হয় যে ইহার মূল্য দশ-সহস্র সুবর্ণমুদ্রার কম হইবে না।

বৃদ্ধ। এত অধিক মূল্য কি তুমি দিতে পারিবে?

ধন। আমার পুত্রকে পাটলিপুত্রে পাঠাইয়াছি, সে ফিরিয়া আসিলেই দিতে পারিব।

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু ধনসুখ পূর্ব্ববৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, চলিয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধনসুখ, জাপিলগ্রামে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ মহেন্দ্রসিংহ বাস করিত, সে কি জীবিত আছে?"

ধন। প্রভু, মহেন্দ্রসিংহ বহুকাল স্বর্গগত হইয়াছে, তাহার পুত্র বীরেন্দ্রসিংহ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। তবে জাপিলগ্রামে আপনার পুরাতন ভৃত্য সেনানায়ক হরিদত্ত, অক্ষপটলিক বিধুসেন এবং পর্ব্বতের উপত্যকায় সিংহদত্ত অদ্যাপি জীবিত আছে।

বৃদ্ধের নয়নদ্বয় অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন,

"ধনসুখ, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, আমি পাটলিপুত্রে যাইব মনস্থ করিয়াছি, তুমি ইহাদিগকে একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে পার ?" তখন বৃদ্ধ ধনসুখ, নতজানু হইয়া, করযোড়ে কহিল, "প্রভু, আমি আপনার প্রাচীন ভৃত্যগণের অনুরোধে, এই দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। দশবৎসর কাল কেহ আপনার সাক্ষাৎ পায় নাই, যাহারা বঙ্গদেশের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই অধীর হইয়াছে। তাহারা সকলেই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য কল্য প্রভাতে দুর্গমধ্যে আসিতে চাহে।" বৃদ্ধের নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "ধনসুখ, যাহারা আসিতে চাহে, তাহারা যেন আসে, আমি তাহাদিগকে দেখিলে বড় সুখী হইব, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও, যে আমার আর পূর্ব্বেই ন্যায় সামর্থ্য নাই, লোকবল বা অর্থবল নাই, আমি যে তাহাদিগকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারিব তাহাও বলিয়া বোধ হয় না। তুমি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছ, নতুবা মৃতা দুর্গস্বামিনীর বলয় তোমার নিকট বিক্রয় করিতাম না।"

দুর্গস্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে ধনসুখ নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাদেবীর বিচার।

পাটলিপুত্রের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্রকক্ষে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে দুই ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্ষুদ্র কক্ষটি নীলবর্ণের যবনিকায় আবৃত, গৃহতল সুকোমল বহুমূল্য পারসিক আস্তরণে আচ্ছাদিত, তাহার উপরে ক্ষুদ্র হস্তিদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে বৃদ্ধা মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে, স্বর্ণসিংহাসনে, বহুমূল্য পীত-বর্ণের রাজভূষা পরিধান করিয়া, সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গৃহকোণে একটি ক্ষীণ গন্ধদীপ, নীলবর্ণের স্বচ্ছ যবনিকার অন্তরাল হইতে গৃহের কিয়দংশ আলোকিত করিতেছিল, অন্ধকারে সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিদ্বয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। মাতাপুত্রে অস্ফুটস্বরে কথোপকথন হইতেছিল। মহাদেবী বলিতেছিলেন, "প্রভাকর, তোমার এখন আর অত অধীর হইবার বয়স নাই, তুমি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছ। মগধ তোমার মাতামহের রাজ্য, এই গৃহ তোমার মাতামহ-বংশের, তুমি অতিথিস্বরূপ পাটলিপুত্র নগরে আসিয়াছ। তোমার মাতামহবংশ বহু প্রাচীন, আর্য্যাবর্ত্তে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, এখনও উত্তরাপথে তোমার পিতৃকুল অপেক্ষা মাতৃকুল অধিকতর সম্মানার্হ। কালবশে আমার পিতৃকুল

দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া, এবং ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তোমার পিতৃকুল উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়া, অতিথিস্বরূপ মাতুলগৃহে আসিয়া তাঁহাকে অবমানিত করা সম্রাটপদবীধারী স্থাণ্বীশ্বররাজের উচিতকার্য্য হইবে কি?”

মহাদেবী কথাগুলি অতি ধীরে ধীরে বলিতেছিলেন, তাঁহার স্বর এত মৃদু যে গৃহের বাহিরে থাকিয়া কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও তাহা শুনিতে পাইত কিনা সন্দেহ।

প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তেজিত হইয়া বলিতে যাইতেছিলেন “মহাদেবি আপনি আদ্যোপান্ত আমার অভিযোগ—”

তাঁহাকে বাধা দিয়া মহাসেনগুপ্তা কহিলেন, “প্রভাকর, আমি তোমার মাতা, তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। পাটলিপুত্রের উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকগণ যে একেবারে নির্দ্দোষ তাহা আমি বলিতে চাহি না; তবে তাহারা স্থাণ্বীশ্বরের সৈন্যগণের অত্যাচার দর্শনে উত্তেজিত হইয়া আমাদিগের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল।”

বাধা পাইয়া স্থাণ্বীশ্বরের সম্রাটের কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বহুকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, “আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।”

মহা—আমি তোমার সম্মুখে কল্যকার ঘটনার প্রধান প্রধান নায়কগণকে আহ্বান করিয়া বিচার করিতেছি, তুমি কোন কথা কহিও না। আবশ্যক হইলে আমাকে যবনিকার অন্তরালে আহ্বান করিও। তোমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে কি বলিয়াছে?

প্রভা—একজন সেনা পথে একটা সুন্দরী দাসী ক্রয় করিয়াছিল,

তাহাকে দেখিয়া নাগরিকগণ বলে যে, সে নগরবাসী জনৈক বণিকের কন্যা। সেই দাসীর অধিকার লইয়া সেনাগণ ও নাগরিকগণ বিবাদ করিতেছিল, এই সময়ে শশাঙ্ক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একদল মগধসেনার সাহায্যে নিরস্ত্র স্থাণ্বীশ্বর সেনাগণকে বধ করিয়া শিবিরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, নগরের অপর পার্শ্ব হইতে আমাদিগের সেনা আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।

মহা—তোমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কাহার কথা সত্য, তাহা তোমার সম্মুখে দেখাইয়া দিতেছি।

করতালিধ্বনি করিবামাত্র যবনিকার অন্তরাল হইতে একজন বৃদ্ধ পরিচারক গৃহে প্রবেশ করিল, মহাদেবী তাহাকে আদেশ করিলেন, "মহাপ্রতীহার বিনয় সেনকে লইয়া আইস।" পরিচারক দুইবার অভিবাদন করিয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে একটি যবনিকা উত্তোলন করিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল ও একজন উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাবৃত পুরুষ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, তিনি মহাপ্রতীহার বিনয় সেন। মহাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাটলিপুত্রের পথে যে ব্যক্তি দাসী ক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম কি?"

বিনয়—চন্দ্রেশ্বর, সে জালন্ধরের অশ্বারোহী সেনা।

মহা—তাহাকে লইয়া আইস।

মহাপ্রতীহার (১) দুইবার অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যবনিকা পুনরায় উত্তোলিত হইল, মহাপ্রতীহার চন্দ্রেশ্বরকে লইয়া প্রবেশ

---

(১) মহাপ্রতীহার—নগরপাল, পুররক্ষিগণের সেনাপতি (Prefect of the city).

করিল। মহাদেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

সেনা—চন্দ্রেশ্বর সিংহ।

মহা—নিবাস কোথায় ?

সেনা—জালন্ধর নগরে।

মহা—তুমি কি স্থাণ্বীশ্বরের সেনাদলভুক্ত ?

সৈনিক অভিবাদন করিল। মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বারাণসী হইতে পাটলিপুত্রের পথে কোন দাসী ক্রয় করিয়াছিলে ?"

সেনা—হাঁ, পাটলিপুত্রবাসিগণ তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

মহা—কাহার নিকট ক্রয় করিয়াছিলে ?

সেনা—পথে একজন বণিকের নিকট হইতে।

মহা—কত মূল্য দিয়াছিলে ?

সেনা—দশ দীনার। (২)

মহা—চলিয়া যাও। বিনয়সেন! অপহৃতা বালিকাকে লইয়া আইস।

উভয়ে দুইবার অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল; পরিচারক যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রবেশ করিয়া যথারীতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল, "দ্বারে সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহা শুনিয়াও প্রভাকরবর্দ্ধন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, মহাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পুত্র, তোমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে ? দ্বারে তোমার

(২) দীনার—Denarius গুপ্তবংশের স্বর্ণ মুদ্রার নাম।

মাতুল দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস।" প্রভাকরবর্দ্ধনের যেন হঠাৎ চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং কক্ষদ্বারে গিয়া মাতুলকে আহ্বান করিলেন। ইত্যবসরে পরিচারকগণ আর একখানা সুখাসন স্থাপন করিয়াছিল। উভয়ে গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

মহা—ভাই, তুমি যে কারণেই আসিয়া থাক, এখন কোন কথা কহিও না, বিচার করিতেছি, শুনিয়া যাও।

মহাপ্রতীহার বিনয়সেন পূর্ব্বপরিচিত বালিকাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিনয়সেনের আদেশমত বালিকা তিনজনকে প্রণাম করিল।

মহা। তোমার নাম কি ?

বালিকা। গঙ্গা।

মহা। তোমরা কি জাতি ?

বালিকা। ক্ষত্রিয়।

মহা। তোমার পিতার নাম কি ?

বালিকার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল। সে উত্তর করিল, "যজ্ঞবর্ম্মা।"

মহাদেবী বালিকার নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত দেখিয়া দয়ার্দ্রস্বরে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিলেন, "তোমার ভয় নাই, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। তোমাদিগের নিবাস কোথায় ?"

বালিকার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে আরম্ভ করিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল, "চরণাদ্রি দুর্গে।"

সম্রাট্ মহাসেনগুপ্ত এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণের ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, গৃহমধ্যে যে কথোপকথন হইতেছিল তাহার অধিকাংশ তাঁহার

কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতেছিল না, "যজ্ঞবর্ম্মা" "চরণাদ্রিদুর্গে" এই দুটি শ্রবণ করিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি হঠাৎ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে, চরণাদ্রিদুর্গ? তোমার পিতার নাম যজ্ঞবর্ম্মা? কোন্ যজ্ঞবর্ম্মা? মৌখরিনায়ক শার্দ্দূলবর্ম্মার পুত্র?" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হাঁ"। সম্রাট্ কি বলিতে যাইতেছিলেন, মহাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া, মহাপ্রতীহারকে প্রধানা মহল্লিকাকে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন। বিনয়সেন তিনবার অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল ও নিমিষের মধ্যে মহল্লিকাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মহাদেবী আদেশ করিলেন, "বালিকাকে লইয়া যাও, সান্ত্বনা করিয়া লইয়া আইস।" তাহার পর সম্রাটের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যজ্ঞবর্ম্মা সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে?" সম্রাট্ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেবি, সে বহুদিনের কথা, তখনও সাম্রাজ্যের সম্ভ্রম ছিল, আমার বাহু তখনও শীর্ণ হয় নাই, তখন যজ্ঞবর্ম্মার নামে উত্তরাপথ কম্পিত হইত। স্মরণাতীত কাল হইতে মৌখরিবংশের এক শাখা বংশপরম্পরায় চরণাদ্রিদুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ভট্ট ও চারণগণের মুখে শুনিয়াছি, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত তাহাদিগকে চরণাদ্রি দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সময়ে যখন বন্যার ন্যায় হূণ সেনা উত্তরাপথ প্লাবিত করে, তখন সাম্রাজ্যের সেই ঘোর দুর্দ্দশার সময়ে মৌখরি দুর্গস্বামিগণ কিরূপে দুর্গরক্ষা করিয়াছিল, তাহা চারণগণ এখনও পথে পথে গাহিয়া বেড়ায়। ভগিনি, বাল্যস্মৃতি কি তোমার মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে? বৃদ্ধ যদু ভট্ট এখনও জীবিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া

ভ্রাতা ভগিনী বৃদ্ধ ভট্টের গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতাম, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?" সম্রাট্ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,"মৌখরি নরবর্ম্মা কিরূপে দুর্গরক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? আমি যদুভট্টের স্বর এখনও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। যখন জলাভাবে ও অন্নাভাবে সমস্ত সেনা অবসন্ন হইয়া পড়িল তখনও বীর নরবর্ম্মা ভীত হয় নাই। শিশুপুত্র পিপাসায় অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেও নরবর্ম্মা বিচলিত হয় নাই। বীরগণ, মৌখরি বীর কি বলিয়াছিল শ্রবণ কর। মৌখরিবংশ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রগুপ্তের বংশধর ব্যতীত দুর্গে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন মৌখরি জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ সম্রাট্ ব্যতীত আর কেহ সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ করিবে না। বীরগণ, মৌখরি বীর যাহা করিয়াছিল তাহা আর্য্যাবর্ত্তে নূতন নহে, শত শত দুর্গে, শত শত যুদ্ধে বিদেশীয় সেনা বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাহা দেখিয়াছে। চাহিয়া দেখ, মৌখরি কুলনারীর রক্তে দুর্গপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়াছে। ছিন্নশীর্ষ শিশুকুল, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় কঠিন পাষাণআস্তরণের উপর পতিত রহিয়াছে। মৌখরি বীরগণ কোথায়? তাহারা কি পত্নী, মাতা, ও ভগিনীর জন্য বিলাপ করিতেছে? চাহিয়া দেখ, দুর্গপ্রাকারে গরুড়-কেতন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। মৌখরি বীরগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছে, কণ্ঠে রক্তজবার মাল্য ধারণ করিয়া রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বীর নরবর্ম্মা স্বয়ং গরুড়ধ্বজ হস্তে সৈন্য চালনা করিতেছেন। তাঁহার জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহস্র হস্ত নিম্নে হূণগণ কম্পিত হইতেছে। ভীষণ হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষী

উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে, বীর নরবর্ম্মা তখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ইহজন্মের মত তাঁহার মন হইতে পুত্রকলত্রের চিন্তা দূর হইয়াছে। মানুষে যাহা করিতে পারে নরবর্ম্মা তাহা করিয়াছিলেন, যাহা মানবের অসাধ্য তাহা তিনি পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে হূণসেনা দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু একজন মৌখরি জীবিত থাকিতে তাহারা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নরবর্ম্মা ও তাঁহার সহচরবর্গ দুর্গপ্রাকারে চিরনিদ্রিত হইলে হূণসেনা দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। দেবি, শার্দ্দূলবর্ম্মাকে বিস্মৃত হইয়াছ কি? পিতার সিংহাসন-পার্শ্বে পরশুহস্তে যে বিশালকায় যোদ্ধা দাঁড়াইয়া থাকিত তাহাকে মনে আছে কি? যজ্ঞবর্ম্মাকে আমার স্মরণ আছে, তাহার হস্তে খড়্গ না থাকিলে আমি ব্রহ্মপুত্রতীরে সুস্থিতবর্ম্মার হস্তে নিহত হইতাম। তাহার কন্যা"—বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সম্রাট্ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহাকে ধারণ না করিলে আঘাত আরও গুরুতর হইত। মহাপ্রতীহারের আহ্বানে প্রাসাদের পরিচারকবর্গ আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া ভগিনীকে কহিলেন, "দেবি, আমি বিচারে বাধা প্রদান করিব না। জরা আমাকেও স্পর্শ করিয়াছে, কেশ শুভ্র হইয়াছে, দেহ শক্তিহীন হইয়াছে, তাহার সহিত মানসিকশক্তির হ্রাস হইয়াছে, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মহা। ভাই, তুমি অসুস্থ হইয়াছ, গৃহান্তরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমি একাই বিচারকার্য্য শেষ করিব।

সম্রাট্। দেবি, বহুযুদ্ধে সাম্রাজ্যের জন্য মৌখরিগণ রক্তপাত করিয়াছে, যজ্ঞবর্ম্মা স্বয়ং হূণযুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, খড়্গ উপাধান করিয়া বহু অভিযানে একত্র রজনী যাপন করিয়াছি। মহাসম্ভ্রান্ত মৌখরিমহানায়কের কন্যা কিরূপে সামান্য সৈনিকের দাসী হইল, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক আছি।

মহাদেবী উত্তর না করিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও মহাপ্রতীহারকে কহিলেন, "পৃথূদকের পদাতিক সেনার নায়ক রত্ন-সিংহকে ডাকিয়া আন ও তাহার সহিত বালিকার ভ্রাতাকেও লইয়া আইস।"

রত্নসিংহ ও বালককে লইয়া বিনয়সেন প্রত্যাগমন করিলে মহাদেবী রত্নসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম রত্নসিংহ" ?

রত্ন। হাঁ।

মহা। তুমি কি কার্য্য করিয়া থাক ?

রত্ন। আমি পৃথূদকের পদাতিক সেনানায়ক।

মহা। তুমি কল্য প্রাতে নগরের কোন বিপণীতে আহার্য্য ক্রয় করিতে গিয়াছিলে ?

রত্ন। হাঁ। আমার অধীনস্থ সেনাশতকের পরিদর্শন শেষ হইলে গৌল্মিকের * আদেশক্রমে এই বালকের পিতার বিপণীতে তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম।

মহা। বিপণীস্বামী যে বালকের পিতা তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?

---

* গৌল্মিক—এক গুল্মের অধিনায়ক; শত, দ্বিশত বা ততোধিক সেনাদলের নাম গুল্ম।

রত্ন। আমি যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার ভার অধিক হওয়ায় বিপণীস্বামী বলিল যে, আমার পুত্র তোমার সহিত গিয়া ইহা পৌছাইয়া দিয়া আসিবে।

মহা। তুমি পূর্ব্বে কখনও ইহাদিগকে দেখিয়াছ?

রত্ন। না।

মহা। পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াও। বিনয়সেন, বিপণীস্বামী উপস্থিত আছে?

বিনয়। সে পণ্য ক্রয় করিতে অঙ্গদেশে গিয়াছে, তাহার উপপত্নী উপস্থিত আছে।

মহা। তাহাকে লইয়া আইস।

বিনয়সেন নিষ্ক্রান্ত হইলে মহাদেবী বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

বালক। অনন্তবর্ম্মা।

মহা। মৌখরিবংশীয় যজ্ঞবর্ম্মা তোমার পিতা?

বালক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ"।

মহা। তোমরা কি চরণাদ্রিদুর্গে বাস করিতে?

বালক। হাঁ, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার খুল্লতাতপুত্র অবন্তীবর্ম্মা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

মহাসেনগুপ্তা এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, এই সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্গবাসী সেনা কি তোমার পিতার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল?

বালক। না, পিতা বলিতেন থানেশ্বরের রাজা গোপনে সাহায্য

না করিলে আমার খুল্লতাতপুত্র কখনই আমাদিগকে দুর্গ হইতে তাড়াইতে পারিত না। পিতা সাহায্যের জন্য পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু সম্রাট্ সাহায্য করেন নাই।

প্রভাকরবর্দ্ধনের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, লজ্জায় মহাসেনগুপ্তের মুখ অবনত হইল ; মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্গ অধিকৃত হইলে তোমরা কি করিলে ?"

বালক। পিতা আমাকে ও দিদিকে লইয়া সাহায্যের জন্য সম্রাট-সকাশে আসিতেছিলেন, পথে—

বালকের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার নীল নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, তাহা দেখিয়া মহাদেবী তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, বালক তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিনয়সেন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা বিপণীস্বামিনীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মধুকরগুঞ্জনের ন্যায় মৃদু মৃদু শব্দ করিতেছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, পশ্চাৎ হইতে একজন প্রতীহার তাহাকে আঘাত করিলে তাহার কণ্ঠস্বর একটু নামিল। সে বলিল যে সে কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে বিনা অপরাধে ধরিয়া আনা হইয়াছে। তাহার শোকের বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া বিনয়সেন তাহাকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিল। মহাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

রমণী। আমার নাম মল্লিকা, আমার মায়ের নাম—

বিনয়। যাহা জিজ্ঞাসা করা হইতেছে তাহারই উত্তর দে।

রমণী নিরুপায় হইয়া নীরব হইল। প্রভাকরবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বালক তোমার পুত্র"? রমণী অবসর পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও আমাদের সাতপুরুষের পুত্র নয় বাবা। আমাদিগের বংশের চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কাহারও পুত্র নাই, সবই মেয়ে। লক্ষ্মীছাড়া মিন্সে কোথা থেকে এই ছোঁড়াকে জুটিয়ে—"

প্রতীহারকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া রমণী নীরব হইল, মহাদেবী তাহার কথা শুনিয়া হাসিতেছিলেন, সে নীরব হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে মিন্সে বলিতেছ সে কি তোমার স্বামী? রমণী বলিল, "গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমার স্বামী অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত অনেক দিনের আলাপ, গ্রাম হইতে জিনিষপত্র আনিয়া আমার নিকট বিক্রয় করে এবং নগরে আসিলে আমার গৃহে থাকে।" মহাদেবী বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি যাইতে পার।" রমণী দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তখন মহাদেবী বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি পদব্রজে চরণাদ্রি হইতে পাটলিপুত্রে আসিতেছিলে?"

বালক। হাঁ, অবন্তীবর্ম্মা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। পিতার একজন বৃদ্ধ পরিচারক একটি গর্দ্দভ দিয়াছিল, অবন্তীবর্ম্মার ভয়ে গোপনে আমি তাহাতে চড়িয়া আসিতেছিলাম। পিতা ও দিদি হাঁটিয়াই আসিতেছিলেন।"

মহা। তার পর?

বালক। একদিন পথে বৃষ্টি আসিল, কোন গ্রামে পৌছিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়া গেল, পিতা আমাদিগকে লইয়া এক আম্রবৃক্ষের নিম্নে

আশ্রয় লইলেন। পথে অনেক অশ্বারোহী সেনা আসিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে কয়জন বৃক্ষের দিকে আসিতেছে দেখিয়া পিতা যেমন বৃক্ষের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন অমনই তাহাদিগের একজন বর্শা দিয়া পিতাকে মারিয়া ফেলিল"। বালক আর বলিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল।

মহাদেবী বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "নায়ক রত্নসিংহ চলিয়া যাইতে পারে"। নায়ক তিনবার অভিবাদন করিয়া নির্গত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক প্রকৃতিস্থ হইলে মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

বালক। অশ্বারোহিগণ দিদিকে লইয়া গেল, গর্দ্দভটা আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, প্রভাতে একজন বণিক আমাকে দেখিতে পাইয়া নগরে লইয়া আসিল। যে সৈনিকপুরুষ এখনই চলিয়া গেল সে তাহার বিপণী হইতে তণ্ডুল ক্রয় করিতে আসিয়া ভার বহিবার জন্য আমাকে লইয়া শিবিরে যাইতেছিল, আমি পথে দিদিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলাম, তাহার পর একজন দেবতা আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন।

সম্রাট্ মহাসেনগুপ্ত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "দেবি, যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র আমার অবশ্যপ্রতিপাল্য। বালক! তোমার কোন ভয় নাই, আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিব"।

বালক। পিতা বলিতেন আমি যদি মরিয়া যাই, অনন্ত, তাহা হইলে সম্রাট্ মহাসেনগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ করিও, আর কাহারও নিকট যাইও না। আপনি কে আমি জানি না, আমি সম্রাটের নিকট যাইব।

বৃদ্ধ সম্রাটের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র! আমি জীবনদাতাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু যজ্ঞবর্ম্মা আমাকে বিস্মৃত হয় নাই; আমারই নাম মহাসেনগুপ্ত।" বালক সম্রাটের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, সম্রাট্ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা কহিলেন, "প্রভাকর, আমার বিচার শেষ হইয়াছে, তুমি কি কিছু বলিতে চাও?" লজ্জায় অবনতবদন হইয়া সম্রাট্ উত্তর করিলেন, "মাতা, আমারই ভুল, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি এখনই চন্দ্রেশ্বরের দণ্ডবিধান করিতেছি"।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রোহিতাশ্ব দুর্গাধীপ।

রোহিতাশ্বদুর্গের ভগ্ন প্রাচীরে বসিয়া কতকগুলা কাক ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, তথনও দুর্গবাসিগণ নিদ্রিত। কাকের চীৎকারে রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়াই দেখিল বৃদ্ধা নানিয়া তখনও ঘুমাইতেছে, তখন সে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "কাকগুলার চীৎকারে বোধ হয় প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তোর কি জ্ঞান নাই? বেলা যে প্রহর হইতে চলিল।" দন্তহীনা বৃদ্ধা চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল এবং হাসিয়া বলিল, "তুই যত বুড়া হইতেছিস্, ততই যে তোর রসিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিতে পাই। তুই না উঠিয়া বসিয়াছিলি? তুই কাকগুলা তাড়াইয়া দুর্গস্বামীর উপকার করিতে পারিস নাই।" রঘু একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে তুই শুইয়া থাক, আমি কাক তাড়াইয়া আসিতেছি।" বৃদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইতে গিয়া একটা বড় থলিয়ায় বাধিয়া পড়িয়া গেল, বৃদ্ধা সত্রাসে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। রঘু ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিবার পূর্ব্বে থলিয়াটা বাঁকিয়া পড়িল, গৃহকোণে স্তরে স্তরে নূতন মৃৎভাণ্ড সজ্জিত ছিল, সেগুলি সশব্দে বৃদ্ধের মস্তকে পতিত হইল, বৃদ্ধা পুনরায় "হায় হায়" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এইবারে রঘুর আঘাত লাগিয়াছিল, বৃদ্ধাবস্থায় আঘাত লাগিলে বেদনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, সে মৃৎভাণ্ড সমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল, "তোর বড় লাগিয়াছে, না?" বৃদ্ধ প্রথমবার উত্তর করিল না। তখন সহানুভূতি দেখাইবার জন্য বৃদ্ধা দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন করিল। বৃদ্ধ রাগিয়া উত্তর করিল, "তোর আর প্রেমে কাজ নাই, আমার মাথাটা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তুই এখন বুড়া হইয়াছিস্, চোখে মোটেই দেখিতে পাস্ না, কোথায় কি রাখিস্, তাহার ঠিক থাকে না।" বৃদ্ধা বিস্মিত হইল বলিল, "আমি এ ঘরে নূতন ভাণ্ড রাখিতে যাইব কেন? সবই ত চিরকাল ভাণ্ডারে রাখি, দেখ্ বুড়া, আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, এঘরে এত নূতন হাঁড়ি ও থলিয়াটা কোথা হইতে আসিল!" বৃদ্ধ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে দৈত্যরাজ তোর রূপে মোহিত হইয়া তোর জন্য এই সমস্ত রাত্রিকালে রাখিয়া গিয়াছে। তুই এখন বচন ছাড়িয়া একটু জল লইয়া আয়, আমার পিঠ বহিয়া স্রোতের মত রক্ত পড়িতেছে; হায়, হায়, রক্তে দেখিতেছি, কাপড়খানি ভিজিয়া গেল।" বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া দেখিল রঘুর মস্তক হইতে শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ বহিয়া তাহার বসন সিক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল যে সমস্ত মৃৎভাণ্ডগুলি পড়িয়া যায় নাই, তিন চারিটা তখনও গৃহকোণে দণ্ডায়মান আছে, উপরের ভাণ্ডটি ফাটিয়া অবিরাম ধারে শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইয়া তখনও বৃদ্ধের মস্তকে পতিত হইতেছিল। নানিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে কয়টা ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে তাহার মধ্য হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মোদক ও লড্ডুক নির্গত হইয়া গৃহতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন ভাণ্ড হইতে গলিত শর্করাসিক্ত পিষ্টকখণ্ড বাহির হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় বৃদ্ধের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে, শর্করার রস ভূতলে পতিত হইয়া গৃহতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, দন্তহীন বদন ব্যাদান করিয়া উচ্চহাস্যে জীর্ণগৃহ কম্পিত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ রাগিয়া তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। হাস্যের বেগ মন্দীভূত হইলে নানিয়া বলিল, "তোর গায়ে ও মাথায় কি লাগিয়া রহিয়াছে দেখ্ দেখি? তুই ত ভাবিতেছিস্ যে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া চারখানা হইয়া গিয়াছে?" রঘু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ?"

বৃদ্ধা। লড্ডুক, মোদক আর পিষ্টক।

রঘু। হাঁরে এসব কোথা হইতে আসিল? হে ঠাকুর তোমার নাম করিয়া ঠাট্টা করিয়া অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা কর, আমি কল্য প্রাতে তোমার গাছতলায় একটি কুক্কুট বলি দিয়া আসিব। দেখ্ বুড়ি, এসব নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার। দশ বৎসরের মধ্যে দুর্গে কেহ মিষ্টান্ন আনে নাই, আজ হঠাৎ কে আসিয়া মিষ্টান্ন বৃষ্টি করিয়া গেল?

বৃদ্ধা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "তাই ত!" এমন সময়ে দ্বারপথে মনুষ্যের ছায়া পতিত হইল, সুবর্ণবণিক ধনসুখ জিজ্ঞাসা করিল, "রঘু উঠিয়াছ কি?" হায় হায় হাঁড়ি গুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে? জাপিল-গ্রামের মোদকগণ দুর্গস্বামীর জন্য মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিল।" রঘু একগাল

হাসিয়া বলিল, "তবে ইহা ভৌতিক কাণ্ড নহে! তাহা এতক্ষণ বলিতে হয়।" এই বলিয়া ভূতল হইতে একটী লড্ডু লইয়া বদনে নিক্ষেপ করিল, এবং বলিল "আহা নানিয়া, অনেক দিন এমন লড্ডু খাই নাই, তুই একটা খাইয়া দেখ্।" এইরূপে একটার উপর আর একটা করিয়া ভূতলস্থিত মিষ্টান্নগুলি উদরসাৎ করিল। তাহার গায়ে যে পিষ্টকখণ্ডগুলি লাগিয়াছিল, তাহাও খুঁটিয়া খুঁটিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিল। বৃদ্ধা তাহার কাণ্ড দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। ধনসুখ গম্ভীরভাবে দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত শেষ হইয়া যাইলে বৃদ্ধ নানিয়াকে বলিল, "উপরের হাঁড়িটায় কি আছে দেখ দেখি?" বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, "ওটায় আর তোর নজর দিয়া কাজ নাই, উহা প্রভুর জন্য আসিয়াছে, তুই আর খাইলে ফাটিয়া মরিয়া যাইবি, শীঘ্র ওঠ্।" ধনসুখ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "রঘু! দুর্গপ্রাঙ্গণে বহুলোক দুর্গস্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তুমি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আইস।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া দেহ প্রক্ষালন করিল, তাহার পর বহুপ্রাচীন উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দুর্গস্বামীর কক্ষে চলিয়া গেল। তখন নানিয়া ধনসুখকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধনসুখ, এত মিষ্টান্ন ও অপরাপর দ্রব্যাদি কোথা হইতে আসিল?" ধনসুখ বলিল, "রোহিতাশ্ব-দুর্গের প্রজাগণ আনিয়াছে, এখনও অনেক জিনিষ বাহিরে পড়িয়া আছে। আমরা ভাণ্ডার খুঁজিয়া না পাইয়া কতক কতক তোমাদের ঘরে তুলিয়া দিয়াছি, অবশিষ্ট এখনও বাহিরে পড়িয়া আছে।"

নানিয়া। অপেক্ষা কর, আমি গৃহতল পরিষ্কার করিয়া লই।

বৃদ্ধা সম্মার্জ্জনী লইয়া মৃৎভাণ্ড সমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

করিতে নিযুক্তা হইল। ধনসুখ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুর্গের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকে ভরিয়া গিয়াছে, সহস্রাধিক লোক একত্র সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগের সম্মুখে আহার্য্য দ্রব্যসম্ভার স্তূপীকৃত হইয়াছে। আটা, ঘৃত, তণ্ডুল, তৈল ও শর্করার শত শত থলিয়া ও পাত্র প্রাঙ্গণের এক দিকে ক্ষুদ্র প্রাকারের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃদ্ধাকে যাহারা চিনিত না, তাহারা দুর্গস্বামিনী ভাবিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, যাহারা চিনিত, তাহারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিল। নানিয়া দেখিল যে, দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

দুর্গস্বামী উঠিয়া শয্যায় বসিয়া আছেন, রঘু তাঁহার বস্ত্রাদি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় হাসিতে হাসিতে আলুলায়িত কেশপাশ উড়াইয়া বিদ্যুৎবরণী লতিকা কক্ষমধ্যে প্রবিষ্টা হইল এবং বলিল, "দাদা, উঠ না, তোমার জন্য কত লোক আসিয়া বাহিরে বসিয়া আছে।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "এই যাই।" রঘু প্রভুর হস্তে বস্ত্র দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দুর্গপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সুদূর মৎস্যদেশ হইতে আনীত শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি অলিন্দ ছিল, বার্দ্ধক্যবশতঃ এবং সংস্কারের অভাবে তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ছাদের এক অংশ পতিত হইয়াছিল এবং ছাদের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহাতে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ স্থানলাভ করিয়াছিল। অলিন্দের শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত গৃহতলে ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত দ্বাদশকোণ একখানি সিংহাসন স্থাপিত আছে; তাহা

প্রাচীনত্বে রোহিতাশ্বদুর্গের সমান। দুর্গস্বামিগণ চিরকাল এই অলিন্দের এই সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবৃন্দের আবেদন শ্রবণ ও বিচার করিতেন। ধবলবংশীয় মহানায়কগণ মহামূল্য কারুকার্য্যখচিত শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে অলিন্দের প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্র সজ্জিত করিয়াছিলেন। দুর্গস্বামী যখন বিচারে বসিতেন, তখন দুর্গরক্ষী সেনাগণ প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত, অধীনস্থ সেনানায়ক ও ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ মহানায়কের সম্মুখে আসন পাইত, অপরাপর ব্যক্তিগণ নগ্নপদে দণ্ডায়মান থাকিত। কৃষ্ণবর্ণ আসনের উপরে সুবর্ণের দ্বিতীয় সিংহাসন স্থাপিত হইত, তাহার উপর বারাণসীর সুবর্ণমণিমুক্তাখচিত কৌষেয় আস্তরণ বিস্তৃত হইত, রোহিতাশ্বদুর্গের মহানায়কগণ তদুপরি উপবেশন করিতেন। দুর্গস্বামিগণের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত সমৃদ্ধির চিহ্নসমূহ বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল সিংহাসনদ্বয় রক্ষিত হইয়াছিল। সুবর্ণের সিংহাসনখানি বহুমূল্য হইলেও দুর্ভিক্ষপীড়িত মহানায়কগণ অভিমানে ও লজ্জায় উহা বিক্রয় করিতে পারেন নাই, তাহা অতি যত্নের সহিত পাষাণনির্ম্মিত আধারে রক্ষিত হইত। পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে যশোধবলদেব সময়ে সময়ে প্রজাবৃন্দকে দর্শন দিতেন এবং কীর্ত্তিধবল প্রতিদিন আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অলিন্দে উপবেশন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অলিন্দে আর কেহ উপবেশন করেন নাই, ইহার মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ধ্বংসাবশেষের উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

রঘু দুর্গস্বামীর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অলিন্দের দিকে আসিল ও ধনসুখকে বলিয়া কতকগুলি যুবককে সঙ্গে লইল এবং তাহাদিগের সাহায্যে

অলিন্দতল হইতে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি সরাইয়া ফেলিল। তাহার পর ধনসুখের সাহায্যে প্রস্তরাধারের আবরণ মোচন করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনখানি বাহির করিল। উভয়ে মিলিয়া সিংহাসনখানি লইয়া বাহিরে আসিল এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ সিংহাসনের উপর স্থাপন করিল। সিংহাসনের কারু-কার্য্য অপূর্ব্ব, তাহা দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। অতিবৃদ্ধগণ ব্যতীত কেহই রোহিতাশ্ব দুর্গস্বামিগণের সিংহাসন দর্শন করে নাই। চারিটি সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহপৃষ্ঠে একটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম সংস্থাপিত, তাহার উপরে মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য বস্ত্রের সুখাসন। সংস্কার অভাবে আবরণ জীর্ণ হইয়া তূলা বাহির হইয়াছে, সুবর্ণের স্থানে স্থানে কলঙ্ক ধরিয়াছে, তথাপি সিংহাসনখানি অতীব মনোহর। সকলে যখন সিংহাসন দেখিবার জন্য অলিন্দের সম্মুখে গোলযোগ করিতেছে, সেই সময় পশ্চাৎ হইতে রঘু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দুর্গস্বামী মহানায়ক যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় যশোধবলদেব আসিতেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে পিছাইয়া গেল এবং কয়েকজন যোদ্ধৃ-বেশধারী বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া জনতার সম্মুখে দাঁড়াইল। শুভ্র উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শুভ্র উষ্ণীষে শুক্ল দীর্ঘ কেশপাশ বন্ধন করিয়া খড়্গহস্তে যশোধবলদেব সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। রঘু কোথা হইতে একখান জীর্ণ মলিন রক্তবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা মাথায় বাঁধিয়া অলিন্দের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বপ্রথমে একজন দন্তহীন শুক্লকেশ বৃদ্ধ অলিন্দের সম্মুখে আসিয়া কোষ হইতে তরবারি লইয়া তাহার অগ্রভাগ নিজের উষ্ণীষে ছোঁয়াইল। রঘু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সেনানায়ক হরিদত্ত।" বৃদ্ধ দুর্গস্বামীর পদতলে তরবারি স্থাপন

করিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একটী সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া তরবারির উপরে স্থাপন করিল। দুর্গস্বামী তরবারি উঠাইয়া লইয়া বৃদ্ধকে প্রত্যর্পণ করিলেন, বৃদ্ধ পুনরায় অভিবাদন করিয়া পিছু হটিয়া গেল। তখন জনতার মধ্য হইতে আর একজন দীর্ঘকায় অস্ত্রধারী বৃদ্ধ নির্গত হইয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিল, রঘু চাৎকার করিয়া বলিল, "সেনানায়ক সিংহদত্ত।" সে ব্যক্তিও পূর্ব্ববৎ তরবারি ও সুবর্ণ মুদ্রা দুর্গস্বামীর পদতলে রাখিল, দুর্গস্বামীও তাঁহার তরবারি ফিরাইয়া দিলেন। সিংহদত্ত পশ্চাৎপদ হইলে জনতার মধ্য হইতে একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি দুইটী যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হইল। দুর্গস্বামী তাহাকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "কেও বিধুসেন?" বৃদ্ধ দুর্গ-স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। যশোধবলদেব তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, তাঁহারও নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধুসেন, কীর্ত্তিধবল ত অনেক দিন গিয়াছে, এতদিন আইস নাই কেন?" বৃদ্ধ রোদন করিতে করিতে কহিল, "প্রভু! কাহাকে লইয়া আসিব? কি করিয়া মুখ দেখাইব? সমস্তই যে মেঘনাদের পরপারে রাখিয়া আসিয়াছি। শুধু কীর্ত্তিধবলকে রাখিয়া আসি নাই, আমার দুই পুত্রকেও রাখিয়া আসিয়াছি। পর্ব্বতের উপত্যকায় কত পুত্র, কত পিতা, কত ভ্রাতা যে রাখিয়া আসিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। প্রভু! এই দুইটি বালক ব্যতীত ইহজগতে আমার আপনার বলিতে আর কেহই নাই। জয়সেনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বধূ শিশুদ্বয়কে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর হইতে রাজকার্য্য ও

যুদ্ধব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আটবৎসরকাল ইহাদিগকে পালন করিয়াছি।” বৃদ্ধ অক্ষপটলিক * বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গস্বামী বহু কষ্টে তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “বিধুসেন! একবার যদি আসিতে তাহা হইলে আমাকে উদরান্নের জন্য দুর্গস্বামিনীর বলয় বিক্রয় করিতে হইত না।” এই কথা শুনিয়া বিধুসেন পুনরায় দুর্গস্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “প্রভু, তাহা ধনসুখের মুখে শুনিয়াছি, আমি বুঝিতে পারি নাই যে, আমার অভাবে দুর্গস্বামীর অবস্থা এত শোচনীয় হইবে।” বৃদ্ধ পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুর্গস্বামী তাহাকে শান্ত করিয়া অলিন্দমধ্যে বসাইলেন। কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ পৌত্রদ্বয়কে দুর্গস্বামীর সম্মুখে লইয়া আসিল, তাহারাও তরবারি ও সুবর্ণ মুদ্রা দুর্গস্বামীর সম্মুখে রাখিয়া, অভিবাদন করিল। তাহার পর একে একে শতাধিক বৃদ্ধ সেনা, পুত্র বা পৌত্রগণকে সঙ্গে লইয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিতে আসিল। যথারীতি খড়্গ ও রজত বা তাম্রমুদ্রা সম্মুখে রাখিয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিল। দুর্গস্বামীও তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া, তাহাদিগের তরবারিগুলি ফিরাইয়া দিলেন। তাহাদিগের পরে সামান্য ভূস্বামী ও ক্ষেত্রকরগণ নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে সুবর্ণ বা রজত মুদ্রা দিয়া দুর্গস্বামীকে প্রণাম করিল, দেখিতে দেখিতে সিংহাসনের সম্মুখে সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বশেষে একজন যোদ্ধৃবেশধারী বলিষ্ঠ যুবককে সঙ্গে লইয়া ধনসুখ অলিন্দের দিকে অগ্রসর হইল। যুবক যথারীতি অভিবাদন করিলে,

* অক্ষপটলিক—রাজস্ব বিভাগের সচিব।

ধনসুখ প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু, এই যুবক আপনার পুরাতন ভৃত্য মহেন্দ্রসিংহের পুত্র, ইহার নাম বীরেন্দ্রসিংহ।"

দুর্গস্বামী। পুত্র, তোমার পিতা বহুযুদ্ধে আমার পার্শ্বরক্ষা করিয়াছেন। তোমার পিতার তরবারি তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম, আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে।

যুবক তরবারি পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ অক্ষপটলিক এতক্ষণ নীরবে অলিন্দতলে উপবিষ্ট ছিলেন, সকলের অভিবাদন শেষ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "প্রভু, বঙ্গদেশের যুদ্ধের পরে দুর্গস্বামীর প্রজাগণ নিয়মিতরূপে কর প্রদান করে নাই। আমি, বীরেন্দ্রসিংহ ও ধনসুখ তিনজনে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া, মণ্ডলগণকে দেয় কর দিতে বাধ্য করিয়াছি। তাহাদিগের সকলেই এইস্থানে উপস্থিত আছে। আদেশ পাইলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।" দুর্গস্বামীর সম্মতি পাইয়া, বিধুসেন একে একে মণ্ডল ও গ্রামবাসীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া বীরেন্দ্রসিংহের কথানুসারে দেয় কর দিয়া যাইতে লাগিল। ধনসুখ সুবর্ণ, রজত ও তাম্রমুদ্রা ভাগ করিয়া গণিয়া লইতে লাগিল। এইরূপে দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল। ধনসুখ গণনা করিয়া বলিল যে, এক হাজার দুইশত আঠারটি সুবর্ণ মুদ্রা, সার্দ্ধ ছয় শত রজত মুদ্রা, শতাধিক তাম্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পরে সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু হইয়া ধনসুখ, বস্ত্রমধ্য হইতে দুর্গস্বামিনীর বলয় বাহির করিল এবং উহা সিংহাসনের সম্মুখে রাখিয়া করযোড়ে কহিল, "প্রভু, এই মহার্ঘ্য বলয় ক্রয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব;

ইহার মূল্য পঞ্চাশৎ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার অধিক।" দুর্গস্বামী সিংহাসন হইতে উঠিয়া ধনসুখকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ধনসুখ! তোমার কৌশল বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদিগের অনুগ্রহে এযাত্রা দুর্গস্বামিনীর বলয় বিক্রয় করিতে হইল না বটে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি উহা রক্ষা করিতে অক্ষম। রোহিতাশ্বদুর্গের কোষাধ্যক্ষের পদ বহুদিন শূন্য আছে, দুর্গস্বামিনীর বলয় ও এই অর্থরাশি তুমি রক্ষা কর। তোমার প্রাপ্য অর্থ ইহা হইতে কাটিয়া লইও। মৃতা দুর্গস্বামিনী বলিয়াছিলেন, 'পৌত্র অথবা পৌত্রীর বিবাহকালে, এই বলয় আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহাদিগকে দান করিও।' যদি কখনও কীর্ত্তিধবলের কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ইহা তাহার পিতামহীর চিহ্নস্বরূপ তাহাকে প্রদান করিও।" দুর্গস্বামীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া আসিতেছিল, এই স্থানে তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। যশোধবলদেব অক্ষপটলিক বিধুসেনকে কহিলেন, "বিধুসেন এই সকল ব্যক্তির আহারের কি উপায় হইবে? এই বনমধ্যে অর্থ দিলেও আহার্য্য পাওয়া যাইবে না।"

ধনসুখ। প্রভু, অক্ষপটলিক এবং বীরেন্দ্রসিংহ পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সকলের আহার শেষ হইলে, যশোধবলদেব, বিধুসেন, সিংহদত্ত, হরিদত্ত, বীরেন্দ্রসিংহ ও ধনসুখকে নিজের শয়ন-কক্ষে আহ্বান করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে দুর্গস্বামী কহিলেন, "যে দিন কীর্ত্তিধবলের মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম সেই দিন হইতে কল্য পর্য্যন্ত আমি উন্মাদের ন্যায় কালযাপন করিয়াছি। কল্য আমার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে আমার যে ভূসম্পত্তি আছে তাহার লোভে কোন সম্ভ্রান্ত-

বংশীয় যুবক আমার পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া এই অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে বাস করিবে না; আমিও প্রাণ থাকিতে কোন সাধারণ ব্যক্তির হস্তে লতিকাকে সমর্পণ করিতে পারিব না। যে কোন উপায়ে হউক বঙ্গদেশের সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইবে। আমি স্বয়ং পাটলিপুত্রে গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিব স্থির করিয়াছি। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহার ব্যবস্থা কর।” স্থির হইল, বিধুসেন দুর্গমধ্যে বাস করিবেন, ধনসুখ ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন এবং বীরেন্দ্রসিংহ দুর্গস্বামীর সহিত পাটলিপুত্রে যাইবেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্তাচলগামী রক্তাভ রবিকিরণ যখন দুর্গশীর্ষ রঞ্জিত করিতেছিল তখন গ্রামবাসিগণ একে একে দুর্গস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। রঘু নানিয়াকে বলিল, “রাক্ষসের পাল আসিয়া যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া গেল। এতগুলা জিনিস যদি পাঠাইল, তবে নিজেরা আসিয়া জুটিল কেন? বাড়ী বসিয়া খাইলেই পারিত।”

নবম পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যদ্বাণী।

বৈশাখ মাস, দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইতে না হইতে রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রশস্ত ভাগীরথীবক্ষ শুভ্র বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র অভ্রখণ্ড সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইতেছে। বালুকাক্ষেত্রের এক পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্রকায়া স্বচ্ছসলিলা হিমগিরিসুতা সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন। ক্ষুদ্র স্রোতের উভয় পার্শ্বস্থিত আর্দ্র বালুকাখণ্ডের বর্ণ ঘোর, অমলধবল বালুকাক্ষেত্রের মধ্যে এই ঘোর রেখাটি শুভ্রবস্ত্রে মসীলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। প্রখর রৌদ্রে স্রোতের ধারে সিক্ত বালুকাসৈকতে বসিয়া দুইটি বালক ও একটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। বালকদ্বয়ের মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ, সে সিক্তবসনে স্রোতে পা ডুবাইয়া বসিয়া, তীরে আর্দ্র বালুকার দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে দ্বিতীয় বালকও বালুকার গৃহনির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিল, আর বালিকা তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া উভয়ের কার্য্য দেখিতেছিল। জ্যেষ্ঠ ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গ, প্রাকার ও পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মন্দির-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিল। সিক্ত বালুকা লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে মন্দিরের চূড়া গঠন

করিতেছিল। তাহার অঙ্গুলি বহিয়া, সিক্ত বালুকারাশি মন্দিরের উপরে পড়িয়া, তাহার শীর্ষ উচ্চ করিয়া তুলিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে ভার অধিক হইলে চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বালিকা নির্ণিমেষনয়নে তাহাই দেখিতেছিল। কখন বা জ্যেষ্ঠের, কখন বা কনিষ্ঠের মন্দিরের চূড়া উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল, যাহার মন্দির যখন মাথা তুলিতেছিল সে তখনই বালিকাকে ডাকিয়া দেখাইতেছিল। রৌদ্রের উত্তাপ যে ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহারা অনুভব করিতেছিল না, একমনে ক্রীড়া করিতেছিল। স্রোতের ধার দিয়া মলিন ছিন্নবস্ত্রপরিহিত একজন বৃদ্ধ যে, ধীরে ধীরে তাহাদিগের দিকে আসিতেছে, তাহা তাহারা লক্ষ্য করে নাই। সে যখন তাহাদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ছায়া দেখিয়া বালিকা চমকিয়া উঠিল এবং ভীতা হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বালকের নিকটে সরিয়া গেল। তাহার পদাঘাতে মন্দির ও দুর্গ চূর্ণ হইয়া গেল, কনিষ্ঠ তাহা দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিল, "কুমার, ক্ষুণ্ণ হইও না, তুমি এ জীবনে ক্ষুণ্ণ হইবার অবসর পাইবে না, কালের করাঘাতে তোমার কত সাধের, কত আশার সৌধমালা চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহার সংখ্যা নাই।" তিনজনে বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ছিন্নবস্ত্রের অঞ্চল বিছাইয়া, সৈকতে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ পরে জ্যেষ্ঠ বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলে?" বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিল, "কুমার শশাঙ্ক, তোমাকে চিনেনা এমন লোক বিরল; তোমার পিঙ্গল কেশই তোমার পরিচয়, তোমার কেশের জন্য উত্তরাপথে তোমাকে অনেকে চিনিবে; যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুপক্ষ তোমার কেশ লক্ষ্য করিবে, তোমাকে চিনিয়া লওয়া কঠিন কথা নহে।" বৃদ্ধ পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। তিনজনে অধিকতর বিস্মিত হইয়া উঠিল, বালিকা কুমারের আরও নিকটে সরিয়া গেল। বৃদ্ধ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বস্ত্রমধ্য হইতে একটি বাঁশী বাহির করিল, তাহার পর কি ভাবিয়া আবার তাহা লুকাইয়া রাখিল এবং বলিল, "কুমার, তোমায় অনেক কথা বলিব বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখানে নহে, আমার সঙ্গে আইস।" মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনজনে বৃদ্ধের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল। অগ্নিসম উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নিম্নে একটি ঘাটের জীর্ণ সোপানে উপবেশন করিল, বালকবালিকাগণ তাহার নিম্নের সোপানে সারি বাঁধিয়া বসিল। বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্য হইতে বাঁশীটি বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল। নিদাঘের দারুণ দ্বিপ্রহরে বাঁশীর করুণস্বর নিস্তব্ধ ভাগীরথীবক্ষ পার হইয়া পরপার কম্পিত করিয়া তুলিল, রৌদ্রদগ্ধ জগত নিমেষের জন্য যেন শীতল হইয়া উঠিল। বালকবালিকাগণ নীরবে বাঁশীর গান শুনিতেছিল। হঠাৎ বাঁশী থামিয়া গেল, মনে হইল যেন জগতের শান্তিভঙ্গ হইয়া গেল। বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "কুমার, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গুপ্তবংশে তোমার ন্যায় আর একজন পিঙ্গলকেশ রাজপুত্র জন্মিয়াছিল, দুরদৃষ্ট তোমার ন্যায় আজীবন তাহাকেও অনুসরণ করিয়াছিল, তোমার ন্যায় সেও উদারচেতা, দয়াশীল ও বীর্য্যবান্ ছিল। তুমি যেমন লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন বিসর্জ্জন দিবে, সেও তাহাই করিয়াছিল,—তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত। এখন উত্তরাপথে অনেকে তাহার নাম বিস্মৃত হইয়াছে, জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, পাটলিপুত্রের কৃতঘ্ন

নাগরিকগণও তাহার নাম বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু একদিন সেই স্কন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল।

"কুমার শশাঙ্ক! সমুদ্রগুপ্তের নাম শুনিয়াছ? সমুদ্রগুপ্তের সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়কাহিনী শুনিয়াছ? কুমারগুপ্তের কথা শুনিয়াছ? স্কন্দগুপ্ত সেই কুমারগুপ্তের পুত্র। তোমার পিতার ক্ষুদ্ররাজ্যে, সকলে যেমন তোমার পিঙ্গল কেশ দেখিলে যুবরাজ বলিয়া চিনিতে পারে, সেইরূপ স্কন্দগুপ্তের পিতার সাম্রাজ্যে তাহার পিঙ্গলকেশ দেখিলে সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, আর হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সকলেই তাহাকে কুমার বলিয়া চিনিতে পারিত।"

"তোমার চারিদিকে যেমন বিপদ্‌জাল ঘনীভূত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা ঘন দুর্ভাগ্যজাল তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। সে তাহা ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, একদিন তুমিও করিবে। অদৃষ্ট যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল তাহা সে বুঝিত না, মোহ যখন তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে তখন তুমিও বুঝিবে না। তাহারও ভ্রাতা, ভৃত্য ও স্বজাতিবর্গ বিশ্বাসহন্তা হইয়াছিল; বিশ্বাসঘাতকতা তাহার জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছিল, তোমারও করিবে। তাহার সুদীর্ঘ জীবন যুদ্ধব্যবসায়ে ব্যয়িত হইয়াছিল, সে ভগ্নহৃদয়ে হতাশ্বাস হইয়া অশেষ রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কুমার শশাঙ্ক! তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তোমার পথ চিরদিন কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে, তুমি কখনও সুখী হইবে না। ভ্রাতা, বাক্‌দত্তা বধূ, অমাত্য ও প্রজা সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। সকলকে হারাইয়া তুমিও স্কন্দগুপ্তের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে মরিবে, কিন্তু স্বদেশে নহে, বিদেশে। স্কন্দগুপ্ত স্বদেশে বিদেশীয়ের সহিত সমরে

জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল; তুমি কিন্তু বিদেশে স্বদেশীয়ের সহিত, স্বজাতির সহিত যুদ্ধে মরিবে।"

"কুমার! বিষণ্ণ হইও না, তুমি সিংহরাশিতে জন্মিয়াছিলে, কেশরীর ন্যায় পরাক্রমশালী হইবে, অদৃষ্টের নিকট নতশির হইও না, ভাগ্যচক্রের সহিত জীবনব্যাপী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া রমণীর ন্যায় ভীত হইও না, পুরুষোচিত কার্য্যের জন্য অগ্রসর হও। শশাঙ্ক! জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, সকলেই স্বার্থের জন্য আসিয়াছে, পরার্থের জন্য কেহই আসে নাই। স্ত্রী বা পুত্র কখনও তোমার হইবে না, কেন হইবে না তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার অসিতবর্ণ ভ্রাতাকে বিশ্বাস করিও না, গৌরবর্ণ কুব্জপৃষ্ঠ কামরূপ রাজপুত্রকে বিশ্বাস করিও না, যদি কর, তাহা হইলে অদৃষ্টচক্রের পেষণ হইতে অব্যাহতি পাইবে না।"

"তুমি তাহা পারিবে না, জগতে কেহ যাহা পারে নাই তাহা তোমার পক্ষেও অসাধ্য। তোমার ভ্রাতা তোমার সিংহাসন কাড়িয়া লইবে; তোমার বাল্যসখী, মোহের ছলনে ভুলিয়া, তোমার নিকটে বাক্‌দত্তা, হইয়াও, অপরের নিকট আত্মবিক্রয় করিবে; তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ সামান্য অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। তোমার স্বদেশীয়গণ তোমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে, বিদেশে বিদেশীয়গণ সাগ্রহে তোমাকে আহ্বান করিবে। যাহারা প্রকৃতই তোমার একান্ত অনুগত হইবে, তুমি দোষ-গ্রহের তাড়নায় তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে না। তাহারা তোমার লাঞ্ছনা ও উপেক্ষা সত্ত্বেও, জীবনের পরে মরণেও তোমার অনুসরণ করিবে।"

বালিকা ভয় পাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দ্বিতীয় বালকটিও ভয় পাইয়াছিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শশাঙ্ক ভীত হন নাই। কুমার বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কে?" বৃদ্ধ প্রশ্ন শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, তাহার পর উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মাধবগুপ্তও কাঁদিয়া উঠিল, শশাঙ্ক ভয়ে দুইপদ পিছাইয়া গেলেন। বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কে তাহা লল্লকে জিজ্ঞাসা করিও, বৃদ্ধ যশোধবলকে জিজ্ঞাসা করিও, আর তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিও, বলিও শক্রসেন বলিয়া গিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা বুঝিতে পারিবে কেন? তাহা হইলে যে নিয়তি এড়াইতে চেষ্টা করিবে। যখন বুঝিতে পারিবে তখন আমি আবার আসিব।" বৃদ্ধ পুনরায় নাচিতে আরম্ভ করিল, অল্পক্ষণ-পরে বস্ত্রমধ্য হইতে লৌহনির্ম্মিত একখানা শাণিত অস্ত্র বাহির করিল, শশাঙ্ক তাহা দেখিয়া আরও দুইপদ পিছু হটিয়া গেলেন। বৃদ্ধ বলিল, "তুমি আমার শত্রু, তুমি আমার ধর্ম্মের শত্রু, আমার ইচ্ছা করিতেছে তোমার হৃৎপিণ্ডটা কাটিয়া লইয়া তোমার বুকের রক্ত শুষিয়া খাই। কেন পারিতেছি না জান? যে ভাগ্যচক্রের সহিত তুমি ঘুরিতেছ, আমিও তাহাতেই বাঁধা আছি।"

ইত্যবসরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া ঘাটের সম্মুখে দূরে তটিনী-সৈকতে লাগিল; তাহা হইতে দুইজন বৃদ্ধ, একজন যুবক ও একটি বালিকা অবতরণ করিল। শশাঙ্ক বা তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু বৃদ্ধ পাইয়াছিল। তাহারা নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কুমার! আমি পলাই, অনেক লোক আসিতেছে। তুমি যখন মর্ম্মপীড়ায় অস্থির হইবে তখন আবার আসিয়া দেখা দিব।" বৃদ্ধ এই বলিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের একটা শাখা ভাঙ্গিয়া লইল এবং তাহার উপরে অশ্বের ন্যায় আরোহণ করিয়া দ্রুতপদে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া গেল। শশাঙ্ক, মাধবগুপ্ত ও চিত্রা, ভয়ে ও বিস্ময়ে, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নৌকার আরোহিগণ ঘাটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, একজন বৃদ্ধ যুবককে বলিল, "আমার বোধ হইতেছে যে, ইহাই প্রাসাদের ঘাট, তবে আমি বিশ বৎসরের মধ্যে পাটলিপুত্রে আসি নাই। বীরেন্দ্র! তুমি লোক দেখিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও।"

বীরেন্দ্র। প্রভু! ঘাটে ত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ। উপরের সিঁড়িতে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না?

বীরেন্দ্রসিংহ উপরে উঠিয়া বালকবালিকাগণকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি প্রাসাদের ঘাট?" শশাঙ্ক অন্যমনস্ক হইয়া যেদিকে বৃদ্ধ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া দৃষ্টি ফিরাইলেন। সে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে?" বীরেন্দ্রসিংহ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি কালা নাকি? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এই কি প্রাসাদের ঘাট?" শশাঙ্ক প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিলেন, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ?" বীরেন্দ্রসিংহ আরও রাগিয়া গেল, বলিল, "বাপু হে, তোমার অত কথার উত্তর দিবার অবসর আমার নাই, তুমি প্রাসাদের ঘাটটা কোনদিকে আমাকে বলিয়া দেও।"

"প্রাসাদের ঘাট এই বটে, কিন্তু এপথে সাধারণ লোক চলিতে পাইবে না"।

"বাপু হে, আমি কি পথ চলিতে চাহিতেছি," এই বলিয়া সে বৃদ্ধের নিকট ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, "প্রভু! এই প্রাসাদের ঘাট বটে। ঘাটে কতকগুলা ছোঁড়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের একটার কথাবার্ত্তা ঠিক রাজপুত্রের মত। সে বলিল এই ঘাটের পথে সাধারণ লোকের চলা নিষেধ।" বৃদ্ধ যশোধবলদেব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বীরেন্দ্র, বালক সত্যই কহিয়াছে।"

বীরেন্দ্র—তবে কি নৌকায় ফিরিবেন?

যশো—না, এই পথেই যাইব। বিশিষ্ট অমাত্য ও সম্রাটবংশীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই গঙ্গার ধারে প্রবেশ করিতে পায় না, কারণ অবরোধ হইতে পুরমহিলাগণ প্রায়ই এই পথে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া থাকেন। বালক সেই জন্যই বোধ হয় তোমাকে এই পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছে। অগ্রসর হইয়া চল আমাকে কেউ নিষেধ করিবে না।"

সকলে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ঘাটের উপরে উঠিলেন। যশোধবলদেব দেখিলেন একটি বালক তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য পথের মধ্যস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অপর একটি বালক ও একটি বালিকা বসিয়া আছে। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

যশো,—আমি রোহিতাশ্ব-দুর্গরক্ষক। আমার নাম যশোধবল।

শশাঙ্ক,—আপনি কোথায় যাইবেন?

যশো,—সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রাসাদের ভিতরে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।

শশাঙ্ক,—আপনি কি জানেন না যে, এ পথে সাধারণ লোক চলিতে পারে না? আপনি ফিরিয়া দক্ষিণ তোরণে গমন করুন, সেই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বীরেন্দ্র—আমরা যদি এই পথে চলি তাহা হইলে কি তুমি আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবে?

কুমার হাসিয়া কহিলেন "কতদূর চলিবে, গঙ্গাদ্বারে দৌবারিকগণ তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় এই ঘাটে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং নৌকায় ফিরিয়া যাইতে হইবে, কারণ এই স্থান হইতে নদীবক্ষঃ ব্যতীত নগরে ফিরিবার অন্য কোন পথ নাই।"

যশো,—বালক, আমি মগধসাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজা নহি; সেনাদলে আমার উপাধি মহানায়ক*। রাজদ্বারে আমি যুবরাজভট্টারকপাদীয়, সুতরাং অবরোধ ব্যতীত প্রাসাদের অপর কোন স্থান আমার অগম্য নহে।

শশাঙ্ক,—আপনি—মহানায়ক—যুবরাজভট্টারক?

যশো,—বিস্মিত হইতেছ কেন?

শশাঙ্ক,—আমি জীবনে কখনও কোন মহানায়ককে বা যুবরাজভট্টারককে এরূপভাবে প্রাসাদে আসিতে দেখি নাই। তাঁহারা যখন আসেন তখন শত শত পদাতিক ও অশ্বারোহীসেনা তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আসে। তাঁহারা যে পথ দিয়া চলেন সে পথ হইতে নাগরিকগণ

* মহানায়ক—উচ্চপদস্থ সামন্ত রাজগণের উপাধি (Grand duke বা Arch dukeএর ন্যায়)।

পলাইয়া যায়। সাম্রাজ্যের কোন যুবরাজভট্টারককে আমি কখনও পায়ে চলিতে দেখি নাই।

যশো,—তুমি কে?

শশাঙ্ক,—আমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম শশাঙ্ক।

পরিচয় শুনিবামাত্র বৃদ্ধ দুর্গস্বামীর অসি কোষমুক্ত হইল এবং অগ্রভাগ বৃদ্ধের শুক্ল কেশপাশ চুম্বন করিল, তখন ইহাই সামরিক অভিবাদনের রীতি ছিল। অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "যুবরাজ! আমি বহুকাল পাটলিপুত্রে আসি নাই, সুতরাং আমি যে আপনাকে চিনিতে পারি নাই তাহার জন্য অপরাধ লইবেন না। আমি যখন রাজসভায় উপস্থিত থাকিতাম তখন আপনাদিগের জন্ম হয় নাই। তখন আমরা আপনার খুল্লতাতপুত্র দেবগুপ্তকেই সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর বলিয়া জানিতাম। যুবরাজ! সাম্রাজ্যের অন্যান্য মহানায়কদিগের যাহা আছে আমার তাহা নাই বলিয়াই সম্রাটসকাশে যাইতেছি।"

শশাঙ্ক নীরবে বৃদ্ধের দীর্ঘ অবয়ব ও তাহাতে অসংখ্য অস্ত্রাঘাত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধের কথা শেষ হইলে বলিলেন, "আপনি আমার সহিত আসুন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

তরলার দৌত্য।

সে সময়ে পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে বহুলোক বাস করিত। প্রাচীন নগরের প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে, বহুদিন হইতেই স্থানাভাব হইয়াছিল। স্থানাভাবে নগরের দরিদ্র শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রাচীর বেষ্টনের বাহিরে বাস করিত। বহুকাল হইতে নগর প্রাচীরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় কতকগুলি ক্ষুদ্রনগর ও গ্রাম ছিল। নাগরিকগণ তাহাদিগকে উপনগর আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। নগরের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথী ও শোণ প্রবাহিত, তাহা সত্ত্বেও বহুলোক নগরের অপর পারে বাস করিত, এবং প্রতিদিন অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রভাতে নগরে আসিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। দক্ষিণ উপনগরে একটি জীর্ণ মন্দিরের সম্মুখে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু* তৃণক্ষেত্রের উপরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। মন্দিরের পশ্চাতে কতকটা বনময় উচ্চভূমি ছিল, তাহার স্থানে স্থানে দুই একটা প্রস্তরের বৃহদাকার স্তম্ভ দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বকালে এইস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। কালে তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে, ভিক্ষুগণ মন্দিরের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই প্রতিমা স্থাপন করিয়াছে। ভিক্ষুগণ সকলেই তরুণবয়স্ক এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই

* ভিক্ষু—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গৃহত্যাগী ভিক্ষুর উপযোগী গাম্ভীর্য্য তখনও তাহাদের অভ্যস্ত হয় নাই।

তাহাদিগের সহিত একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভিক্ষু বসিয়াছিলেন, এবং বয়সের প্রভেদ সত্ত্বেও, যুবকগণের সহিত মিশিয়া হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতেছিলেন। ভিক্ষুমণ্ডলীর অনতিদূরে একজন তরুণ ভিক্ষু বসিয়াছিলেন, তিনি আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন, সঙ্গিগণের উচ্চ হাস্যধ্বনি বোধ হয় তাঁহার কর্ণে পৌছিতেছিল না। ভিক্ষুগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছিলেন, তাহার পরেই উচ্চহাস্যের রোল উঠিয়া গগন ভরিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপবাণগুলি বর্ষিত হইতেছিল, তিনি তাহার কিছুই শুনিতে পাইতেছিলেন না।

একটি যুবতী সেই সময় মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুগণের হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল। একজন ভিক্ষু প্রৌঢ়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল, "আচার্য্য, যুবতী বোধ হয় তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছে।" দ্বিতীয় ভিক্ষু তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "তুই পাগল হইয়াছিস্ না কি? আচার্য্য এখন স্থবির হইয়াছেন, যুবতী স্ত্রী কি কখনও স্বেচ্ছায় বৃদ্ধের অন্বেষণ করিয়া থাকে?" প্রথম ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শুনিয়া হাস্যের রেখা মুখেই মিলাইয়া গেল। বৃদ্ধ ক্রোধে জলিয়া উঠিল এবং বলিল, "তুই আমাকে বুড়া বলিলি? তাহা আবার স্ত্রীলোকের সম্মুখে? আমি এখনই তোকে হত্যা করিব।"

প্রঃ ভিক্ষু—আচার্য্য, কথাটা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন সঙ্ঘস্থবির আমাকে বলিতেছিলেন যে, আচার্য্য দেশানন্দ বৃদ্ধ

হইয়াছেন, তিনি তরুণ ভিক্ষুদিগকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র। স্থবির—

বৃঃ ভিক্ষু—স্থবির তোর বাবা, তোর পিতামহ; তোরা কি আমাকে পাগল পাইয়াছিস্ না কি? আমি তোদের সকলকেই মারিয়া ফেলিব।

বৃদ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় ভিক্ষুদ্বয়কে আক্রমণ করায়, সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল, বৃদ্ধ কিছুতেই বসিবে না, উন্মত্ত হইয়া উঠিল, সকলে মিলিয়া বহুক্ষণ পরে তাহাকে শান্ত করিল। যুবকগণ স্বীকার করিল যে, তাহাদিগের বয়সই অধিক, আচার্য্য * দেশানন্দ তরুণ, অধ্যয়ন আসক্তির জন্য অকালে তাহার কতকগুলি কেশ শুক্ল হইয়া গিয়াছে। যাহার জন্য ভিক্ষুমণ্ডলীতে কলহের সূচনা দেখা দিয়াছিল, সে রমণী—তাহার পরিচ্ছদ দেখিলে বোধ হয় যে, সে উচ্চ জাতীয়া এবং সম্ভবতঃ কোন ধনাঢ্য নাগরিকের পরিচারিকা; গণ্ডগোল দেখিয়া সে এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়াছিল, ভিক্ষুগণকে শান্ত হইতে দেখিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, আচার্য্য তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি আমার সন্ধানে আসিয়াছ?" রমণী কহিল, "না। জিনানন্দ ভিক্ষু কি এখানে থাকেন?" উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। রমণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "জিনানন্দ ভিক্ষু কি এখানে আছেন?" আচার্য্যকে নিরুত্তর দেখিয়া একজন তরুণ ভিক্ষু উত্তর করিল, "আছেন।"

রমণী—ঠাকুর, তাঁহাকে একবার ডাকিয়া দিতে পারেন?

---

* আচার্য্য—নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণকে যিনি শিক্ষা দিতেন, বৌদ্ধভিক্ষু সম্প্রদায়ে তিনি আচার্য্য নামে পরিচিত।

ভিক্ষু—কেন?

রমণী—আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভিক্ষু—কি প্রয়োজন আছে আমাকে বলিতে পার?

রমণী—আমার প্রভুর নিষেধ আছে।

ভিক্ষু—আমাদিগের সঙ্ঘারামে * কোন তরুণ ভিক্ষু একাকী তরুণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না।

রমণী—আমি গোপনে দেখা করিতে চাহি না।

ভিক্ষু—তবে গোপন কথা বলিবে কি করিয়া?

রমণী—আমার নিকট পত্র আছে।

ভিক্ষু—আমাকে দাও।

রমণী—ক্ষমা করিবেন, জিনানন্দ ভিক্ষু ভিন্ন আর কাহাকেও পত্র দিতে পারিব না।

ভিক্ষু—জিনানন্দ ভিক্ষুকে কি করিয়া চিনিবে?

রমণী—আমার নিকট সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে।

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিল, "ওহে জিনানন্দ কি কিছুই শুনিতে পাইতেছে না? জিনানন্দ—জিনানন্দ, কি হে সমাধিমগ্ন হইলে নাকি?"

যুবকবৃন্দের পশ্চাতে বসিয়া যে ব্যক্তি চিন্তা করিতেছিলেন, সে মস্তকোত্তোলন করিল, দ্বিতীয় ভিক্ষু পুনরায় কহিল, "এই রমণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। তুমি কি ভাল শুনিতে পাও না? ইহাকে লইয়া এতক্ষণ কত রঙ্গরসের অভিনয় হইল।" জিনানন্দ উত্তর

* সঙ্ঘারাম—বৌদ্ধমঠ।

করিল না, রমণীকে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাহার নিকটে গেল এবং বলিল, "তরলে, তুমি কখন আসিলে? সংবাদ কি?" রমণী কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া কহিল, "ঠাকুর! নূতন বেশে চিনিতে পারি নাই, সংবাদ আছে, কিন্তু এই ঠাকুরগুলি বড় ভাল নহেন, আপনি অন্তরালে আসুন।" রমণী মন্দিরের পশ্চাৎস্থিত বৃক্ষরাজির মধ্যে প্রবেশ করিল, তরুণ ভিক্ষুও তাহার অনুসরণ করিল।

বৃদ্ধ এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিল, জিনানন্দ ও তরলা বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইবামাত্র লম্ফ দিয়া উঠিল এবং দূরে থাকিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া কয়েকজন তরুণ ভিক্ষু হাসিয়া উঠিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তোরা নিতান্ত বালক, নারী-চরিত্রের মহিমা কি বুঝিবি বল্, আমি এই কুপথগামী ভিক্ষুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টায় যাইতেছি।" ভিক্ষুগণ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বৃদ্ধ তাহা দেখিয়াও দেখিল না; সে তখন ব্যাঘ্রের ন্যায় অতি সন্তর্পণে বৃক্ষ সমূহের অন্তরালে থাকিয়া পূর্ব্বগামী নরনারী-যুগলের অনুসরণ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অদৃশ্য হইয়া গেলে একজন ভিক্ষু কহিল, "জিনানন্দ লোকটা কেহে, তোমরা কেহ বলিতে পার?"

২য় ভিক্ষু—আকার ত রাজপুত্রের মত, সে যে ধনীর সন্তান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

১ম ভিক্ষু—জিনানন্দ সম্বন্ধে কি একটা গুপ্ত রহস্য আছে, তাহা কিছুতেই ভেদ করিতে পারিতেছি না।

২য় ভিক্ষু—কেন বল দেখি?

১ম ভিক্ষু—সঙ্ঘস্থবির* কি তোমাকে কোন কথা বলিয়া দেন নাই?

২য় ভিক্ষু—না।

১ম ভিক্ষু—তুমি বোধ হয় অন্যত্র গিয়াছিলে। জিনানন্দ যে দিন আসে, সে দিন সঙ্ঘস্থবির আমাদিগের সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, সে যেন কখনও আমাদিগের চক্ষুর অন্তরাল না হয়। রাত্রিকালেও তাহার কক্ষের বাহিরে দুইজন ভিক্ষু শয়ন করিয়া থাকে। অনেক নূতন ভিক্ষু ত আসিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আদেশ কখনও হয় নাই।

২য় ভিক্ষু।—বোধ হয় বড় শিকার, এখন সঙ্ঘের যেরূপ দুর্দ্দিন তাহাতে নূতন শিকারের মূল্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।

১ম ভিক্ষু—তাহা ত বুঝিতেছি, কিন্তু জিনানন্দের রহস্য ভেদ হইল কই? ইতিমধ্যে আরও দুই তিন দিন তাহার নিকট পত্র আসিয়াছে।

শ্যামল পুষ্পশয্যায় একজন ভিক্ষু শয়ন করিয়াছিল, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কহিল, "ওহে সাবধান, দূরে বজ্রাচার্য্যকে† দেখিতে পাইতেছি।" তাহার কথা শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিমিষের মধ্যে একটি বৃক্ষশাখা স্কন্ধে করিয়া জীর্ণ মলিন বসন-পরিহিত একজন বৃদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে আসিল, তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া,

* সঙ্ঘস্থবির—মঠাধ্যক্ষ (Abbot) অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নায়ক (Crand Prior)।

† বজ্রাচার্য্য—সিদ্ধ ভিক্ষু, ইঁহারা সর্ব্বদা হস্তে বজ্রধারণ করিয়া থাকিতেন।

প্রণাম করিল। ভাগীরথী বক্ষে আমরা পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি যুবরাজ সম্বন্ধে বিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশানন্দ কোথায়?"

ভিক্ষুগণ—বনের ভিতরে গিয়াছে।

বৃদ্ধ—সঙ্ঘস্থবির কোথায়?"

ভিক্ষুগণ—মন্দির মধ্যে।

বৃদ্ধ তখন দ্রুতপদে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

বনের মধ্যে, ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তরলা ও জিনানন্দ অতি মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল।

তরলা—ঠাকুর, এই ভাবেই কি দিন কাটিবে?

জিনা—কি করিব বল আমি নিরুপায়; ইহারা আমাকে বাঁধিয়া রাখে নাই বটে কিন্তু ইহা অপেক্ষা বাঁধিয়া রাখা বোধ হয় ভাল ছিল। সদা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে লোক আছে, তাহারা আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করে না, আমি যে পলাইয়া যাইব তাহারও উপায় নাই।

তরলা—তবে কি আর ফিরিবে না?

জিনা—ফিরিয়া যাওয়া যদি আমার ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে কি আমি এক দণ্ড এখানে তিষ্ঠিতাম?

তরলা—তোমাকে সন্ন্যাসী করিয়া ইহাদের যে কি লাভ হইল, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি পিতার একমাত্র পুত্র, তোমার পিতাই বা কোন প্রাণে তোমাকে জনমের মত বিসর্জ্জন দিলেন?

জিনা—তরলা, ইহারা কি লাভের জন্য আমাকে ভিক্ষু করিয়াছে তাহা কি তুমি শোন নাই? পিতার মৃত্যুর পরে আমিই তাঁহার অতুল

ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইব, যদি বাস্তব জীবনে থাকিতাম, তাহা হইলে যূথিকাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতাম ; কিন্তু যে দিন হইতে সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছি, ভিক্ষু হইয়াছি, সেইদিন হইতে সে অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, বাস্তব জগতে সেইদিনেই আমার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে আমি নাম মাত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইব, প্রকৃতপক্ষে এই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরাই সমস্ত সম্পত্তি পাইবে। তরলা! সেই জন্যই ইহারা আমাকে এখানে আনিয়াছে, সেই জন্যই ইহারা আমাকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চাহে না।

তরলা—ঠাকুর, তুমিত সেই বসু মিত্র—

জিনা—ও নাম আর মুখে আনিও না তরলা ; শ্রেষ্ঠী বসুমিত্র মরিয়া গিয়াছে, আমার নাম জিনানন্দ।

তরলা—মরে নাই ঠাকুর, আবার বাঁচিবে। এই তরলা দাসী যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে বসুমিত্র আবার বাঁচিয়া উঠিবে, আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, যূথিকাকে বিবাহ করিয়া—

জিনা—দূরাশা মাত্র তরলা ; দূরাশাও নহে, দুঃস্বপ্নও নহে, আমার পক্ষে এইরূপ স্বপ্ন দেখাও এখন পাপ।

তরলা—ঠাকুর, অর্থ পিশাচ বলিয়া নগরে কেহ তোমার পিতার নাম উচ্চারণ করে না। কত গৃহস্থকে তোমার পিতা ভিখারী করিয়াছে ; পূর্ব্বে যখন তোমার পিতার নিষ্ঠুরতার বিষয় শুনিতাম, তখন মনে করিতাম, চারুমিত্র মনুষ্য নহে—পশু। এখন দেখিতেছি, চারুমিত্র পশু নহে—পাষাণ, পশুর হৃদয়েও অপত্যস্নেহ আছে।

জিনা—আমার পিতা একেবারে হৃদয়শূন্য নহেন ; তাঁহার অর্থলোভ

অত্যন্ত অতিরিক্ত বটে, কিন্তু তাঁহার মনের কোমলতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। তরলা! তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উন্নতিকল্পে আমাকে উৎসর্গ করিয়াছেন; আমার অর্থে বৌদ্ধ সঙ্ঘের উন্নতি হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। রাজা প্রকাশ্যে বৌদ্ধ বিদ্বেষী না হইলেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে যদি উত্তরাধিকার লইয়া আমি বৌদ্ধসঙ্ঘের সহিত বিবাদ করি, সেই আশঙ্কায় তিনি আমাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি একমাত্র পুত্রও ধর্ম্মের উন্নতি কামনায় উৎসর্গ করিয়া, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

তরলা—ঠাকুর আর বলিও না, তোমার পিতা,—সেই জন্যই মুখের উপরে আর কিছু বলিলাম না।

অদূরে শুষ্ক পত্ররাশির মধ্যে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। জিনানন্দ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর না, কে আসিতেছে।"

তরলা—ভয় কি, আমি দেখিতেছি।

বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তরলা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ভয় নাই, ও সেই বুড়া মরা, বোধ হয় আমার পিছু লইয়াছে। আমি আর এখানে থাকিব না। তুমি মর নাই ঠাকুর, বাঁচিয়াই আছ, আমিই তোমাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া তরলা বনের মধ্যে মিশাইয়া গেল। ভিক্ষু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিল এবং দেখিল,—দূরে থাকিয়া আচার্য্য দেশানন্দ তরলার অনুসরণ করিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যশোধবলের সংবাদ

মন্দির মধ্যে ঘোর অন্ধকার, একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার আলোকে দেব-প্রতিমার আকার মাত্র দেখা যাইতেছে। সম্মুখে পুষ্প, গন্ধ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যে, মন্দির জনশূন্য। মন্দিরের কোণে অন্ধকারে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ বসিয়াছিলেন; তিনি নিষ্পন্দ নির্ব্বাক্, তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল, "কি হে স্থবির, মন্দিরে আছ নাকি?" উত্তর হইল "কে?"

"শক্রসেন।"

"ভিতরে আইস।"

বৃক্ষশাখা স্কন্ধে লইয়া আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বজ্রাচার্য্য, বৃক্ষশাখাটা কোথা হইতে টানিয়া আনিলে?"

"ওটা আমার অশ্ব, উহারই বলে যশোধবলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। নতুবা এতক্ষণ শুনিতে যে, বজ্রাচার্য্যের পরিনির্ব্বাণ* লাভ হইয়াছে।"

---

* পরিনির্ব্বাণ—বৌদ্ধমতে মুক্তি অথবা মোক্ষ।

"তবে কি বিফল হইয়াছ ?"

"বিফল কি সফল তাহা জানি না, শশাঙ্ক এখনও জীবিত আছে।"

"তবে কি করিতে গিয়াছিলে ?"

"বন্ধুগুপ্ত, কি করিতে গিয়াছিলাম তাহা তুমি জান, তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? আমি শশাঙ্ককে বধ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না ?"

"তবে কি সুবিধা পাইলে না ?"

"সুবিধা পাইয়াছিলাম। শশাঙ্ক, মাধবগুপ্ত ও চিত্রা ভাগীরথী গর্ভে খেলা করিতেছিল। তাহাদিগের সঙ্গে একজন দৌবারিকও ছিল না।"

"তবে ?"

"তবে কি ? পারিলাম না। বন্ধুগুপ্ত ! আমার হাত উঠিল না। তুমি যে বজ্র দিয়াছিলে তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু আমি তাহা বাহির করিতে পারিলাম না। স্থবির ! নরহত্যা করিয়া তুমি পাষাণ হইয়া গিয়াছ, তোমার মনের কোমল প্রবৃত্তি-গুলি লোপ পাইয়াছে, আমি যে কেন ফিরিয়া আসিলাম তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। তোমার উপদেশ মত এখান হইতে শশাঙ্ককে বধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহির হইয়াছিলাম। যখন দূর হইতে গঙ্গাসৈকতে অসহায় অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম, তখনও প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হই নাই। কিন্তু তাহার পর যখন তাহার নিকটে গেলাম, তখন কে যেন বজ্রমুষ্টিতে আমার হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিল। তোমার উপদেশ মত তাহার জীবনের ভীষণ ভবিষ্যৎ কথা তাহাকে শুনাইয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারি নাই।

স্থবির! ভাগ্যচক্রে সকলেই আবদ্ধ, ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা কখনও খণ্ডিত হইবার নহে। তোমার ন্যায় শত শত সঙ্ঘ-স্থবির, আমার ন্যায় সহস্র সহস্র বজ্রাচার্য্য একত্র সম্মিলিত হইলেও চক্রের গতি সূচিমাত্র বিচলিত হইবে না। স্থবির! গঙ্গা-সৈকতে সে বালকের মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছি, শক্রসেন বা বন্ধুগুপ্ত কর্ত্তৃক তাহার মস্তকের একগাছি কেশও বিনষ্ট হইবে না।"

"তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ, তুমি পুরুষ নহ, নপুংসক। তুমি বালকের কমনীয় কান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে। মারের * আসুরী মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই জন্যই তুমি বালককে হত্যা করিতে পার নাই। বজ্রাচার্য্য! তুমি মাগধ সঙ্ঘের নায়ক, উত্তরাপথের আর্য্য-সঙ্ঘও† তোমার অঙ্গুলিহেলনে চালিত হইয়া থাকে, বজ্রাচার্য্য! তুমিও কি ভাগ্যচক্রের ছায়ায় আত্মগোপন করিতে চাহ? শক্রসেন! বালক ও বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে কে ভাগ্যচক্রে বিশ্বাস করিয়া থাকে? ছি ছি! তুমি পারিলে না? আর্য্যসঙ্ঘের উন্নতিকল্পে একটা সামান্য বালককে হত্যা করিতে পারিলে না? বজ্রাচার্য্য! তোমার এ কলঙ্ক লুকাইবার স্থান পাইবে না, যুগের পর যুগ চিরকাল যাবৎ বৌদ্ধ জগতে তোমার কলঙ্ককাহিনী ঘোষিত হইবে। বৃদ্ধ! তুমি মরিলে না কেন? কোন্ মুখে ফিরিয়া আসিলে?"

"স্থবির! তুমিও বৃদ্ধ হইয়াছ, বালক নহ, সঙ্ঘের সেবায় তোমার কেশরাশি শুক্ল হইয়াছে, তোমাকে আমি নূতন করিয়া কি বুঝাইব।

* মার—কামদেব, বৌদ্ধধর্ম্মের শয়তান

† আর্য্য সঙ্ঘ—বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়

নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, জীব মাত্রেই ভাগ্যচক্রে আবদ্ধ। যদি বালক ও বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে কেহ ভাগ্যচক্র মানে না, তবে এতকাল ধরিয়া গণনা করিয়া মরিলে কেন? এখনও শশাঙ্কের জন্মপত্রিকা লইয়া বসিয়া আছ কেন? বন্ধুগুপ্ত! একদিনে প্রব্রজ্যা* গ্রহণ করিয়াছি, একত্র আজীবন সঙ্ঘের সেবা করিয়াছি; সুখে, দুঃখে, আপদে, সম্পদে, সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়াছ, তুমি কি আমাকে বিস্মৃত হইতেছ? বালকের কাতরকণ্ঠের অনুনয়ে অথবা রমণীর অশ্রুজলে আমাকে কি কখনও বিচলিত হইতে দেখিয়াছ? আমাকে বৃথা তিরস্কার করিতেছ। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, শশাঙ্ক আমার হস্তে মরিবে না। স্থবির! সে বালক নহে, যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, আমি তাহার মুখমণ্ডলের রাজোচিত গাম্ভীর্য্য দেখিয়াছি; সে নির্ভীক, সর্ব্বতোভাবে মগধেশ্বর হইবার যোগ্য। তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় ও মগধে এমন কেহ নাই যে তাহার গতি রোধ করে।"

বৃদ্ধ এই বলিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। স্থবির নির্ব্বাক্; বহুক্ষণ পরে স্থবির ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি গণনা মিথ্যা?"

"গণনা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। হয় ত তোমার গণনায় ভ্রম হইয়াছে।"

"অপেক্ষা কর, আমি পুনরায় গণনা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া সঙ্ঘস্থবির প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিলেন এবং তালপত্র, লেখনী ও মসী লইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন।

---

* প্রব্রজ্যা—বৌদ্ধভিক্ষুগণের দীক্ষা।

প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে কে আসিয়া মন্দিরদ্বারের শৃঙ্খল নাড়িয়া শব্দ করিল। বজ্রাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" সে ব্যক্তি দ্বারদেশ হইতে বলিল, "আমি বুদ্ধমিত্র, কপোতিক সঙ্ঘারাম* হইতে অত্যন্ত আবশ্যকীয় সংবাদ লইয়া দূত আসিয়াছে, প্রবেশ করিবে কি?"

বজ্রাচার্য্য—অপেক্ষা করিতে বল।

বন্ধুগুপ্ত মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, "গণনা মিথ্যা হইবার নহে, অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শশাঙ্কের মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু নক্ষত্র প্রতিকূল হইলেও স্বয়ং সূর্য্য তাহার সহায় ছিলেন।"

বজ্রাচার্য্য,—সত্য, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে এক নূতন বাধা উপস্থিত হইল, সে যশোধবলদেব।

বন্ধু—কি বলিলে?

বজ্রা—যুবরাজভট্টারকপাদীয় মহানায়ক যশোধবলদেব। বন্ধুগুপ্ত! তুমি তাহার পুত্রহন্তা, ইহার মধ্যেই কি রোহিতাশ্বের দুর্গস্বামীকে বিস্মৃত হইয়াছ?"

বন্ধুগুপ্ত বসিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্রসেন! পরিহাস করিও না, সত্য করিয়া বল, যথার্থই কি যশোধবল নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে? তাহা হইলে সমূহ বিপদ। কেবল আমার বিপদ নহে, সমগ্র সঙ্ঘের বিপদ। সত্য করিয়া বল, সে কি সত্য সত্যই যশোধবল।

বজ্রাচার্য্য—তুমি কি ভাবিয়াছ, এই দশ বৎসরেই আমি যশোধবলকে

* কপোতিক সঙ্ঘারাম—পাটলিপুত্র নগরের একটি প্রাচীন মঠ। ইহা সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভুলিয়া গিয়াছি। স্থির হও, কপোতিক সঙ্ঘারাম হইতে কে দূত আসিয়াছে? বুদ্ধমিত্র! দূতকে ভিতরে লইয়া আইস।"

তাহার পর একজন তরুণ ভিক্ষু, এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রণাম করিলে, বজ্রাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" বৃদ্ধ কহিল, "মহাস্থবির বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, রোহিতাশ্বের দুর্গস্বামী মহানায়ক যশোধবলদেব বিংশতিবর্ষ পরে পুনরায় নগরে আসিয়াছেন। সেই জন্য তিনি মন্ত্রণা সভা আহ্বানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।"

বজ্রাচার্য্য—যশোধবলের আগমন সংবাদ আমি অবগত আছি। কল্য প্রাতে পুরাতন দুর্গশীর্ষে মন্ত্রণা সভা হইবে। সূর্য্যরশ্মি দুর্গশীর্ষ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে সভার কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

বজ্রাচার্য্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুদ্বয় প্রণাম করিল ও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বন্ধু,—তবে সত্য সত্যই যশোধবল আসিয়াছে। শক্রসেন! এবার কাহারও রক্ষা নাই। নিদ্রিত সিংহ জাগরিত হইয়াছে, সে নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছে যে, আমি তাহার পুত্রহন্তা। ভাবিও না যে, সে কেবল আমাকে হত্যা করিয়া নিরস্ত থাকিবে, সে সমগ্র বৌদ্ধসঙ্ঘকে সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিবে।

বজ্রা—বিপদ নিকট বটে।

বন্ধু—তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না, বোধ হয় যশো-ধবলের হস্তেই আমার মৃত্যু আছে। অপেক্ষা কর, গণনা করিয়া দেখি।

বৃদ্ধ দ্বিতীয় দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তালপত্রে অঙ্কপাত করিতে বসিল, অকস্মাৎ তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তালপত্র ও লেখনী দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "সত্য, সত্য বজ্রাচার্য্য! যশোধবলই আমাকে হত্যা করিবে, গণনা ত মিথ্যা হইবার নহে। আমায় রক্ষা কর, যশোধবলের প্রতিহিংসা বড় ভীষণ।" বজ্রাচার্য্য হাসিয়া বলিল, "স্থবির বিচলিত হইতেছ কেন? যশোধবল ত এখনই তোমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে না। তুমি না ভাগ্যচক্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না?"

বন্ধু—সখা! শক্রসেন! ক্ষমা কর। না বুঝিয়া তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। যশোধবলকে বড় ভয়। তাহার নিরস্ত্র শৃঙ্খলবদ্ধ পুত্রকে কুক্কুরের ন্যায় হত্যা করিয়াছি। সে নিশ্চয় জানিয়াছে, সে ত আমাকে ক্ষমা করিবে না।

বজ্রা—এখনও মৃত্যুকে এত ভয়?

বন্ধু—তুমি উন্মাদ, তোমাকে কি বুঝাইব, আমি এখনও মরিতে প্রস্তুত নহি। এখনও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে।

বজ্রা—স্থির হও, ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান হারাইলে কি মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে পারিবে? বন্ধুগুপ্ত! তুমি আর্য্যসঙ্ঘের নেতা, এরূপ চপলতা তোমাতে শোভা পায় না।

বন্ধু—বজ্রাচার্য্য, আমাকে রক্ষা কর। আমাকে লুকাইয়া রাখ, আমার মনে হইতেছে, যেন মন্দিরের প্রতি স্তম্ভের অন্তরালে অসি হস্তে অন্ধকারে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য এক একজন যশোধবল দাঁড়াইয়া আছে।

বজ্রা—চল, তোমাকে গুপ্তগৃহে লুকাইয়া আসি।

বন্ধু—চল।

বজ্রাচার্য্য বন্ধুগুপ্তের আসন উঠাইয়া লইলেন। আসন উঠাইবা মাত্র তাহার নিম্নে কাষ্ঠাচ্ছাদিত গুপ্তদ্বার পরিলক্ষিত হইল। বজ্রাচার্য্য আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন ও দীপহস্তে সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া নামিয়া গেলেন। বন্ধুগুপ্ত সভয়ে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন, মন্দিরের আলোক নির্ব্বাপিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নায়ক সমাগম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিয়াছে, এই সময়ে উপনগরের সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া একটি যুবতী দ্রুতবেগে নগরের দিকে যাইতেছিল। পথে অধিক লোক চলিতেছিল না; মাঝে মাঝে যে দুই একজন পথিক দেখা যাইতেছিল, যুবতী তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার গাঢ় হইল, সম্মুখের পথ আর দেখা যায় না, যুবতী তখন বাধ্য হইয়া ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল, শুনিয়া সে দাঁড়াইল, কিন্তু শব্দ তখনই থামিয়া গেল। যুবতী এদিক ওদিক দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বোধ হইল যে, দূরে থাকিয়া কে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তখন সে আবার দাঁড়াইল, কিন্তু সে দাঁড়াইবামাত্র পদশব্দ থামিয়া গেল। যুবতী এদিক ওদিক চাহিয়া অট্টালিকার পার্শ্বে লুকাইল। অনেকক্ষণ পরে দেখিতে পাইল যে, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি পা টিপিয়া টিপিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেছে। অন্ধকারে যুবতী তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, মনুষ্যমূর্ত্তি চলিয়া গেল, যুবতী তখন বাহির হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

যে ব্যক্তি বস্ত্রমণ্ডিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, সে কিয়দ্দূর গিয়া বলিয়া উঠিল, "না, এ পথে যায় নাই, ফিরিয়া যাই।" যুবতী তাহা শুনিতে পাইল এবং আর একটি গৃহের পার্শ্বে অন্ধকারে লুকাইল। সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। সে যখন অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন যুবতী বাহির হইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অর্দ্ধদণ্ড পরে সে আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইল, তখন তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। সে পথিপার্শ্বস্থ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। অবিলম্বে বস্ত্রমণ্ডিত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। সে ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময়ে যুবতী যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল, তাহার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "না, এইবার ঠিক পলাইয়াছে। তরলা এবার বড়ই ফাঁকি দিলে।" সে অগ্রসর হইয়া গেলে যুবতী বন হইতে বাহির হইল ও পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ঠাকুর? বলি ও আচার্য্য ঠাকুর? ওদিকে যাও কোথা?" বস্ত্রমণ্ডিত পুরুষ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। যুবতী তখন হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর! ভয় নাই; আমি তরলা।" তখন সে বস্ত্রের আবরণ খুলিয়া তরলার নিকট আসিল, ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল; তাহার পর এক গাল হাসিয়া বলিল, "সত্য সত্যই যে তরলা, হে লোকনাথ, কৃপা কর।"

তরলা—ঠাকুর, রাত্রিকালে পাছু লইয়াছিলে কেন বল দেখি?

দেশা—না—না, বড় শীত, তাই—একটু—একটু আগুন খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম।

তরলা—বল কি ঠাকুর! এই দারুণ গ্রীষ্মে তোমার শীত করিতেছে? তোমার কি বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে?

দেশানন্দ নীরব; তরলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যদি পাছু লও নাই, তবে কাপড় মুড়ি দিয়াছিলে কেন?"

দেশা—রাত্রিকালে যদি কেহ চিনিতে পারে?

তরলা—তবে কি অভিসারে যাইতেছ নাকি?

দেশা—না—না, আমরা সংসারাশ্রমত্যাগী ভিক্ষু, আমাদিগের কি অভিসারে যাইতে আছে?

তরলা—ঠাকুর! চল, আলোকে যাই।

দেশা—কেন তরলে! এই স্থানই ত ভাল।

তরলা—লোকে যদি আমাদিগের দুজনকে একত্রে দেখিতে পায় তাহা হইলে যে নিন্দা করিবে।

দেশা—তাও ত বটে—

তরলা—আমি তবে আসি, তুমি এইখানে দাঁড়াইয়া থাক।

দেশা—তুমি এখনই ফিরিবে ত?

তরলা—সেকি ঠাকুর? আমি যাইব নগরে, আমি এপথে আর কি করিতে আসিব?

দেশা—না, না তরলে! তুমি যাইও না, একটু দাঁড়াও, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিয়া লই। তোমার জন্যই এই দুই ক্রোশ পথ দৌড়াইতেছি।

তরলা—তুমি না বলিলে আগুন আনিতে যাইতেছ?

দেশা—সেটা কথার কথা।

তরলা—তবে সে কথাটা কি?

দেশা—মাথা ব্যথা

তরলা—কাহার জন্য—

দেশা—তোমার—

তরলা—বুড়া বয়সে তেমার রস যে উছলিয়া পড়িতেছে দেখিতেছি।

দেশানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "ছি! তরলে! আমি ভাবিয়াছিলাম তোমার—রসের ষোড়শ কলা সম্পূর্ণ হইয়াছে।"

তরলা—চটিলে কেন? কি হইয়াছে?

দেশা—কথাটা নেহাৎ অরসিকের মত হইয়াছে।

তরলা—কি কথা?

দেশা—আমি তাহা মুখে আনিব না।

তরলা—বুড়া বলিয়াছি?

দেশা—আবার! তুমি নগরে যাও, আমার—আর প্রেমে কাজ নাই, আমিও ফিরিয়া যাই।

তরলা—ঠাকুর রাগ কেন? তোমার ন্যায় বহুদর্শী নায়কের—কি কথায় কথায় জ্বলিয়া উঠা ভাল দেখায়?

দেশা—তরলে! সত্য সত্যই তোমার রসবোধ হইয়াছে। যৌবনের যে প্রেম, সে প্রেম নহে,—ছায়ামাত্র। বয়স না বাড়িলে মানুষ প্রেমের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না,—যেমন—

তরলা—যেমন দুধ মরিয়া ক্ষীর হয়—তাহা দুধের চাইতে অধিক মিষ্ট।

দেশা—ঠিক বলিয়াছ, আমার প্রাণের কথাটা টানিয়া বাহির করিয়াছ। তরলে? সাধে কি তোমায় দেখিয়াই মজিয়াছি,—শুধু মজিয়াছি, মরিয়াছি।

তরলা বুঝিল আচার্য্যের ব্যাধি ক্রমশঃ বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, —তাহার প্রেমের স্রোতে একটু বাধা দেওয়া আবশ্যক। প্রকাশ্যে বলিল, "ছি ছি ঠাকুর, কর কি? আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, দাসীমাত্র,— আমাকে কি ওকথা বলিতে আছে? তুমি পরম পূজনীয় আচার্য্যপাদ ভিক্ষু, ভগবান্ বুদ্ধের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তোমার মুখে কি এ সব কথা সাজে?"

দেশা—তরলে! আমি মরিয়াছি, আমি যাহাই হই, এ জীবন তোমার চরণতলে নিবেদন করিয়া দিয়াছি, তুমি যদি না রাখ, তবে এ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

তরলা আবার মনে মনে হাসিল, ভাবিল রোগের সমস্ত লক্ষণই ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে নীরব দেখিয়া দেশানন্দ ভূতলে পড়িয়া—তাহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বল তরলে, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বল।" তরলা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর! কর কি, কর কি? ছাড়—এ যে প্রকাশ্য রাজপথ—" এই বলিয়া পদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইল। দেশানন্দ ধূলি ঝাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "তবে শপথ কর—"

তরলা—কি শপথ করিব?

দেশা—বল, আমার প্রতি আর বিমুখ হইবে না?

তরলা—ঠাকুর, কথাটা বড় গুরুতর, হঠাৎ উত্তর দিতে পারিব না, এই ভরা যৌবনে এমন মধুর বসন্তে কি একজনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাকিব ?

দেশানন্দ মনে মনে ভাবিল স্ত্রীজাতি এইরূপই বটে। ব্যস্ততা প্রকাশ হইলে হয়ত সমস্তই পণ্ড হইবে। সময় লইয়া বিবেচনাই করুক না হয়। কোথায় আর যাইবে, পলাইতে ত পারিবে না, জিনানন্দের নিকট ইহাকে আবার আসিতেই হইবে। তরলা ভাবিল অসহায়ের সহায় ভগবান, বসুমিত্রকে বড় মুখ করিয়া আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি যে, তাহাকে মুক্ত করিবই করিব; কিন্তু কি উপায়ে যে মুক্ত করিব তাহা ভাবিয়া কূল পাইতেছিলাম না, অকূলের কাণ্ডারী কূল দেখাইয়া দিলেন, এই বুড়া বাঁদরের সাহায্যেই বসুমিত্রকে মুক্ত করিব। ইহাকে খেলাইতে পারিলেই আমার স্বার্থসিদ্ধি হইবে। ইহার সাহায্যে অনায়াসে সঙ্ঘারামে যাইতে আসিতে পারিব, তাহার পর ইহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বসুমিত্রের কারামুক্তির উপায় করিব। তাহাকে নীরব দেখিয়া দেশানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "বলি কি ভাবিতেছ ?"

তরলা—তুমি কি ভাবিতেছ ?

দেশা—তোমাকে—

তরলা—তবে আমিও তাই।

দেশানন্দ তরলার হাত চাপিয়া ধরিল এবং বলিল, "সত্য তরলে! সত্য ? একবার বল ?"

তরলা—কর কি ঠাকুর—হাত ছাড়, হাত ছাড়, এখনই কে আসিয়া পড়িবে।

দেশানন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া—হস্ত ত্যাগ করিল ও বলিল, "কবে তোমার উত্তর পাইব ?"

তরলা—কালি।

দেশা—নিশ্চয় ?

তরলা—নিশ্চয়।

দেশা—তবে চল তোমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।

তরলা—তুমি অগ্রসর হও।

বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া চলিল, ক্রমে দূরে নগরের আলোক দেখা গেল, নগরে প্রবেশ করিয়া তরলা নিশ্চিন্ত হইল। গৃহের নিকটে উপস্থিত হইয়া তরলা স্থির করিল যে, এইবার কৌশলে বৃদ্ধকে বিদায় দিতে হইবে। সে যদি তাহার প্রভুর গৃহ চিনিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার স্বার্থ-সিদ্ধি না হইলেও হইতে পারে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে বৃদ্ধকে বলিল, "তুমি আর আসিও না, ফিরিয়া যাও; আমার স্বামী তোমার ন্যায় যুবা পুরুষের সহিত রাত্রিকালে আমাকে একাকিনী দেখিলে অনর্থ ঘটাইবে।" তরলা তাহাকে যুবাপুরুষ ভাবিয়াছে এই মনে করিয়া দেশানন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তরলা তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজদ্বারে।

সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অপরাহ্নে সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। রাজ-সমীপে নাগরিকগণ আপন আপন দুঃখ নিবেদন করিতেছে, বিশাল সভা-মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব আসনে প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও অমাত্যগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রধান প্রধান নাগরিকগণ ও ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে উপবেশন করিয়া আছেন, সর্ব্বশেষে সামান্য নাগরিক-গণ দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে।

সম্রাটের মুখ প্রসন্ন নহে, তিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল। স্থাণ্বীশ্বর-রাজের আগমনের পর হইতে তাঁহার মুখমণ্ডল অধিকতর চিন্তাক্লিষ্ট হইয়াছে। সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদীর নিম্নে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য হৃষীকেশশর্ম্মা কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পশ্চাতে প্রধান বিচারপতি মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ* নারায়ণশর্ম্মা সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইহাদিগের পশ্চাতে মহাদণ্ডনায়ক† রবিগুপ্ত, প্রধান সেনাপতি মহাবলাধ্যক্ষ‡ হরিগুপ্ত, নৌসেনার অধ্যক্ষ মহানায়ক রামগুপ্ত প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ

---

* মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারপতি, (Chief Justice).

† মহাদণ্ডনায়ক—প্রধান দণ্ডবিধানকর্ত্তা (Chief Magistrate).

‡ মহাবলাধ্যক্ষ—প্রধান সেনাপতি।

উপবিষ্ট আছেন। ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজসেবায় ইঁহাদিগের কেশ শুক্ল হইয়াছে, ইঁহারা সকলেই সম্রাটবংশীয়। সিংহাসনের অপর পার্শ্বে নবীন রাজপুরুষগণ উপবিষ্ট আছেন। অলিন্দে অভিজাতসম্প্রদায়ের§ সুখাসনগুলি শূন্য, উৎসবের দিন ব্যতীত তাঁহাদিগের রাজসভায় আসিতে দেখা যায় না।

সভামণ্ডপের চারিটি দ্বারে সেনানায়কগণ প্রহরীরূপে অবস্থান করিতেছেন। উত্তরদ্বারের প্রতীহার বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যে, যুবরাজ শশাঙ্কের স্কন্ধে ভর দিয়া একজন দীর্ঘাকার প্রাচীন যোদ্ধা নদীতীর হইতে সভামণ্ডপে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আট নয় বৎসরের একটি বালিকা ও তাঁহার পশ্চাতে জনৈক যুবা আসিতেছে। প্রতীহারের বিস্ময়ের কারণের অভাব ছিল না, কারণ নগরের জনসাধারণ নদীর পথে প্রাসাদে আসিতে পাইত না। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সম্রাটবংশীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই গঙ্গাদ্বারে প্রবেশ করিতে পাইত না। গঙ্গা-দ্বারে যাঁহাদিগের প্রবেশের অধিকার ছিল, তাঁহারা কখনও একাকী পদব্রজে আসিতেন না, তাঁহারা মহাসমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে, অশ্বে অথবা দোলায় আরোহণ করিয়া শরীররক্ষিসেনা-পরিবৃত হইয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখনও বাৎসল্যভাবেও যুবরাজ শশাঙ্কের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ যাহা বলিতেছিলেন, যুবরাজ তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। প্রতীহাররক্ষিগণ ও তাঁহা-দিগের নায়ক যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছে

§ অভিজাত সম্প্রদায়—উচ্চ ও প্রাচীনবংশে জাত, আমীর ওমরাহ্ (Nobles).

ইহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, "কামরূপ হইতে ফিরিবার সময়ে এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলাম; যুবরাজ সেই একদিন গিয়াছে। সুস্থিতবর্ম্মাকে* শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম তাহা দেখিয়া নাগরিকগণ উল্লাসে উন্নত হইয়া জয়ধ্বনি করিতেছিল। তোমার পিতা যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন; তিনি শিবিকায় আসিতেছিলেন। যুবরাজ! তখনও তোমাদের জন্ম হয় নাই, তখন সাম্রাজ্যের এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই, তখন আমি সত্য সত্যই মহানায়ক ছিলাম, এক মুষ্টি গোধূমের জন্য রোহিতাশ্বের গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতাম না।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরুদ্ধ হইলে শশাঙ্কের নীল নয়ন দুইটিও জলে ভরিয়া আসিল।

তখন তাঁহারা সভামণ্ডপের তোরণে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতীহার-রক্ষিগণের নায়ক যুবরাজকে অভিবাদন করিল, তাহার পর বিনীতভাবে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ তখন বলিলেন, "আমার নাম যশোধবল, আমি যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক; তখন প্রতীহাররক্ষি-সেনানায়ক ভয়ে ও বিস্ময়ে দুই হস্ত পশ্চাতে হটিয়া গেল। পথিমধ্যে বিষধর ভুজঙ্গদর্শনে পান্থ যেমন বিচলিত হইয়া উঠে তাহারও তদ্রূপ দশা হইয়া উঠিল। তার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিহাররক্ষী সেনাদল হইতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক অগ্রসর হইয়া আসিল, আগন্তুককে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া তাহা ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহানায়কের

* সুস্থিতবর্ম্মা—কামরূপের রাজা। মহাসেনগুপ্ত, ব্রহ্মপুত্র তীরে ইঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি ভাস্করবর্ম্মার পিতা।

জয় হউক! আমি মালবে ও কামরূপে মহানায়কের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছি।" তাহার জয়ধ্বনি শুনিয়া উত্তর তোরণের সমস্ত সেনা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া সৈনিককে আলিঙ্গন করিলেন, আবার জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। যুবরাজ ও বৃদ্ধ তোরণপথে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। প্রতীহাররক্ষিসেনার নায়ক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সভামণ্ডপে তোরণের সম্মুখে দুইজন দণ্ডধর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা যুবরাজকে দেখিয়া প্রণাম করিল ও তাঁহার সহযাত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পরে তাহাদিগের মধ্যে একজন সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব যুবরাজভট্টারক* মহাকুমার শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তদেব উত্তর তোরণে দণ্ডায়মান, তাঁহার সহিত রোহিতাশ্বের মহানায়ক যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় যশোধবলদেব সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একজন নাগরিকের আবেদন শ্রবণ করিতেছিলেন, সিংহাসনের বেদীর নিম্নে দাঁড়াইয়া জনৈক করণিক† সম্রাটের আদেশ লিপিবদ্ধ করিতেছিল, যশোধবলদেবের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সম্রাট চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তাহা দেখিয়া ভয়ে

* পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব প্রভৃতি উপাধি রাজা ও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ব্যবহার করিতেন। যুবরাজ ভট্টারক ও মহাকুমার জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের (Heir-Apparent বা Crown Prince) উপাধি। রাজা বা সম্রাট্ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিতেন।

† করণিক—লেখক।

করণিকের হস্ত হইতে মসীপাত্র ও তালপত্র পড়িয়া গেল। মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ নারায়ণশর্ম্মা ভ্রূকুটি করিলেন, হতভাগ্য করণিক পড়িতে পড়িতে একখানি সুখাসন ধরিয়া বাঁচিয়া গেল। সম্রাট উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে?"

"পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব—"

"তাহা শুনিয়াছি, তাহার সহিত কে আসিয়াছেন?"

"রোহিতাশ্বের মহানায়ক যুবরাজভট্টারকপাদীয় যশোধবলদেব।"

"যশোধবলদেব?"

দণ্ডধর শির সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মহামন্ত্রী হৃষীকেশশর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, কে আসিল? সম্রাট বিচলিত হইলেন কেন?" নারায়ণশর্ম্মা উদ্‌গ্রীব হইয়া কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি মহামন্ত্রীর কথা শুনিতে পাইলেন না। সম্রাট তখন বলিতেছেন, "ইহা কখনই সম্ভব নহে, রোহিতাশ্বের যশোধবল বহুপূর্ব্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। রামগুপ্ত! তুমি দেখিয়া আইস, নিশ্চয়ই কোন প্রতারক রোহিতাশ্ব অধিকার করিয়াছে।" রামগুপ্ত আসন ত্যাগ করিয়া উত্তর তোরণের অভিমুখে চলিলেন, দণ্ডধর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। তাঁহাকে অধিকদূর যাইতে হইল না, যুবরাজের স্কন্ধে ভর দিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামগুপ্ত তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন; এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তাহার পর সাম্রাজ্যের নৌবলাধ্যক্ষ * মহানায়ক রামগুপ্ত দীন হীন বৃদ্ধের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সভাস্থ নাগরিকগণ না বুঝিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল,

* নৌবলাধ্যক্ষ—নৌসেনার নায়ক (Admiral).

দণ্ডধরগণ তাহাদিগকে থামাইতে পারিল না। সম্রাট ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইল। নবীন সভাসদ্ রাজপুরুষগণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, একজন দীর্ঘাকার বৃদ্ধ যুবরাজ শশাঙ্কের স্কন্ধে ভর দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, নৌবলাধ্যক্ষ মহানায়ক রামগুপ্ত সামান্য দাসের ন্যায় তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেছেন।

হৃষীকেশ শর্ম্মা কিছু না বুঝিতে পারিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়া কম্পিত পদে বেদীর সম্মুখে আসিলেন, তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, "কে বলিল যশোধবল মরিয়াছে ?" আগন্তক তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, হৃষীকেশ তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। নাগরিকগণ পুনরায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, কম্পিত পদে বৃদ্ধ সম্রাট মহাসেন গুপ্ত বেদী হইতে অবতরণ করিতেছেন। পিতাকে দেখিয়া যুবরাজ দূর হইতে প্রণাম করিলেন সম্রাট তাহা দেখিতে পাইলেন না। ছত্র ও চামরধারিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেদী হইতে অবতরণ করিতেছিল, মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। সম্রাটকে দেখিয়া হৃষীকেশ ও রামগুপ্ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, আগন্তক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সম্রাট আসিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ, সভাসদ্মণ্ডলী ও নাগরিকগণ উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। কম্পিত কণ্ঠে সম্রাট কহিলেন, "তুমি সত্যই যশোধবল ?" আগন্তুক নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, হৃষীকেশ শর্ম্মা এবং রামগুপ্তও অশ্রুবিসর্জ্জন

করিতেছিলেন। হরিগুপ্ত অগ্রসর হইয়া সম্রাটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, যুবরাজ শশাঙ্ক দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনেত্রে এই অভিনব ঘটনা দর্শন করিতেছিলেন।

সম্রাট মহাসেনগুপ্ত আগন্তুককে লইয়া ধীরে ধীরে বেদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; যুবরাজ, হৃষীকেশ শর্ম্মা, রামগুপ্ত, হরিগুপ্ত, নারায়ণ শর্ম্মা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে চলিলেন। সম্রাট যখন বেদীর সোপানে পদার্পণ করিলেন তখন আগন্তুক দাঁড়াইলেন, ও কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আসন গ্রহণ করুন, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করি।" সম্রাট বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বেদীর উপরে উঠাইতে পারিলেন না। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, আগন্তুক যুবরাজের হস্ত ধারণ করিয়া, তাঁহাকে বেদীর উপরে উঠাইলেন; যুবরাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধ বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ খড়্গ কোষমুক্ত করিলেন ও তাহা ললাটে স্পর্শ করাইয়া সম্রাটের পদতলে স্থাপন করিলেন; সমবেত জনসঙ্ঘ পুনরায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সম্রাট খড়্গ গ্রহণ করিয়া ললাটে স্পর্শ করিলেন ও তাহা আগন্তুককে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ খড়্গ লইয়া যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাকুমার* ! যশোধবল শেষবার যখন সম্রাট সকাশে আসিয়াছিল তখনও ঐ সিংহাসন শূন্য ছিল, বহুদিন সাম্রাজ্যের মহাকুমারকে অভিবাদন করি নাই। বাল্যে আপনার পিতা যখন মহাকুমার ছিলেন, তখন একবার ঐ সিংহাসন পূর্ণ

---

* মহাকুমার—সম্রাটপুত্র।

দেখিয়াছিলাম, অতিবৃদ্ধের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ খড়্গ ললাটে স্পর্শ করিয়া শশাঙ্কের পদপ্রান্তে রক্ষা করিলেন। যুবরাজ খড়্গ লইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন, বেদী হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন, অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, সম্রাটের চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনিও "ধন্য ধন্য" বলিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ যুবরাজকে ক্রোড়ে লইয়া বার বার তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন, ও তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজাধিরাজ! বহুকাল পরে সম্রাট সকাশে কেন আসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। মেঘনাদের* পরপারে, কীর্ত্তিধবল সাম্রাজ্যের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার কন্যাকে পালন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যে হস্তে সাম্রাজ্যের গরুড়ধ্বজ† ধারণ করিয়া, বিজয় যাত্রার নেতৃত্ব করিয়াছি, যে হস্ত সতত অসি ধারণ করিয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত থাকিত, সেই হস্তে রোহিতাশ্ব পর্ব্বতবাসীর মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। নূতন শিক্ষার সময় অতীত হইয়াছে। কীর্ত্তিধবলও সম্রাটের সেবায় দেহ উৎসর্গ করিয়াছে, সম্রাট যদি তাহার কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ যশোধবল নিশ্চিন্ত হয়। সাম্রাজ্যে এখনও অসির আবশ্যকতা আছে, বৃদ্ধের বাহুতে বল আছে, অসিধারণের ক্ষমতা আছে, তাহার অন্নের অভাব হইবে না। বৃদ্ধ মৃগমাংসে দেহ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু মহারাজ! কোমলা বালিকা পশুমাংস আহার করিতে

* মেঘনাদ—মেঘনা।

† গরুড়ধ্বজ—গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের ধ্বজ (Standard).

চাহে না। তাহার জন্য গোধুম ভিক্ষা করিয়াছি, অন্নাভাবে দুর্গস্বামিনীর বলয় বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, পুরাতন ভৃত্যবর্গ তাহা জানিতে পারিয়া ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, সেই অর্থে বলয় উদ্ধার করিয়া পাটলিপুত্রে আসিয়াছি। মহারাজাধিরাজ! লতিকা, প্রাসাদে দাসীর ন্যায় থাকিবে, দিনান্তে তাহাকে এক মুষ্টি অন্ন দিবেন, সে মৃগমাংস খাইতে পারে না। যশোধবলের পক্ষে এখন ভিক্ষা অসম্ভব; মালব গিয়াছে, বঙ্গ গিয়াছে, পুত্রহীন বৃদ্ধের এমন কেহ নাই, যে পার্ব্বত্য গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে রাজষষ্ঠ * সংগ্রহ করিয়া আনে বা দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতির গতি রোধ করে। সম্রাট! ধবলবংশ লুপ্ত হইয়াছে, যশোধবল সত্য সত্যই মরিয়াছে, রোহিতাশ্বদুর্গ শূন্য। আমি যশোধবলের প্রেত, এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, আমি দুর্গস্বামী হইবার যোগ্য নহি।"

দূরে বীরেন্দ্রসিংহ যশোধবলদেবের পৌত্রীকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যশোধবল তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধ কহিলেন, "লতিকা! মহারাজাধিরাজকে প্রণাম কর।" বালিকা প্রণাম করিলে বীরেন্দ্রসিংহ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথা অনুসারে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এই বালিকা কীর্ত্তিধবলের কন্যা, ইহার পিতা বঙ্গরে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মাতা বৈধব্য ভোগ করে নাই, আমি ইহাকে অন্নদান করিতে অসমর্থ। সম্রাট ইহার ভার গ্রহণ করুন, আবহমান-

* রাজষষ্ঠ—ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের একভাগ, ইহা রাজা গ্রহণ করিতেন।

কাল হইতে মৃত সৈনিকগণের পুত্রকলত্র সম্রাটের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, সেই ভরসায় পিতৃমাতৃহীনা বালিকার জন্য একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতেছি।”

অশ্রুধারায় সম্রাটের শীর্ণগণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছিল, যশোধবলের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, “যশোধবল,—বাল্য সখা—” কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সম্রাট নির্জ্জীবের ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সভামণ্ডপে সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল, নারায়ণ শর্ম্মা বেদীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ! অদ্য সভার দৈনিক কার্য্য অসম্ভব, অনুমতি হইলে বিচারপ্রার্থী নাগরিকগণকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।” সম্রাট মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যশোধবলদেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, হৃষীকেশশর্ম্মা তাঁহাকে বাধা দিয়া বেদীর পার্শ্বে লইয়া গেলেন। সভামণ্ডপ ক্রমশঃ শূন্য হইয়া গেল। রাজকর্ম্মচারিগণ তখনও অপেক্ষা করিতেছিল, পদ্ধতি অনুসারে সভার কার্য্য শেষ হইলে মন্ত্রণাসভা বসিত, তাহাতে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত থাকিতেন। হৃষীকেশশর্ম্মা বলিলেন, “অদ্য সম্রাট অসুস্থ সুতরাং মন্ত্রণাসভা অসম্ভব।” সম্রাট তাহা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “অদ্য মন্ত্রণাসভার বিশেষ আবশ্যক। সন্ধ্যার পর সমুদ্রগৃহে * মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইবে, বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য আছে। যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত নাই তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ কর।”

---

* সমুদ্রগৃহ—প্রাসাদের কক্ষবিশেষের নাম।

রামগুপ্ত যশোধবলদেবকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যশোধবল তাঁহার আতিথ্যে সম্মত হইয়া সম্রাটের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট কহিলেন, "যশোধবল ! আমি তোমার প্রার্থনার সদুত্তর প্রদান করি নাই, আমার সহিত আইস তুমি অদ্য সাম্রাজ্যের অতিথি।"

সম্রাট, যশোধবলদেব ও শশাঙ্ক সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চিত্রার-অধিকার।

প্রাসাদের পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। অযত্নে প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ও উদ্যানসমূহ বনে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র উদ্যানটি সযত্নে রক্ষিত ও আবর্জ্জনাশূন্য, ইহাতে পুষ্পবৃক্ষ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পুষ্পবাটিকার চারিদিকের বেষ্টনে নানাবিধ লতা আরোহণ করিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কোনটিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছে, কোনটি বা স্নিগ্ধশ্যামলপত্ররাজির ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। চতুষ্কোণ পুষ্পবাটিকার মধ্যস্থলে একটি শ্বেতমর্ম্মরের বেদিকা, তাহার চারিপার্শ্বে সহস্র সহস্র পুষ্পবৃক্ষ, তাহাতে অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নিগ্ধবায়ু গঙ্গাবক্ষ হইতে শীতল হইয়া বৃক্ষশাখাগুলি আন্দোলিত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, উষার আলোকে ভীত হইয়া প্রাসাদের কোণে, বিটপীচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে, মার্ত্তণ্ডদেবের সহস্র সহস্র জ্বালাময় কিরণবাণ বর্ষিত না হইলে তাহা পাতালে প্রবেশ করিবে না।

পুষ্পবাটিকার দ্বার মুক্ত হইল, তাহার সহিত দ্বারের উপরিস্থিত মাধবীলতারাজি কম্পিত হইল, একটি বালিকা উদ্যানে প্রবেশ করিল।

তাহার ভ্রমরকৃষ্ণকেশপাশ পবনহিল্লোলে নাচিতেছিল। সে দেখিল পুষ্পবাটিকায় কেহ নাই, ফিরিয়া গিয়া যেমন রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিল অমনই আর একটি বালিকা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! চোর ধরিয়াছি।" প্রথমা বালিকা পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু নবাগতা তাহাকে ধরিয়া রাখিল, হাসিতে হাসিতে শশাঙ্ক ও মাধবগুপ্ত সেই স্থানে ছুটিয়া আসিলেন। শশাঙ্ক প্রথমা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্রা! পলাইলি কেন?" চিত্রা উত্তর দিল না, তখন দ্বিতীয়া কহিল, "চিত্রা রাগ করিয়াছে।"

শশাঙ্ক—কেন?

দ্বিতীয়া—তুমি আমাকে ফুল তুলিয়া দিবে বলিয়াছ বলিয়া।

শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিলেন, তাহাতে চিত্রার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়া বালিকা তাহার ক্রোধ দেখিয়া লজ্জিতা হইতেছিল, সে মাধবকে ডাকিয়া কহিল,"চল কুমার, আমরা ফুল তুলিতে যাই।" উভয়ে পুষ্পবাটিকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। শশাঙ্ক বলিলেন, "চিত্রা! তুই রাগ করিয়াছিস্ কেন?"

চিত্রা নিরুত্তর, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ তাহার হস্ত ধারণ করিতে গেলেন, সে তাহা ফেলিয়া দিল। শশাঙ্ক তখন সবলে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে বল না।" চিত্রা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে শশাঙ্ক তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন চিত্রা বলিয়া ফেলিল যে লতিকাকে ফুল তুলিয়া দিব বলাতেই তাহার অভিমান হইয়াছিল। শশাঙ্ক বলিলেন, "লতিকা দুই দিনের জন্য আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে, মাতা তাহার সহিত খেলিতে বলিয়াছেন,

না খেলিলে সে যে রাগ করিবে?" চিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল সে বলিল, "তুমি তাহাকে কেন ফুল তুলিয়া দিবে?" এ "কেন"র উত্তর নাই। শশাঙ্ক তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিল না।

কুমার তখন নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "তবে আমি তোমাকেই ফুল তুলিয়া দিব, লতিকাকে দিব না।" তখন চিত্রা কতকটা শান্ত হইল।

উদ্যানে যত ফুল ফুটিয়াছিল সমস্ত বালক বালিকা মিলিয়া তাহা চয়ন করিতেছিল এবং উদ্যানের মধ্যস্থিত বেদীর উপরে আনিয়া ফেলিতেছিল। শশাঙ্ক ফুল তুলিয়া চিত্রার অঞ্চলে দিতেছিলেন, মাধব ফুল তুলিয়া লতিকাকে দিতেছিল। এমন সময়ে পুষ্প-বাটিকার দ্বার হইতে কে বলিয়া উঠিল, "এই যে কুমার এইখানে, এই দিকে আয়!" কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" নবাগত উত্তর করিল, "প্রভু! আমি অনন্ত, নরসিংহ আপনাকে সন্ধান করিতেছিল।" দুইটি বালক বৃক্ষবাটিকার দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিল, ইহাদিগের মধ্যে একজন পাঠকবর্গের পূর্ব্ব পরিচিত, সে চরণাদ্রিদুর্গস্বামী যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র, দ্বিতীয় বালক চিত্রার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহদত্ত। নরসিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার, এখানে কি হইতেছে?" শশাঙ্ক হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার ভগিনীর দাসত্ব করিতেছি, রোহিতাশ্ব দুর্গ হইতে লতিকা নূতন আসিয়াছে, তাহাকে ফুল তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া বড়ই রাগ করিয়াছিল, এখন মাধব লতিকার সঙ্গী হইয়াছে।" কুমারের কথা শুনিয়া অনন্ত ও নরসিংহ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, চিত্রা লজ্জায় অধোমুখী হইল। তাহার ভ্রাতা কহিলেন, "যুবরাজ যখন বড় হইয়া দশটি বিবাহ করিবেন

তখন তুই কি করিবি?" বালিকা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি দিব না।" তাহার উত্তর শুনিয়া সকলে পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

নরসিংহ পুনরায় কহিল,"উদ্যানের পুষ্প ত নিঃশেষিত হইয়াছে, এইবার গাছগুলিও যাইবে। বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে এখন নদীর দিকে যাইলে হইত না? তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে ত স্নান সমাপ্ত হইবে না, মহাদেবীর নিকট হইতে দুই তিন বার লোক আসিয়া ফিরিয়া গেলে তবে সকলের আহারের কথা স্মরণ হইবে।" তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কুমার কহিলেন, "নরসিংহ! আমাদিগের দলের মধ্যে তুমিই বিজ্ঞ হইয়া উঠিলে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন দাসী উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কুমারকে প্রণাম করিল ও কহিল, "মহাদেবী আপনা-দিগকে স্নান করিতে আদেশ করিলেন।" তাহার কথা শুনিয়া নরসিংহ হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "কুমার! আমি মিথ্যা বলি নাই।" সকলে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অঙ্গনের পার্শ্বে অলিন্দে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ পাদচারণ করিতে-ছিলেন, লতিকা তাঁহাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া শশাঙ্ক ও মাধব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, অপর সকলে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। দীর্ঘাকার ব্যক্তি রোহিতাশ্বদুর্গস্বামী যশোধবলদেব। যশোধবল, শশাঙ্কের পিঙ্গল কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ! ইহারা কে?" শশাঙ্ক হস্তচালনা করিয়া আহ্বান করিলে, নরসিংহ, অনন্ত ও চিত্রা নিকটে আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। শশাঙ্ক একে একে তাহাদিগের পরিচয়

দিলেন, বৃদ্ধ অনন্ত ও চিত্রাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন—সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায় ও প্রধান প্রধান বংশের বংশধরগণ আশ্রয়াভাবে রাজধানীতে আসিয়াছে, সাম্রাজ্যে সকলেই ভিখারী, ভিক্ষা দিবার কেহই নাই। বৃদ্ধ সম্রাট সকলের একমাত্র আশ্রয় স্থল; তিনিও আমার ন্যায় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় অল্পবয়স্ক, রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ, চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। কি উপায় হইবে? দাসী দূরে দাঁড়াইয়াছিল, যশোধবলদেবকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া নিকটে আসিল ও প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু! বেলা অধিক হইয়াছে এই জন্য মহাদেবী কুমারগণকে স্নান করিতে আদেশ করিয়াছেন।" বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া অনন্ত ও চিত্রাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন, তাহারা সকলে প্রণাম করিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন।

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন যে তিনিও পৌত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া সম্রাট সকাশে আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া দেখিতেছেন সকলেরই অবস্থা শোচনীয়। রাজকার্য্যে শৃঙ্খলার অভাব, সম্রাট বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসমর্থ। বহিঃশত্রুর ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, অতি সামান্য ত্রুটীতে বিচলিত হইয়া পড়েন। কুমারদ্বয় এখনও রাজ-কার্য্য পরিচালনার যোগ্য হন নাই। হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মা এখন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু তাঁহারাও প্রাচীন হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের পরিশ্রম করিবার সময় অতীত হইয়াছে। উপায় কি? চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধের মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি স্থির হইয়া

দাঁড়াইলেন। যশোধবলদেব চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং রাজ-কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। কীর্ত্তিধবল সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ উৎসর্গ করিয়াছে, তিনিও তাঁহার অবশিষ্ট কাল কর্ম্মক্ষেত্রে যাপন করিবেন। জাপিলীয়* মহানায়কগণ চিরকাল সাম্রাজ্যের কার্য্যে দেহ ও মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শেষবংশধরও পূর্ব্ব-পুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

বৃদ্ধ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ডাকিলেন, "কে আছ?" অলিন্দের কোণ হইতে একজন প্রতীহার অভিবাদন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যশোধবলদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাট কোথায়? আমি এখনই সম্রাট সকাশে যাইতে ইচ্ছা করি।" প্রতীহার কহিল, "সম্রাট গঙ্গাদ্বার অভিমুখে গমন করিয়াছেন।" যশোধবল কহিলেন, "সংবাদ প্রেরণ কর।" প্রতীহার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

---

* জাপিল—ইহা রোহিতাশ্ব দুর্গের নিকটস্থিত একটি গ্রামের নাম। ইহার বর্ত্তমান নাম জপ্‌লা। যশোধবলদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি।

গঙ্গাদ্বারের বহির্দ্দেশে বিস্তৃত সোপানশ্রেণীর উপরে সম্রাট উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত বালুকারাশি—দূরে ক্ষীণকায়া জাহ্নবীর রেখা। সম্রাট ঘাটের উপর হইতে বালকবালিকাগণের জলক্রীড়া দেখিতেছিলেন। একজন প্রতীহার আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহানায়ক যশোধবলদেব এখনই একবার সম্রাট সকাশে আসিতে চাহেন।" সম্রাট উত্তর করিলেন, "তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আইস।"

প্রতীহার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই যশোধবলকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সম্রাট সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি যশোধবল, কি হইয়াছে?" বৃদ্ধ প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, সম্রাট তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। যশোধবল সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করিলেন এবং করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমার অভাবে লতিকা আশ্রয়হীনা হইবে ভাবিয়া আমি তাহার জন্য একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে সম্রাট সকাশে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ভিখারী। অনাথা বিধবা ও অনাথ

শিশুগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল আপনি। কিন্তু আপনারও কেশ শুক্ল হইয়াছে, মহাযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আপনার অভাবে যে সাম্রাজ্যের ও প্রজাবৃন্দের কি দশা হইবে তাহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইতেছি। আমি এখন লতিকার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কুমারদ্বয় এখনও শৈশব অতিক্রম করেন নাই, তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিতে এখনও বহুদিন লাগিবে। হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার সময় অতীত হইয়াছে; নূতন কর্ম্মচারিগণ স্বেচ্ছায় কোন কার্য্য করিতে সাহসী হন না, প্রতি কথা আপনার গোচর করিতে ভরসা পায় না। ফলে আপনার জীবদ্দশাতেই রাজকার্য্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। চরণাদ্রি বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বার, শার্দ্দূলবর্ম্মার পুত্র, মহাবীর যজ্ঞবর্ম্মা চরণাদ্রি হইতে তাড়িত হইয়াছে, সে সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছে নাই। মণ্ডলাদুর্গ অঙ্গ বঙ্গের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, আবহমান কাল হইতে মণ্ডলাধীশ সাম্রাজ্যের একজন প্রধান অমাত্য; তক্ষদত্তের দুর্গ অপরে অধিকার করিয়াছে, তাঁহার পুত্র কন্যা ভিক্ষোপজীবী; মহারাজাধিরাজ! ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

"আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পাটলিপুত্রনগরে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা আপনি চাহিয়াও দেখেন না। তোরণে দ্বার নাই; প্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সংস্কার হয় নাই; প্রাসাদের পাষাণাচ্ছাদিত অঙ্গন তৃণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কোষে এখনও অর্থের অভাব নাই, প্রাসাদে কর্ম্মচারীর অভাব নাই, তথাপি কোন কার্য্য হয় না। কেন হয় না, তাহা আপনি জিজ্ঞাসাও করেন না। চারিদিকে শত্রু শকুনির ন্যায় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাব-

শেষের উপরে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গ, সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াও, অনধিকৃত। দেবী মহাসেনগুপ্তা জীবিতা, সেই জন্যই বারাণসী ও চরণাদ্রি প্রকাশ্যে স্থাণ্বীশ্বরের রাজ্যভুক্ত হয় নাই। ইহা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। আজ যদি মহাদেবীর অভাব হয়, কিম্বা প্রভাকর যদি মাতার আদেশ অবহেলা করে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার ইচ্ছা সত্ত্বে, সেনা সত্ত্বে, শক্তিসত্ত্বেও সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাইবে না; রাজধানী অবরোধ করিতে হইবে না, বিনাযুদ্ধে শত্রুকরকবলিত হইবে।"

যশোধবলদেব নীরব হইলেন, বৃদ্ধ সম্রাট ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি কি করিব, আমি বৃদ্ধ, শশাঙ্ক বালক। দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছে, শশাঙ্কের রাজ্যকালে সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবে।" বৃদ্ধ যশোধবল সম্রাটের কথা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, ও কহিলেন, "এ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না, আপনি কি বাতুলের কথায় বা প্রবঞ্চকের কথায় সাম্রাজ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন? দৈবজ্ঞেরা অনেক কথাই বলিয়া থাকে, তাহাদিগের কথা শুনিতে গেলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয়। কুমার বালক হইলেও বুদ্ধিমান্ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু আপনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন না। সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে হইলে শৌর্য্য বীর্য্য অপেক্ষা কূটনীতির অধিকতর আবশ্যক; দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা দর্শন আবশ্যক, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? আপনি স্বয়ং কি ভাবে রাজকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন? সময়ে সময়ে এক একজন ক্ষণজন্মা অদ্ভুতকর্ম্মা বালক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে লইয়াই ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথের রাজন্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,

বালক স্কন্দগুপ্ত পঞ্চদশবর্ষ বয়সে অস্ত্রধারণ করিয়া হূণ প্লাবনের প্রথম ঊর্ম্মির গতিরোধ করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশবর্ষীয় শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত যে প্রাচীন সাম্রাজ্য উদ্ধার করিবে না তাহা কে বলিতে পারে। মহারাজাধিরাজ, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন, এখনও উদ্ধারের আশা আছে, এখনও সময় আছে, কিন্তু আর থাকিবে না।” বৃদ্ধ সম্রাট ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “কি করিব।”

যশোধবল ধীরে ধীরে কহিলেন, “অতি সামান্য; একদিন এ দাস মহারাজাধিরাজের আদেশক্রমে সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে। শীর্ণ বাহুতে যদিও যৌবনের বল নাই, কিন্তু হৃদয়ে এখনও বল আছে। মহারাজাধিরাজ আদেশ করিলে এ দাস পুনরায় রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে। সম্রাট কীর্ত্তিধবল সাম্রাজ্যের কার্য্যে দেহপাত করিয়াছে, তাহার বৃদ্ধ পিতাও তাহাই করিতে চাহে। লতিকার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া দেখিতেছি আশ্রয়দাতার গৃহই পতনোন্মুখ। কে তাহাকে আশ্রয় দান করিবে? হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মা যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকুন, আমি লোকচক্ষুর অগোচর থাকিয়া সম্রাটের সেবা করিতে চাহি।”

সম্রাট অধোবদনে চিন্তা করিতেছিলেন, বহুক্ষণ পরে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, “যশোধবল, সত্য সত্যই রাজকার্য্য গ্রহণ করিবে?”

যশোধবল—দাস কি কখনও সম্রাট-সকাশে মিথ্যা কহিয়াছে?

সম্রা।—যশোধবল, দুশ্চিন্তায় বহুকাল সুনিদ্রা হয় নাই, ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, তুমি কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আমি সত্য সত্যই নিশ্চিন্ত হই।

যশো—আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি, ভবিষ্যৎ চিন্তা যে আপনাকে সর্ব্বদাই ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর বলিতে হইবে না। কোন রাজকর্ম্মচারী ভয়ে আপনার নিকট অগ্রসর হয় না। কার্য্য পণ্ড হইতেছে দেখিয়াও আদেশ গ্রহণ করিতে কেহ সম্মুখীন হয় না। হৃষীকেশশর্ম্মার ন্যায় যাঁহারা আজীবন রাজকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাও আপনাকে সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করেন না, নাগরিকগণ প্রকাশ্যে বলিয়া থাকে,—স্থাণ্বীশ্বররাজ চলিয়া যাইবার পর সম্রাট আর হাস্য করেন নাই।

সম্রাট—সে কথা সত্য; প্রভাকর আসিবে শুনিয়া আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। প্রভাকর যে কয়দিন নগরে ছিল সে কয়দিন ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়াছি, দাসের ন্যায় তাহার সেবা করিয়াছি, ভৃত্যের ন্যায় তিরস্কার সহ্য করিয়াছি। যশোধবল, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আমি সমুদ্রগুপ্তের বংশজাত এবং প্রভাকর আমার ভাগিনেয়। প্রতি কথায় তাহার অনুচরবর্গ রাজকর্ম্মচারিগণকে অপমানিত করিয়াছে, অতি সামান্য প্ররোচনায় আমার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছে, নগরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে, নিরীহ নাগরিকগণকে প্রহার করিয়াছে, অবশেষে অসহ্য হইলে নাগরিকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের বস্ত্রাবাসে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। যশোধবল, এই অপমান সহ্য করাইবার জন্যই কি লৌহিত্যতীরে যজ্ঞবর্ম্মা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল?

যশো—আমি সমস্তই শুনিয়াছি, নগরে আসিয়া যে সমস্ত কথা শুনিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই; যত শুনিতেছি ততই নূতন

জ্ঞানোদয় হইতেছে। মহারাজাধিরাজ, অনুমতি করুন, আমি পুনরায় রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করি।

সম্রাট—তুমি রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে ইহার জন্য কি আমার অনুমতি আবশ্যক করে? আমি এখনই মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিতেছি।

যশো—মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিবার আবশ্যক নাই। কেবল হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মাকে আসিতে বলিলেই চলিবে।

সম্রাট—তাহাই হউক—প্রতীহার?

প্রতীহার দূরে দাঁড়াইয়াছিল, আহ্বান শুনিয়া নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিল। সম্রাট আদেশ করিলেন, "বিনয়সেনকে ডাকিয়া আন।" দৌবারিক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। অবিলম্বে বিনয়সেন আসিয়া উপস্থিত হইল, সম্রাট আদেশ করিলেন, "হৃষীকেশ-শর্ম্মা, নারায়ণশর্ম্মা ও হরিগুপ্তকে দ্বিপ্রহরে প্রাসাদে আসিতে বলিয়া আইস।" বিনয়সেন অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। সম্রাট ও যশোধবলদেব প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রগুপ্তি।

পাটলিপুত্রের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা ছিল। গঙ্গার জলে তাহা সদা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও পরিখায় জলের অভাব হইত না। এখন বর্ষার সময়ে পরিখা পরিপূর্ণ দেখা যায়, অন্য সময়ে পরিখার গর্ভ বনে আচ্ছাদিত থাকে। যে পয়ঃ-প্রণালী বহিয়া নদী হইতে জল আসিত, তাহা সংস্কারাভাবে বালুকায় ভরিয়া গিয়াছে। বর্ষায় নদীর জল বর্দ্ধিত হইলে পয়ঃপ্রণালী ছাপাইয়া পরিখায় জল আসে। পরিখার উপরের প্রাকার সংস্কারাভাবে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদের প্রাকার পাষাণ-নির্ম্মিত, কিন্তু নগর-প্রাকার কাষ্ঠনির্ম্মিত। সংস্কারের অভাব হেতু নগর-প্রাকার প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; কাষ্ঠের আবরণ পচিয়া যাওয়ায় মৃত্তিকা বাহির হইয়া পড়িয়া পরিখা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাকারের উপরে নিবিড় বন; নগরবাসিগণ দিবাভাগেও সেখানে গমন করিতে সাহসী হয় না।

যে দিন প্রভাতে যশোধবল সম্রাটের নিকট রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেই দিন উষাগমের পূর্ব্বে প্রাসাদের প্রাকারের উপরে তিনজন ভিক্ষু কথোপকথন করিতে-

ছিলেন। দূরে আর একজন ভিক্ষু বৃক্ষতলের অন্ধকারে দণ্ডায়মান ছিল। বনের নানাস্থানে ভিক্ষুগণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দৌবারিকের কার্য্য করিতেছিলেন। যে তিনজন কথোপকথন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিত, তৃতীয় ব্যক্তি কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাস্থবির * "বুদ্ধঘোষ"। বন্ধুগুপ্ত, শক্রসেন ও বুদ্ধঘোষ উত্তরাপথের বৌদ্ধসঙ্ঘ সমূহের প্রধান নেতা।

বুদ্ধঘোষ বলিতেছিলেন, "ভগবান বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া আমরা এতদিন নির্ব্বিঘ্নে সঙ্ঘের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত ছিলাম। এতদিন পরে বাধার উপক্রম হইয়াছে। যশোধবলদেব রোহিতাশ্ব দুর্গ ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে আসিতেছেন, এ সংবাদ তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট আসা উচিত ছিল। করুষ † দেশের সঙ্ঘস্থবিরগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্ঘের এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর কোন সংবাদই রাখেন না।"

শক্র—মহাস্থবির! এ বিষয়ে করুষদেশীয় সঙ্ঘের স্থবিরগণের বিশেষ দোষ নাই। পুত্রের মৃত্যুর পর যশোধবল উন্মাদ হইয়াছিলেন, উন্মাদের ন্যায়ই দুর্গমধ্যে জীবন যাপন করিতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ যে পুনর্যৌবন লাভ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক এবং ইহা অসম্ভব জানিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন।

* মহাস্থবির—বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি (Archbishop বা Patriarch)।

† করুষ দেশ—বর্ত্তমান আরা বা শাহাবাদ জিলা।

বুদ্ধ—বজ্রাচার্য্য! বৌদ্ধ সঙ্ঘের শত শত বর্ষব্যাপী দুর্দ্দিন গিয়াছে, সুদিনের উষায় সতর্কতা পরিত্যাগ করা মূর্খ ও অর্ব্বাচীনের কার্য্য। যাঁহাদিগের উপরে বিশ্বের কল্যাণ নির্ভর করে, ইহা তাঁহাদিগের যোগ্য কার্য্য হয় নাই। কক্কষ দেশের সঙ্ঘস্থবিরগণের অপরাধের বিচারের কথা পরে উত্থাপন করিব। এখন আশু বিপদের পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ আবশ্যক। যশোধবল আসিয়াছে, রাজসভায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সম্রাটের সহিত একত্র বাস করিতেছে। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে, আমরা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, সে যাহাতে সম্রাটের নিকট পৌছিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতাম। যশোধবল সামান্য শত্রু নহে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কোন সামান্য কারণে যশোধবলের ন্যায় ব্যক্তি পাটলিপুত্রে আসে নাই। আর সে যখন আসিয়াছে তখন সাম্রাজ্যের উপস্থিত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া নীরব থাকিবে না, ইহাও নিশ্চিত। সম্রাটের সহিত যশোধবলের কি পরামর্শ হইয়াছে তাহা জানিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। এখন আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। যশোধবল কিরূপে নগরে প্রবেশ করিল তাহা কেহ শুনিয়াছ?

শক্র—আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শশাঙ্ককে বধ করিবার জন্য প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য গঙ্গাদ্বারে * দাঁড়াইয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলিতেছিলাম,

---

* গঙ্গাদ্বার—প্রাচীন পাটলিপুত্র-নগরের রাজপ্রাসাদের গঙ্গাতীরে যে দ্বার ছিল (Water Gate)।

এমন সময় দেখিলাম—একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। তাহা হইতে একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবক নামিয়া আসিল। তাহারা নিকটে আসিবামাত্র আমি যশোধবলকে চিনিতে পারিলাম, সে কিন্তু আমাকে চিনিতে পারে নাই। আমি বিপদ দেখিয়া বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম।

বৃদ্ধ—তাহার পর কি হইল সন্ধান লইয়াছ?

বন্ধু—প্রাসাদের গুপ্তচরগণ সংবাদ দিয়াছে। গঙ্গাদ্বারে শশাঙ্কের সহিত যশোধবলের পরিচয়। সে কুমারের সহিত গঙ্গাদ্বার দিয়াই সভা-মণ্ডপে গিয়াছিল। যশোধবল জীবিত আছে, একথা সম্রাট প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তাহার পরে যশোধবল সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সম্রাট স্বয়ং বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সভায় প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে পৌত্রীর জন্য অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।

বৃদ্ধ—উত্তম। সম্রাটের সহিত তাহার কি কথোপকথন হইয়াছে তাহা কিছু শুনিতে পাইয়াছ কি?

শক্র—কিছুই না। সে সম্রাটের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পট্টমহাদেবীর † গৃহে আহার করিয়া থাকে, সুতরাং বিষদানেরও কোন উপায় নাই। যশোধবল আসিবার পর একবার মন্ত্রণাসভা আহূত হইয়া-ছিল, কিন্তু তাহার কোন কথাই কেহ বলিতে পারে না, কারণ পাষণ্ড বিনয়সেন স্বয়ং দৌবারিক হইয়াছিল।

† পট্টমহাদেবী—প্রধানা রাজমহিষী।

বুদ্ধ—প্রাসাদের গুপ্তচরের সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া দাও এবং এখন হইতে অতিশয় বিশ্বাসী ভিক্ষু ব্যতীত অপর কাহাকেও এই কার্য্যে নিযুক্ত করিও না।

বন্ধু—ইহার পরে মন্ত্রণার কি উপায় হইবে? আমাকে বোধ হয় বঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বুদ্ধ—কি জন্য?

বন্ধু—আমি যে যশোধবলের পুত্রহন্তা, তাহা সে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। মন্দিরমধ্যে, নিরস্ত্র অবস্থায়, শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছি, একথা জানিতে পারিলে সে যে কি করিবে তাহা আমার কল্পনার অতীত। যশোধবলকে তোমরা কেহই বিস্মৃত হও নাই। তাহার জিঘাংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। মহাস্থবির! আমি পাটলিপুত্রে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। আমি বঙ্গদেশে চলিয়া যাই; সেখানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য্য করিব।

বুদ্ধ—সঙ্ঘস্থবির! তুমি কি উন্মাদ হইলে? এই বিপদের সময়ে তুমি পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? তোমার সামান্য জীবনের জন্য সঙ্ঘের কার্য্য পণ্ড হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। যদি মরিতে হয়, সঙ্ঘের কার্য্যেই তোমাকে মরিতে হইবে। তোমার পূর্ব্বে শত শত মহাস্থবির, সহস্র সহস্র ভিক্ষু সঙ্ঘের কার্য্যে নিহত হইয়াছে। তাহারা সঙ্ঘের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল বলিয়াই সঙ্ঘ এখনও জীবিত আছে। পূর্ব্বে কখনও তোমাকে মৃত্যুর ভয়ে আচ্ছন্ন হইতে দেখি নাই, এখন তুমি এত আকুল হইতেছ কেন?

বন্ধু—মহাস্থবির! সামান্য মরণের আশঙ্কায় বন্ধুগুপ্ত কখনও বিচলিত

হয় না, একথা আপনার অবিদিত নহে। তবে যশোধবলের হস্তে মৃত্যু বড়ই ভীষণ—অত্যন্ত যন্ত্রণাময়। ইহা অপেক্ষা সহস্রবার কুঠারাঘাতে মৃত্যু শ্রেয়। আমি বঙ্গদেশ হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া সঙ্ঘের সেবা করিতে পারিব। দূতমুখে ও পত্রে মন্ত্রণাকার্য্য চলিতে পারিবে।

বুদ্ধ—অসম্ভব; বন্ধুগুপ্ত! ইহা কল্পনাতীত। তুমি যদি বিপদের সময় সঙ্ঘের সেবা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে চলিয়া যাও।

বন্ধুগুপ্ত মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, মহাস্থবির! আপনার কোন দোষ নাই, আমরা ভাগ্যচক্রে আবদ্ধ, ইহাও আমার অদৃষ্টের ফল। আমি যাইব না।

তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিক সিন্দূররাগে রঞ্জিত হইতেছিল। একজন ভিক্ষু নিকটে আসিয়া কণ্ঠ হইতে শব্দ করিল এবং কহিল, "দেব, এই স্থান আর নিরাপদ নহে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে পথে লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।" তিন জনে উত্থিত হইলেন ও তিন দিকে যাত্রা করিলেন। বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে বুদ্ধঘোষ কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির! অধিক ভয় পাইও না, যশোধবল যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে আমি স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিব। অতঃপর জীর্ণ-মন্দিরের গর্ভস্থগৃহ ব্যতীত অপর কোন স্থানে মন্ত্রণাসভা আহূত হইবে না।" বুদ্ধঘোষ চলিয়া গেলে শক্রসেন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "স্থবির! তুমি যে ভাগ্য-চক্র মান না?" বন্ধুগুপ্ত কোন উত্তর দিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তরলার সংবাদ।

"তরলা! তুই কাল কোথায় ছিলি? আমি তোর জন্য সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। রাত্রিতে জানালার কাছে বসিয়াছিলাম, মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছি যে বড় গরম। তুই কাল আসিলি না কেন?"

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পূর্ণ যুবতী, বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের কিঞ্চিৎ ন্যূন; তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ঈষৎহরিদ্রাভ বর্ণ, সুন্দর সুগঠিত দেহ; এক কথায় বলিতে গেলে তিনি অসামান্যা সুন্দরী, সেরূপ সৌন্দর্য্য জগতে দুর্লভ। দুই দণ্ড বেলায় তরলা গৃহে ফিরিয়াছে, ফিরিবামাত্র প্রভুকন্যার দর্শন পাইয়াছে এবং ইহাই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ। তরলা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "কালি অভিসারে গিয়াছিলাম গো, তোমার দূতীগিরি করিতে করিতে আমার নিজের এক নবীন নাগর জুটিয়াছে।"

"তোমার মুখে আগুণ, এখন কি করিয়া আসিলি?"

তরলা—করিব আবার কি, মনের মতন নব নাগর পাইলে সবাই যাহা করিয়া থাকে? কুঞ্জে রাত্রিবাস করিয়া ঢুলু ঢুলু নয়নে গৃহে ফিরিতেছি। ঐ ত তোমাদের দোষ, সত্যকথা বলিলে চটিয়া যাও।

বলি হাঁগা শেঠের ঝি, আমাদের কি রক্ত মাংসের দেহ নয়, আমাদের কি সাধ আহ্লাদ করিতে নাই? ভগবান প্রেম কি কেবল তোমাদিগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন? পথের মাঝে শ্যাম নটবর পাইয়া কেন প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিব? আর আমার বয়সটাই বা এমন কি বেশী হইয়াছে? না হয় তোমার চাইতে দুই এক বছরের বড় হব, কিন্তু দাঁতও পড়ে নাই, চুলও পাকে নাই।

যুবতী—তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, পোড়া যম এখনও তোমায় কেন ভুলে আছে? যদি নাগর পেয়েছিলি, তবে আবার ফিরিয়া আসিলি কেন? আমায় খবর দিতে নাকি? না তরলা, তুই কি করিয়া আসিলি বল্, আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না।

তরলা—তোমার জন্যই ত ফিরিয়া আসিলাম। অত উতলা হইও না, ঘরের ভিতরে চল! যুবতী তরলার স্কন্ধে ভর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তরলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া দিল। যুবতী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিস্?"

"পাইয়াছি।"

যুবতী তরলাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। তরলা হাসিয়া কহিল, "ইহাই কি শেষ পুরস্কার?" যুবতী উত্তর করিল, "শেষ পুরস্কার তোর নাগর আসিয়া দিবে।"

"আমার, না তোমার?"

"মরণ আর কি,—তোমার; যাহার জন্য রাত্রিতে অভিসারে গিয়াছিলে।"

"সেটা একটা বুড়া বাঁদর; কালি রাত্রিতে শিকল পরাইয়া আসিয়াছি, আর একদিন গিয়া নাচাইয়া আসিব।"

"তোর যত বাজে কথা। কি হইল বল্ না? সত্য দেখা পাইয়াছিস্?"

"সত্য নয় ত কি মিথ্যা।"

যুবতী তরলার হাত ধরিয়া বাতায়নের নিকট বসাইল এবং স্বয়ং তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। তরলা গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল।

দেখিলাম সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী 'পরে,

যুবতী রাগ করিয়া তরলার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল, তরলা প্রহার খাইয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, "তবে আবার কি বলিব?" যুবতী দারুণ অভিমানভরে মুখ ফিরাইয়া বসিল। তরলা তখন সাধ্য সাধনা আরম্ভ করিল এবং বলিল, "ওগো যূথিকা দেবি, ফিরিয়া বস, বলিতেছি।" তখন যুবতীর মন নরম হইল, সে তরলার দিকে মুখ ফিরাইল। তরলা বলিতে আরম্ভ করিল, "আজ সত্য সত্যই তাঁহার দেখা পাইয়াছি। তাঁহার পিতার নিকটে গিয়া বলিলাম যে, ঠাকুরাণী বসুমিত্র শ্রেষ্ঠীর নিকটে কতকগুলি রত্ন পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন, সে গুলি কোথায় আছে বলিতে পারেন? বুড়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং বলিল আমি ত কিছুই জানি না, বসুমিত্র ত আমাকে কোন কথা বলিয়া যায় নাই। বুড়া কিন্তু মোটের উপর মানুষ ভাল, তাহার মনে পেঁচ নাই, আমার কথায় বিশ্বাস করিল এবং তৎক্ষণাৎ বসুমিত্রের ঠিকানা বলিয়া দিল। আমার সঙ্গে বুড়া আবার একজন লোক দিতে চাহিল। আমি দেখিলাম বিষম বিপদ, বহুকষ্টে বুড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাহার গৃহের বাহির হইলাম। ঠিকানা জানিতে পারিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

নগরের উপকণ্ঠে একটি পুরাতন বিহারে তাঁহাকে রাখিয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ বন্দী না হইলেও তাঁহার পলাইবার উপায় নাই, অন্যান্য ভিক্ষুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাবধান করিয়া বেড়ায়।

যূথিকা—কিছু বলিলি ?

তরলা—কত কথাই বলিলাম; তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা ত বলিয়াছি, তাহার উপর আবার দশ কথা বাড়াইয়া বলিয়া আসিয়াছি। আমি বলিলাম, 'ওগো শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আমি সাগরদত্তের কন্যা যূথিকার দূতী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার বিরহে যূথিকা শুকাইয়া যাইতেছে অচিরে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িবে। আরও বলিলাম যদি তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে বসন্তের জ্যোৎস্না রজনীতে বরবেশে—'

যুবতী চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "আবার ?"

তরলা—দেখ তোমার রস-বোধটা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

যূথিকা—তোর পায়ে পড়ি তরলা, ও কথা ছাড়িয়া দে, কি বলিলি বল্ ?

তরলা—প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুর, এই ভাবেই কি দিন কাটিবে ?' উত্তর হইল—'তাহাই ত বোধ হইতেছে।'

যুবতীর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল। তরলা বলিতে লাগিল, "তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই। আর সে ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম নাই; বেশের পারিপাট্য নাই, বসুমিত্রকে চিনিব কি করিয়া ? যাঁহাকে বসুমিত্র বলিয়া জানিতাম, তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, অনশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মলিন কাষায়-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত। নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন বসুমিত্র বলিলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহার নূতন নাম

'জিনানন্দ।'" যুবতী তরলার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তরলা বহুকষ্টে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"তুমি যে ভয় পাইয়াছিলে তাহা অমূলক। তোমাকে বিবাহ করিবে বলিয়াছিল বলিয়া চারুমিত্র পুত্রকে দেশত্যাগ করায় নাই। চারুমিত্রের মৃত্যুর পরে তাহার ঐশ্বর্য্য বসুমিত্র পাইবে বলিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ বসুমিত্রকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী করিবার উপদেশ দিয়াছিল। ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধসঙ্ঘের হস্তে পতিত হয়। এই জন্যই চারুমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিকট বলি দিতেছে।"

যূথিকা—তবে উপায়?

তরলা—একমাত্র উপায় নারায়ণ। মঠ হইতে ফিরিবার সময়ে একাগ্রচিত্তে নারায়ণকে ডাকিয়াছিলাম, সেই জন্যই বোধ হয় পথে ভগবান উপায় দেখাইয়া দিলেন। মঠে কতকগুলি দুষ্ট ভিক্ষু আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহাদিগের নেতা। সেখান হইতে ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাহার পর দেখি কে একজন আমার পিছু লইয়াছে। প্রথমে আমার বড় ভয় হইয়াছিল, দুই তিনবার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিলাম, সে কিছুতেই পিছু ছাড়িতে চাহিল না। প্রায় একদণ্ড এইরূপ লুকাচুরি খেলিয়া অবশেষে একবার তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই মজিলাম, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বুঝিলাম, এ বিধিলিপি, কারণ যে আমার পিছু লইয়াছিল সে মঠের সেই বুড়া বাঁদর।

যূথিকা—পোড়ার মুখ।

তরলা—সত্য বল্‌ছি, তুমি বসুমিত্রের মুখের দিকে কেন চাহিয়া থাকিতে, কেন তোমার পলক পড়িত না, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

যূথিকা উত্তর করিল্ না, কেবল তরলার গণ্ডে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিল। তরলা বলিতে লাগিল, "তুমি ত আমার কথা বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তোমার কাছে আমার নবঘনশ্যামের রূপ বর্ণনা করিয়া বৃথা কেন বকিয়া মরি। তোমার কথাই বলিয়া যাই। তাহার পর বাহির হইয়া নাগরের সহিত আলাপ করিলাম। মজিলে কি আর উদ্ধার আছে, সঙ্গে সঙ্গে মরিলাম। তুমি শ্রেষ্ঠিপুত্রের মুখোমুখী হইয়া বসিয়া কেমন দিন কাটাইতে, তাহা কি ইহারই মধ্যে বিস্মৃত হইয়া গেলে। জ্যোৎস্নাময়ী মধুযামিনীতে নাগর কি আর নাগরী ছাড়িয়া দিতে পারে। অগ্নির অভাবে চন্দ্র সাক্ষী রাখিয়া গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল—"

যূথিকা—যা তরলা, তুই বড় দুষ্ট, তোর রঙ্গরস এখন আমার ভাল লাগিতেছে না। তোর পায়ে পড়ি, আমার মাথার দিব্যি, সত্য কি হইয়াছে বল্।

তরলা—বলি হ্যাঁগা, এ তোমার কেমন ধারা কথা? তোমার না হয় নবীন যৌবন, আমার না হয় প্রবীণ,—আমার না হয় যৌবন একটু ঢলিয়াই পড়িয়াছে, তাই বলিয়া কি আমার প্রেমে পড়িতে নাই?

যূথিকা রাগিয়া উঠিবার উপক্রম করিল, তখন তরলা তাহার হাত ধরিয়া বসাইল ও বলিল, শোন বলিতেছি, অধীর হইও না। বুড়া ভিক্ষু সত্য সত্যই আমার জন্য পাগল হইয়া আমার পিছু লইয়াছিল। আমি বাহির হইবামাত্র সে একপ্রকার আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। আমি

তাহার প্রেমের অভিযানে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিয়াছি। আমি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি যে তাঁহাকে মুক্ত করিবই করিব। মঠ হইতে ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলাম আশ্বাস ত দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু মুক্ত করিব কি উপায়ে, তখন ভগবান উপায় দেখাইয়া দিলেন। তাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি যে আজ আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহারই সাহায্যে বন্ধুমিত্রকে মুক্ত করিব, কিন্তু কি উপায়ে করিব তাহা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। সে বিষয়ে কোন কথা এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলে বলিও আমার মাসীর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে বিদেশে যাইতেছি, পাঁচ সাত দিন পরে ফিরিব। আমার মাসতুতো ভগিনীর নামও যূথিকা।"

যূথিকা—"তোমার মুখে আগুন।"

তরলা—"এবারে আর আগুন নয় গো, ফুল চন্দন।" এই বলিয়া তরলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অভিসারে দেশানন্দ।

তরলা প্রভুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিল এবং তিনটি বিপণী হইতে পুরুষোপযোগী বস্ত্র, উত্তরীয়, চর্ম্মপাদুকা ও উষ্ণীষ ক্রয় করিল। সে গুলি পরিচ্ছদ মধ্যে লুকাইয়া তরলা গৃহে ফিরিল। নগরের উপকণ্ঠে তরলার মাতৃষ্বসার একখানি পর্ণকুটীর ছিল, ইহাই তরলার গৃহ। সে কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই প্রভুগৃহে রাত্রিবাস করিত, তবে কখনও কখনও প্রভুর অনুমতি লইয়া মাতৃষ্বসার নিকট দুই তিন দিন কাটাইয়া যাইত। মাসী মুখরা বলিয়া তরলা তাহার গৃহে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিত না। তরলার মাতৃষ্বসার অনেকগুলি গুণ ছিল; সে প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীনা, বধিরা, এবং কলহপ্রিয়া। গৃহে ফিরিয়া তরলা দ্রব্যগুলি একটি কক্ষে লুকাইয়া রাখিল, তাহার পর আহার করিয়া নিদ্রিত হইল। অপরাহ্নে উঠিয়া সযত্নে প্রসাধন করিয়া বাহির হইল, যাইবার সময় মাসীকে বলিয়া গেল যে, প্রভুর নিকট দুই দিনের বিদায় লইয়া আসিয়াছে, অধিক রাত্রিতে গৃহে ফিরিবে এবং তাহার এক সখীকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।

গৃহ হইতে বাহির হইয়া তরলা নগরের দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই।

জনাকীর্ণ রাজপথগুলি পরিত্যাগ করিয়া তরলা মহানগরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। সে দিন সে যে পথ ধরিয়া জীর্ণ মঠ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল সেই পথ অবলম্বন করিয়াই চলিতেছিল। অল্পদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, পথিপার্শ্বে বাপীতটে তালীবনের অন্তরালে থাকিয়া কে একজন পথিকগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তরলা পথ ছাড়িয়া তালবনে প্রবেশ করিল ও পশ্চাৎ হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া নিকটে আসিয়া হস্তদ্বারা তাহার চক্ষু আবরণ করিল। সে ব্যক্তি তরলার হস্ত স্পর্শ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, "তরলে, চিনিয়াছি, এমন সুকোমল হস্ত পাটলিপুত্রে আর কাহার আছে?" তরলা হাসিয়া হাত ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, "ঠাকুর, পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে?"

দেশানন্দ—পিপাসিত চকোরের ন্যায় তোমার মুখ-চন্দ্রমার অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন চল।

তরলা—কোথায় যাইব?

দেশা—কুঞ্জে।

তরলা—ঠাকুর, তুমি ত সন্ন্যাসী, তোমার আবার কুঞ্জ কোথায়?

দেশা—কেন, সঙ্ঘারামে!

তরলা—সে কি ঠাকুর? সঙ্ঘারাম কি নির্জ্জন স্থান? সেখানে সেদিনও একপাল ভিক্ষু দেখিলাম। তাহারা যে এখনই তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে?

দেশা—সঙ্ঘারামেও নির্জ্জন স্থান আছে। তুমি আমার সঙ্গে চল ত।

তরলা—তুমি তবে আমার আগে আগে চল।

দেশানন্দ অগ্রসর হইল, তরলা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, মহানগরীর উপকণ্ঠে রাজপথগুলি জনশূন্য। দেশানন্দ অভ্যাস বশতঃ অন্ধকারে চলিয়া জীর্ণ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বস্ত্রমধ্য হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিল এবং মন্দিরদ্বার উন্মোচন করিয়া তরলাকে বলিল, "ভিতরে আইস?" তরলা তখন বিষম বিপদে পড়িল, ভাবিল ইহা সত্য সত্যই নির্জ্জন স্থান দেখিতেছি। এখন কি করি, কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করি এবং কি করিয়াই বা ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। দেশানন্দ তাহাকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িল এবং বলিল, "ভিতরে আইস, বাহিরে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? এখনই কে দেখিয়া ফেলিবে।" তরলা তখন নিরুপায় হইয়া মন্দিরের উপরে উঠিয়া দ্বারে উপবেশন করিল। দেশানন্দ তাহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "দুয়ারে বসিলে কেন? শীঘ্র ভিতরে আইস, আমি দ্বার রুদ্ধ করিব।" তরলা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার ভয় করিতেছে, তুমি একটা প্রদীপ জ্বাল।"

দেশা—দীপ জ্বালিলে যে সকলে দেখিতে পাইবে।

তরলা—এখানে কে আছে যে দেখিতে পাইবে?

দেশানন্দ অন্ধকারে দীপ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তরলা দ্বারের পার্শ্বে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় দূরে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তরলা তাহা শুনিয়া ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর! শীঘ্র এই দিকে আইস, মনুষ্যের গলা শুনিতে পাইতেছি।"

দেশানন্দ তাহা শুনিয়া দ্বারের নিকটে আসিল এবং উভয়ে মুখ

বাড়াইয়া দেখিল, অন্ধকারে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেশানন্দ আর বাক্যব্যয় না করিয়া তরলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া প্রতিমার পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল।

মনুষ্যদ্বয় মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন কহিল "শক্রসেন, মন্দিরের দ্বার কি মুক্ত রহিয়াছে?" দ্বিতীয় ব্যক্তি সোপানে আরোহণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং কহিল, "মন্দিরের দ্বার ত সত্য সত্যই মুক্ত। বন্ধুগুপ্ত, দেশানন্দ দিন দিন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে, তুমি অদ্যই তাহার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মন্দির-রক্ষায় নিযুক্ত করিবে।"

উভয়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, বন্ধুগুপ্ত দীপাধার হইতে দীপ লইয়া আলোক প্রজ্বালিত করিলেন এবং উভয়ে আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রতিমার পশ্চাতে অন্ধকারে থাকিয়াও দেশানন্দ কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতেছিল। শক্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, তোমার মুখ এত শুকাইয়া গেল কেন?"

বন্ধু—কেবল যশোধবলের ভয়ে।

শক্র—যশোধবলকে তুমি এত ভয় কর কেন?

বন্ধু—তুমি কি সমস্ত ভুলিয়া গেলে? যশোধবল মরিয়াছে শুনিয়া আমি এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম।

শক্র—পূর্ব্বকালে তোমার ত মরণে এত ভয় ছিল না?

বন্ধু—মরণে আমার এখনও ভয় নাই; আর কাহারও হস্তে মরিতে আপত্তি নাই, কেবল যশোধবলের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠি, সে সমস্ত

কথা জানিতে পারিলে আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবে। তিল তিল করিয়া মরিতে বড়ই ভয় পাই।

শক্র—তুমি কীর্ত্তিধবলকে কি করিয়া হত্যা করিয়াছিলে?

বন্ধু—তাহা কি তুমি জান না?

শক্র—তুমি ত কখনও বল নাই।

বন্ধু—সত্য সত্যই কাহাকেও বলি নাই, শোন বলিতেছি।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বন্ধুগুপ্ত পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "না, বজ্রাচার্য্য, এখন বলিব না, আমার বড় ভয় হইতেছে।" তাহার কথা শুনিয়া শক্রসেন হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "বৃদ্ধ, তুমি ক্রমশঃ ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিতেছ। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, মন্দিরের ভিতরে কথা কহিলে বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহার পর মন্দিরের ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে। তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ যে, মন্দিরমধ্যে আমরা দুইজন ও দেবপ্রতিমা ব্যতীত আর কেহই নাই, তথাপি তোমার কেন এত ভয় হইতেছে?"

বন্ধু—সত্য, আমি অকারণে ভীত হইতেছি। কীর্ত্তিধবল যখন বঙ্গে কর সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্ব দেশের সঙ্ঘের বড়ই বিপদ। ধবলবংশীয় সকলেই রাজনীতিকুশল ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। বার বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহী প্রজাগণ যখন সন্ধি প্রার্থনা করিল, সে তখন বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। আমি তখন বঙ্গদেশে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমি সদ্ধর্ম্মিগণকে কীর্ত্তিধবলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, যশোধবলের পুত্রের নিধন ব্যতীত সঙ্ঘের

কার্য্য সিদ্ধির আর কোনও উপায় নাই। বঙ্গবাসিগণ কেহই তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইল না, সেও সর্ব্বদা রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিত, সুতরাং আমিও সুবিধা পাইতাম না। বহুদিন পরে সন্ধান পাইলাম যে, সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তারামন্দিরে প্রণাম করিতে আইসে। তাহার পর হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহার অনুসরণ করিতাম, কিন্তু কোন দিনই তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতাম না। একদিন দেবযাত্রার সময়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত সদ্ধর্ম্মিগণের বিবাদ বাধিল, সেই দিন দূরে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিলাম। সে পড়িয়া গেল, জনতার মধ্যে কেহ তাহাকে, বা আমাকে দেখিতে পাইল না। সে তারামন্দিরের সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, অন্ধকারে তাহার অনুচরবর্গ যখন তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে তখন তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম সে তখনও জীবিত আছে এবং তাহার আঘাত সাংঘাতিক নহে। মন্দির হইতে প্রতিমার হস্তের খড়্গ লইয়া তাহার হস্তের ও পদের ধমনীগুলি কর্ত্তন করিলাম। যন্ত্রণায় তাহার জ্ঞানোদয় হইল, দারুণ যন্ত্রণায় ও রক্তস্রাবে ক্ষীণকণ্ঠে বারংবার জল চাহিল। রুধির দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আমি তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করি নাই, এইরূপে মহাশত্রু নিপাত হইল।"

ভীষণ নরহত্যার কথা শুনিয়া তরলা প্রতিমার পশ্চাতে অন্ধকারে থাকিয়া শিহরিয়া উঠিল। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া শক্রসেন কহিলেন, "বন্ধুগুপ্ত, তুমি নররূপী রাক্ষস। কে তোমাকে বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত করিয়াছিল ?"

বন্ধু—বজ্রাচার্য্য,—সে কথা আর বলিও না, প্রায়ই স্বপ্নে দেখিতে

পাইতাম—তারামন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া বালক মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং আমি তাহার রক্ত দর্শনে নৃত্য করিতেছি। যশোধবল ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া অবধি প্রতি রজনীতে দেখিতে পাই আমি এই মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। আর রুধিরলিপ্ত খড়্গহস্তে যশোধবল আনন্দে নৃত্য করিতেছে।"

প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বন্ধুগুপ্ত বলিলেন, "বজ্রাচার্য্য,—চল সঙ্ঘারামে ফিরিয়া যাই, মন্দিরের নির্জ্জনতা আমার অসহ্য বোধ হইতেছে।" দীপ নির্ব্বাপণ করিয়া তাঁহারা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রতিমার অন্তরালে দেশানন্দ তথনও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বন্ধুগুপ্ত ও শক্রসেনকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তরলা কহিল, "ঠাকুর, এইবার বাহিরে চল।" মাথা নাড়িয়া দেশানন্দ উত্তর দিল, "তরলে, এইবার মরিলাম, তোমার প্রেমে মজিয়া মাথাটা গেল।"

তরলা—তবে কি এইখানে থাকিয়া মাথাটা দিবে?

হতাশ হইয়া দেশানন্দ উত্তর করিল, "চল, যাইতেছি।" উভয়ে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তরলা দেখিল বুড়া বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছে, তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিল, "তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? উহারা তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি এখান হইতে পলাইয়া চল, আমি তোমাকে এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, উহারা জন্মেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।" তখন দেশানন্দের মনে আশার সঞ্চার হইল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে এখানে আর দাঁড়াইয়া কাজ নাই, চল এখনই পলাই।" তরলা কহিল,

"ব্যস্ত হইও না, আমার একটু কার্য্য আছে, তাহা শেষ করিয়া লই।"

দেশা—তোমার আবার কি কার্য্য?

তরলা—জিনানন্দ ঠাকুরের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

দেশা—জিনানন্দ এখন সঙ্ঘারামের ভিতরে আবদ্ধ আছে, তোমার সেখানে গিয়া কাজ নাই। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

দেশানন্দ চলিয়া গেল, তরলা মনে মনে ভাবিল ভালই হইল। সে মন্দিরের পার্শ্বে অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে দেশানন্দ জিনানন্দকে লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং তরলাকে কহিল, "কি কাজ আছে শীঘ্র সারিয়া লও। জিনানন্দ অধিকক্ষণ অনুপস্থিত থাকিলে ভিক্ষুগণ সন্দেহ করিবে।"

তরলা—ঠাকুর, তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও, আমাদিগের গোপন কথা আছে।

দেশানন্দ মন্দিরের ভিতরে গেলেন; তরলা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল ও জিনানন্দকে কহিল, "ঠাকুর চিনিতে পার? আমি তরলা, তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না আমি যাহা বলি, করিয়া যাও।"

জিনানন্দ বা বসুমিত্র নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তরলা মন্দিরের দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "ঠাকুর!"—উত্তর হইল, "কি?"

"তোমার বস্ত্রগুলি খুলিয়া দাও, সেগুলি আমি পরিব, কারণ তুমি ভিক্ষুর বেশে রাত্রিকালে বাহির হইলে তোমাকে সকলে চিনিতে পারিবে।"

দেশানন্দ এক এক করিয়া পরিধেয় বস্ত্রগুলি খুলিয়া মন্দিরের বাহিরে ফেলিয়া দিল। তরলা তখন বসুমিত্রকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে কহিল। বসুমিত্র দেশানন্দের বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় বস্ত্রগুলি তরলাকে আনিয়া দিল। তরলা অন্ধকারে ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করিল ও নিজের বস্ত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে ফেলিয়া দিয়া দেশানন্দকে তাহা পরিধান করিতে কহিল। তাহার বস্ত্র-পরিবর্ত্তন শেষ হইলে তরলা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিজের অলঙ্কারগুলিও পরাইয়া দিল ও কহিল, "তুমি মন্দিরের ভিতর বসিয়া থাক, আমি এখনই ফিরিতেছি।" দেশানন্দ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তরলা বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল ও শৃঙ্খলে চাবি লাগাইয়া দিয়া—বসুমিত্রের সহিত অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাম্রাজ্যের মন্ত্রগৃহ।

নূতন প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া মহাপ্রতীহার বিনয়সেন চিন্তা করিতেছিলেন। বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর, প্রাসাদের অঙ্গন জনশূন্য। দুই একজন দৌবারিক ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিল, অলিন্দের অভ্যন্তরে স্তম্ভের অন্তরালে দুই চারিজন দণ্ডধরও যাইতেছিল। একখানি শিবিকা অঙ্গনে প্রবেশ করিল এবং অলিন্দের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহকগণ শিবিকা নামাইলে, বৃদ্ধ হৃষীকেশশর্ম্মা তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। বিনয়সেন বোধ হয় তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কারণ তিনি আসিবামাত্র, অলিন্দ হইতে নামিয়া আসিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও কহিলেন, "প্রভু, আপনার অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সম্রাট ও যশোধবলদেব আপনার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন।" বৃদ্ধ কি উত্তর করিলেন, বিনয়সেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহাকে লইয়া নূতন প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিনয়সেন অলিন্দ ত্যাগ করিবামাত্র একজন দণ্ডধর আসিয়া তাঁহার স্থানে দাঁড়াইল, যাইতে যাইতে পথে হৃষীকেশশর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সকলে আসিয়াছেন?"

বিনয়।—মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও মহাবলাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয় নাই।

হৃষী।—কেন?

বিনয়।—মহারাজাধিরাজের আদেশ।

অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, বিনয়সেন একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া, মহামন্ত্রীকে সম্রাট-সকাশে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন ও স্বয়ং প্রাসাদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন। অলিন্দের সম্মুখে তখন আর একখানি শিবিকা আসিয়াছে, নারায়ণশর্ম্মা তাহা হইতে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন ও দণ্ডধরকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনয়সেন তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিনয়, অসময়ে সভা আহ্বান কেন? অনিবার্য্য কারণে আমার অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।"

বিনয়।—সম্রাট ও যশোধবলদেব প্রায় দুইদণ্ড কাল অপেক্ষা করিতেছেন। এখনও পর্য্যন্ত সকলে আসেন নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মহামন্ত্রী আসিয়াছেন, আর এই আপনি আসিলেন। মহারাজাধিরাজের আদেশ অনুসারে সকলকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই।

নারায়ণ।—আর কে আসিবে?

বিনয়।—মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত।

নারায়ণ।—রামগুপ্তও নহে?

বিনয়।—বোধ হয় না, তবে ঠিক বলিতে পারিনা।

নারায়ণ।—চল।

উভয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে একজন

ভিক্ষুক আসিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, অন্য প্রাসাদে ভিক্ষা মিলিবে?" দৌবারিক বলিল, "না"।

ভিক্ষুক।—তবে কোথায় মিলিবে?

দৌবারিক।—অদ্য আর মিলিবে না।

ভিক্ষুক কিছুমাত্র হতাশ না হইয়া ধীরে ধীরে অঙ্গণ পার হইয়া চলিয়া গেল। অলিন্দের স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন দণ্ডধর তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, সে বাহির হইয়া আসিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, "ও ব্যক্তি কে? কি বলিতেছিল?"

দৌবারিক।—ও একজন ভিক্ষুক, ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল।

দণ্ড।—কিছু কি জিজ্ঞাসা করিল?

দৌবা।—না।

দণ্ড।—লোকটাকে দেখিলে কি ভিক্ষুক বলিয়া বোধ হয়?

দৌবা।—ভাল করিয়া দেখি নাই।

দণ্ড।—কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাবধান হইয়া উত্তর করিও।

দৌবারিক অভিবাদন করিল, এই সময়ে একজন অশ্বারোহী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া একজন দণ্ডধর বিনয়সেনকে ডাকিয়া আনিল। দৌবারিকগণ ও দণ্ডধরগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল, বিনয়সেন আসিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে অন্য একজন দৌবারিক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভিক্ষুকের হস্তধারণ করিয়া অলিন্দের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল ও অলিন্দের একজন দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাপ্রতীহার কোথায়?" দ্বিতীয়

দৌবারিক উত্তর করিল, "মহাবলাধ্যক্ষের সহিত অন্তঃপুরে গিয়াছেন।"

১ম দৌবা।—একজন দণ্ডধরকে ডাকিয়া দাও।

২য় দৌবা।—কেন?

১ম দৌবা।—এই ব্যক্তি অন্তরালে থাকিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, সেইজন্য ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি।

আর একজন দৌবারিক পূর্ব্বোক্ত দণ্ডধরকে ডাকিয়া আনিল, সে ব্যক্তি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এই ব্যক্তিই না ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল?"

২য় দৌবা।—হঁা।

দণ্ড।—ইহাকে ধরিয়া আনিলে কেন?

২য় দৌবা।—এ লুকাইয়া থাকিয়া মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও মহাবলাধ্যক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

দণ্ড।—ভাল করিয়াছ, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ, আমি মহাপ্রতীহারকে ডাকিয়া আনিতেছি।

দ্বিতীয় দৌবারিক ভিক্ষুকের উষ্ণীষ লইয়া তাহাকে বন্ধন করিল। উষ্ণীষ খুলিবামাত্র ভিক্ষুকের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া দণ্ডধর বলিয়া উঠিল, "এ ত ভিক্ষুক নয়, এ যে বৌদ্ধ ভিক্ষু, এবং নিশ্চয়ই গুপ্তচর।" দণ্ডধর এই বলিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল ও অবিলম্বে বিনয়সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বিনয়সেন আসিয়া ভিক্ষুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কি করিতে আসিয়াছিলি?"

ভিক্ষুক।—ভিক্ষা লইতে।

বিনয়।—অন্তঃপুরে কি কেহ ভিক্ষা দিয়া থাকে?

ভিক্ষুক।—আমি নূতন আসিয়াছি, রাজধানীর রীতি জানিতাম না।

বিনয়।—তোর মস্তক মুণ্ডিত কেন?

ভিক্ষুক।—আমার বায়ুরোগ আছে।

একজন দণ্ডধর আসিয়া বিনয়সেনকে কহিল, "সম্রাট আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" বিনয়সেন ভিক্ষুককে প্রাসাদের কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন ও দৌবারিককে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহ যেন প্রাসাদের অঙ্গনেও প্রবেশ করিতে না পায়। তাহার পর দণ্ডধরের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে একটি ক্ষুদ্রগৃহে সম্রাট্ মহাসেনগুপ্ত শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন; দূরে গৃহতলে, স্বতন্ত্র আসনে, হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মা উপবিষ্ট ছিলেন, এবং হরিগুপ্ত কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। দ্বারের অনতিদূরে কতকগুলি দণ্ডধর দাঁড়াইয়াছিল। বিনয়সেন আসিয়া হরিগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজাধিরাজ কি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন?" হরিগুপ্ত উত্তরে কহিলেন, "তুমি ভিতরে আইস।" বিনয়সেন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে দেখিয়াও কোন কথা কহিলেন না। তখন যশোধবলদেব সম্রাট্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! বিনয়সেন আসিয়াছে, যুবরাজকে আহ্বান করুন।" বৃদ্ধ সম্রাট্ অবনতমস্তক ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "যশোধবল, গণনা কখনও মিথ্যা নহে, তুমি শশাঙ্ককে এখন হইতে সাম্রাজ্যের কার্য্যে লিপ্ত করিও না।"

যশো।—মহারাজাধিরাজ! যুবরাজকে রাজকার্য্য পরিচালনায় লিপ্ত

করা ব্যতীত সাম্রাজ্যরক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই। বৃদ্ধমন্ত্রী হৃষীকেশ শর্ম্মা, প্রাচীন ধর্ম্মাধিকার নারায়ণশর্ম্মা যুদ্ধবিদ্যায় পক্ককেশ মহাবলাধ্যক্ষ এবং আমি, মহারাজাধিরাজের চরণে ইহা ইতিমধ্যে বহুবার নিবেদন করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে সাম্রাজ্যের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই। হোরাশাস্ত্রের * উপর নির্ভর করিয়া রাজ্য-পরিচালনা অসম্ভব। যদি কুমারের হস্তে প্রাচীন সাম্রাজ্যের বিনাশ বিধাতার ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে কে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। কিন্তু সেই কারণে আত্মরক্ষার উপায় না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? হয়ত কুমারের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের অভাবই আপনার অবর্ত্তমানে সাম্রাজ্যধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়া পড়িবে।

সম্রাট নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হৃষীকেশশর্ম্মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, এখন মহানায়কের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বোধ করিতেছি। আমরা সকলেই বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে। আপনার দেহাবসানে যুবরাজকে যেন, নির্ম্মম রাজনৈতিক চক্রে অসহায় অবস্থায় ঘূর্ণিত হইতে না হয়। বিধাতা যদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, যুবরাজের হস্তে প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে, তাহা হইলে কেহই তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু বিধিলিপির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" সম্রাট তথনও নিরুত্তর। বহুক্ষণ পরে নারায়ণশর্ম্মা সম্রাটকে সম্বোধন

* হোরাশাস্ত্র—জ্যোতিষ শাস্ত্র।

করিয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ!" তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে সম্রাটের চিন্তাস্রোত বাধা পাইল। তিনি কহিলেন, "যশোধবল, তবে তাহাই হউক—বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।"

যশো—মহারাজাধিরাজ! বিনয়সেন অপেক্ষা করিতেছে।

সম্রাট—মহাপ্রতীহার! তুমি যুবরাজ শশাঙ্ককে অতি গোপনে এই স্থানে লইয়া আইস।

বিনয়সেন প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্রাট তখন যশোধবলদেবকে কহিলেন, "যশোধবল! এখন তুমি কি করিতে চাহ?"

যশো—আমার চারিটি প্রস্তাব আছে, তাহা মহারাজাধিরাজের চরণে পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, এখন তাহা সমবেত কর্ম্মচারিমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।

সম্রাট—তোমার প্রস্তাবের কথা আমিই বলিতেছি। মহানায়ক আমার নিকট চারিটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম—প্রান্ত * ও কোষ্ঠ † সংরক্ষণ; দ্বিতীয়—অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌসেনার পুনর্গঠন; তৃতীয়—রাজস্ব ও রাজষষ্ঠ সংগ্রহের উপায়; চতুর্থ—বঙ্গদেশ পুনরধিকার। এই চারিটি প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি নাই। উপযুক্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও অর্থসংগ্রহই বিবেচনার কথা। রাজকোষ শূন্য; বহুকষ্টে আবশ্যক ব্যয় হইয়া থাকে। সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ—

* প্রান্ত—সীমান্ত।

† কোষ্ঠ—প্রাচীর বেষ্টিত নগর প্রভৃতি।

প্রাচীন এবং নবীন কর্ম্মচারিগণ—অযোগ্য, কারণ, তাহাদিগের অভিজ্ঞতার অভাব।

যশো—এই প্রস্তাব চারিটি কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে সাম্রাজ্য রক্ষা অসম্ভব। প্রান্ত ও কোষ্ঠ রক্ষার জন্য সুশিক্ষিত সেনা ও প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। সেনা ও অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজস্ব ও রাজষষ্ঠ সংগ্রহের সুব্যবস্থার আবশ্যক।

সম্রাট—যশোধবল, তোমার এক একটি প্রশ্ন আমার পক্ষে এক একটি বিষম সমস্যা, ইহা পূরণ করিবার শক্তি আমার নাই।

যশো—মহারাজাধিরাজের নিকট যখন সমস্যা উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বেই পূরণের উপায় স্থির করিয়াছিলাম। কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় তাহা প্রকাশ করিতেছি না। তিনটি কার্য্য এখন কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

হৃষীকেশ—যশোধবল! এই অর্থাভাবই সকল অনর্থের মূল। তুমি কি উপায়ে এই অর্থ সংগ্রহ করিবে?

হরিগুপ্ত দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কুমার আসিতেছেন।" বিনয়সেন যুবরাজ শশাঙ্ককে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ পিতৃচরণে প্রণাম পূর্ব্বক, উপস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, সম্রাট তাঁহাকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন—যশোধবলদেব তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

সম্রাট কহিলেন, "যশোধবল! কি বলিতেছিলে, এইবার বল।"

মহানায়ক বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যুবরাজ! সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত, প্রাচীন সাম্রাজ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা সর্ব্বতঃ সর্ব্বভাবে কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্য রক্ষায় এতদিন সকলে উদাসীন ছিলেন, এখন সকলের চৈতন্য হইয়াছে। এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের সহিত লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান ও প্রাণ জড়িত আছে, ইহা ধ্বংস হইলে পূর্ব্ব দেশে মহাপ্রলয় আসিয়া পড়িবে। শত শত বর্ষ পাটলিপুত্র এমন দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হয় নাই। শকাধিকারের ঘোর দুর্দ্দিনের কথা জনপদবাসিগণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। হূণপ্লাবনে পুরুষপুর ও কান্যকুব্জ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা পাটলিপুত্রের দুর্গপ্রাকার স্পর্শ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার পিতা বৃদ্ধ, তোমরা দুইজনে অপ্রাপ্তবয়স্ক; পূর্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা ও পশ্চিমে প্রভাকরবর্দ্ধন কেবল সম্রাটের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। কোন উপায় না দেখিয়া তোমার পিতা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কি পুরুষোচিত কার্য্য? যে আত্ম-রক্ষায় তৎপর নহে, অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মূঢ় জগতে বিরল। চেষ্টার অভাবে সাম্রাজ্যের কি দশা হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ; সীমান্তে দুর্গগুলি সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য, সৈন্যাভাবে ও অর্থাভাবে অরক্ষণীয়। রাজস্ব রীতিমত রাজকোষে প্রেরিত হয় না, ভূমির ন্যায়সঙ্গত অধিকারিগণ অধিকারচ্যুত, নূতন অধিকারিগণ রাজকর্ম্মচারিগণের আদেশপালনে তৎপর নহে,—ফলে রাজকোষ শূন্য। বহুকাল যাবৎ পাটলিপুত্রের

দুর্গপ্রাকারের সংস্কার হয় নাই, পরিখায় জল নাই, তাহা অবিলম্বে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে। এই সময়ে যদি কেহ আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই পরাজিত হইব।"

"আমি সম্রাট-সকাশে, পিতৃহীনা লতিকার জন্য, অন্নভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম, যিনি অন্নদাতা তাঁহারই সম্পূর্ণ অন্নাভাব। বহুদিন পূর্ব্বে, তোমার পিতা যখন কেবল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তখন একবার সাম্রাজ্যের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলাম, আর এখন সাম্রাজ্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা সকলেই বৃদ্ধ হইয়াছি, অধিকদিন কার্য্য করিব বলিয়া বোধ হয় না, তোমার পিতার অবর্ত্তমানে তুমি এই সিংহাসনে উপবেশন করিবে, রাজ্যভার তোমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে, সুতরাং তোমার রাজকার্য্য শিক্ষা করা উচিত এবং তুমি সাহায্য করিলে আমাদিগের পরিশ্রম লঘু হইবে। আজি হইতে তোমাকে রাজকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।"

মহানায়কের ক্রোড়ে বসিয়া যুবরাজ বলিলেন, "পিতা আদেশ করিলেই করিব;" এই বলিয়া সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন। সম্রাট বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "শশাঙ্ক, সকলেরই ইচ্ছা যে আজি হইতে তুমি সাম্রাজ্যের কার্য্যে দীক্ষিত হও, সুতরাং তুমি বালক হইলেও তোমাকে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। যশোধবলদেব তোমাকে দীক্ষিত করিবেন, তুমি সর্ব্বদা মহানায়কের আজ্ঞা পালন করিও।" তখন সহাস্য-বদনে মহানায়ক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজ্যরক্ষার জন্য আমি চারিটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, প্রথম—রাজস্ব

আদায়ের ব্যবস্থা; দ্বিতীয়—প্রান্ত ও কোষ্ঠ সংরক্ষণ; তৃতীয়—অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌসেনা পুনর্গঠন; এবং চতুর্থ—বঙ্গদেশ অধিকার। প্রথম তিনটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে চতুর্থটিতে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। কিন্তু এই তিনটি কার্য্যের জন্য বিপুল অর্থের আবশ্যক, অথচ রাজকোষ শূন্য। কার্য্য আরম্ভ করিতে যে অর্থের আবশ্যক হইবে, তাহা সংগ্রহ করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। নগরে ও রাজ্যে বহু লক্ষপতি শ্রেষ্ঠী ও স্বার্থবাহ আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিব মনে করিয়াছি।"

হৃষীকেশ—আমাদিগের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ ঋণ দিবে বলিয়া বোধ হয় কি?

যশো—নিশ্চয়ই দিবে। শ্রেষ্ঠিগণ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিবলে তাহারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, সে অর্থ রক্ষা করিবার জন্য তাহারা নিশ্চয়ই তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিতে সম্মত হইবে। সাম্রাজ্য রক্ষা যে তাহাদিগের রক্ষার জন্য, সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে যে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে, এ কথা স্পষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমার অনুমান হয় যে সহজেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

সম্রাট—উত্তম কথা। তুমি যে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছ, একথা সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীদিগের সমাজ্ঞাপন আবশ্যক নহে কি?

যশো—না মহারাজাধিরাজ, তাহা হইলে কার্য্য পণ্ড হইবে। আমি নীরবে মহামন্ত্রীর পশ্চাতে থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।

সম্রাট—তবে তাহাই হউক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তরলা ও যশোধবল।

তরলা সেই রাত্রিতে বসুমিত্রকে লইয়া মাসীর গৃহে ফিরিল, অনেকক্ষণ চীৎকার করিবার পরে বুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল। সে আপন মনে বকিতে বকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, তরলা বসুমিত্রকে লইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। তরলা ও তাহার সঙ্গী যে বেশে আসিল, তাহার মাসী তাহা অন্ধকারে দেখিতে পাইল না। বসুমিত্রকে এক কক্ষে শয়ন করিতে বলিয়া, তরলা তাহার মাসীর শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লইল। বুড়ী বিষম চটিল, বৃদ্ধবয়সে নিদ্রার মাত্রা একটু কমিয়া যায়, তাহার উপরে বিঘ্ন হইলে নিদ্রা আসিতে বড়ই বিলম্ব হয়। বুড়ী বলিতে লাগিল, "তুই কেমন মেয়ে গা! রাত্রিতে একটা মানুষকে লইয়া আসিলি, তাহাকে একঘরে ফেলিয়া আসিয়া তুই আমার কাছে জুটিলি? লোককে ডাকিয়া আনিয়া এমন অপমান করিবার দরকার কি?" তরলা একবার ধীরে ধীরে বলিল, "ওঘরে বড় মশা, ঘুম হয় না।" বুড়ী তাহা শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল ও বলিল, "তুই এত বড়মানুষ হইয়াছিস্ যে মশায় তোর ঘুম হয় না, তবে লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিস্ কি করিয়া? তোর বাপ মা ত তোর জন্য রাজত্ব রাখিয়া যায় নাই যে, তুই পায়ের

উপর পা দিয়া থাইবি।" বুড়ী আপন মনে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, তরলা চুপ করিয়া শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। বুড়ীর বাক্য যন্ত্রণায় এবং চিন্তায় তাহার আর নিদ্রা হইল না।

ঊষাসমাগমে যখন চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল, তখন মাসী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তরলা ধীরে ধীরে অতি সাবধানে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। রাত্রিতে ভাবিয়া ভাবিয়া, সে স্থির করিয়াছিল যে, বসুমিত্রকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়,—তাহার প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দিবাভাগে দেখিতে পাইলেই ভিক্ষুগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করিবে না। সে স্থির করিয়াছিল যে, অতি প্রত্যুষে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারে বসিয়া থাকিবে, সেখান হইতে কেহই তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তরলা নিজবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব দিনে যে নূতন বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিয়াছিল, বসুমিত্রকে তাহা পরিতে কহিল, এবং ভিক্ষুর পরিচ্ছদ দুইটি লইয়া ঘরের চালে লুকাইয়া রাখিল। মাসী তখনও ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহারা পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাজপথে তখনও লোক চলিতে আরম্ভ করে নাই, পূর্ব্বদিকে ঈষৎ আলোক দেখা যাইতেছে, কিন্তু পথে তখনও ঘোর অন্ধকার। উভয়ে দ্রুতবেগে চলিয়া প্রাসাদের তোরণে উপস্থিত হইল। তোরণে তখনও আলোক জ্বলিতেছে, চারিপার্শ্বে প্রতীহারগণ নিদ্রিত রহিয়াছে, একজন মাত্র শূলে ভর দিয়া ঢুলিতেছে। তরলা নিঃশব্দে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না।

তোরণের পার্শ্বে কতকগুলা কুকুর ঘুমাইতেছিল, তাহারা মনুষ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রতীহার জাগ্রত হইয়া দেখিল সম্মুখে বসুমিত্র। সে শ্রেষ্ঠীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "কোথায় যাইতেছিস্?" তরলা তখন ফিরিয়া আসিয়া প্রতীহারের পা জড়াইয়া ধরিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ওগো, আমাদের বড় বিপদ, তুমি আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমি আমার ভাইটির প্রাণ-ভিক্ষা করিতে সম্রাটের নিকট আসিয়াছি। দিবালোকে দেখিতে পাইলেই ভিক্ষুরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে ও তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। আমরা কিছুই করিব না, কেবল অন্তঃপুরের দুয়ারে বসিয়া থাকিব, সম্রাট আসিলে তাঁহার নিকট ইহার প্রাণভিক্ষা চাহিব।" গোলমাল শুনিয়া অন্যান্য প্রতীহারগণ জাগিয়া উঠিল, তাহা-দিগের মধ্যে একজন তরলার নিকটে আসিয়া বলিল, "তোর কি হইয়াছে?"

তরলা—এ আমার ভাই। ইহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ভিক্ষু করিয়াছিল, কিন্তু কাল রাত্রিতে পলাইয়া আসিয়াছে। তাই ইহাকে লইয়া রাজার নিকট আশ্রয় লইতে যাইতেছি, কারণ দিনের বেলায় ইহাকে দেখিতে পাইলে ভিক্ষুরা আবার ধরিয়া লইয়া যাইবে। রাজা যদি আশ্রয় দেন তাহা হইলে রক্ষা হইবে, কারণ নগরে এমন কেহ নাই যে ভিক্ষুদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।"

যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে একজন দণ্ডধর, প্রতীহার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিব নাকি?" দণ্ডধর তরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কোথায় যাইবি?"

তরলা—ওগো আমরা কোথাও যাইব না গো, আমরা কিছুই করিব না, কেবল অন্তঃপুরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিব, আর রাজা আসিলে তাঁহার কাছে আশ্রয় চাহিব।

রমণীর অশ্রুজল, বিশেষতঃ সুন্দরী রমণীর, কঠিন পাষাণও বিগলিত করে, সুতরাং সামান্য প্রতীহার ও দণ্ডধরের হৃদয়ে যে করুণার উদ্রেক হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তরলা তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ক্রমে ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। অবশেষে দণ্ডধরের হৃদয় গলিল, সে কহিল, "ইহারা মন্দ লোক বলিয়া বোধ হয় না, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" প্রতীহার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তরলা বসুমিত্রকে লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

প্রথম তোরণের পরেই সুবিস্তৃত অঙ্গন, তাহারই উত্তর প্রান্তে দ্বিতীয় তোরণ। তাহারা যখন দ্বিতীয় তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন রজনী শেষ হইয়াছে, অন্ধকার প্রায় দূর হইয়াছে। দ্বিতীয় তোরণের প্রতীহারগণকে উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবামাত্র তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, অবশ্য এস্থানেও অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া তরলাকে তাহাদিগের মন আর্দ্র করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় তোরণের পরে সভামণ্ডপ, ধর্ম্মাধিকরণ, অস্ত্রশালা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, তরলা ও শ্রেষ্ঠিপুত্র তৃতীয় তোরণদ্বারে উপস্থিত হইল; সেখানে প্রতীহারগণ তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না। তাহারা কহিল যে, সম্রাটের নিষেধ আছে। অগত্যা নিরুপায় হইয়া, তাহারা তোরণের পার্শ্বে বসিয়া রহিল। ক্রমে অন্ধকার দূর হইয়া গেল, অঙ্গন লোকে ভরিয়া গেল, একে একে রাজকর্ম্মচারিগণ আসিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আর একদল

প্রতীহাররক্ষী সেনা আসিয়া তোরণ অধিকার করিল, রজনীর প্রতীহারগণ স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল। তরলা এইবার প্রবেশের অনুমতি পাইল। তৃতীয় তোরণের অভ্যন্তরে পুরাতন ও নূতন রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। পশ্চিম দিকে পুরাতন প্রাসাদ, তাহা সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও জঙ্গলময় এবং উত্তর দিকে গঙ্গাতীরে নূতন প্রাসাদ। তরলা নূতন প্রাসাদের অন্তঃপুর-দ্বারে আসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল, এতক্ষণে তাহার উদ্বেগ দূর হইল। সে ভাবিল, এখান হইতে বিনা বিচারে বসুমিত্রকে কেহই ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেনা; সে নিশ্চিন্ত মনে সম্রাটের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

তৃতীয় তোরণের বাহিরের অঙ্গন যখন জনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নূতন ও পুরাতন প্রাসাদ তখনও সুষুপ্তিমগ্ন। যে দুই একজন লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারাও অতি সাবধানে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে চলিতেছিল। তরলা বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিল। কি বলিয়া সম্রাটের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, সেই কথা ভাবিয়াই সে আকুল হইতেছিল। যদি সম্রাট আশ্রয় না দেন, তাহা হইলে কি হইবে? বসুমিত্রকে লইয়া সে কোথায় যাইবে? কি বলিয়া প্রভু-কন্যাকে বুঝাইবে? এই সকল চিন্তা বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রাভাবে কাটিয়াছে, সে জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার নিদ্রাকর্ষণও হইতেছিল। একবার ঢুলিতে ঢুলিতে, তরলা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, দূরে পুরাতন প্রাসাদের সম্মুখে, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। সে ব্যস্ত হইয়া বসুমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "সম্রাট কি আসিয়াছেন নাকি?" বসুমিত্র বলিল, "না"। তরলা আবার জিজ্ঞাসা

করিল, "তবে ওখানে বেড়াইতেছে ও কে?" বসুমিত্র অতি সংক্ষেপে উত্তর করিল, "জানি না।"

তরলা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দীর্ঘাকার পুরুষের দিকে অগ্রসর হইল এবং দূরে থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি চাও?" তরলা সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনি যেই হউন, আপনি পুরুষ এবং নিশ্চয়ই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আমি বড় বিপদে পড়িয়া সম্রাটের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, সম্রাট রক্ষা না করিলে আমার উপায়ান্তর নাই। আমি এই নগরের একজন শ্রেষ্ঠীর দাসী। আমার প্রভুকন্যার সহিত, শ্রেষ্ঠী চারুমিত্রের একমাত্র পুত্র, বসুমিত্রের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। চারুমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তিনি এই বিবাহ বন্ধনের প্রস্তাব প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, কারণ আমার প্রভু বৈষ্ণব। চারুমিত্র মোহান্ধ, দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ও ভিক্ষুগণের মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়া, একমাত্র পুত্রকে বলি দিয়াছে। তাহার আজীবন সঞ্চিত ধনরাশি ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিবে বলিয়া সে নিজের পুত্রকে ভিক্ষু হইতে বাধ্য করিয়াছে, কারণ ভিক্ষু হইলে নাকি সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায় না। বসুমিত্রের অদর্শনে আমার প্রভুকন্যার প্রাণ বিয়োগ হয় দেখিয়া, আমি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। উপনগরে এক বৌদ্ধমঠে বসুমিত্রের সন্ধান পাইয়া সেখান হইতে, গত রজনীতে কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছি, কিন্তু এখন আশ্রম খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আপনি সম্রাট কি না জানি না, কিন্তু আপনি যেই হউন, আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আপনি দয়ামায়াহীন নহেন, চরণে স্থান দিয়া তিনটি নিরীহ মানবের প্রাণরক্ষা করুন। দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে, দেখিতে পাইলে, ভিক্ষুগণ মঠে লইয়া গিয়া আমাদিগকে হত্যা করিবে। নগর এখনও বৌদ্ধ-প্রধান, রাজধানীতে এমন কেহ নাই যে, আমাদিগকে ভিক্ষুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তরলা দীর্ঘাকার পুরুষের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “কোন ভয় নাই, শ্রেষ্ঠিপুত্র কোথায়?” তরলা হস্তদ্বারা বসুমিত্রকে দেখাইল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহাকে নিকটে আসিতে কহিলেন। বসুমিত্র নিকটে আসিলে তিনি তরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কিরূপে ইহাকে সঙ্ঘারামের বাহিরে আনিলে?” তরলা যেমন উত্তর দিতে যাইবে অমনই পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, “আর্য্য! পিতা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।” দীর্ঘাকার পুরুষ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পশ্চাতে কুমার শশাঙ্ক দণ্ডায়মান। কুমারকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, “পুত্র! সম্রাট কেন স্মরণ করিয়াছেন?”

শশাঙ্ক—বোধ হয় নগর প্রাকার সংস্কার করিবার জন্য—

দীর্ঘাকার পুরুষ—নগর প্রাকার সংস্কার অপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার এখানে উপস্থিত, তুমি একজন দণ্ডধরকে ডাকিয়া আন।

কুমার ইঙ্গিত করিবামাত্র তোরণ হইতে একজন দণ্ডধর আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, “সম্রাট সকাশে গিয়া নিবেদন কর যে আমি বড় ব্যস্ত আছি, আমার যাইতে বিলম্ব হইবে। কুমার! সম্মুখে যে স্ত্রী ও পুরুষ দেখিতেছ, ইহারা উভয়েই তোমার প্রজা, ইহারা

দুর্ব্বল, প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সম্রাট-সকাশে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।” তাহার পর তরলার দিকে ফিরিয়া তাহাকে কহিলেন, “ইনি যুবরাজ শশাঙ্ক, তুমি আমাকে যাহা কহিলে তাহা ইঁহার নিকট নিবেদন কর।” পরিচয় পাইয়া উভয়ে কুমারকে প্রণাম করিল এবং তরলা দীর্ঘাকার পুরুষকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, পুনরায় তাহা বলিল। তখন দীর্ঘাকার পুরুষ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি উপায়ে শ্রেষ্ঠিপুত্রকে সঙ্ঘারাম হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলে?” তরলা একে একে দেশানন্দের সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা হইতে, তাহার নারীবেশ ধারণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। সে যখন কীর্ত্তিধবলের মৃত্যুর কথা বলিতেছিল, তখন দীর্ঘাকার পুরুষের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে কথা শেষ হইবামাত্র তিনি কহিলেন, “কি বলিলে আবার বল।” মন্দির মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া তরলা বন্ধুগুপ্তের মুখে যে কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল, তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিল। বর্ণনা শেষ হইলে দীর্ঘাকারপুরুষ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসুমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই রমণীর উক্তি কি সত্য?”

বসুমিত্র—সম্পূর্ণ সত্য—

দীর্ঘাকার পুরুষ—তোমাদের কোন ভয় নাই। ভিক্ষুগণ তোমাদিগের কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না, তোমরা আমার সহিত আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছি।

তরলা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, স্বল্পভাষী বসুমিত্র হৃদয়ের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তখন কুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন ক্রোধে তাঁহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ

হইয়া গিয়াছে, তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছেন। দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, "কুমার!"

শশাঙ্ক—আর্য্য!

দীর্ঘাকার পুরুষ—আত্ম সংবরণ কর, কোন কথা কহিও না।

যুবরাজ মনোবেগ দমন করিতে না পারিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া শান্ত করিলেন এবং কহিলেন, "পুত্র স্মরণ থাকিবে?" কুমার উত্তর করিলেন, "যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন থাকিবে।" দীর্ঘাকার পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুমার, বসুমিত্র ও তরলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বলা বাহুল্য দীর্ঘাকার পুরুষ মহানায়ক যশোধবলদেব।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

দেশানন্দের পরিণাম।

তরলা যখন বসুমিত্রের মঙ্গলের জন্য অন্তঃপুরের দ্বারে বসিয়াছিল, তখন পাটলিপুত্র-নগর-প্রান্তে বৌদ্ধ মন্দিরে, একটি ক্ষুদ্র প্রহসনের অভিনয় হইতেছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভিক্ষুগণ দেখিল যে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, বাহির হইতে কীলকবদ্ধ; কিন্তু কে যেন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে দুয়ার ঠেলিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, একটি দুইটি করিয়া ক্রমে শতাধিক ভিক্ষু মন্দিরদ্বারে সমবেত হইল; দেখিতে দেখিতে সঙ্ঘস্থবির ও বজ্রাচার্য্য সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। বজ্রাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" একজন তরুণ ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া বলিল, "প্রভু! মন্দিরদ্বার বাহির হইতে কীলকবদ্ধ, কিন্তু তথাপি অভ্যন্তর হইতে দ্বারমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।" বন্ধুগুপ্ত ও শক্রসেন বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই কে ভিতর হইতে দ্বার ঠেলিতেছে। তখন শক্রসেন আদেশ করিলেন, "কীলক ভাঙ্গিয়া দ্বার মুক্ত কর।" অল্প সময়ের মধ্যেই কীলক ভগ্ন হইল, দ্বার মুক্ত হইল, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—মন্দির মধ্যে নারীবেশে আচার্য্য দেশানন্দ

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শক্রসেন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশানন্দ! কি হইয়াছে?" দেশানন্দ বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে দ্বার খুলিলেই সে পলাইবে, কিন্তু সম্মুখে জনতা দেখিয়া তাহার আর পলাইতে সাহস হইল না, সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহাকে নীরব দেখিয়া বন্ধুগুপ্ত অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আচার্য্য, কথা কহিতেছ না কেন? তুমি এ বেশ কোথা হইতে পাইলে?" দেশানন্দকে তথাপি নীরব দেখিয়া শক্রসেন ডাকিলেন, "দেশানন্দ, ও দেশানন্দ!" দেশানন্দ তখন অবগুণ্ঠনে মস্তক ঢাকিয়া নারীজনসুলভ কোমলস্বরে কহিল, "আমি তরলা।" তাহার উত্তর শুনিয়া, শক্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার অবগুণ্ঠন টানিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তরলা তোমার কোন্ চতুর্দ্দশ পুরুষ?" দেশানন্দ এইবার কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "তরলা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া শক্রসেন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরলা কে?

দেশা—"তরলা আমার—আমার"—

শক্র—তোমার কে, তাহাই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি?

দেশা—তরলা আমার সর্ব্বস্ব।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "প্রভু, জিনানন্দ কল্য রাত্রিতে আচার্য্যের সহিত বাহিরে আসিয়াছিল, আর সঙ্ঘারামে ফিরিয়া যায় নাই।" বন্ধুগুপ্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "জিনানন্দ কি মন্দিরের অভ্যন্তরে আছে?" কয়েকজন ভিক্ষু জিনানন্দের সন্ধানে মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরের প্রত্যেক অংশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। তাহার পর বন্ধুগুপ্তের নিকটে আসিয়া জানাইল যে, নূতন ভিক্ষু জিনা-

নন্দকে কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। রোষে ও ক্ষোভে সঙ্ঘস্থবিরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দেশানন্দের গ্রীবা ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিনানন্দকে কোথায় রাখিয়াছিস্? শীঘ্র বল্, নতুবা তোকে মারিয়া ফেলিব।" দেশানন্দ ভীত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তখন বজ্রাচার্য্য অগ্রসর হইয়া সঙ্ঘস্থবিরের হস্ত ধারণ করিলেন ও কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির! তুমিও পাগল হইলে না কি? উহাকে ভয় দেখাইলে কি কোন কথা জানিতে পারিবে?" বন্ধুগুপ্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শক্রসেন ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহাকে সঙ্ঘারামে লইয়া যাও, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি।" ভিক্ষুগণ তখন নারীবেশধারী দেশানন্দকে লইয়া, হাস্য পরিহাস করিতে করিতে, মন্দির হইতে বাহির হইল। কেবল শক্রসেন ও বন্ধুগুপ্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, বন্ধুগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বজ্রাচার্য্য! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছ? জিনানন্দ সত্য সত্যই পলাইল না কি? বহুকষ্টে চারুমিত্রকে বশ করিয়া তাহার পুত্রকে সঙ্ঘে প্রবেশ করাইয়াছিলাম, সে পরিশ্রম কি বিফল হইবে?"

শক্র—কি হইয়াছে তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। বসুমিত্র-শ্রেষ্ঠী পলাইয়া কি আমাদিগের হাত এড়াইতে পারিবে? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে শুনিলে, নগরে কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে ভরসা করিবে না। তবে দেশানন্দ কি করিয়াছে, এবং কে তাহাকে নারীবেশ পরাইয়া মন্দির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহাত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেশানন্দ ব্যতীত এ কথা কেহই বলিতে

পারিবে না। তুমি এখন দেশানন্দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে কোন কথা জানিতে পারিব না। জিনানন্দ কিরূপে পলাইল, দেশানন্দকে কে নারীবেশ পরাইল, এবং তরলা তাহার কে, এ সকল কথা তাহারই নিকট হইতে জানিতে হইবে।

বন্ধু—দেখ বজ্রাচার্য্য, কাল সন্ধ্যাকালে আমরা যখন মন্দিরে আসিয়াছিলাম, তখন কিন্তু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং দেশানন্দও তখন মন্দির-মধ্যে ছিল না।

শক্র—সত্য কথা। তুমি যখন কীর্ত্তিধবলের হত্যার কথা বলিতেছিলে তখন ত মন্দিরে কেহ ছিল না! মন্দিরের দুয়ারও খোলা ছিল।

বন্ধু—তবে কি কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদিগের কথা শুনিয়া গিয়াছে?

শক্র—বোধ হয় না।

বন্ধু—বজ্রাচার্য্য, আমার বড়ই ভয় হইতেছে,—আমি আর এখানে থাকিব না। তুমি এখানে থাকিয়া দেশানন্দের বিষয় অনুসন্ধান কর, আমি এখনই বঙ্গদেশে চলিয়া যাই। যশোধবল এখন নগরে উপস্থিত আছে, যদি কেহ আমাদিগের কথা শুনিয়া তাহাকে গিয়া বলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

শক্র—তোমার কথা নিতান্ত অমূলক নহে, আমাদিগের এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল, কারণ যদি কোন উপায়ে যশোধবল পুত্রহত্যার কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে প্রতিশোধ লইতে কখনই বিরত থাকিবে না। কিন্তু তুমি বঙ্গদেশে পলাইলে চলিবে না, তাহা হইলে সঙ্ঘের কার্য্যের ক্ষতি হইবে। এখন আমরা দুইজনে দেশানন্দকে লইয়া

কপোতিক সঙ্ঘারামে চলিয়া যাই, সেখানে বুদ্ধঘোষ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে।

বন্ধু—চল, এখনই চলিয়া যাই।

শক্র—মন্দির ও সঙ্ঘারামের একটা ব্যবস্থা করিয়া যাই।

বন্ধু—ভগবানের ব্যবস্থা ভগবান স্বয়ং করিবেন। তোমার এখন সে কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তুমি এখনই যাত্রা কর—

শক্র—তুমি ভয়ে পাগল হইয়া উঠিলে দেখিতেছি।

বন্ধু—আমার মাথাটা কাটিয়া লইয়া যখন নগর-তোরণের সম্মুখে লৌহকীলকে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, তখন কি বুদ্ধ, ধর্ম্ম বা সঙ্ঘ আমাকে রক্ষা করিতে যাইবেন?

শক্র—তবে চল, সঙ্ঘারাম হইতে দেশানন্দকে সঙ্গে লই।

উভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সঙ্ঘারামের দিকে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভিক্ষুগণ দেশানন্দের বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। শক্রসেন তাহাকে কহিলেন, "আচার্য্য! তোমাকে একবার কপোতিক সঙ্ঘারামে যাইতে হইবে।" দেশানন্দ কাঁদিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বজ্রাচার্য্য উত্তর করিলেন, "কোন ভয় নাই, মহাস্থবির আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" দেশানন্দ কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিল না, বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হত্যা করিবার জন্য তাহাকে কপোতিক সঙ্ঘারামে লইয়া যাওয়া হইতেছে। শক্রসেন একজন ভিক্ষুকে ডাকিয়া কহিলেন, "জিনেন্দ্রবুদ্ধি, তুমি মন্দির ও সঙ্ঘারাম রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে; আমরা বিশেষ কার্য্যে কপোতিক সঙ্ঘারামে যাইতেছি। তুমি দুই জন

ভিক্ষু সঙ্গে দিয়া আচার্য্য দেশানন্দকে এখনই সেখানে পাঠাইয়া দাও।” বন্ধুগুপ্ত ও শক্রসেন সঙ্ঘারাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ আচার্য্যকে লইয়া কুৎসিত হাস্যপরিহাসে প্রবৃত্ত হইল; সে কিন্তু কাহারও কোন কথার উত্তর করিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল; আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, “তরলে, তোর মনে এই ছিল?”

অর্দ্ধদণ্ড পরে সহস্রাধিক অশ্বারোহী সেনা আসিয়া মন্দির ও সঙ্ঘারাম ঘিরিয়া ফেলিল। বসুমিত্রকে লইয়া মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত ও স্বয়ং যশোধবলদেব বন্ধুগুপ্তের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সঙ্ঘস্থবিরকে যখন পাওয়া গেল না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কোন সদুত্তর দিল না। তখন বসুমিত্র দেশানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “প্রভু, এই ব্যক্তি আমার মুক্তির সহায়তা করিয়াছিল, ইহার নিকট সন্ধান পাওয়া যাইবে।” দেশানন্দকে মুক্তির লোভ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র, সে বলিয়া দিল যে, বন্ধুগুপ্ত কপোতিক সঙ্ঘারামে গিয়াছেন। তখন কালবিলম্ব না করিয়া, যশোধবলদেব অশ্বারোহীসেনা লইয়া কপোতিক সঙ্ঘারামের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দুইজন অশ্বারোহী হরিগুপ্তের আদেশে দেশানন্দ ও জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে বাঁধিয়া লইয়া প্রাসাদে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুগুপ্তের সন্ধানে।

তরলার মুখে কীর্ত্তিধবলের হত্যার ঘটনা শ্রবণ করিয়া যশোধবলদেব বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বসুমিত্র ও তরলাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে সম্রাট-সকাশে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধসম্রাট হত্যাকাহিনী শ্রবণ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ও যশোধবলদেব বহুকষ্টে সম্রাটকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পর হরিগুপ্ত বলিলেন, "বন্ধুগুপ্ত হয়ত এখনও জানেনা যে, কীর্ত্তিধবলের হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যদি এখনই অশ্বারোহী সেনা লইয়া পুরাতন মন্দির ও সঙ্ঘারাম বেষ্টন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিতে পারিব। সে যদি পলাইয়াও থাকে তাহা হইলে সে কতদূর যাইবে, আমরা শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিব।" সম্রাট সোৎসাহে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও কহিলেন, "তোমরা এই শ্রেষ্ঠিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাও, তাহা হইলে পথ চিনিতে কোন কষ্ট হইবে না।" যশোধবলদেব বসুমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অশ্বে আরোহণ করিতে পারিবে ত?"

বসু—আমি বাল্যকাল হইতে অশ্বারোহণে অভ্যস্ত।

যশো—সঙ্ঘারামে ফিরিতে ভয় পাইবে না ত?

বসু—প্রভু! একাকী, নিরস্ত্র, অসহায়, উপায়হীন হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে অবস্থিতি করিতেছিলাম। কোনদিন ভয় পাই নাই।

যশো—তুমি অস্ত্র ধারণ করিতে জান?

বসু—প্রভু, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

যশো—উত্তম, আমার সঙ্গে আইস, তোমাকে অস্ত্র দিতেছি।

বসুমিত্র ও যশোধবল প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তরলা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়নে অশ্রু দেখিয়া, সম্রাট্ তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিলেন, "তোমার ভয় নাই, শ্রেষ্ঠিপুত্রের সহিত এক সহস্র অশ্বারোহী থাকিবে, সুতরাং বলপ্রকাশ করিয়া কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, পরে বিনয়সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ইহাকে অন্তঃপুরে মহাদেবীর নিকটে রাখিয়া আইস।" কিন্তু তরলা আশ্বাস পাইয়াও চিন্তাদূর করিতে পারিল না, সে বিনয়সেনের সহিত অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় তোরণের বাহিরে, সুসজ্জিত শরীররক্ষী অশ্বারোহীসেনা অপেক্ষা করিতেছিল, এবং তোরণের সম্মুখে একজন অশ্বপাল তিনটি সজ্জিত অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকগুলি লোক উদ্গ্রীব হইয়া, তোরণের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে যশোধবলদেব, যুবরাজ শশাঙ্ক ও বসুমিত্রকে লইয়া তোরণের বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সৈনিকগণ সামরিক রীতি অনুসারে অভিবাদন করিল। তিনজনে অশ্বপালের নিকট হইতে এক একটি অশ্ব লইয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া, তৃতীয় তোরণাভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সহস্র অশ্বারোহী সেনা তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। সমবেত জনসঙ্ঘ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল যে, মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন, তাহারা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

অশ্বারোহী সেনা লইয়া যশোধবলদেব মন্দিরে গিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সঙ্ঘারামে বসুমিত্রকে কেহই চিনিতে পারে নাই, কারণ প্রাসাদ হইতে বাহির হইবার সময়ে যশোধবল তাহাকে আপাদমস্তক লৌহবর্ম্মাবৃত করিয়া আনিয়াছিলেন। পুরাতন মন্দিরে বন্ধুগুপ্তকে না পাইয়া যুবরাজ ও যশোধবলদেব সসৈন্যে কপোতিক সঙ্ঘারামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্দির হইতে দুই ক্রোশ দূরে, নগরের মধ্যস্থলে, কপোতিক সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল। হরিগুপ্তের আদেশে সেনাদল দ্রুতবেগে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল; অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি উপনগরের রাজপথ অন্ধকার করিয়া তুলিল।

সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া, শক্রসেন ও বন্ধুগুপ্ত অধিকদূর যাইতে না যাইতে চমকিয়া উঠিলেন। শক্রসেন কহিলেন, "বন্ধুগুপ্ত! পশ্চাতে যেন বহু অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইতেছি।" বন্ধুগুপ্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, শব্দ শুনিয়া উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, বহু অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বন্ধুগুপ্ত উত্তর করিলেন, "তাহাই ত বটে।"

শক্রসেন—তবে লুকাইয়া পড়াই কর্ত্তব্য। বসুমিত্র পলায়ন করিয়া যে কি অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না।

বন্ধু—বজ্রাচার্য্য! যশোধবল বোধহয় আমার সন্ধান পাইয়াছে এবং আমাকে ধরিতে আসিয়াছে। কি হইবে?

শক্র—বন্ধু! ভয় পাইও না। বিষম বিপদ উপস্থিত; ভয় পাইলে সত্য সত্যই মরিবে এবং তোমার সহিত আমাকেও মরিতে হইবে। সম্মুখে যে তালবন দেখিতে পাইতেছ উহার মধ্যে লুকাইতে হইবে, দ্রুতপদে অগ্রসর হও।

সেই স্থানের অনতিদূরে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার তীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি তালবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। উভয়ে দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া তালবৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহিগণ আসিয়া পড়িল, সর্ব্ব প্রথমে একটি কৃষ্ণবর্ণ সিন্ধুদেশীয় অশ্বপৃষ্ঠে যুবরাজ শশাঙ্ক। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত, রজতশুভ্র শিরস্ত্রাণের পার্শ্ব দিয়া হেমাভকুঞ্চিত কেশরাশি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যালোকে লৌহবর্ম্ম অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। তাঁহার পশ্চাতে মহানায়ক যশোধবলদেব, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত; দীর্ঘশ্মশ্রু শিরস্ত্রাণ হইতে বাহির হইয়া কটিবন্ধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধুগুপ্ত শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বোধ হয় যশোধবল?" শক্রসেন উত্তর করিলেন, "হাঁ"। যশোধবলের পশ্চাতে দুইজন বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী আসিতেছিলেন, শক্রসেন বা বন্ধুগুপ্ত তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের একজনের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া পড়িয়া গেল, বৃক্ষান্তরাল হইতে বন্ধুগুপ্ত ও শক্রসেন সভয়ে ও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠিপুত্র বসুমিত্র। তাঁহাদিগের পশ্চাতে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পাঁচজন শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী চলিয়া গেল, অশ্বের গতিরোধ করিয়া বসুমিত্র শিরস্ত্রাণ উঠাইয়া লইলেন এবং দ্রুতবেগে অশ্ব-

চালনা করিয়া সেনাদলে মিশিয়া গেলেন। বনমধ্যে থাকিয়া বন্ধুগুপ্ত কহিলেন, "বজ্রাচার্য্য এখন উপায়—?"

শক্র—তুমি এখনই বঙ্গদেশে যাত্রা কর; পাটলিপুত্র এখন আর তোমার পক্ষে নিরাপদ্ নহে।

বন্ধু—তুমি কি করিবে?

শক্র—আমি নগরেই থাকিব।

বন্ধু—তবে আমিও এইখানেই মরিব।

শক্র—কেন?

বন্ধু—আমি একাকী যাইতে পারিব না।

শক্রসেন, বন্ধুগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, ভয়ে তিনি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যে ইহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা, এবং কহিলেন, "তবে চল এখনই যাত্রা করি।" উভয়ে তালবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরের পথ অবলম্বন করিলেন।

প্রভাতে সঙ্ঘারামের অঙ্গনে বসিয়া মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ গুপ্তচরগণ-কর্ত্তৃক আনীত সংবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন। গুপ্তচরগণ সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। একজন আচার্য্য, মহাস্থবিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, মহাস্থবির নীরবে নিবিষ্টচিত্তে সকল কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। একজন গুপ্তচর পূর্ব্বদিনে প্রাসাদে কি কি হইয়াছিল, তাহা বলিয়া যাইতেছিল। পূর্ব্বদিনে মধ্যাহ্নে সম্রাট গঙ্গাতীরে ঘাটের উপরে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে যশোধবলদেব আসিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তখন সে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল, গুপ্তচর

এই কথা ব্যক্ত করিতেছিল। এমন সময়ে সঙ্ঘারামের তোরণ হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া একজন ভিক্ষু কহিল, "প্রভু! বহু অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সঙ্ঘারামের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।" তাহা শুনিয়া মহাস্থবির কহিলেন, "শীঘ্র সঙ্ঘারামের দ্বার রুদ্ধ কর।" ভিক্ষু তাঁহার আদেশ লইয়া দ্রুতবেগে তোরণে ফিরিয়া গেল। মহাস্থবির উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কপোতিক সঙ্ঘারাম অতি প্রাচীন সৌধ। জনশ্রুতি ছিল যে, ইহা সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার ভিত্তি হইতে সৌধশীর্ষ পর্য্যন্ত পাষাণ নির্ম্মিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত বেষ্টনী ছিল। এই সুবৃহৎ সঙ্ঘারামে পঞ্চ সহস্রের অধিক ভিক্ষু স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত, এবং সহস্রাধিক ভিক্ষু তখনও এই স্থানে বাস করিতেছিল। সঙ্ঘারামের চারিদিকে চারিটি তোরণ, তাহা সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। রাষ্ট্রবিপ্লবে বহুবার নাগরিকগণ কপোতিক সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়াছিল, এই জন্য অবশেষে অসংখ্য লৌহ-কীলকে আচ্ছাদিত কবাট তোরণসমূহে স্থাপিত হইয়াছিল। বিশেষ বিপদের আশঙ্কা না দেখিলে মহাস্থবিরগণ তোরণ রুদ্ধ করিবার আদেশ দিতেন না, কারণ নাগরিকগণ সকল সময়ে দেবদর্শন মানসে সঙ্ঘারামে আসিত। মহাস্থবির তোরণদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সশস্ত্র অশ্বারোহী সঙ্ঘারামের চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে, তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিন জন বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন, একজন অশ্বারোহী তাঁহাদিগের অশ্বগুলি লইয়া অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছে।

তোরণের উপর উঠিয়া মহাস্থবির বর্ম্মাবৃত পুরুষত্রয়কে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, "তোমরা কে? কি কারণে দেবতার অবমাননা করিতেছ? কাহার আদেশে এত অধিক অস্ত্রধারী পুরুষ লইয়া নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আবাস অবরোধ করিয়াছ?" বর্ম্মাবৃত পুরুষত্রয়ের মধ্যে একজন তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" মহাস্থবির উত্তর করিলেন, "ভগবান বুদ্ধের আদেশে আমি এই সঙ্ঘারামে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকি, আমার নাম বুদ্ধঘোষ।" তখন বর্ম্মাবৃত পুরুষ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন, আমার নাম যশোধবল, নিবাস রোহিতাশ্ব দুর্গে। আমি এই সাম্রাজ্যের মহানায়ক। সম্প্রতি পুত্রহন্তার অনুসন্ধানে এই স্থানে আসিয়াছি। রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে আদেশ করুন, আমরা সঙ্ঘারামে নরঘাতী বন্ধুগুপ্তের অনুসন্ধান করিব।" সৌধশীর্ষে থাকিয়া ও যশোধবলদেবের নাম শুনিয়া মহাস্থবির ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্ম সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহানায়ক, পাটলিপুত্রবাসীমাত্রই যশোধবলের বিমল যশোরাশির কথা শ্রবণ করিয়াছে। আপনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কপোতিক সঙ্ঘারামে পুত্রহন্তার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন। সঙ্ঘারাম নিরীহ ভিক্ষুগণের বাসস্থান, নরঘাতী পিশাচ কি কখনও সেখানে আশ্রয় পাইতে পারে? পুত্রহন্তা বলিয়া আপনি যাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন, তিনি উত্তরাপথের বৌদ্ধসঙ্ঘের জনৈক স্থবির। আর্য্যাবর্ত্তে কে না বন্ধুগুপ্তের নাম শুনিয়াছে? সেই বোধিসত্ত্বপাদ ঋষিকল্প ব্যক্তি কি কখন নরঘাতী হইতে পারেন?"

যশোধবল—মহাস্থবির, আপনি বৃদ্ধের শুক্ল কেশে বিশ্বাস স্থাপন করুন। বিশেষ প্রমাণ-সংগ্রহ না করিয়া যশোধবল কখনই দেবতার

স্থানে উৎপাত করিতে সাহসী হয় নাই। বন্ধুগুপ্ত যদি সঙ্ঘারামে লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহাকে আমাদিগের হস্তে প্রদান করুন, আমরা তাহাকে সম্রাট-সকাশে লইয়া যাইব।

বুদ্ধঘোষ—সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত অদ্য এই সঙ্ঘারামে পদার্পণ করেন নাই। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। যদি তাঁহার সন্ধানই আপনার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সসৈন্যে স্থানান্তরে গমন করুন।

যশো—বন্ধুগুপ্ত যদি সঙ্ঘারামমধ্যে নাই, তাহা হইলে আপনি দ্বার রুদ্ধ করিলেন কেন?

বুদ্ধ—অস্ত্রধারী অশ্বারোহীর ভয়ে।

যশো—আমরা সম্রাটের আদেশে সঙ্ঘারামে বন্ধুগুপ্তের অনুসন্ধানে আসিয়াছি, আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে?

বুদ্ধ—বিন্দু মাত্র না।

যশো—তবে দ্বার মুক্ত করিতে আদেশ করুন।

মহাস্থবিরের আদেশে তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল, পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া যশোধবলদেব, যুবরাজ শশাঙ্ক ও হরিগুপ্ত সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অবশিষ্ট পঞ্চশত সঙ্ঘারাম বেষ্টন করিয়া রহিল। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন বন্ধুগুপ্তকে মিলিল না, তখন ভগ্নহৃদয়ে যশোধবলদেব প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখন গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহাতে উপবেশন করিয়া শক্রসেন বন্ধুগুপ্তকে কহিতেছিলেন, "বন্ধু, বহু জন্মের সুকৃতিবলে আজ রক্ষা পাইয়াছ।"

শশাঙ্ক।

দ্বিতীয় ভাগ।

মধ্যাহ্নে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্কন্দগুপ্তের গীত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে মগধরাজ্যে ও পাটলিপুত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন নগরীর যৌবন-শ্রী যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরপ্রাকার সংস্কৃত হইয়াছে, পুরাতন প্রাসাদের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে, সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, মগধে সীমাবদ্ধ প্রাচীন সাম্রাজ্য নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়াছে, সীমান্তে সীমান্তে জরাজীর্ণ দুর্গগুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, অনশনক্লিষ্ট সাম্রাজ্যের সেনাদল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহারা এখন আর বেতনের জন্য বা একমুষ্টি অন্নের জন্য গৌল্মিকের গৃহ অবরোধ করে না। সুষুপ্তিমগ্ন মগধবাসী জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগের মনে আশা অঙ্কুরিত হইয়াছে। আবার বুঝি চন্দ্রগুপ্ত বা সমুদ্রগুপ্তের দিন ফিরিয়া আসিবে, আবার বুঝি পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ গান্ধারের তুষারধবল গিরিশৃঙ্গে জয়ধ্বজ স্থাপন করিবে; অথবা দাক্ষিণাত্যে কেরলযোষিতগণের অকাল বৈধব্যের জন্য অভিশপ্ত হইবে। এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ কারণ—যুবরাজ শশাঙ্ক, কিন্তু পরোক্ষ কারণ—বৃদ্ধ মহানায়ক যশোধবলদেব।

যশোধবল আর রোহিতাশ্বদুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তিনি তদবধি পৌত্রীকে লইয়া প্রাসাদে বাস করিতেছেন। সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি দিনান্তে একবার সভামণ্ডপে আসিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যুবরাজ শশাঙ্ক ও মহানায়ক যশোধবল সভার সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। শশাঙ্কের সহচরবর্গ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, নরসিংহদত্ত এখন একজন প্রধান সেনানায়ক, মাধববর্ম্মা নৌসেনার অধ্যক্ষ ও অনন্তবর্ম্মা যুবরাজের প্রধান শরীররক্ষী। যুবরাজ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, কৈশোরের বালসুলভ চপলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, যৌবনে যুবরাজ ধীর, শান্ত ও চিন্তাশীল।

যশোধবলদেবের তিনটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; দুর্গসমূহ সংস্কৃত হইয়াছে, সেনাদল সুশিক্ষিত হইয়াছে, রাজস্ব-সংগ্রহের সুব্যবস্থা হইয়াছে, এইবার বঙ্গদেশ জয়ের চেষ্টা হইতেছে। কিরূপে এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল, প্রথমে রাজকর্ম্মচারিগণই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া পাটলিপুত্রের শ্রেষ্ঠিগণের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বৃদ্ধ মহানায়ক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অর্থের বলেই এই দুরূহ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। দেশের আশু বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়া ধনশালী শ্রেষ্ঠিগণ হৃষ্টচিত্তে সম্রাট্‌কে বহু অর্থ ঋণ দিয়াছিল। সেই অর্থবলে সেনাদল গঠন করিয়া যশোধবল চরণাদ্রি পুনরধিকার করিয়াছেন; মণ্ডলা ও গৌড়, সাম্রাজ্যের সেনা কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে, সরযূ হইতে করতোয়াতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের সামন্তগণ অবনতমস্তকে রাজকর প্রদান করিয়া থাকে। সীমান্ত সুরক্ষিত

হইয়াছে, অথচ তিন বৎসরের মধ্যে যশোধবলদেব শ্রেষ্ঠিগণের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। দুস্তর সাগরবৎ নদনদীবেষ্টিত বঙ্গদেশ তখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই। বৌদ্ধাচার্য্যগণের কুপরামর্শে বঙ্গবাসিগণ যশোধবলদেবের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। প্রাচ্যে কামরূপ-রাজ ও প্রতীচ্যে স্থান্বীশ্বররাজ বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে প্রাচীন সাম্রাজ্যের নবশক্তির উন্মেষ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহাদের ইঙ্গিতেই উদ্ধত বঙ্গবাসিগণ রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সেইজন্য যশোধবলদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে ঘাটের সোপানে বসিয়া যশোধবলদেব বিশ্রাম করিতেছিলেন, দূরে বালুকাক্ষেত্রে চিত্রা ও লতিকা ভ্রমণ করিতেছিল, শশাঙ্ক নিম্নের সোপানে দাঁড়াইয়া গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত অস্তাচলগামী তপনের তাপহীন কিরণরাশি দেখিতেছিলেন। ঘাটের উপরে দুইজন বৃদ্ধ বসিয়াছিল, একজন লল্ল ও দ্বিতীয় যদুভট্ট। যশোধবল বলিতে-ছিলেন, "ভট্ট! বহুদিন তোমার গীত শুনি নাই। প্রথম যৌবনে, যুদ্ধযাত্রার সময়ে, তোমার মাঙ্গলিক গীত শুনিয়া প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিতাম, এখনও তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন আমার কাণে বাজিতেছে। ভট্ট, এই অর্দ্ধশতাব্দী পরে আর একবার গীত গাহ।" লোলচর্ম্ম, দন্তহীন, শুক্লকেশ বৃদ্ধ বলিল, "প্রভু, ভট্ট-চারণের কি আর সে দিন আছে, সাম্রাজ্যে অন্বেষণ করিয়া ভট্ট-চারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, নাগরিকগণ মঙ্গলগীতি বিস্মৃত হইয়াছে, হেমাঙ্গী নায়িকার নীলাব্জতুল্য নয়নদ্বয়ের বর্ণনা করিয়া কবিকুল তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনিতে চাহেনা। যখন গাহিবার দিন ছিল, প্রভু, যদু

তখন ভয়ে গাহিতে পারে নাই। এখন সে দিন গিয়াছে, হৃদয়ে বল নাই, কণ্ঠক্ষীণ হইয়াছে, এখন কি গান গাহিব ?”

যশো—ভট্ট, আমিও বহুপশ্চাতে যৌবন ফেলিয়া আসিয়াছি, তরুণ-কণ্ঠ আমার নিকটে মধুর হইবে না। আমিও জীবনের অস্তাচলের নিকটে আসিয়াছি। যৌবনের স্মৃতি বড় মধুর। আর একবার যৌবনের চিরপরিচিত গীত গাহ। কণ্ঠক্ষীণ হইয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে, অমরকীর্ত্তি অমরই আছে, যতদিন স্মৃতি থাকিবে, ততদিন অমরই থাকিবে।

যদু—প্রভু কি গাহিব ?

যশো—ভট্ট, একবার স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ কর। দেখ, দিননাথ অস্তাচলে চলিয়াছেন, আমরাও অস্তোন্মুখ, এখন আর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের কথা প্রীতিকর হইবে না, একবার ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের কথা কীর্ত্তন কর।

বৃদ্ধ গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল, লল্ল বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বধির হইয়াছিল, সে ভট্টের নিকটে সরিয়া আসিল। সোপানাবলীর নিম্নে দাঁড়াইয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদুদাদা, কি গান গাহিবে ? কি গান গাহিতেছে ?”

যশো—শশাঙ্ক, নিকটে আইস। ভট্ট স্কন্দগুপ্তের কথা গাহিবে। যুবক যশোধবলের কথা শুনিয়া লম্ফে লম্ফে সোপান আরোহণ করিয়া ভট্টের নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ ভট্ট গুণ্ গুণ্ করিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল, তাহার পর গান ধরিল, প্রথমে অস্ফুটস্বরে তাহার পর অনুচ্চস্বরে গীত আরম্ভ হইল, অকস্মাৎ ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অনলের ন্যায় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর গগন স্পর্শ করিল।

"নাগরিকগণ, চপলতা পরিত্যাগ কর, আবার হূণ আসিতেছে। গান্ধারের পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া হূণবাহিনী আবার আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। নাগরিকগণ, ব্যসন পরিত্যাগ কর, বর্ম্মগ্রহণ কর, আবার হূণ আসিয়াছে। এখন আর স্কন্দগুপ্ত নাই, কুমারসদৃশ প্রতাপশালী কুমারগুপ্তের নন্দন নাই যে তোমরা রক্ষা পাইবে!"

"সুদূর প্রতিষ্ঠানদুর্গে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে সম্রাট্ তোমাদিগের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যাহারা বিতস্তাতীরে, শতদ্রুপারে, মথুরার রক্তবর্ণ দুর্গপ্রাকারে, ব্রহ্মাবর্ত্তের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যের সম্মান, দেবতার সম্মান ও আর্য্যাবর্ত্তের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল, তাহারাও নাই। স্কন্দগুপ্তের সেনাদলে ভীরু, কাপুরুষ ছিল না, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ছিল না, সেই জন্যই তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। তাহারা প্রভুর পার্শ্বে, প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত কালিন্দীর কালজল রক্তরঞ্জনে রঞ্জিত করিয়াছে, তাহারা দেশে ফিরিয়া আসে নাই। প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গের সম্মুখে তাহারা তোরমাণের গতিরোধ করিয়াছে, তাহারা স্কন্দগুপ্তের সহচর, জীবনান্তে তাঁহার সহিত জীবনের পরপারে যাত্রা করিয়াছে। হূণ আসিতেছে, নাগরিকগণ প্রস্তুত হও, কটিবন্ধ দৃঢ় কর, হূণ আসিতেছে।"

"বৃদ্ধ সম্রাট যখন তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজ্যের মঙ্গল, প্রজার মঙ্গল ও নিজের মঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন কে আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষা করিয়াছিল? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, রমণী ও শিশু, মন্দির ও শস্যক্ষেত্র কে রক্ষা করিয়াছিল তাহা শুনিয়াছ? বালুকার স্তূপ লইয়া কে মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মিরাশির গতিরোধ করিয়াছিল, নাগরিকগণ, তাহার নাম শুনিয়াছ

কি? তিনি কুমারসদৃশ স্কন্দগুপ্ত। নাগরিকগণ, উঠ, আলস্য পরিত্যাগ কর, হূণ আসিতেছে।"

"হূণ আসিতেছে, আত্মরক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হও, নতুবা হূণপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যাইবে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও রক্ষা থাকিবে না। গৃহবিবাদ পরিত্যাগ কর, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর, গৃহবিবাদেই সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কুমারগুপ্তের যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে হয়ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইত না, বিতস্তাতীরে যদি সেনা থাকিত তাহা হইলে হূণ হয়ত কুরুবর্ষে ফিরিয়া যাইত। কটিবন্ধ দৃঢ় কর, আত্মরক্ষায় মনোযোগী হও, নাগরিকগণ, হূণ আসিয়াছে।"

"যিনি দশসহস্র সেনা লইয়া শতদ্রুতীরে শত সহস্রের গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম স্কন্দগুপ্ত, যিনি সহস্র সেনা লইয়া শৌরসেন দুর্গে লক্ষ লক্ষের গতি প্রতিহত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম স্কন্দগুপ্ত। কোশলে হূণরাজ যাঁহার পঞ্চশত সেনার গতি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই, তাঁহার নাম স্কন্দগুপ্ত। নাগরিকগণ, উঠ, চিরস্মরণীয় নাম গ্রহণ কর, অসি কোষমুক্ত কর, হূণ আসিতেছে।"

"চাহিয়া দেখ, নিমেষের জন্য সূর্য্য মেঘমুক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধ-সম্রাট দেহত্যাগ করিয়াছেন, গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না, সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যের দশা আবার বুঝি ফিরিয়া আসিল। হূণপ্লাবন বাধা পাইয়াছে, ব্রহ্মাবর্ত্তে শুভ্রগঙ্গাসৈকতে হূণবাহিনীর শুভ্রতর-অস্থিরাশি তাহার পরিচয়। গোপাদ্রিশৈলের চরণমূলে নাসিকাবিহীন হূণগণের মুণ্ডমালা তাহার পরিচয়। উত্তরাপথে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, হূণ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ

করিয়াছেন। আবার হূণ আসিতেছে, উত্তরকুরুর বিস্তৃত মরু প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, গান্ধারের পর্ব্বতমালা সে প্লাবন রোধ করিতে পারে নাই। আবার হূণ আসিয়াছে, কিন্তু ভয় নাই, স্কন্দগুপ্ত অসিধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম শুনিয়া হূণগণ কম্পিত হইয়াছে। স্কন্দগুপ্ত থাকিলে কি হইবে, উত্তরাপথে বিশ্বাসঘাতকতা আছে, আর্য্যাবর্ত্তে কৃতঘ্নতা আছে। আবার হূণ আসিতেছে, নাগরিকগণ, আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হও, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু, মন্দির ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা কর।"

"বিশ্বাসঘাতকতায় চিরকাল আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চাহিয়া দেখ, সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল; চাহিয়া দেখ, ভীরু, কাপুরুষ পুরগুপ্ত সিংহাসন গ্রাস করিয়াছে। হূণগণ প্রতিষ্ঠানদুর্গ অবরোধ করিয়াছে, সম্রাট সসৈন্যে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ আছেন, বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে এমন কেহ নাই যে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। অগ্নি জ্বলিয়াছে, সৌরাষ্ট্রে, আনর্ত্তে, মালবে, মৎস্যে ও মধ্যদেশে হূণগণ অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। ক্ষুদ্র মগধের সিংহাসন লইয়া পুরগুপ্ত পরিতৃপ্ত। সমুদ্র-গুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য বন্যার জলে তৃণমুষ্টির ন্যায় ভাসিয়া গেল। প্রতিষ্ঠানদুর্গে দশসহস্র সেনা আছে, কিন্তু দুইদিনের অধিক পানীয় জল নাই। বৃদ্ধ সম্রাট স্বয়ং জল আনিতে চলিয়াছেন, শুভ্র সৈকত রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, হূণসেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর রক্ষা নাই। সুদীর্ঘ শর সম্রাটের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছে। সাম্রাজ্যের সেনা প্রভুর দেহরক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়াছে; যাহারা বিতস্তা ও শতদ্রুতীরে, শৌরসেনে ও ব্রহ্মাবর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্তের সম্মানরক্ষা করিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিয়া আসে নাই—"

বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অশ্রুজলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধ লল্ল নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল, যশোধবলদেবের নয়নদ্বয়ও শুষ্ক ছিল না। সোপানতলে লুটাইয়া পড়িয়া চিত্রা ও লতিকা ক্রন্দন করিতেছিল। গীত থামিল, অর্দ্ধদণ্ডকাল সকলে নীরব ও নিস্তব্ধ। পূর্ব্বদিকে তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, ঘন অন্ধকারে দিগন্ত আচ্ছাদিত হইতেছে। যশোধবল কুমারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াগিয়াছে, নয়নদ্বয় শুষ্ক, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল, কুমার শূন্যদৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছেন। যশোধবলদেব ডাকিলেন, "পুত্র—শশাঙ্ক!" উত্তর নাই। লল্ল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কুমারের অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, তাহার পর স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া ডাকিল, "ভাই!" কুমার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি?" তখন যশোধবলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, কি ভাবিতেছিলে?"

শশাঙ্ক—স্কন্দগুপ্তের কথা। আপনি যেদিন প্রথম পাটলিপুত্রে আসেন—

যশো—সেদিন কি হইয়াছিল?

শশাঙ্ক—ভাবিয়াছিলাম কাহাকেও বলিব না। সেদিন একজন আমাকে স্কন্দগুপ্তের কথা বলিয়াছিল।

যশো—কে সে?

শশাঙ্ক—শক্রসেন।

লল্ল—কি সর্ব্বনাশ, শক্রসেন কি করিয়া তোমার দেখা পাইল?

শশাঙ্ক—তুমি সেদিন কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে খুঁজিয়া

না পাইয়া চিত্রা ও মাধবের সহিত বালুকাসৈকতে খেলা করিতেছিলাম। না চিত্রা?

চিত্রা চক্ষু মুছিয়া সোপানের উপরে উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "হাঁ।" যশোধবলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্রসেন তোমাকে কি বলিয়াছিল?"

শশাঙ্ক—তাহার সমস্ত কথা আমার মনে নাই, এইমাত্র মনে আছে যে আমি কখনও সুখী হইব না, আমি যাহাকে বিশ্বাস করিব তাহারাই বিশ্বাসঘাতক হইবে, ও আমি বন্ধুশূন্য হইয়া একাকী বিদেশে মরিব।

যশো—পুত্র! বজ্রাচার্য্য শক্রসেন বৌদ্ধসঙ্ঘের একজন প্রধান নেতা ও সাম্রাজ্যের বিষম শত্রু। তুমি কদাচ তাহার কথায় বিশ্বাস করিও না বা তাহার নিকট যাইও না।

লল্ল—প্রভু! জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বজ্রাচার্য্যের বিশেষ খ্যাতি আছে।

যশো—লল্ল! স্বার্থের জন্য বৌদ্ধগণ না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছিল, দীপহস্তে একজন পরিচারক আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! মহারাজাধিরাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।" সকলে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নৌবিহারে।

জলবেষ্টিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে হইলে অশ্বারোহী বা পদাতিক অপেক্ষা নৌবাটক বা নৌসেনার অধিকতর আবশ্যক, যশোধবলদেব ইহা জানিতেন; জানিয়া স্বয়ং নৌসেনা গঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধে এমন কোন নদী নাই বা ছিল না, যাহাতে সদা সর্ব্বদা নৌকাচালন সম্ভব, সুতরাং মাগধনাবিক লইয়া পূর্ব্বদেশে যুদ্ধযাত্রা করা আশাপ্রদ নহে বলিয়া যশোধবলদেব গৌড় হইতে কৈবর্ত্ত জাতীয় নাবিক সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া নৌসেনা গঠন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ গৌড়ীয় কৈবর্ত্তগণের ক্ষিপ্র তরণীচালনা দেখিয়া পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নূতন নৌসেনা গঙ্গাবক্ষে তরণী চালনা ও যুদ্ধাভ্যাস করিত। মগধবাসী নাবিকগণ তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল দর্শন করিত। শশাঙ্ক, যশোধবলদেব, অনন্তবর্ম্মা, নরসিংহদত্ত ও মল্ল অপরাহ্নে নৌসেনার ব্যায়ামে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে সম্রাট পুরমহিলাগণ-পরিবৃত হইয়া নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। কুমার বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া চিত্রা, লতিকা ও গঙ্গাকে লইয়া জ্যোৎস্না-রজনীতে নৌকা-যোগে ভ্রমণে বাহির হইতেন, তরুণ কণ্ঠের কলস্বর ও সঙ্গীতধ্বনি নৌকা

হইতে উত্থিত হইত। কুমারের বাল্যসখিগণ তখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, মহাদেবী তাঁহাদিগকে সহচরী ব্যতিরেকে নৌযাত্রায় আসিতে দিতেন না। প্রায়শঃ তরলা তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিত। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তরলা প্রাসাদের অন্তঃপুরে সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহকর্ম্মে নিপুণা, আলস্যবর্জ্জিতা, হাস্যমুখী, তরুণী অন্তঃপুরে দাসীমণ্ডলের প্রধানা হইয়া উঠিয়াছিল। বসুমিত্রকে মুক্তিপ্রদান করিবার পরে যশোধবলদেব আর তাহাকে প্রভুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেন নাই, তরলা তদবধি প্রাসাদেই রহিয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠিপুত্র বসুমিত্র, মুক্তি লাভ করিয়া, যশোধবলদেবের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সে এখন নৌসেনার একজন প্রধান অধ্যক্ষ। কুমার নৌবিহারে যাত্রা করিবার সময়ে যশোধবলদেবের আদেশে সর্ব্বদা বসুমিত্রকে সঙ্গে লইতেন।

বর্ষান্তে ভাগীরথী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, নৌবাটক গঠন শেষ হইয়াগিয়াছে, নৌসেনা সুশিক্ষিত হইয়াছে, হেমন্তের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে সমরাভিযান হইবে। সামান্য সৈনিক হইতে যশোধবলদেব পর্য্যন্ত উৎসুক-চিত্তে শীতঋতুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বর্ষায় সমগ্র বঙ্গদেশ জলপ্লাবনে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়, শরতে বর্ষার জল নামিয়া গেলে দেশ তরল কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং হেমন্তের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধ-যাত্রা অসম্ভব। বঙ্গদেশে এই অভিযানের ফলাফলের উপরে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, ইহা ভাবিয়া যশোধবলদেব অত্যন্ত অধীর হইয়াও যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

শরতের প্রারম্ভে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কুমার শশাঙ্ক বয়স্য বয়স্যা পরিবৃত হইয়া নৌবিহারে নির্গত হইয়াছেন। নরসিংহদত্ত,

অনন্তবর্ম্মা ও মাধব গুপ্ত, চিত্রা, লতিকা ও গঙ্গার সহিত কুমার নৌকার চন্দ্রাতপ নিম্নে উপবিষ্ট আছেন। চন্দ্রাতপের বহির্দ্দেশে লল্ল, বসুমিত্র ও তরলা বসিয়া আছে, শতাধিক গৌড়ীয় নাবিক সমস্বরে গীত গাহিতে গাহিতে তরণ্ড ক্ষেপণ করিতেছে। শুভ্রজ্যোৎস্না রজতময়-লেপনে দিগন্ত শুভ্র করিয়া তুলিতেছে, বিস্তৃত নদীবক্ষে সহস্র সহস্র বীচিমালায় নির্ম্মল উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে, তরণী তীরবেগে স্রোতের অনুকূলে ছুটিয়া চলিয়াছে। চিত্রার মুখ গম্ভীর, তাহার মনে সুখ নাই, সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হইতেছে না। চিত্রা শুনিয়াছে, যুদ্ধ করিতে গেলে মানুষ মারিতে হয়।

কুমার চলিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় বালিকা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। চলিয়া যাইবেন, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, ইহা শুনিয়া সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছিল, কিন্তু আজি তাহাকে কে বলিয়াছে যে যুদ্ধে শত শত নরহত্যা হয়, নররক্তে দেশ লাল হইয়া উঠে, যাহারা যুদ্ধ-যাত্রায় যায়, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যায়। এই কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া কুমারের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে ও বলিয়াছে যে, সে তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবে না। যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াও চিত্রা বালিকাই আছে; বালসুলভ চপলতা ও সরলতা তাহাকে তখনও একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। তাহার কথা শুনিয়া সকলে তাহাকে উপহাস করিয়াছে, সেইজন্য সে ক্রোধে ও অভিমানে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তোমরা-কেন যুদ্ধে যাইবে?"

অনন্তবর্ম্মা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও গম্ভীরস্বভাব, সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "দেশ জয় করিতে।"

চিত্রা—দেশ জয় করিয়া কি হইবে?

শশাঙ্ক—দেশ জয় করিলে রাজ্য বাড়িবে, রাজকোষে অর্থ আসিবে।

চিত্রা—মানুষ মরিবে ত?

শশাঙ্ক—দুই একশত মরিবে।

চিত্রা—যাহারা মরিবে তাহাদিগের বেদনা লাগিবে?

শশাঙ্ক—লাগিবে।

চিত্রা—তবে তাহাদিগকে কেন মারিবে?

শশাঙ্ক—তাহারা সম্রাটের প্রজা হইয়া রাজার আদেশ পালন করে না, এই জন্য তাহাদিগকে মারিতে হইবে।

চিত্রা—সম্রাটের প্রজা নহে, এমন মানুষ কি নাই?

শশাঙ্ক—অনেক আছে।

চিত্রা—তবে ইহারা সম্রাটের প্রজা নাই রহিল?

শশাঙ্ক—তাহা হয় না চিত্রা। বিদ্রোহী প্রজার শাসন রাজধর্ম্ম, বিদ্রোহ দমন না হইলে রাজার সম্মান থাকে না, যশোধবলদেব বলিয়াছেন যে, আত্মসম্মানহীন রাজশক্তি কখনও স্থায়ী হয় না।

চিত্রা আর কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া নরসিংহ বলিয়া উঠিল, "ইহাদিগের কয়জনের হস্তে রাজ্যভার থাকিলে আমাদিগকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না।" সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু চিত্রা তাহা শুনিতে পাইল না, কারণ সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সে ভাবিতেছিল—যাহার এত বৃহৎ

রাজ্য আছে, সে কেন রাজ্যবৃদ্ধি প্রার্থনা করে, রাজ্য লইতে হইলে যদি এত মানুষ মারিতে হয়, তবে রাজ্য লইবার আবশ্যকতা কি?—এত নরহত্যা, এত রক্তপাত করিয়া নূতন রাজ্য অধিকারের যে কি আবশ্যকতা, চিত্রা তাহা বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ একটি কথা ভাবিয়া সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" চিত্রার চক্ষু দুইটি তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে, সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা যাহাদিগকে মারিতে যাইবে, তাহারাও তোমাদিগকে মারিবে?

শশাঙ্ক—মারিবে বৈ কি।

চিত্রা—তোমাদিগেরও লোক মরিয়া যাইবে?

শশাঙ্ক—কত শত সৈন্য মরিবে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? শত্রুর অস্ত্রাঘাতে কত সৈন্য জন্মের মত বিকলাঙ্গ হইয়া যাইবে।

চিত্রা—তবে তোমরা কেন যাইবে?

শশাঙ্ক—কেন যাইব তাহা জানি না চিত্রা। আবহমানকাল হইতে মানব-সমাজে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যাইব। শত শত সেনা নিহত হইবে, সহস্র সহস্র বিকলাঙ্গ হইবে, কত বেদনা লাগিবে, কত লোক আশ্রয়হীন হইবে, তাহা সত্ত্বেও যাইব।

লতিকা এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, "কুমার, তোমরা যাহাদিগকে মারিতে যাইবে তাহারাও তোমাদিগকে মারিবে। তাহারা কি তোমাকেও মারিতে পারিবে?"

শশাঙ্ক—সুযোগ পাইলে নিশ্চয়ই মারিবে, তাহারা কেন ছাড়িয়া দিবে?

লতিকা আর কোন কথা কহিল না। চিত্রা তখন ক্রন্দনের উপক্রম করিতেছিল। কুমারের কথা শুনিয়া লতিকার বক্ষে মুখ লুকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কুমার ও নরসিংহ তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এই সকল কথোপকথনে প্রমোদ-উৎসবের উপরে বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল, মৃত্যুর প্রসঙ্গ আসিয়া সকলের মনের আনন্দ হরণ করিয়া লইয়া গেল। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া কুমার নাবিক-গণকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। নৌকা ফিরিল।

দ্রুতবেগে চালিত হইয়া নৌকা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছিল, স্রোতের প্রতিকূলে প্রাসাদে ফিরিতে বহু বিলম্ব হইল। চিত্রার প্রশ্নে কুমারের মনে একটি নূতন ভাবের উদয় হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে মৃত্যুর কথা আর কখনও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, একথা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। কুমার ভাবিতেছিলেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই সম্ভব, আর্য্য যশোধবল একথা বহুবার বলিয়াছেন, কিন্তু জয় বা পরাজয় উভয়ের সহিত মৃত্যুর সম্ভাবনা যে জড়িত আছে, একথা ত কখনও বলেন নাই। মরিলে ত সব শেষ হইয়া যায়, জীবনের আশা ভরসা জীবনের সহিত ফুরাইয়া যায়। যাহারা যুদ্ধে যাইবে, তাহাদিগের অধিকাংশ হয় ত আর ফিরিবে না, তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। তাহারা যখন মরিবে, তখন প্রিয়জন কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, যুদ্ধক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় তাহাদিগের প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, হয় ত মরণের সময়ে এক গণ্ডূষ জলও তাহাদিগকে দিবে না।

হয় ত মৃত্যু তাঁহাকেও গ্রাস করিবে, হয় ত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায়

পতিত থাকিলে স্বদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত সহস্র সহস্র অশ্বারোহীর অশ্বের কঠিন ক্ষুরে তাঁহার দেহ শতখণ্ডে বিখণ্ডিত করিবে, তখন সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না। সুন্দর পাটলিপুত্র নগর আর কখনও দেখিতে পাইবেন না, শৈশবের লীলা-ক্ষেত্র, বন্ধুবান্ধব আর কখনও নয়নে পতিত হইবে না। মৃত্যু—অতি ভয়ঙ্কর——। অলক্ষিতে কুমারের নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল।

রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইলে নৌকা পাটলিপুত্রে ফিরিয়া, গঙ্গাদ্বারে পৌঁছিতে পৌঁছিতে দ্বিতীয়প্রহরের দুই দণ্ডকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। গঙ্গাদ্বারের চারি পার্শ্বে বহু নৌকা লাগিয়াছিল, এই সকল নৌকা বঙ্গদেশের যুদ্ধাভিযানের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। নৌকা-শ্রেণীর বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কীলকবদ্ধ ছিল, তাহা হইতে একজন প্রতীহার হাঁকিয়া বলিল, "কাহার নৌকা ?" তদুত্তরে বসুমিত্র চীৎকার করিয়া বলিল, "সাম্রাজ্যের নৌকা।"

প্রতীহার—নৌকায় কি যুবরাজ আছেন ?

বসুমিত্র—হাঁ।

প্রতীহার—যুবরাজকে বল যে স্বয়ং মহারাজাধিরাজ ও মহানায়ক যশোধবলদেব দুই তিনবার তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছেন।

যুবরাজ তখন চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধ পিতার দশা কি হইবে ? সাম্রাজ্যের দশা কি হইবে ? যিনি তাঁহার ভরসায় বৃদ্ধ বয়সে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পিতৃতুল্য যশোধবলদেবের কি হইবে ? আরও দুই একজন আছেন—মাতা, তাঁহারও কেহই নাই। চিত্রা—

বসুমিত্র ধীরে ধীরে আসিয়া কুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। অনন্তবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রেষ্ঠি, প্রতীহার কি বলিল ?"

বসুমিত্র—বলিল যে সম্রাট ও মহানায়ক কুমারকে আহ্বান করিয়াছেন।

কুমার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

বসুমিত্র—প্রভু! গঙ্গাদ্বারের প্রতীহার বলিল যে স্বয়ং মহারাজাধিরাজ ও মহানায়ক যশোধবলদেব দুই তিনবার আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।

তখন নৌকা আসিয়া গঙ্গাদ্বারের ঘাটের সোপানে লাগিয়াছে, কুমার নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। নরসিংহ বলিল, "চিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।" পশ্চাৎ হইতে মাধববর্ম্মা বলিল, "লতিকাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।" তখন লল্ল বলিয়া উঠিল, "কুমার, মহারাজাধিরাজ ডাকিয়াছেন, তুমি চলিয়া যাও, আমরা পরে যাইতেছি।"

কুমার ধীরে ধীরে প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃসংবাদ।

নূতন প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে সম্রাট মহাসেনগুপ্ত, মহানায়ক যশোধবলদেব, মহামন্ত্রী হৃষীকেশশর্ম্মা, প্রধান বিচারপতি নারায়ণশর্ম্মা, মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত, মহানায়ক রামগুপ্ত প্রভৃতি প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ উপবিষ্ট আছেন, সকলেই বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন। মহাপ্রতীহার বিনয়সেন নীরবে কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন, তিনিও বিষণ্ণ, দূরে দণ্ডধর ও প্রতীহারগণ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। অন্তঃপুর হইতে মধ্যে মধ্যে অস্ফুট রোদনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। কুমার গঙ্গাদ্বার হইতে একজন দণ্ডধরের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, রোদনধ্বনি শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন। তিনি দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে কাঁদিতেছে কেন? কি হইয়াছে, তুমি বলিতে পার?" দণ্ডধর বলিল যে, সে কিছুই জানে না।

দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিনয়সেন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, যুবরাজ আসিয়াছেন।" সম্রাট করতলন্যস্ত মস্তক উত্তোলন না করিয়াই বলিলেন, "ভিতরে প্রবেশ করিতে বল।" বিনয়সেন কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া কুমারের সহিত পুনঃ প্রবেশ করিলেন। কুমার পিতার চরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্রাট নীরব।

বহুক্ষণ পরে হৃষীকেশশর্ম্মা কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! যুবরাজ আসিয়াছেন।" সম্রাট তথাপি নীরব। কুমার তাঁহাদিগের বিষাদ ও বাক্যহীনতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে যশোধবলদেব সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজাধিরাজ! শশাঙ্ক বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করুন।" সম্রাট মস্তক উত্তোলন না করিয়াই কহিলেন, "পুত্র! উপবেশন কর। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, স্থাণ্বীশ্বরে তোমার পিতৃষসার মৃত্যু হইয়াছে।" সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুবরাজ অবনতমস্তকে উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ পরে যশোধবলদেব কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! শোকে কালাতিপাত করিবার সময় নাই, পাটলিপুত্র হইতে স্থাণ্বীশ্বর বহুদিনের পথ, কিন্তু স্থাণ্বীশ্বরের সেনা চরণাদ্রি দুর্গের নিকটেই আছে, সুতরাং সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে প্রভাকরবর্দ্ধনকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না, শোক পরিত্যাগ করুন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে।" সম্রাট কহিলেন, "যশোধবল! সাম্রাজ্য রক্ষার কোন উপায়ই দেখিতেছি না। স্থাণ্বীশ্বরের সহিত যুদ্ধে আমাদের পরাজয় নিশ্চয়। বালক ও বৃদ্ধ কি কখনও যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকে?"

যশো—উপায় না থাকিলেও উপায় করিতে হইবে। যে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে—সে ত আত্মঘাতক।

সম্রাট—মহাদেবীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? তাহা হইলে আমাকে স্বচক্ষে সাম্রাজ্য ধ্বংস দেখিতে হইত না।

রামগুপ্ত—প্রভু! বিলাপ নিষ্ফল, এখন অতি সত্বর চরণাদ্রি দুর্গে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

যশো—রামগুপ্ত! সেনা কয়দিনে চরণাদ্রি দুর্গে পৌঁছিবে ?

রাম—অশ্বারোহীসেনা তিন দিনে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু পদাতিক দশ দিনের পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

সম্রাট—চরণাদ্রিতে কত সৈন্য পাঠাইতে চাহ ?

যশো—অন্যূন দশ সহস্র; পঞ্চসহস্র পদাতিক ও অবশিষ্ট অশ্বারোহী।

সম্রাট—চরণাদ্রি গঙ্গাতীরে অবস্থিত, দুর্গরক্ষা করিতে হইলে নৌসেনারও আবশ্যক।

যশো—বঙ্গদেশে অভিযানের জন্য যে নৌসেনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ পাঠাইলে ক্ষতি হইবে না।

সম্রাট—শিবিরে কত সেনা আছে ?

হরিগুপ্ত—পঞ্চদশ-সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চবিংশ-সহস্র পদাতিক ও পঞ্চসহস্র নৌসেনা।

সম্রাট—নূতন নৌকা কতগুলি হইবে ?

হরিগুপ্ত—পঞ্চশতের কিছু কম, তাহার মধ্যে দুইশত মাগধনাবিক-কর্ত্তৃক চালিত।

সম্রাট—বঙ্গদেশে অশ্বারোহী সেনা লইয়া যাওয়া বৃথা, সুতরাং চরণাদ্রি দুর্গে দশসহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু অধিক নৌসেনা প্রেরণ অসম্ভব, কারণ বঙ্গযুদ্ধে নৌসেনাই যুদ্ধ করিবে।

যশো—প্রভু! অন্যূন দুইসহস্র অশ্বারোহী সেনা বঙ্গদেশেও আবশ্যক হইবে, কারণ কামরূপপতি কি করিবেন তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

সম্রাট—সত্য, আট সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চসহস্র পদাতিক ও দুইশত নৌকা এখনই চরণাদ্রি দুর্গে প্রেরণ কর। মাগধনাবিক বঙ্গদেশীয় যুদ্ধে লইয়া যাওয়া বৃথা। চরণাদ্রি দুর্গে সেনা লইয়া যাইবে কে?

যশো—হরিগুপ্ত ও রামগুপ্ত ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি নাই, কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের পাটলিপুত্রে থাকা আবশ্যক।

সম্রাট—তবে হরিগুপ্তকেই প্রেরণ কর।

হরিগুপ্ত—প্রভু! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি বড় ভরসা করিয়াছিলাম যে আর একবার যশোধবলদেবের অধীনে যুদ্ধযাত্রা করিব।

যশো—হরি! তোমার সে আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।

হরি—কিরূপে প্রভু?

যশো—এখনও বহু যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।

সম্রাট—হরিগুপ্ত! যশোধবলের কথা সত্য। অতি সত্বর এত অধিক যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে হইবে যে, উপযুক্ত সেনাপতি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না।

বৃদ্ধ হৃষীকেশশর্ম্মা নীরবে বসিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাঁহার শ্রবণশক্তি অতি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের অধিকাংশই শুনিতে পান নাই। তিনি এই সময় বলিয়া উঠিলেন, "যশোধবল, তোমরা কি স্থির করিলে, তাহাত আমাকে বলিলে না?" যশোধবলদেব তাঁহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সম্রাট স্থির করিয়াছেন যে আট সহস্র অশ্বারোহী, পাঁচ সহস্র পদাতিক ও দুই শত নৌকা লইয়া হরিগুপ্ত এখনই চরণাদ্রি যাত্রা করিবে,

রামগুপ্ত নগর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। বঙ্গীয় যুদ্ধে দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনাও যাইবে, কারণ কামরূপাধিপতি কিরূপ ভাব অবলম্বন করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।" বৃদ্ধ বারংবার শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "উত্তম, কিন্তু স্থাণ্বীশ্বরের কি ব্যবস্থা করিলে?"

সম্রাট—যাহা ব্যবস্থা করিবার, হরিগুপ্ত চরণাদ্রিদুর্গে থাকিয়া তাহা করিবে।

হৃষী—প্রভু! বৃদ্ধের বাচালতা মার্জ্জনা করুন। স্থাণ্বীশ্বরসেনার আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা ব্যতীত আপনার আর একটি কর্ত্তব্য আছে। স্থাণ্বীশ্বররাজ আপনার ভাগিনেয়, তিনি আপনার ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। দূত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদিও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি সম্রাটবংশীয় কোন ব্যক্তির স্থাণ্বীশ্বরে গমন করা আবশ্যক।

সচিবের প্রস্তাব শুনিয়া যশোধবলদেব, নারায়ণশর্ম্মা ও রামগুপ্ত প্রভৃতি অমাত্যগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলেন। তখন সম্রাট কহিলেন, "অমাত্য, আপনার প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু কাহাকে স্থাণ্বীশ্বরে পাঠাইব? দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে প্রেরণ করিলে প্রভাকরবর্দ্ধন অপমানিত হইবে।"

হৃষী—দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি প্রেরণ অসম্ভব, কারণ তাহা করিলে অচিরে বিগ্রহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। যুবরাজ শশাঙ্কের সহিত প্রভাকরবর্দ্ধনের বিবাদ আছে, সুতরাং তাঁহাকে প্রেরণ করাও অসম্ভব। সুতরাং কুমার মাধবগুপ্তকে প্রেরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

সম্রাট—মাধব যে নিতান্ত শিশু?

যশো—মহারাজাধিরাজ! এই সকল কার্য্যে শিশু প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহা হইলে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা হ্রাস হয়।

সম্রাট—তাহা হইলে মাধবই যাইবে, কিন্তু তাহার সহিত কে যাইবে?

যশো—কুমার মাধবগুপ্তের সহিত বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। নারায়ণশর্ম্মা কি স্থাণ্বীশ্বরে যাইতে প্রস্তুত আছেন?

নারায়ণ—মহারাজাধিরাজ আদেশ করিলে বৃদ্ধবয়সে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে অস্ত্রধারণ করিতেও প্রস্তুত আছি, সুতরাং স্থাণ্বীশ্বরে গমন অধিক কথা নহে।

সম্রাট—উত্তম, তবে মহাধর্ম্মাধিকার কুমারের সহিত গমন করিবেন। হৃষীকেশশর্ম্মা সমস্ত কথা শুনিতে পান নাই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধবল কি স্থির করিলে?"

যশো—কুমার মাধবগুপ্তই স্থাণ্বীশ্বরে যাইবেন। মহাধর্ম্মাধিকার নারায়ণশর্ম্মা তাঁহার সহযাত্রী হইবেন।

হৃষী—সাধু! সাধু! কিন্তু যশোধবল, হরিগুপ্ত চরণাদ্রি যাত্রা করিবে, নারায়ণ স্থাণ্বীশ্বরে যাইবে, রামগুপ্ত নগর রক্ষা করিবে, আমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য, তবে তুমি যুদ্ধে যাইবে কাহাকে লইয়া?

যশো—সেনাপতির অভাব কি প্রভু? নরসিংহ, মাধব, যুবরাজ শশাঙ্ক, এমন কি ক্ষুদ্র অনন্তবর্ম্মাও যুদ্ধশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছে। নূতন বঙ্গীয় অভিযানে ইহারাই আমার পৃষ্ঠরক্ষা করিবে। যদি সাম্রাজ্য রক্ষা হয়, যদি বঙ্গদেশ জয় হয়, তবে তাহা ইহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইবার সময়

আসিয়াছে, ভবিষ্যতের কার্য্য ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া অবসর লইতে পারিলেই বুঝিব যে ভগবান প্রসন্ন হইয়াছেন।

হৃষী—সাধু! যশোধবল, সাধু! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সাধু-উদ্দেশ্য সফল হউক।

যশো—প্রভু! বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অদ্য রাত্রিতেই হরিগুপ্তকে সসৈন্যে যাত্রা করিতে হইবে।

সম্রাট—উত্তম। হরি, তুমি প্রস্তুত হও, নিশীথরাত্রিতে সসৈন্যে নগর পরিত্যাগ করিবে।

হরিগুপ্ত প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। সম্রাট বিনয়সেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি এখনই শিবিরে ফিরিয়া যাও। অঙ্গের ও তীরভুক্তির অশ্বারোহী সেনাদল হরিগুপ্তের সহিত অদ্য রাত্রিতে চরণাদ্রি দুর্গে যাইবে। অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চসহস্র পদাতিক দ্বিতীয় প্রহরে নগর পরিত্যাগ করিবে, অবশিষ্ট সেনা নগরেই থাকিবে। তুমি সেনা-নায়কগণকে প্রস্তুত হইতে বল।" বিনয়সেন অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। সম্রাট পুনরায় কহিলেন, "রামগুপ্ত! মগধবাসী নৌসেনা কর্ত্তৃক পরিচালিত দুইশত নৌকা হরিগুপ্তের সহিত চরণাদ্রি যাত্রা করিবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া আইস।" রামগুপ্ত প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া হৃষীকেশশর্ম্মা ও নারায়ণশর্ম্মা সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যশোধবলদেব ও কুমার শশাঙ্ক কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। যশোধবলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! আমি শিবিরে যাই-

তেছি, তুমি কি সেনাদলের যাত্রা দেখিতে যাইবে?" যুবরাজ কহিলেন, "আর্য্য, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি। যশোধবলদেব তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র চিত্রা বেগে ছুটিয়া আসিয়া যুবরাজকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "কুমার! তুমি তবে যুদ্ধে যাইবে না?" কুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

চিত্রা—এই যে হরিগুপ্ত যাইতেছে।

শশাঙ্ক—তুমি তাহা শুনিলে কি করিয়া?

চিত্রা—আমি কক্ষের পার্শ্বে লুকাইয়া ছিলাম।

শশাঙ্ক—চিত্রা! তুমি ঘুমাও নাই?

চিত্রা—আমার ঘুম আসিতেছে না। তুমি যুদ্ধে যাইবে শুনিয়া আমার মন কেমন হইয়া গিয়াছে।

শশাঙ্ক—আমি যুদ্ধে যাইব একথা ত অনেক দিন শুনিতেছ চিত্রা!

চিত্রা—যুদ্ধে মানুষ মরে এ কথা ত পূর্ব্বে আমাকে বল নাই!

মন্ত্রণা-সভায় আসিয়া কুমার মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, চিত্রার কথা শুনিয়া দুশ্চিন্তা পুনরায় তাঁহার মনে জাগরিত হইল। কুমার চিত্রার কথার উত্তর না দিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া চিত্রা ডাকিল, "কুমার!"

শশাঙ্ক—কেন চিত্রা?

চিত্রা—বল, তুমি যুদ্ধে যাইবে না?

শশাঙ্ক—পিতার আদেশ কি করিয়া লঙ্ঘন করিব?

চিত্রা—তোমার পিতা কি তোমাকে ইচ্ছা করিয়া মরিতে দিবেন?

শশাঙ্ক—তিনি কেন ইচ্ছা করিয়া আমাকে মরিতে দিবেন?

চিত্রা—তবে?

শশাঙ্ক—তবে কি, চিত্রা?

চিত্রা—তবে তুমি মরিবে না?

কুমার হাসিয়া উঠিলেন ও কহিলেন, "চিত্রা! মরণ কি কাহারও ইচ্ছাধীন?"

চিত্রা তাহা শুনিল না, কহিল, "বল তুমি মরিবে না?" কুমার হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "ভাল, তবে মরিব না।"

চিত্রা—তাহা হইবে না, আমাকে ছুঁইয়া শপথ করিয়া বল।

শশাঙ্ক—এই তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, চিত্রা! 'বঙ্গদেশের যুদ্ধে আমি মরিব না।'

চিত্রা—বল আবার ফিরিয়া আসিবে?

শশাঙ্ক—কোথায়?

চিত্রা—কেন, আমার নিকটে! না—না, এই পাটলিপুত্র নগরে!

শশাঙ্ক—তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি 'বঙ্গদেশের যুদ্ধ হইতে আমি আবার তোমার নিকটে এই পাটলিপুত্র নগরে ফিরিয়া আসিব।'

চিত্রা সফলমনোরথ হইয়া কুমারের কণ্ঠ পরিত্যাগ করিল, উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া মহাদেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংবাদ প্রেরণ।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, নগরের তোরণে তোরণে প্রহরান্তে বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে, রাজধানী নীরব, সুষুপ্তিমগ্ন। একটি সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বিপণীতে একটি তৈলের ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। বিপণীতে বসিয়া বিপণীস্বামিনী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে ও অস্ফুট স্বরে একজন পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। পুরুষ বলিতেছে, "আমি আর অধিক দিন থাকিব না, শীঘ্রই দেশে ফিরিব। অনেকদিন হইল আসিয়াছি; অধিক বিলম্ব হইলে আমার প্রভু রাগ করিবেন।" রমণী অভিমানের ভাণ করিয়া বলিতেছে, "পুরুষ জাতি এইরূপই বটে! দেশের উপরে যদি এত অনুরাগ, তবে বিদেশে আসিয়াছিলে কেন? আর আমার সহিত আলাপই বা করিলে কেন?"

পুরুষ—মল্লিকে, তুমি রাগ করিলে? আমি কি তোমার বিরহ-ব্যথা অধিক দিন সহ্য করিতে পারিব? কখনই না। এক বৎসরের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব।

রমণী—তোমার কথার কোনই মূল্য নাই।

পুরুষ—আমি তোমার মাথা ছুঁইয়া শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আগামী শরৎ কালের পূর্ব্বেই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব।

রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। পুরুষ কাষ্ঠাসনে বসিয়া ছিল। মানভঞ্জন হইল না দেখিয়া সে আসন হইতে উঠিল ও রমণীর দিকে অগ্রসর হইল। এই সময়ে পথে মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল; পুরুষ ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া পড়িল; রমণীও ফিরিয়া বসিল। একজন সৈনিক বিপণীতে প্রবেশ করিয়া রমণীকে কহিল, "মল্লিকা, তোমার নিকটে আমার যে ধার আছে তাহা শোধ করিয়া দিতে আসিয়াছি। তোমার বিপণী যে এখনও খোলা রহিয়াছে? আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছ, তোমাকে হয়ত ডাকিয়া তুলিতে হইবে।" রমণী হাসিয়া উত্তর করিল, "তবে মল্লিকাকে একেবারেই ভুলিয়া যাও নাই, মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে? ধারের জন্য এত ব্যস্ত কেন? দিনের বেলায় আসিলেই হইত।"

সৈনিক—আমাকে এখনই নগর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। রাত্রিতে সেনানায়ক আসিয়া আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিপ্রহরেই যাত্রা করিবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তৃতীয় প্রহরেই যাত্রা করিতে হইবে।

রমণী—দাঁড়াইয়া রহিলে যে? একটু বস।

সৈনিক—আর বসিবার সময় নাই, আরও দুই তিনটি বিপণীতে যাইতে হইবে।

রমণী—তবে আর এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? ফিরিয়া আসিয়া ধার শোধ করিলেই হইত?

সৈনিক—না না, মল্লিকা, তুমি রাগ করিও না আমি আজ বড়ই ব্যস্ত, বসিতে পারিব না। তুমি কত পাইবে বল?

রমণী,—কতই বা পাইব, সর্ব্ব সমেত পনের কি ষোল দ্রম্ম* হইবে।

সৈনিক তাহার ক্রোড়ে একটি স্বুবর্ণ মুদ্রা ফেলিয়া দিল, রমণী তাহা তুলিয়া লইয়া প্রদীপের আলোকে পরীক্ষা করিল ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "এ যে দীনার† দেখিতেছি? নূতন দীনার? ইহা কোথায় পাইলে?"

সৈনিক—ভয় নাই, কৃত্রিম নহে, রাজকোষ হইতে পাইয়াছি। যাত্রা করিবার আদেশ আসিবার পরেই তিন মাসের বেতন পাইয়াছি।

রমণী—যাইবে কোথায়?

সৈনিক—তাহা বলিতে পারিব না, নিষেধ আছে।

রমণী মুখ ফিরাইয়া বসিয়া সৈনিকের পদতলে চারিটি রৌপ্য মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তবে যাও।" সৈনিক কহিল, "কি করিয়া যাইব? তুমি যে বিষম রাগ করিলে দেখিতেছি?"

রমণী—অমন রাগে তোমার আর কি আসে যায় বল? যখন কোথায় যাইবে তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছ না, তখন আমার রাগে তোমার আর ক্ষতি কি?

সৈনিক—তুমি রাগ করিও না, গন্তব্য স্থানের কথা গোপন রাখিতে বিশেষ আদেশ পাইয়াছি; তবে তোমার নিকট ত আমার কোন কথা গোপন নাই? তোমার কানে কানে বলিয়া যাইতেছি।

সৈনিক, রমণীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার কর্ণমূলে অস্ফুটস্বরে

* দ্রম্ম—প্রাচীনকালের রৌপ্য মুদ্রার নাম।

† দীনার—প্রাচীনকালের স্বুবর্ণমুদ্রার নাম। এই সময়ে এক দীনারের মূল্য ১৫ বা ২০ দ্রম্ম ছিল।

কতকগুলি কথা কহিল, পুরুষ তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না। রমণী অবশেষে সৈনিককে "যাও" বলিয়া ঠেলিয়া দিল, সে রৌপ্যমুদ্রাগুলি উঠাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। পুরুষ নির্ব্বাক্ হইয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিল, সৈনিক চলিয়া গেলে রমণী পুনরায় মুখ ফিরাইয়া বসিল, পুরুষ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "হাসির উৎস যে একেবারে শুকাইয়া গেল?"

রমণী নিরুত্তর। পুরুষ পুনরায় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং রমণীর মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিল, সে তখন প্রসন্না হইয়া ফিরিয়া বসিল। বিপণীস্বামিনী পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিতা, গ্রন্থারম্ভে তাহার বিপণীতে যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা যখন প্রাসাদে বিচার করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রতীহার বিনয়সেন ইহাকেই ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রমণীর মানভঞ্জন শেষ হইলে উভয়ে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষ, সৈনিকের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কৌশলে তাহার নিকট হইতে সৈনিকের পরিচয় জানিয়া লইল, কিন্তু সৈনিক কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। সৈনিকের প্রস্থানের দুইদণ্ড পরে সে ব্যক্তি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। রমণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ?"

পুরুষ—দক্ষিণ তোরণের নিকটে এক বন্ধুর গৃহে একটি বহুমূল্য দ্রব্য ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা এখনই সন্ধান না করিলে আর পাইব না।

রমণী—আজ রাত্রিতে না যাওয়াই ভাল।

পুরুষ—কেন?

রমণী—পথে দস্যুতস্করের ভয়।

পুরুষ—আমি অস্ত্র লইয়া যাইতেছি।

রমণী—সাবধানে যাইও, রাত্রিতে ফিরিবে ত ?

পুরুষ—অবশ্য ফিরিব।

বিপণী পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ দ্রুতপদে সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল এবং রাজপথ অবলম্বন করিয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকে চলিল। কিয়ৎক্ষণ চলিয়া যখন সে বুঝিতে পারিল যে, কেহ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে না, তখন রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিল। বহু সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পশ্চিম তোরণে উপস্থিত হইল। দেখিল তোরণদ্বার তখনও উন্মুক্ত, পথের পার্শ্বে বহু আলোক জ্বলিতেছে, দলে দলে অশ্বারোহী সেনা তোরণপথে নগর হইতে নির্গত হইতেছে; কিন্তু প্রতীহারগণ আর কাহাকেও নগরের বাহিরে যাইতে দিতেছে না। তোরণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু নাগরিক সেনাদলের যাত্রা দেখিতেছে, আগন্তুক তাহাদিগের একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা কোথায় যাইতেছে বলিতে পার ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "না, কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছে না।" তখন সেও তাহাদিগের সহিত মিশিয়া সেনাদলের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একদল অশ্বারোহী বাহির হইয়া গেল, তাহাদিগের পশ্চাতে কয়েকজন সেনানায়ক ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অল্প-বয়স্ক যুবক তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন প্রবীণ সেনানায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন চরণাদ্রি দুর্গে সেনা পাঠাইবার কি আবশ্যক তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না।" প্রবীণ সেনানায়ক ঈষদ্ধাস্য করিয়া

উত্তর করিলেন, "এই জন্যই লোকে বলে যে বালকের নিকট গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে নাই। ইহার মধ্যেই সেনাপতির আদেশ বিস্মৃত হইলে?" আগন্তুক তোরণের পার্শ্বে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহাদিগের কথোপকথন শুনিতে পাইল। সেনানায়কদিগের পশ্চাতে অপর অশ্বারোহী সেনাদল আসিতেছিল, তাহারা আসিয়া পড়িলেই সে ব্যক্তি তোরণ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের আশ্রয়ে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

রজনীর তৃতীয় প্রহর অবসান হইলে সে ব্যক্তি কপোতিক সঙ্ঘারামের তোরণে প্রবেশ করিল। তখন প্রহরান্তে তোরণে তোরণে বাদ্যধ্বনি হইতেছে, সঙ্ঘারামমধ্যে বিহারে * বিহারে দেবপূজার শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, সঙ্ঘারামমধ্যে দলে দলে ভিক্ষু, উপাসিকা সমবেত হইয়াছে। আগন্তুককে দেখিয়া একজন ভিক্ষু চিনিতে পারিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "নয়সেন, এত রাত্রিতে কোথা হইতে আসিলে?" আগন্তুক উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাস্থবির কোথায়?" ভিক্ষু অনুচ্চস্বরে উত্তর করিল, "বজ্রতারার মন্দিরে।" আগন্তুক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনতায় মিশিয়া গেল।

সঙ্ঘারামের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের মন্দির, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব লোকনাথের মন্দির। লোকনাথের বিহারের ঈশান কোণে বজ্রতারার মন্দির। মন্দির মধ্যে অষ্টধাতুনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্মের কোরকে ধাতুনির্ম্মিতা দেবীমূর্ত্তি, পদ্মের প্রতি দলের উপরে ধূপঘণ্টা, রুদ্রঘণ্টা প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি। মহাসমারোহে এই নবমূর্ত্তির অর্চ্চনা হইতেছে।

* বিহার — মন্দির।

একজন ভিক্ষু ধূপতারার আরতি করিতেছেন, মন্দিরের কোণে কুশাসনে বসিয়া মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ অর্চ্চনার বিধি নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। মন্দির-দ্বারে বহু উপাসক উপাসিকা সমবেত হইয়াছিল। আগন্তুক প্রবেশের পথ না পাইয়া মন্দিরদ্বার হইতে ফিরিয়া বাতায়নের নিকটে গেল এবং দেখিল যে মহাস্থবির বাতায়নের নিকটেই উপবিষ্ট আছেন। আগন্তুক লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, দেবতার পূজায় শ্বেতবর্ণ পুষ্পই ব্যবহৃত হইতেছে, দুই একটি মাত্র রক্তজবা দেখা যাইতেছে। সে তখন বাতায়ন হইতে মন্দিরদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া জনৈক উপাসকের নিকট হইতে একটি রক্তজবা চাহিয়া লইল; পুনরায় বাতায়নের নিকটে আসিয়া বাতায়নপথে জবাটি মহাস্থবিরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিল। মহাস্থবির গ্রন্থ পাঠ করিয়া পূজার বিধি নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, পুস্তকের উপরে রক্তবর্ণ পুষ্প পতিত হইতে দেখিয়া তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়নপথে মূর্ত্তি দেখিয়া পুষ্পটি পুনরায় সেই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর মন্দিরস্থিত একজন ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্যাঘাত হইয়াছে, তুমি গ্রন্থ পাঠ কর।" ভিক্ষু আসিয়া আসনে উপবেশন করিল, মহাস্থবির মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। বাতায়নপথে তাঁহাকে আসন হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া আগন্তুক গবাক্ষ পরিত্যাগ করিল ও জনতায় মিশিয়া গেল।

মহাস্থবিরকে মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া উপাসক ও উপাসিকাগণ তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন। জনতার মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে আগন্তুক তাঁহার কর্ণমূলে অনুচ্চস্বরে কি বলিল। তিনি উত্তর করিলেন, "ত্রিতলের কক্ষে আইস।" আগন্তুক পুনরায় জনতায় মিশিয়া গেল, মহাস্থবির সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্ঘারামের তৃতীয় তলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ আসনে উপবিষ্ট আছেন, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। মহাস্থবিরকে দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি জপে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন উৎসুক চিত্তে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে কক্ষের দ্বারে আঘাত হইল; মহাস্থবির উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন, পূর্ব্ব বর্ণিত আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিল। মহাস্থবির সযত্নে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নয়সেন, এত রাত্রিতে কি জন্য আসিয়াছ? নূতন কিছু সংবাদ আছে?"

নয়—বিশেষ সংবাদ না থাকিলে আপনাকে রাত্রিকালে ত্যক্ত করিতাম না। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বহু অশ্বারোহীসেনা পশ্চিম তোরণ দিয়া চরণাদ্রি যাত্রা করিয়াছে।

মহা—কত অশ্বারোহী হইবে?

নয়—আমি ভাল করিয়া দেখি নাই, বোধ হয় পঞ্চসহস্রেরও অধিক।

মহা—সেনাপতি কে?

নয়—তাহা জানিতে পারি নাই।

মহা—সংবাদ কোথায় প্রেরণ করিতে হইবে?

নয়—কান্যকুব্জে অথবা প্রতিষ্ঠানে।

মহা—উত্তম।

নয়—সংবাদ প্রেরণ সহজ হইবে না, কারণ এখন নগর হইতে লোক বাহির হইতে পাইতেছে না।

মহা—চিন্তার কথা বটে, নয়সেন! তুমি উপবেশন কর, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

মহাস্থবিরের সম্মুখে একটি বেদীর উপরে একটি আরতির ঘণ্টা ছিল; তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া দুইবার বাজাইলেন। এক মূহূর্ত্ত পরে বাহির হইতে দ্বারে কে করাঘাত করিল। নয়সেন উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন, একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহাস্থবিরকে প্রণাম করিল। মহাস্থবির কহিলেন, "মৃগদাব সঙ্ঘারামের আচার্য্য বুদ্ধশ্রী চলিয়া গিয়াছেন কি না জানিয়া আইস।" ভিক্ষু প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, বুদ্ধশ্রী সঙ্ঘারামেই আছেন। মহাস্থবির তাঁহাকে বুদ্ধশ্রীকে সেইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

ভিক্ষু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে মহাস্থবির নয়সেনকে কহিলেন, "চরণাদ্রি দুর্গে কি জন্য যাইতেছে, তাহাত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

নয়—আমি সৌভাগ্যক্রমে একজন সৈনিকের মুখে এই কথা জানিতে পারিলাম। কৌতূহল হওয়ায় পশ্চিমতোরণে যাইয়া দেখিলাম যে, সত্য সত্যই সৈন্য যাইতেছে, তখন আপনাকে সংবাদ দিতে আসিলাম।

মহা—যশোধবল আসিয়া অবধি গুপ্তচরগণ কোন সংবাদই আনিতে পারিতেছে না। নগরে, শিবিরে ও রাজপ্রাসাদে আমাদিগের শত শত

চর রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের একজনও এখনও সংবাদ লইয়া আমার নিকট আসে নাই। সম্রাট সকাশে জানাইয়াছি যে, সঙ্ঘের কার্য্যে বড়ই বাধা উপস্থিত হইয়াছে ; জানাইয়াও কোন ফল পাই নাই, কারণ মহাদেবী তখনও জীবিতা।

মহাস্থবিরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু আর একজন প্রৌঢ় শীর্ণকায় ভিক্ষুকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নবাগত ভিক্ষু মহাস্থবিরকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন, "আচার্য্য! তোমাকে এখনই বিশেষ কার্য্যে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া কান্যকুব্জে অথবা প্রতিষ্ঠানে যাইতে হইবে। অদ্য রাত্রিতে বহু অশ্বারোহীসেনা চরণাদ্রি যাত্রা করিয়াছে, সাম্রাজ্যের কোন সেনানায়ককে এই সংবাদ জানাইতে হইবে। প্রতীহারগণ রাত্রিতে কাহাকেও নগর হইতে বাহির হইতে দিতেছে না, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই যাইতে হইবে। তুমি কৌশলে এখনই নগর হইতে বাহির হইতে পারিবে কি ?

আচার্য্য—চেষ্টা করিয়া দেখি।

মহা—কোন্ পথে যাইবে ?

আচার্য্য—স্থলপথে যাওয়া সম্ভব নহে, একবার জলপথে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

মহা—উত্তম। নয়সেন, তুমি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আচার্য্যের সঙ্গে যাও।

আচার্য্য বুদ্ধশ্রী ও নয়সেন প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সখী সংবাদ

দিবসের প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়; শরতের রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই। পাটলিপুত্রের রাজপথ দিয়া একখানি বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকা দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে। নগরের যে অংশে শ্রেষ্ঠী ও স্বার্থবাহগণ বাস করিতেন, সে অংশে রাজপথগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রাসাদের শিবিকা এবং শিবিকার অগ্রে ও পশ্চাতে সম্রাটের দণ্ডধর দেখিয়া নাগরিকগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল, কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে শিবিকার গতিরোধ হইতেছিল, কারণ চারিপার্শ্বের পথ হইতে শকট, রথ বা অশ্ব আসিয়া রাজপথে পড়িতেছিল। সময়ে সময়ে শিবিকার আরোহী বস্ত্রান্তরাল হইতে বাহকগণকে পথনির্দ্দেশ করিতেছিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর চলিয়া আরোহীর আদেশে বাহকগণ শিবিকা ভূমিতে নামাইল। শিবিকা হইতে একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ডধর দুইজন অগ্রসর হইয়া আসিল, একজন বলিল, “আপনি নামিলেন কেন? মহাপ্রতীহার আদেশ করিয়াছেন যে আপনাকে শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরের দ্বারে নামাইয়া দিতে হইবে।”

রমণী—তোমরা কিছু মনে করিও না এবং মহাপ্রতীহারকে কিছু

বলিও না। আমি সে গৃহে শিবিকায় বসিয়া যাইতে পারিব না। এককালে যাঁহাদিগের দাসী ছিলাম, এখন রাজবাড়ীর দাসী হইয়াছি বলিয়া রাজরাণীর মত শিবিকায় তাঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে পারিব না। শিবিকা ও বাহকগণ এইখানে থাক, তোমরা দুইজন বরং আমার সঙ্গে এস।

রমণী এই বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রমণী একটি অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া দণ্ডধরগণকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে কহিল।

অট্টালিকার প্রাঙ্গণে একজন দাসী সম্মার্জ্জনী হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। সে রমণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" রমণী ঈষৎ হাসিয়া অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিল, "বলি বসন্তের মা! এমন করিয়াই মানুষকে ভুলিতে হয়? এতকাল এই বাড়ীতে এক সঙ্গে কাটাইয়া গেলাম, এই তিন বৎসরের মধ্যে সব ভুলিয়া গেলে?" দাসীর হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী পড়িয়া গেল, সে আশ্চর্য্য হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ও মা, তুই তরলা! তোকে চিনিতে পারিব কি করিয়া ভাই! তুই যে রকম সাজগোজ করিয়া আসিয়াছিস্, তাহাতে কি আর তোকে চিনিবার উপায় আছে? আমি ভাবিয়াছিলাম, কোন শ্রেষ্ঠীর গৃহিণী বুঝি দেখা করিতে আসিয়াছেন। তোর জন্য সকলেই আক্ষেপ করিয়া থাকে। তুই এখন বড় মানুষ হইয়াছিস্, রাজবাড়ীর দাসী হইয়াছিস্; রূপ যৌবনের গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছিস্, তোর কি পুরাতন প্রভুর কথা মনে আছে?"

তরলা—বসন্তের মা, তোর ঝগড়া বাধান স্বভাবটি এখনও যায় নাই দেখিতেছি? তোর রূপ যৌবন গিয়াছে বলিয়া সকলেরই যাইবে নাকি?

বসন্তের মা—মরণ আর কি? পোড়ারমুখী রাজবাড়ীর দাসী হইয়াছেন বলিয়া 'ধরাখানাকে সরা দেখিতেছেন।' আমার রূপ যৌবন আছে না আছে, তাতে তোর কি?

তরলা—আছে কি না আছে তাহা দর্পণে একবার নিজের মুখখানা দেখিলেই বুঝিতে পারিবি।

বঃ মা—তুই তোর পোড়ারমুখ দর্পণ দিয়া দেখ, আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। পোড়ারমুখী বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, তবু স্বভাব যায় নাই, সকালবেলা বাড়ী বহিয়া ঝগড়া করিতে আসিয়াছে।

ক্রমশঃ ক্রোধ বৃদ্ধির সহিত বসন্তের মার কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠিতেছিল; তাহা শুনিতে পাইয়া অন্তঃপুর হইতে বামাকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল; "বসন্তের মা, কাহার সহিত ঝগড়া করিতেছিস্?" বসন্তের মা স্বর সপ্তমে চড়াইয়া উত্তর করিল, "এই তোমার তরলা গো—তোমার সাধের তরলা।" পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা হইল, "কি বলিলি?" বসন্তের মা কণ্ঠস্বরে প্রভুগৃহ কম্পিত করিয়া উত্তর করিল, "তোমার তরলা, তোমার সাধের চিরযৌবনী তরলা, এইবারে শুন্‌তে পেয়েছ?"

অন্তঃপুর হইতে একটি কৃশাঙ্গী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া তরলার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "কি গো রাজরাণি, এতদিন পরে মনে পড়িল?" তরলা হাত ছাড়াইয়া প্রভুকন্যাকে প্রণাম করিল ও কহিল, "ছি দিদি, ও কথা বলিতে নাই।" তরুণী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "তুই যে এ গৃহের পথ ভুলিয়া গিয়াছিস্ তরলা?"

তরলা—সেত তোমারই জন্য দিদি?

তরুণী বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিল, তাহার পরে তরলার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বসন্তের মা অনুচ্চস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মার্জ্জনী কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় গৃহতল মার্জ্জনায় নিযুক্ত হইল। তরলা পুরাতন প্রভুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরিকাগণকে যথাযোগ্য প্রণাম ও সম্ভাষণ করিল। যূথিকা তাহার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সম্ভাষণের পালা শেষ হইলে সে তরলার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল ও কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। তরলা ভূতলে উপবেশন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা জোর করিয়া তাহাকে পালঙ্কে বসাইল, তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল, "তরলা, আমার কি হইবে?" তরলা হাসিয়া বলিল, "বিবাহ।" যূথিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "কবে?"

তরলা—এখনই।

যূথিকা—কাহার সঙ্গে?

তরলা—কেন, আমার সঙ্গে?

যূথিকা—তোর সঙ্গে বিবাহ ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে?

তরলা—তবে আবার কি হইবে, দ্বিচারিণী হইবে নাকি?

যূথিকা—তোর মুখে আগুন, পোড়ারমুখ রঙ্গরস ভিন্ন একদণ্ড থাকিতে পারেন না। তরি! আমি কি এমন করিয়াই মরিব?

তরলা—বালাই ষাঠ, ষষ্ঠীর বাছা, তুমি মরিতে যাইবে কেন? তুমি মরিলে শ্রেষ্ঠিকুলে রাসলীলা করিবে কে?

যূথিকা—রাসলীলা করিবে তোর যম। তরি, এইবার আমি মরিব,

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার সময় হইয়া আসিতেছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে একবার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার দেখা পাই নাই। শেষ দেখা দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করে।

যূথিকার আর বলা হইল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, যুবতী বাল্যসখির বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তরলা বহুকষ্টে তাহাকে শান্ত করিল। শান্ত করিয়া কহিল, "ছি দিদি, অত উতলা হইও না। তিনি মুক্ত হইয়াছেন, কুশলে আছেন। তোমার জন্য প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছি। তিনি এখন যশোধবলদেবের প্রিয়পাত্র, মহানায়ক তাঁহাকে বড়ই বিশ্বাস করেন, এ সকল সংবাদ ত তোমাকে বহু পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি?

যূথিকা—আমি সে সকল কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার মুক্তি যে অন্যরূপে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। পিতা বলিয়াছেন, রমণীর জন্য ও অর্থের জন্য যে ব্যক্তি সঙ্ঘের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে,—পবিত্র চীবর ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে তিনি কন্যাদান করিতে পারিবেন না।

তরলা—তাহাও শুনিয়াছি।

যূথিকা—তবে কি হইবে?

তরলা—ব্যস্ত হইও না।

যূথিকা—তরি, তুই বুঝিতেছিস্ না, পিতা গোপনে আমার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছেন। তিনি আমার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যদি অন্যত্র আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবে কি না বলিতে পারি

না ; কিন্তু তাঁহাকে বলিস্ যে, এ দেহ কখনও অপরের হইবে না ; কখনও পর পুরুষের স্পর্শে কলঙ্কিত হইবে না, ইহাতে প্রাণ থাকিতে পিতা ইহা অপরের করে সমর্পণ করিতে পারিবেন না। বড় ইচ্ছা আছে আর একবার তাঁহাকে দেখিব। তরি! যদি আমি মরিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিস্, তাঁহাকে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বক্ষে লইয়াই যূথিকা মরিয়াছে।

আবেগে শ্রেষ্ঠিকন্যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, তরলাও কথা কহিতে পারিল না ; প্রভুকন্যার মস্তক বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তরলার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তরলা কহিল, "সে কথাও আমরা শুনিয়াছি, ইহার ভিতরে যে বন্ধুগুপ্তের চক্রান্ত আছে, গুপ্তচরমুখে যশোধবলদেবও তাহা শুনিয়াছেন। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।" যূথিকা মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি কি করিব?"

তরলা—পলাইতে পারিবে?

যূথিকা—কাহার সহিত? বড় ভয় হয়।

তরলা—ভয় নাই গো! আমার সহিত যাইতে হইবে না, তোমার রাসরসিকবর আসিয়া স্বয়ং তোমাকে লইয়া যাইবেন।

যূথিকা—ছি!

লজ্জায় যূথিকার সুন্দর মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তরলা হাসিয়া বলিল, "তবে কি করিবে, যাইবে না?"

যূথিকা—পিতা কি মনে করিবেন?

তরলা—এখন আর দুইকুল রাখিতে গেলে চলিবে না। তোমার

কর্ণধারকে কি বলিব বল? আমি ভাবিতেছি গিয়া বলিব যে, কর্ণধার! বন্যার জলে তোমার নৌকা ভাসিয়া গিয়াছে, অপর নাবিক তাহা অধিকার করিয়াছে।

যূথিকা—তুমি নিপাত যাও।

তরলা—তুমি কি করিবে বল?

যূথিকা—যাইব।

তরলা—আমিও এই উত্তর পাইব ভাবিয়া আসিয়াছিলাম।

যূথিকা বাল্যসখিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তরলা অবসর পাইয়া বলিল, "ওগো, সে বেচারার জন্য কিছু রাখিয়া দাও, সবগুলা আমাকে দিয়া ফেলিও না।" যূথিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল। তরলা বলিল, "তাহা হইলে বিলম্বে কাজ নাই।"

যূথিকা—অদ্যই যাইতে হইবে?

তরলা—অদ্য রাত্রিতে।

যূথিকা—কখন?

তরলা—দ্বিতীয় প্রহরের পরে।

যূথিকা—তিনি কোন্ পথে আসিবেন?

তরলা—অন্তঃপুরের উদ্যানের দুয়ার খুলিয়া রাখিও, আমি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। তিনি উদ্যানের বাহিরে অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে ত?

যূথিকা—ঘোড়ায় চড়িব কি করিয়া?

তরলা—তবে তোমার যাওয়া হইবে না দেখিতেছি।

যূথিকা—তুই তাঁহাকে গিয়া বল যে, তিনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।

তরলা—উত্তম, আমি তবে আসি।

তরলা যূথিকাকে আলিঙ্গন করিয়া ও পৌরজনের নিকট বিদায় লইয়া অট্টালিকা হইতে নির্গত হইল।

শ্রেষ্ঠিগৃহের দ্বার হইতে নির্গত হইয়া সে দেখিতে পাইল, বসন্তের মা কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তরলা তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বসন্তের মা, রাগ করিলি ভাই?" বসন্তের মা পূর্ব্ব হইতেই রাগিয়াছিল, কোন্দলে জিতিতে না পারিলে তাহার মন বড়ই খারাপ হইত। সে তরলার কথা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মরণ আর কি, সকাল বেলা হইতে আর কাজ পাইতেছে না, পাড়ায় পাড়ায় কেবল ঝগড়া করিয়া বেড়াইতেছে।" তরলা দেখিল, বসন্তের মার ন্যায় রণনীতিকুশলার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে জিতিতে হইলে অনেক সময় আবশ্যক, কিন্তু এখন আর তার সময় নষ্ট করা উচিত নহে। সে অতি নম্রভাবে গুটিকয়েক কথা কহিয়া বসন্তের মাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল। তরলা দণ্ডধরদ্বয়ের সহিত শিবিকার দিকে চলিয়া গেল। বসন্তের মা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিয়া অন্তরে গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিরহবিধুর।

তরলা প্রাসাদে ফিরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া যশোধবলদেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ তাহাকে চিনিত, তাহারা সভয়ে ও সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। মহানায়কের শয়ন-কক্ষের দ্বারে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন স্বয়ং বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তরলার গতিরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" তরলা উত্তর করিল, "মহানায়ককে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে যাইতেছি।" বিনয়সেন বেত্রদ্বারা তাহার গতিরোধ করিয়া কহিলেন, "কক্ষে সম্রাট আছেন, এখন যাইতে পারিবে না।" তরলা বলিল, "সংবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" কিন্তু বিনয়সেন কহিল, "সংবাদ আমাকে বলিয়া দাও, আমি লইয়া যাইতেছি, নতুবা অপেক্ষা কর।" তরলা একবার ভাবিল যে বিনয়সেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তাহাকে যূথিকার কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না; কিন্তু আবার ভাবিল যে এরূপ কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সে মহাপ্রতীহারকে কহিল, "দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, সংবাদ অত্যন্ত গোপনীয়, প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। আমি এইখানেই দাঁড়াইয়া আছি, মহারাজাধিরাজ বাহির হইয়া আসিলে আমাকে ডাকিয়া দিবেন।"

তরলা বাধা পাইয়া একটি স্তম্ভের অন্তরালে চিন্তা করিতে বসিল—যূথিকাকে কি উপায়ে লইয়া আসিবে এবং লইয়া আসিয়া কোথায় তাহাকে রাখিবে, ইহাই তাহার চিন্তার বিষয়। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তরলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে ভাবিল যে তাহার ন্যায় দাসীর ভাবিয়া মাথাব্যথা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তরলা আপন বুদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দিয়া মহানায়কের শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিতে পাইল যে, দ্বারদেশে সম্রাট, যশোধবলদেব, যুবরাজ, কুমার মাধবগুপ্ত ও মহামন্ত্রী হৃষীকেশশর্ম্মা দাঁড়াইয়া আছেন। তরলা তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটি স্তম্ভের অন্তরালে লুকাইল।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তবে কবে যাত্রা করিতে চাও?" যশোধবলদেব উত্তর দিলেন, "কার্ত্তিকের শুক্লাত্রয়োদশীর দিন।"

সম্রাট—উত্তম। মাধব কি তোমাদিগের আগে যাইবে? আমার বোধ হয় যে, চরণাদ্রি দুর্গ হইতে সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে মাধবের যাত্রা করা উচিত নহে।

যশো—মহারাজ! প্রভাকরবর্দ্ধন যদি প্রকাশ্যে শত্রুতাচরণ আরম্ভ করে তাহা হইলেও সম্রাটবংশীয় একজনকে মহাদেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময়ে স্থাণ্বীশ্বরে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কুমার মাধবগুপ্ত এই সুদীর্ঘ পথ শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন না, তাঁহার স্থাণ্বীশ্বরে পৌছিতে সাত আট মাস সময় লাগিবে, সুতরাং শীঘ্র যাত্রা করাই উচিত। আমি যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।

সম্রাট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তবে তাহাই

হইবে। যাত্রার দিন স্থির করিয়াছ কবে?" যশোধবলদেব উত্তর করিলেন, "আশ্বিনের শুক্লপক্ষে যাত্রার প্রশস্ত সময় আছে।" হৃষীকেশ-শর্ম্মা কিছু শুনিতে পাইতেছিলেন না, তিনি বিনয়সেনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কি স্থির হইল? বিনয়সেন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যশোধবলদেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মন্ত্রীবর! আশ্বিনের শুক্লপক্ষে কুমার মাধবগুপ্তকে স্থাণ্বীশ্বরে প্রেরণ করিব মনস্থ করিয়াছি।" মহামন্ত্রী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সাধু, সাধু।" অনন্তর সকলে সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, কেবল যশোধবলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কল্য রাত্রিতে একজন গুপ্তচর ধৃত হইয়াছে শুনিয়াছেন কি?"

সম্রাট—না, কোথায় ধৃত হইল?

যশো—সে ব্যক্তি রাত্রিশেষে নৌকাযোগে নগর পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু গৌড়ীয় নৌসেনা নৌকাসমেত তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে।

সম্রাট—সে কি মগধবাসী?

যশো—আমাদিগের গুপ্তচরগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার নাম বুদ্ধশ্রী। সে মগধবাসী না হইলেও সাম্রাজ্যের প্রজা বটে, শেষ রাত্রিতে মহারাজাধিরাজের আদেশে নৌসেনা যখন নগর ত্যাগ করিতেছিল, যখন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তাহাদিগের সহিত মিশিয়া নগর ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পথে ধৃত হইয়া বুদ্ধশ্রী বলিয়াছে যে, সে অঙ্গ হইতে বারাণসীতে যাইতেছিল, পথে ধৃত হইয়াছে। গুপ্তচরগণ সংবাদ দিয়াছে যে, সে গত দুই বৎসর যাবৎ কপোতিক সঙ্ঘারামে মহাস্থবির

বুদ্ধঘোষের আশ্রয়ে বাস করিতেছে। তাহার কি দণ্ড বিধান করিব?

সম্রাট—কি দণ্ডবিধান করিতে চাহ?

যশো—সে যে গুপ্তচর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে সে ছদ্মবেশে নগর পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে কেন? আমার অনুমান হয় যে, বুদ্ধঘোষ কোন উপায়ে চরণাদ্রিদুর্গে সেনা প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তির দ্বারা স্থাণ্বীশ্বরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল। বুদ্ধশ্রী অতি ভয়ানক ব্যক্তি, সে ধৃত হইবার সময়ে দুইজনকে আহত করিয়াছে এবং কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়াও গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই। আমি তাহাকে গুপ্তচরের যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

সম্রাট—প্রাণদণ্ড?

যশো—মহারাজাধিরাজের অনুমতি সাপেক্ষ।

সম্রাট—অন্য দণ্ড বিধান করিলে হয় না?

যশো—এ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের বহু অনিষ্ট সাধন করিবে।

সম্রাট,—যশোধবল, এখনও বহু নরহত্যা করিতে হইবে, নিরর্থক প্রাণীহত্যায় লাভ কি?

যশো—মহারাজাধিরাজ কি আদেশ করেন?

সম্রাট—ইহাকে মুক্তি প্রদান করিতে পার না কি?

যশো—কোন মতেই না।

সম্রাট—তবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ।

সম্রাট এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, যশোধবলদেব কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তরলা স্তম্ভের অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া প্রণাম করিল। মহানায়ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরলে, কি করিয়া আসিলে?"

তরলা হাসিয়া কহিল, "প্রভুর আশীর্ব্বাদে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিয়াছি।"

যশো—উত্তম; শ্রেষ্ঠিকন্যা পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত?

তরলা—এখনই।

যশো— তবে বিলম্বের প্রয়োজন কি?

তরলা—প্রভু আদেশ করিলে অদ্য রাত্রিতেই শ্রেষ্ঠিকন্যাকে লইয়া আসি।

যশো—ভাল, তোমার সহিত বসুমিত্র যাইবে, আর কে কে যাইবে?

তরলা—অধিক লোক লইয়া যাইবার আবশ্যকতা আছে কি?

যশো—আর একজন বিশ্বাসী লোক লওয়া উচিত।

তরলা—প্রভু, অনুমতি করুন।

যশো—তুমি সন্ধান করিয়া লও।

তরলা—প্রভু, আমি কোথায় লোক পাইব?

যশোধবলদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সন্ধান করিয়া দেখ, অভাব হইবে না," এই বলিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তরলা ভাবিল এ আবার কি সমস্যা, আমি কোথায় লোক পাইব? মহানায়কের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ বহুকাল পরে তাহার মনে আচার্য্য দেশানন্দের কথা

উদয় হইল, তরলা হাসিয়া ফেলিল। সঙ্ঘারাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অবধি আচার্য্য দেশানন্দ প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিল, যশোধবলদেব তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দেশানন্দ প্রাণভয়ে প্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া কুত্রাপি গমন করিত না এবং বৌদ্ধ দেখিলেই গালি দিত। সে সর্ব্বদাই বেশভূষা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখিয়াছে এবং গুম্ফ, শ্মশ্রু ও কেশ বৃক্ষপত্রের প্রলেপ দিয়া রঞ্জিত করিয়াছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়া থাকে যে, যশোধবলদেব তাহার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাহাকে শরীররক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন ; সেই জন্যই সে প্রাসাদের বাহিরে যাইতে পারে না এবং সে শীঘ্রই মহানায়কের সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করিবে। বহুকাল পরে একনিষ্ঠ সেবকটির কথা স্মরণ করিয়া তরলা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে যশোধবলদেবের আবাস হইতে বাহির হইয়া তোরণাভিমুখে চলিল, প্রাসাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চত্বর পার হইয়া প্রথম চত্বরের তোরণে, প্রতীহার ও দৌবারিকগণের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তরলা দুই তিনটি কক্ষে দেশানন্দের সন্ধান করিয়া ফিরিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাইয়া সে চিন্তিতা হইল, কারণ তখন আর তাহার অধিক সময় নাই। আরও দুই তিনটি কক্ষ সন্ধান করিয়া তরলা প্রথম চত্বরের তোরণ অতিক্রম করিয়া দেখিল, পরিখাতীরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে দেশানন্দ বসিয়া আছে। দেশানন্দের সম্মুখে একখানি বৃহৎ উজ্জ্বল দর্পণ, বৃদ্ধ স্নানান্তে কেশসংস্কার করিতেছে।

প্রাসাদে আসিয়া দেশানন্দ তরলার দেখা পাইত না। তাহাকে দেখিবার জন্য সদাসর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকিত বটে, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে পদার্পণ করিবার ভরসা তাহার কোন দিন হয় নাই। বহুদিন পরে তরলাকে আসিতে দেখিয়া দেশানন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তরলা যে তাহাকে স্ত্রীবেশ পরাইয়া মন্দির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তরলার জন্য তাহার যে জীবন-সংশয় হইয়াছিল, যশোধবলদেব উপস্থিত না হইলে ভিক্ষুগণ যে তাহাকে সদ্যঃ শমনসদনে প্রেরণ করিত, বৃদ্ধ দেশানন্দ এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেল। তরলাকে দেখিয়া তাহার প্রত্যেক ধমনীর রক্ত সবেগে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হইল। সে ক্ষণেকের জন্য অন্ধকার দেখিল। বৃদ্ধ প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, তরলা কোন কার্য্যে প্রাসাদের বাহিরে যাইতেছে, কিন্তু তরলাকে তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া দেশানন্দের সে ভ্রম দূর হইল। তখন ঘোর অভিমান আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। দেশানন্দ বুঝিল, তরলা তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে। বৃদ্ধ একমনে তাহার দীর্ঘ পক্ককেশ সংস্কারে নিযুক্ত হইল।

তরলা দেশানন্দের নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল এবং ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, কেমন আছেন? দাসীকে চিনিতে পারেন কি?" দেশানন্দ উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। তরলা বুঝিল যে, ঠাকুরের অভিমান হইয়াছে, মানভঞ্জন করিতে হইবে। তখন সে আর একটু হাসিয়া দেশানন্দের নিকটে আসিয়া বসিল। বৃদ্ধের মস্তক ঘূর্ণিত হইল, কিন্তু তথাপি সে ফিরিয়া বসিল না। তরলা বুঝিল যে, দেশানন্দের রাগ পড়ে নাই। তখন সে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া কহিল, "পুরুষ মানুষ এমনই বটে, আমি এই তিন বৎসর যাহাকে একবার চোখে দেখিবার জন্য মরিতেছি, সে একবার ফিরিয়াও চাহে না।" দেশানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তরলার দিকে ফিরিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি—তুমি—আবার কেন?" তরলা বৃদ্ধের দিকে ক্রূর কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "তুমি ত একথা বলিবেই বটে? তোমার জন্য আমার জাতি গিয়াছে, মান গিয়াছে, লোকলজ্জা গিয়াছে, এখন তুমি এমন কথা না বলিলে কলির ধর্ম্ম থাকিবে কি করিয়া?" দেশানন্দ বিস্মিত হইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এখন কি বন্ধুগুপ্তের চর হইয়া আমাকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছ?" তরলা দেখিল, দেশানন্দের মান দুর্জ্জয়; তখন সে রমণীকুলের অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিল, বস্ত্রাঞ্চল লইয়া চক্ষু মুছিতে আরম্ভ করিল। নয়নদ্বয়ে জল না থাকিলেও নিমিষের মধ্যে স্ত্রীজাতির অনায়াসলব্ধ অশ্রুজলে তরলার নীলেন্দীবর-তুল্য নয়নদ্বয় ভরিয়া আসিল। দেশানন্দ আকুল হইয়া উঠিল এবং বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হইয়াছে?"

তরলা বুঝিল যে, এতক্ষণে মানভঞ্জন হইয়াছে। সে অনেকক্ষণ দেশানন্দের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেশানন্দ একেবারে গলিয়া গেল। প্রায় একদণ্ড পরে যখন তরলার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল, তখন তরলা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মন্দিরে আবদ্ধ হইবার কারণ তরলা নহে, অদৃষ্ট। তরলাই তাহার পরদিন তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যশোধবলকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। দেশানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রসন্ন হইল। তরলা অবসর বুঝিয়া

কহিল, "ঠাকুর, আজ একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকটে আসিয়াছি।"

দেশানন্দ—কি ?

তরলা—কথাটি কিন্তু বড় গোপনীয়, তবে তোমাকে ত আমার অবিশ্বাস নাই, তোমাকে বলিতে আর দোষ কি, কিন্তু দেখিও যেন প্রকাশ করিও না।

দেশা—না না, তাহাও কি হয় ?

তরলা—দেখ, রাজকুমারী অভিসারে যাইবেন, আমার নিকট একজন বিশ্বাসী লোক চাহিয়াছেন। তুমি যাইবে ?

দেশা—একা ?

তরলা—না, আমি সঙ্গে থাকিব।

দেশা—তাহা হইলে নিশ্চয়ই যাইব।

তরলা—রাজকুমারীকে কুঞ্জকাননে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর তোমাতে আমাতে ঘরে ফিরিয়া আসিব, বুঝিলে ত ?

দেশানন্দ বিলক্ষণ বুঝিল এবং হাসিয়া তরলার হাত ধরিল। তরলা হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইয়া কহিল, "তবে আমি রাত্রিতে তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব, জাগিয়া থাকিও।" দেশানন্দ উত্তর দিল, "উত্তম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমুদ্রগুপ্তের গীত।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে যদুভট্ট আহারান্তে শয়ন করিয়াছিল। বৃদ্ধের বোধ হয় একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, কারণ যশোধবলদেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। যশোধবলদেব তাহার নিকটে গিয়া নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র বৃদ্ধ শয্যায় উঠিয়া বসিল, তাহার পর মহানায়ককে দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহানায়ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আহার হইয়াছে?" যদু কহিল, "অনেকক্ষণ পূর্ব্বে। প্রভু, এতদূর আসিয়াছেন কেন?"

যশো—তোমার নিকটে একটু বিশেষ কার্য্য আছে বলিয়া।

যদু—আমাকে আহ্বান করিলেই ত উপস্থিত হইতাম প্রভু!

যশো—আমার কার্য্যটি গোপনীয়, সেই জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার গৃহে আসিলাম।

যদু—প্রভু! উপবেশন করিবেন কি?

যদু একখানি জীর্ণ আসন বাহির করিয়া ভূমিতে বিছাইয়া দিল, মহানায়ক তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। তাহার পরে ভট্টকে কহিলেন, "যদু! তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে।"

যদু—কি কাজ প্রভু?

যশো—আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমাকে একদিন সমুদ্রগুপ্তের বিজয়যাত্রার মঙ্গলগীতি গায়িয়া শুনাইতে হইবে। তোমার স্মরণ আছে কি? আমরা যখন অল্পবয়স্ক যুবক, তখন আমাদিগকে যাত্রার পূর্ব্ব দিনে গাহিয়া শুনাইতে।

যদু—ইহা আর অধিক কথা কি প্রভু! সমুদ্রগুপ্তের বিজয়যাত্রার গান কত শতবার গায়িয়াছি।

যশো—তোমার সমস্ত কথা স্মরণ আছে ত?

যদু—স্মরণ না থাকিবারই কথা। এখন ত মহারাজের আদেশে ভট্ট চারণের গান নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাইবারই কথা বটে। প্রভু সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি ত অনেকেই লিখিয়া গিয়াছে, কাহার গান গাহিব?

যশো—আমার বোধ হয়,—হরিষেণের প্রশস্তিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট;—তোমার কি তাহা স্মরণ আছে?

যদু—প্রভু! স্মরণ সমস্তই আছে; এতদিন কেবল শ্রোতার অভাব ছিল। মহারাজ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও যুবরাজের আগ্রহে দুই এক দিন তাঁহাকে গুপ্তবংশের কীর্ত্তিকথা গায়িয়া শুনাইয়াছি, কখনও বা কথার ছলে আমাদিগের ভাল গানগুলি বলিয়া গিয়াছি; কিন্তু মহারাজাধিরাজ একদিন শুনিতে পাইয়া তাহার জন্যও তিরস্কার করিয়াছেন।

যশো—সে সব দিন অতীত হইয়াছে যদু, তুমি কবে গায়িবে বল?

যদু—যদি অনুমতি হয় ত এখনই গায়িতে পারি।

যশো—কেবল আমাকে শুনাইলে হইবে না যদু, যাহারা জীবনে প্রথম যুদ্ধে যাইবে, তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে।

যদু—তবে যাহারা শুনিবে আপনি তাহাদিগকে সমবেত করুন।

যশো—এখনই? ভাল।

যশোধবলদেব করতালিধ্বনি করিলেন; একজন প্রতীহার অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল, সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহানায়ককে অভিবাদন করিল। তিনি তাহাকে নরসিংহদত্তকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। প্রতীহার চলিয়া গেলে মহানায়ক ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদু, তুমি একা গায়িতে পারিবে ত? গঙ্গাতীরে শিবিরের প্রান্তরে গায়িতে হইবে।" যদু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "প্রভু! নিশ্চিন্ত থাকুন, যদুর কণ্ঠে এখনও বল আছে, কাহারও সাহায্য আবশ্যক হইবে না।" অল্পক্ষণ পরে প্রতীহার নরসিংহদত্তকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। নরসিংহ প্রণাম করিলে, মহানায়ক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার কোথায়?"

নর—মহাদেবীর মন্দিরে।

যশো—তাঁহাকে বল এখনই শিবিরে যাইতে হইবে। যাত্রার পূর্ব্বে একদিন মঙ্গলগীতি শুনিতে হয়। অদ্য যদুভট্ট সমুদ্রগুপ্তের বিজয়যাত্রার গান গাহিবে। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।

নর—আমরা যুবরাজের সহিত এখনই শিবিরে চলিয়া যাইতেছি।

নরসিংহ চলিয়া গেল। মহানায়ক ভট্টকে কহিলেন, "যদু! চল আমরাও যাত্রা করি।" যদুভট্ট উত্তরীয় গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পুরাতন প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন।

অপরাহ্ণে মহানায়ক যশোধবলদেবের রথ যখন গঙ্গাতীরের শিবিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন যুবরাজ শশাঙ্ক ও তাঁহার সঙ্গিগণ আসিয়া

পৌঁছিয়াছেন। প্রান্তরে শিবিরের সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সশস্ত্র হইয়া সমান্তরালে সরলরেখায় দাঁড়াইয়াছে, বিংশতি সহস্র পদাতিক ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী নূতন অস্ত্রশস্ত্রে ও নূতন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গঙ্গাবক্ষে গৌড়ীয় নাবিক-গণ কর্ত্তৃক চালিত তিনশত নৌকা, দশ পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহানায়ককে দেখিয়া ত্রিংশসহস্র মনুষ্য সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহানায়ক যশোধবলদেব ও যদুভট্ট রথ হইতে অবতরণ করিলেন। যুবরাজের আদেশে তিনসহস্র গৌড়ীয় নাবিক নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রান্তরে আসিয়া স্বতন্ত্রস্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইল। রামগুপ্ত, যশোধবলদেব, যুবরাজ শশাঙ্ক, কুমার মাধবগুপ্ত, নরসিংহদত্ত, মাধববর্ম্মা, অনন্তবর্ম্মা প্রভৃতি নায়কগণ সেনাদলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ভট্ট বীণা লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপবেশন করিল।

বীণা বাজিতে লাগিল, প্রথমে ধীরে ধীরে, তাহার পর দ্রুত, অতি দ্রুত বাজিয়া একেবারে নীরব হইল। আবার বীণা বাজিতে আরম্ভ করিল, বৃদ্ধ তাহার সহিত গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল। বীণার সহিত গীতের সুর মিশিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। সমবেত জন-মণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া শুনিল, ভট্ট গায়িতেছে ;—

"কে যায়, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য কম্পিত করিয়া কে যায় ?—শত শত নরপতির মুকুটমণি যাঁহার গরুড়ধ্বজ অলঙ্কৃত করিয়াছে, সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ও হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যাঁহার বিজয়-বাহিনীর পদভরে কম্পিত, কে সে ?—মহারাজাধিরাজ

"মাগধ সেনা! সমুদ্রগুপ্তের নাম শুনিয়াছ, ধান্যক্ষেত্রে কাশগুচ্ছের ন্যায় যিনি অচ্যুত ও নাগসেনকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন, যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শত শত বর্ষ পরে মাগধ-সেনা পুনরায় বিজয়যাত্রায় নির্গত হইয়াছে, তিনিই সমুদ্রগুপ্ত।"

"সপ্তশতবর্ষপরে মগধরাজ বিজয়যাত্রায় নির্গত হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, দিগ্বিজয়াভিলাষী চন্দ্রবর্ম্মা বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে, নলপুরে গণপতিনাগের উচ্চশীর্ষ অবনত হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় একচ্ছত্র হইয়াছে। অবনত মস্তকে আটবিক রাজগণ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত বিজিত হইয়াছে, সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-বাহিনী দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।"

"মহাকোশলে মহেন্দ্রের অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, ভীষণ মহাকান্তারে ব্যাঘ্ররাজ কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গুল আন্দোলন করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। পূর্ব্ব সমুদ্রের তীরে মেঘমণ্ডিতশীর্ষ মহেন্দ্রগিরির দুর্জ্জয় কোট্টুর দুর্গাধিপতি স্বামিদত্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র, পশ্চিমে কেরলে মণ্টরাজ, এরণ্ডপল্লে দমন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সামন্তপদ গ্রহণ করিয়াছে।"

"মাগধ-সেনা দাক্ষিণাত্যে চলিয়াছে, শত শত সমরবিজয়ী পল্লবরাজ তীর্থরাজ কাঞ্চিনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাঞ্চির পাষাণ-বেষ্টনী বা শঙ্করের ত্রিশূল বিষ্ণুগোপকে রক্ষা করিতে পারে নাই, নগরতোরণে গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছে, মহাদেবের ত্রিশূলের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুচক্র স্থাপিত হইয়াছে, অবিমুক্ত ক্ষেত্রে নীলরাজ, বেঙ্গীনগরে হস্তি-

বর্ম্মা, পলকে উগ্রসেন দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া মহারাজাধিরাজের পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়াছে। গিরিবেষ্টিত দেবরাষ্ট্রে কুবের ও কুস্থলপুরে ধনঞ্জয় রাজ্যচ্যুত হইয়াছে। ভয়ে সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত-নরপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিয়াছে।"

"বিজয়বাহিনী মগধাভিমুখে ফিরিয়াছে। অবন্তিকায়, মালব, আভীর ও প্রার্জ্জুন জাতি, আটবিক প্রদেশে সনকানীক, কাক, খরপরিক জাতি ও সপ্ত সিন্ধুবাসী অর্জ্জুনায়নযৌধেয়মদ্রকাদি জাতি যাহারা কখনও রাজতন্ত্রের বশীভূত হয় নাই, তাহারাও মহারাজাধিরাজের পদানত হইয়াছে।"

"মহারাধিরাজ পাটলিপুত্রে ফিরিয়াছেন, দৈবপুত্র ষাহি, ষাহানুষাহি, শক, মুরুণ্ড প্রভৃতি বর্ব্বরজাতি সভয়ে বহুমূল্য রত্নরাজি প্রেরণ করিয়াছে। সমুদ্রের পরপারে সিংহলরাজের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছে। কুলাঙ্গনাগণ লাজ নিক্ষেপ করিয়া বিজয়ী সেনাদলকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ধূলিমুষ্টির ন্যায় শত শত নরপতির মুকুটমণি রাজপথে ছড়াইয়া দিয়া মহারাজাধিরাজ পাটলিপুত্রের ভিক্ষুগণের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়াছেন, নৃগ, নহুষ, যযাতি, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজগণও এমন দিগ্বিজয় করিতে পারেন নাই।"

"কলিতে কে কয়বার অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছে? যিনি দাসীপুত্রের বংশ পবিত্র মাগধ সিংহাসন হইতে দূর করিয়াছিলেন, যাঁহার ভয়ে পার্ব্বত্য উপত্যকায় যবনগণ কম্পিত হইত, তিনি করিয়াছিলেন, আর কে করিয়াছে? কাহার অশ্ব দিগন্ত হইতে দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া

আসিয়াছে? কাহার যজ্ঞের দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছে? কে সে? মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত।"

গীতধ্বনি থামিয়া গেল, সহস্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল; ভীষণধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাষাণ-নির্ম্মিত দুর্গবৎ কপোতিক সঙ্ঘারামে মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ কম্পিত হইলেন।

পুনরায় গীতধ্বনি উত্থিত হইল,—

"বন্ধুগণ, দুইশত বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মগধ, মগধ রহিয়াছে। শীঘ্র মাগধসেনা বিজয়যাত্রায় নির্গত হইবে, ভরসা করি তোমরা প্রাচীন মগধের সম্মান, প্রাচীন সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রাচীন মহানায়কের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিবে। সমুদ্রবৎ মেঘনাদের তীরে তোমাদিগের বাহুবল পরীক্ষিত হইবে, মেঘনাদের কাল জল শত্রুসৈন্যের শোণিতে রঞ্জিত করিতে হইবে, রিপুবধূর ললাট হইতে সীমন্তের সিন্দুর-রেখা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মাগধ বীরগণ, প্রস্তুত হও।"

পুনরায় গীতধ্বনি থামিয়া গেল, আবার সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সেনাপতির আদেশে সেনাদল শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যশোধবলদেব ধীরে ধীরে ভট্টের নিকটে গিয়া বলিলেন, "যদু, হরিষেণের গান আজি আর ভাল লাগিল না কেন?" যদু বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।" যশোধবলদেব কহিলেন, "তথাপি কেন ভাল লাগিল না? সেদিন স্কন্দগুপ্তের গান যেমন মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল, তেমন ত লাগিল না?" ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় বৃদ্ধ মহানায়কের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলে শিবির হইতে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভিসারে রাজকুমারী।

নিশীথ রাত্রিতে তরলা প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া দেশানন্দের কক্ষের দ্বারে আঘাত করিল। দেশানন্দ জাগিয়া ছিল; সে কপাট খুলিয়া দিয়া কহিল, "ভিতরে আইস?" তরলা কহিল, "বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, এখন আর ভিতরে যাইতে পারিব না, তুমি শীঘ্র বাহির হইয়া আইস।" দেশানন্দ কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার বেশভূষা দেখিয়া তরলা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, মস্তকে স্বুবর্ণখচিত উষ্ণীষ, কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে দীর্ঘ শূল। বৃদ্ধ ভাবিল, তরলা তাহার বীরবেশ দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মনে ধরে ত?" তরলা উত্তর দিল, "অনেক দিনই ধরিয়াছে! এত পোষাক পরিচ্ছদ পাইলে কোথায়?"

দেশা—কিছু কিনিয়াছি, কিছু মহানায়ক দিয়াছেন।

তরলা—অর্থ পাইলে কোথায়?

দেশা—আসিবার দিন তোমার জন্য সঙ্ঘারামের ভাণ্ডার হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম।

দেশানন্দ তরলার সহিত চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হঠাৎ বাধা

পাইয়া পড়িয়া গেল। তরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?" দেশানন্দ উত্তর দিল, "পা পিছলাইয়া গিয়াছিল।" প্রকৃতপক্ষে দেশানন্দ এখন আর রাত্রিতে ভাল দেখিতে পায় না, কিন্তু সে কথা সে প্রাণান্তেও তরলার নিকট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে দেশানন্দ একটি বৃক্ষকাণ্ড দেখিতে না পাইয়া তাহাতে আঘাত লাগিয়া দ্বিতীয়বার পড়িয়া গেল। তরলা বুঝিল যে, বুড়া রাতকাণা হইয়াছে। সে ভাবিল ভালই হইয়াছে; বুড়া রাত্রিতে দেখিতে পাইবে না, শ্রেষ্ঠিকন্যা যূথিকাকে রাজকুমারী বলিয়া মনে করিবে। তরলা দেশানন্দকে লইয়া প্রাসাদের তৃতীয় তোরণ পার হইয়া আসিল; তাহা দেখিয়া দেশানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কই অন্তঃপুরে গেলে না?" তরলা হাসিয়া বলিল, "তোমার বুদ্ধিতে চলিলে এতক্ষণ হাতে দড়ি পড়িত। এই হাজার লোকের মাঝখান দিয়া তোমাকে আমি অন্তঃপুরে লইয়া যাই, তারপর আমিও মরি, তুমিও মর।" দেশানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রাজকুমারী আসিবেন কি করিয়া?" তরলা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রজ্জুনির্ম্মিত অবতরণিকা বাহির করিয়া দেখাইল এবং বলিল, "রাজকুমারী, ইহাই অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসিবেন। উভয়ে দ্রুতপদে নগরের রাজপথ অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠিমহলে উপস্থিত হইল। তরলা যূথিকার পিতৃগৃহের নিকটে উপস্থিত হইয়া গৃহের পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে প্রবেশ করিল। সে যূথিকাকে উদ্যানের দ্বার খুলিয়া রাখিতে বলিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, দ্বার রুদ্ধ।

তরলা দেশানন্দের সাহায্যে উদ্যানের প্রাচীরের উপরে উঠিল এবং তাহার পর রজ্জুর অবতরণিকা লাগাইয়া প্রাচীর হইতে অবতরণ করিল।

দেশানন্দ অবতরণিকার প্রান্ত ধরিয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তরলা ফিরিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে দেশানন্দকে কহিল, "ঠাকুর, তুমি প্রাচীরের এই দিকে আইস। উদ্যানের দুয়ারে কে চাবি লাগাইয়া দিয়াছে, আমি কিছুতেই খুলিতে পারিতেছি না।" দেশানন্দ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া তরলার নিকটে গেল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দুয়ার খুলিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া তরলা বলিল, "ঠাকুর! তুমি এই প্রাচীরের অন্ধকারে লুকাইয়া থাক, আমি রাজকুমারীর নাগরটিকে ডাকিয়া আনি।"

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। চন্দ্রালোক অস্পষ্ট হইলেও তাহা দেশানন্দের ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির সাহায্য করিতেছিল। সে আলোক দেখিয়া তরলার আদেশানুসারে প্রাচীরের ছায়ায় লুকাইয়া রহিল। তরলা পুনরায় প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্যানে আসিল, এবং উদ্যান হইতে বাহির হইয়া যূথিকার পিতৃগৃহের অনতিদূরে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে একজন লুকাইয়া ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, তরলা?" তরলা বলিল, "হাঁ, আপনি শীঘ্র আসুন।"

"ঘোড়া লইয়া যাইব কি?"

"আপত্তি কি।"

"কি হইয়াছে?"

"এখনও ভিতরে যাইতে পারি নাই। শ্রেষ্ঠী উদ্যানের দুয়ারে তালা লাগাইয়াছে।"

অশ্বারোহী বসুমিত্রকে সঙ্গে লইয়া তরলা পুনরায় শ্রেষ্ঠীর উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং উভয়ে অবতরণিকার সাহায্যে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া

শ্রেষ্ঠিগৃহে প্রবেশ করিল। বসুমিত্র তালা খুলিবার বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহা দেখিয়া তরলা বলিল, "তবে শ্রেষ্ঠিকন্যাকে প্রাচীর উলঙ্ঘন করিতে হইবে, অধিক বিলম্ব করিলে চলিবে না। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার আর একটি পথ জানি।" বসুমিত্র তাহার কথায় সম্মত হইলেন। তরলা দেশানন্দকে কহিল, "ঠাকুর, তুমি এইখানে লুকাইয়া থাক, অপর কেহ আসিলে অবতরণিকাটি সরাইয়া রাখিও।" দেশানন্দ উত্তর করিল, "তোমরা অধিক বিলম্ব করিও না। কি জান রাত্রিকাল, এখন উপদেবতারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।" তরলা হাসিয়া বলিল, "তোমার ভয় নাই, আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যাইতে যাইতে বসুমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরলে, তোমার সঙ্গীটি কে?"

তরলা—চিনিতে পারিলে না?

বসু—না।

তরলা—এতকাল একসঙ্গে বাস করিয়া আসিলে, তবু চিনিতে পারিলে না?

বসু—কে বল দেখি?

তরলা—দেশানন্দ।

বসু—বল কি?

তরলা—ফিরিবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

উভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে শ্রেষ্ঠিকন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

বসুমিত্র ও তরলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে দেশানন্দ বড়ই বিপদে

পড়িল। তরলা যখন বসুমিত্রকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন হইতে তাহার ভয় হইতেছিল, কিন্তু সে তরলাকে সে কথা বলিতে সাহস পায় নাই। দেশানন্দ কোষ হইতে তরবারিখানি বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিল, তাহার পর শূলের ফলকটি পরীক্ষা করিয়া দে'খল। ইহাতে তাহার মনে একটু সাহস হইল, কিন্তু পরক্ষণে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল যে দুই একটি আম্রবৃক্ষের নিম্নে ঘোর অন্ধকার। তাহার ভয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। সে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দুয়ারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, উদ্যানের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, বসুমিত্রের অশ্বটি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাহার মনে আর একটু সাহস হইল; সে ভাবিল যে উপদেবতা আসিলে অশ্বটি নিশ্চয়ই ভয় পাইত।

একদণ্ড অতীত হইল, তথাপি তরলা ফিরিয়া আসে না। উদ্যানে শিশিরসিক্ত বৃক্ষশাখাগুলি পবন-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছিল; পত্রসমূহের উপরে সহস্র সহস্র শিশিরবিন্দুতে চন্দ্রালোক পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছিল; বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া ভাবিল যে, শ্বেতবস্ত্রাবৃত অতি দীর্ঘকায় একজন মনুষ্য তাহাকে ডাকিতেছে। সে বিষম ভয়ে কাণ্ডাকাণ্ডবিরহিত হইল, দুয়ারের নিকটে তরবারি ও শূল ফেলিয়া যে দিকে তরলা ও বসুমিত্র গিয়াছিল, উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল। প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের শেষে একটি দ্বার; বসুমিত্র প্রবেশ করিবার সময়ে তাহা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেশানন্দ সেই দুয়ার দিয়া শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে চারিদিক্ ঘুরিয়া বৃদ্ধ অবশেষে পথ ভুলিয়া গেল, ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চারি বৎসর পরে বসুমিত্র ও যূথিকার মিলন হইল। প্রথমে অভিমান, তাহার পর দুর্জ্জয় মান এবং মধুর মিলনের অভিনয় হইয়া গেল। একদণ্ড অতিবাহিত হইল। তরলা কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বারবার গৃহের বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথা প্রেমিক-প্রেমিকাযুগলের কর্ণে দশবারের মধ্যে একবার পৌঁছিল কি না সন্দেহ। যূথিকা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া যাইবে, আর কখনও আসিবে কি না সন্দেহ। সে একবার তাহার পালিত বিড়ালটীকে আদর করিতেছিল, আবার তখনই তাহার প্রেমাস্পদের কথালাপে ব্যস্ত হইতেছিল; একবার পিঞ্জরাবদ্ধ নিদ্রিত শুকপক্ষীটিকে চুম্বন করিতেছিল, আবার তখনই তরলার তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া জন্মের মত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এইরূপে রজনীর তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল। নগরের তোরণে তোরণে ও মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তরলা ব্যস্ত হইয়া যূথিকার হাত ধরিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল, বসুমিত্র তাহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। শ্রেষ্ঠিকন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিল।

তরলা উদ্যানের প্রাচীরের নিকটে আসিয়া দেখিল যে, দেশানন্দ নাই। অন্তঃপুরের দুয়ারের নিকটে তাহার শূল ও তরবারি পড়িয়া আছে। বসুমিত্র তখন যূথিকাকে শান্ত করিতে ব্যতিব্যস্ত। তরলা তাঁহাকে কহিল, “আমার ঠাকুরটি যে নাই!” বসুমিত্র কহিলেন, “আশ্চর্য্য, গেল কোথায়?” এই সময়ে শ্রেষ্ঠিগৃহে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের মা “চোর” “চোর” করিয়া তারস্বরে

চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তরলা বলিল, "ঠাকুর! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বুড়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে খুঁজিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, নিশ্চয়ই কাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, এখন শীঘ্র পালাও।" তরলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যাতনাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিয়া যূথিকা মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং বসুমিত্র তাঁহাকে না ধরিয়া ফেলিলে ভূমিতে পতিত হইতেন। বসুমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরলা, এখন উপায়?" তরলা কহিল, "শ্রেষ্ঠিকন্যাকে আমি ধরিতেছি; আপনি শীঘ্র প্রাচীরের উপরে উঠুন।" তরলা চেতনাশূন্যা যূথিকাকে ধারণ করিল। বসুমিত্র এক লম্ফে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া যূথিকাকে টানিয়া লইলেন। তাহার পর তরলা প্রাচীরের উপরে উঠিয়া যূথিকাকে ধরিল, বসুমিত্র প্রাচীর হইতে নামিয়া যূথিকাকে গ্রহণ করিলেন। তরলা প্রাচীর হইতে নামিয়া কহিল, "ঠাকুর, শীঘ্র ঘোড়ায় উঠ এবং ঠাকুরাণীকে উঠাইয়া লও।" বসুমিত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া যূথিকাকে গ্রহণ করিলেন। তখন তরলা কহিল, "পাড়ার লোক জাগিয়া উঠিয়াছে, শীঘ্র পালাও। একেবারে মহানায়কের কক্ষে যাইও, তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।" বসুমিত্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি?" তরলা বলিল, "আমার জন্য ভাবিও না, আমি পলাইতে ইচ্ছা করিলে ধরিতে পারে, এমন লোক এখনও পাটলিপুত্রে জন্মে নাই।" বসুমিত্র তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদিকে বসন্তের মার চীৎকারে পাড়ার লোক জাগরিত হইয়াছে; যূথিকার পিতার প্রতিবেশিগণ আলোক জ্বালিয়া চোরের অনুসন্ধানে

বাহির হইয়াছে। তরলা অন্ধকারে ও গৃহের ছায়ায় লুকাইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অন্তর্হিত হইল। বস্তুতঃ দেশানন্দ অন্ধকারে বসন্তের মার উপরে পড়িয়া গিয়াছিল। বসন্তের মা সহজ পাত্রী নহে; সে দেশানন্দকে বলপূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিয়া "চোর" "চোর" রবে পল্লী মাতাইয়া তুলিতেছিল। গৃহের লোক জাগরিত হইয়া দেখিল যে, সত্যসত্যই একজন অপরিচিত পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং বসন্তের মা তাহাকে ধরিয়া আছে। তখন সকলে মিলিয়া চোরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেশানন্দ প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেবল বলিতে লাগিল, "আমি চোর নহি, আমাকে মারিও না, আমি যশোধবলদেবের শরীররক্ষী। রাজকুমারী অভিসারে আসিবার সময়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।" তাহার কথা শুনিয়া দুই একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ রাজকুমারী?" দেশানন্দ কহিল, "সম্রাট্ মহাসেনগুপ্তের কন্যা।" কিন্তু লোকে তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, কারণ সম্রাটের কন্যা ছিল না। কেহ কেহ বলিল, "ইহাকে উত্তমরূপে প্রহার কর, এ বেটা পুরাতন চোর, প্রভাতে নগর-রক্ষকের নিকট ধরিয়া দিও।"

দেশানন্দ উত্তম-মধ্যম প্রহার ভোগ করিয়া নীরব রহিল। প্রভাতে চৌরোদ্ধরণিক আসিয়া তাহাকে কারাগারে লইয়া গেল। রাত্রিশেষে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, যূথিকা যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছে, ইহা গৃহের লোক আর সে রাত্রে জানিতে পারিল না।

বসুমিত্র দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, পথিমধ্যে শীতল বায়ু সংস্পর্শে যূথিকার চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। তোরণের

রক্ষিগণ বসুমিত্রকে চিনিত; তাহারা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বসুমিত্র নূতন প্রাসাদের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যশোধবলদেবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহানায়ক তখনও নিদ্রিত হন নাই, এবং বোধ হয় তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশে একজন দাসী আসিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল, বসুমিত্র বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিজয় যাত্রা।

আশ্বিনের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ নারায়ণশর্ম্মা কুমার মাধবগুপ্তকে লইয়া স্থাণ্বীশ্বর যাত্রা করিলেন। চরণাদ্রি হইতে হরিগুপ্ত সংবাদ পাঠাইলেন যে, বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে এবং স্থাণ্বীশ্বরের সেনা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে নাই। তখন যশোধবলদেব নিশ্চিন্তমনে বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হেমন্তের শেষে পদাতিক সেনা ও নৌ-বাটক গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিল। স্থির হইল যে, পদাতিকসেনামণ্ডলী গিরিসঙ্কট অধিকার করিলে, যশোধবলদেব ও যুবরাজ শশাঙ্ক অশ্বারোহী সেনা লইয়া যাত্রা করিবেন। তখন গৌড়ে বা বঙ্গে প্রবেশ করিতে হইলে, মণ্ডলার সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথ অধিকার করা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। সহস্রাধিক বর্ষ পরে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব কাশিম আলি খাঁ, এই গিরিসঙ্কটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রাজ্যসম্পদ্ হারাইয়া অবশেষে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণের অধিকারকালে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি না হইলে কেহ মণ্ডলাদুর্গের অধিকার পাইতেন না। নরসিংহদত্তের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল যাবৎ এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পিতা তক্ষদত্তের মৃত্যুর পরে বর্ব্বর জাতিগণ মণ্ডলাদুর্গ অধিকার করিয়াছিল। সম্রাট দুর্গ রক্ষার জন্য অন্য

সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কারণ নরসিংহদত্ত তখনও অতি শিশু। নরসিংহদত্ত যশোধবলদেবের অনুমতি লইয়া পদাতিক সৈন্যের সহিত মণ্ডলাদুর্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। সম্রাট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের যুদ্ধাবসানে নরসিংহের পূর্ব্বপুরুষের অধিকার তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

যশোধবলদেব, যূথিকা আসিবামাত্র তাহাকে অন্তঃপুরে মহাদেবীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসুমিত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। সে পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠিকন্যা রাজঅন্তঃপুরেই বাস করিবে। তরলা কিন্তু যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই, যূথিকার সহিত বসুমিত্রের বিবাহ ব্যাপার শেষ করিবার জন্য যশোধবলদেবকে বড়ই ধরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মহানায়ক কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যোদ্ধার পক্ষে নবপরিণীতা পত্নী রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা অসম্ভব; এতদ্ব্যতীত যুদ্ধযাত্রা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কোন সৈনিক পুরুষেরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। তরলা অগত্যা নিরস্ত হইল।

কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল যে, গিরিসঙ্কট অধিকৃত হইয়াছে, পদাতিক সেনা উপত্যকাবাসী বর্ব্বরগণকে পরাজিত করিয়া বশীভূত করিয়াছে। অল্পসংখ্যক সেনা গিরিসঙ্কটে রাখিয়া নরসিংহদত্ত গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তখন শুভদিন দেখিয়া যশোধবলদেব যুবরাজ শশাঙ্ককে লইয়া পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিলেন। মহারাজাধিরাজের আদেশে রাজধানী উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হইল, নগরের পূর্ব্বতোরণ দিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহিসেনার সহিত যুবরাজ বঙ্গদেশে বিজয়-যাত্রা করিলেন।

মাধববর্ম্মা ও অনন্তবর্ম্মা তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া চলিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট নগর-তোরণে আসিয়া বাল্যবন্ধুর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহার বামচক্ষু বার বার স্পন্দিত হইতেছিল। যশোধবলদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবরাজ যথাসময়ে মণ্ডলাদুর্গে পৌঁছিলেন; পদাতিক সেনা লইয়া নরসিংহদত্ত গৌড়ে পৌঁছিলে, তাঁহারা পথে মণ্ডলা ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌড় তখনও ক্ষুদ্র নগর, প্রদেশমাত্রের রাজধানী। নৌ-বাটক গৌড়ে পৌঁছিলে গৌড়ীয় মহাকুমারামাত্য * মহাসমারোহে যুবরাজের অভ্যর্থনা করিলেন। বন্দরের নৌকাসমূহ নানাবর্ণের পতাকায় সুশোভিত হইল, নগরের পথে পথে কৃত্রিম তোরণ-সমূহ নির্ম্মিত হইল, সন্ধ্যাগমে লক্ষ লক্ষ দীপমালায় সুশোভিত হইয়া ক্ষুদ্র নগর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গৌড়ে বহু সুশিক্ষিত সেনা স্বেচ্ছায় যুদ্ধযাত্রায় যোগদান করিল। সমুদ্রগুপ্তের বংশধর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন শুনিয়া গৌড়ীয় অমাত্যগণ দলে দলে নিজ নিজ শরীররক্ষী সেনা লইয়া গরুড়-ধ্বজের নিম্নে সমবেত হইল। যুবরাজ যখন গৌড় পরিত্যাগ করিলেন, তখন দ্বিসহস্রের পরিবর্ত্তে দশ সহস্র অশ্বারোহিসেনা তাঁহার সহিত যাত্রা করিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা শেষ হইলে, বিদ্রোহী সামন্তগণের অধিকার আরম্ভ হইল। নিরীহ প্রজাবৃন্দ সানন্দে সম্রাট্‌পুত্রকে অভ্যর্থনা করিল। পদাতিক সেনা গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিল। দুই একস্থানে ক্ষুদ্র

* মহাকুমারামাত্য—শাসনকর্ত্তার উপাধি।

ভূস্বামিগণ মৃন্ময়দুর্গে সাম্রাজ্যের সেনাদলকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যশোধবলদেব তাহাদিগের দুর্গগুলি অধিকার করিয়া দুর্গ-স্বামিগণের প্রতি এমন কঠোর দণ্ড বিধান করিলেন যে, ভয়ে অধিকাংশ মহত্তর * ও মহত্তম † আত্মসমর্পণ করিয়া মহানায়কের শরণাপন্ন হইল। এইরূপে মেঘনাদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত অধিকৃত লইল। পৌষের শেষে মেঘনাদতীরে সমগ্র অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌ-সেনা সমবেত হইল। বহুদর্শী মহানায়ক পদানত সামন্তগণকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহারা সানন্দে বহুদিনের সঞ্চিত রাজস্ব যুবরাজ সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। লক্ষাধিক সুবর্ণমুদ্রা পাটলিপুত্রে প্রেরিত হইল। পরাজিত সামন্তগণের অবস্থা দেখিয়া মেঘনাদের পরপারস্থিত সামন্তগণও ক্রমশঃ মহানায়কের নিকট দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মেঘনাদের পূর্ব্বতীরে এবং সমুদ্রের উপকূলস্থিত সমতটে যে সমস্ত সামন্তরাজগণের অধিকার ছিল, তাহারা অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ এবং ঘোরতর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। সেখানকার পশ্চিমতীরবর্ত্তী সামন্তরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণবিদ্বেষ ছিল না, কারণ দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণগণের সহিত বসবাস হেতু, তাঁহাদিগের মনে বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হয় নাই। সেই সময়ে বজ্রাচার্য্য শক্রসেন, সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতৃগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্রোহিগণ তাঁহাদিগের সাহায্যে স্থাণ্বীশ্বর হইতে অর্থ এবং উৎসাহ উভয়ই পাইতে-ছিল। কান্যকুব্জে বুদ্ধভদ্র এবং স্থাণ্বীশ্বরে অমোঘরক্ষিত, শক্রসেন ও

* মহত্তর—জমিদার।

† মহত্তম—ভূস্বামীবিশেষ।

বন্ধুগুপ্তের সাহায্যে আর্য্যাবর্ত্তে একচ্ছত্র বৌদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বঙ্গের ও সমতটের সামন্তগণকে দূত প্রেরণ করিতে দেখিয়া যুবরাজ ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় অল্প আয়াসেই বঙ্গদেশ বিজিত হইল, কিন্তু মানবচরিত্রাভিজ্ঞ বৃদ্ধ মহানায়ক ইহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, মেঘনাদের পশ্চিমতীরে কেবল সামন্ত রাজগণই বিদ্রোহী হইয়াছিল; কিন্তু নদের পূর্ব্বতীরে সামান্য কৃষক পর্য্যন্তও গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরোধী।

মেঘনাদতীরে শিবিরে থাকিয়া যশোধবলদেব সংবাদ পাইলেন যে, উত্তরে কামরূপপতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহিগণের সহায়তা করিতেছেন। ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজগণের সহিত মগধের গুপ্তরাজবংশের বহুদিনের বিবাদ ছিল। এই বিবাদের ফলে বঙ্গ-কামরূপের সীমান্তস্থিত একটি উর্ব্বর প্রদেশ জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সম্রাট মহাসেনগুপ্ত যৌবনে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া কিছু কালের জন্য এই বিবাদ-বহ্নি শান্ত করিয়াছিলেন। সুস্থিতবর্ম্মার পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার রাজত্বের প্রথম অংশে কামরূপরাজের সহিত গুপ্ত সম্রাটের কোন বিবাদ ছিল না। তবে যুদ্ধারম্ভ হইলে কামরূপরাজ যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, যশোধবলদেব ইহা সম্রাটকে জানাইয়াই আসিয়াছিলেন। মেঘনাদতীরে শিবিরে সেনাদল আলস্যে দিনপাত করিতেছিল। যশোধবলদেবও কামরূপরাজের গতিবিধির সংবাদ না পাইয়া মেঘনাদ পার হইতে ভরসা করিতেছিলেন না। এখন কামরূপাধিপতির প্রকাশ্য শত্রুতাচরণের সংবাদ পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

যশোধবলদেব গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজপুত্র ভাস্করবর্ম্মা সসৈন্যে বঙ্গীয় বিদ্রোহীবর্গের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছেন। অগ্রগামী কামরূপসেনা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীর অবলম্বন করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। ভাস্করবর্ম্মা দ্বিতীয় সেনাদলের সহিত প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তখনও বঙ্গীয় সামন্তগণ সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিতেছেন। যশোধবলদেব সেনাপতি-গণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। মেঘনাদতীরে বিস্তৃত আম্র ও পনস বনে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। একটি বিশালকায় আম্রবৃক্ষের নিম্নে মন্ত্রণাসভার জন্য নূতন পটমণ্ডপ স্থাপিত হইল। মহানায়ক যশোধবলদেব, যুবরাজ শশাঙ্ক, নরসিংহ ও মাধববর্ম্মা, বীরেন্দ্রসিংহ এবং অনন্তবর্ম্মা সেই স্থানে সম্মিলিত হইলেন। যশোধবলদেব সকলকে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য?" যুবরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "শত্রুসেনার সহিত বিদ্রোহিগণ মিলিত হইবার পূর্ব্বেই উভয় দলকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।" মহানায়ক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সাধু সাধু, পুত্র, ইহাই সামরিক অভিযানের রীতি। কিন্তু কি উপায়ে উভয় দল মিলিত হই-বার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করা যাইতে পারে?"

"কেন, আপনি সেনাদল দুইভাগে বিভক্ত করুন। বঙ্গদেশের জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং সমস্ত নৌকা রাখিয়া অবশিষ্ট অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনার অর্দ্ধাংশ কামরূপের দিকে প্রেরণ করুন।"

"এই সেনা পরিচালন করিবে কে!"

"আপনি অনুমতি করিলে আমি যাইতে পারি, অথবা নরসিংহ বা মাধব যাইতে পারে।"

"পুত্র! এই যুদ্ধে তুমিই সেনাপতি হইয়া যাইবে। ভগদত্তের বংশ সমুদ্রগুপ্তের বংশের সমতুল্য না হইলেও অতি প্রাচীন রাজবংশ। ভাস্কর-বর্ম্মাও তোমার ন্যায় তরুণ। বিদ্রোহদমনে অর্থাগম আছে বটে—কিন্তু তেমন যশঃ নাই। তুমি অগ্রসর হইয়া যদি ভাস্করবর্ম্মাকে পরাজিত করিতে পার, তাহা হইলে শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে। সমস্ত সেনা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, বিদ্রোহ দমন করিতে অধিক দিন লাগিবে না। যদি কোন কারণে তুমি পরাজিত হও, তাহা হইলে আমি তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে পারিব। তোমার সহিত কে কে যাইবে?"

নরসিংহ, মাধব, বীরেন্দ্র, বসুমিত্র প্রভৃতি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যাইব।" তাহাদিগের পশ্চাৎ হইতে ক্ষুদ্র অনন্তবর্ম্মা বলিয়া উঠিল, প্রভু, আমিও যাইব।" যশোধবলদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,"তোমরা সকলেই যাইবে, তাহা হইলে আমার নিকট থাকিবে কে?"

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই অধোবদন হইয়া রহিল, কেহই উত্তর দিল না। তখন মহানায়ক কহিলেন, "তোমরা সকলেই তরুণ। যুবরাজের সহিত একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির যাওয়া আবশ্যক। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহার সহিত যাইবে। নরসিংহ, বসুমিত্র বা মাধব, এই তিন জনের মধ্যে একজন তাঁহার সহিত যাইতে পারে।"

বহু তর্কের পর স্থির হইল যে, নরসিংহদত্তই কুমারের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিবে। তখন পশ্চাৎ হইতে অনন্তবর্ম্মা বলিয়া উঠিল, "প্রভু! অনুমতি করুন, আমি যুবরাজের সহিত যুদ্ধে যাইব।" যশোধবলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্ত! তুমি গিয়া কি করিবে?" অনন্ত লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল, "প্রভু! আমি যুবরাজকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া যুবরাজ তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে দশসহস্র পদাতিক, আটসহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ-খানি নৌকা লইয়া যুবরাজ শিবির পরিত্যাগ করিলেন।

পদাতিক ও নৌসেনা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, যুবরাজ নরসিংহ-দত্তকে শঙ্কর-নদতীরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অশ্বারোহী সেনা লইয়া অগ্রসর হইলেন। সীমান্ত পার হইয়া কামরূপসেনা তখন বঙ্গের উত্তর প্রান্তস্থিত গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভাস্করবর্ম্মা তখনও শঙ্করনদের পারে আসিতে পারেন নাই। যাহারা যুবরাজের সহিত যুদ্ধে আসিয়াছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই গৌড়বাসী এবং আজীবন যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত। শত্রুসৈন্যকে নিশ্চিন্তমনে লুণ্ঠনে ব্যাপৃত দেখিয়া যুবরাজ, বীরেন্দ্রসিংহ এবং গৌড়ীয় সামন্তগণের পরামর্শ অনুসারে সমস্ত সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কামরূপসেনা শতভাগে বিভক্ত হইয়া দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল। সেনাপতিগণ যুবরাজের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিবেন, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সহসা বহু অশ্বারোহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কামরূপ সেনা বার বার পরাজিত হইল। হতাব-শিষ্ট সেনা লুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সেনাপতিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সমবেত করিতে পারিলেন না।

অবশেষে পরাজিত কামরূপসেনা শঙ্কর নদতীরে একত্র হইল; কিন্তু বার বার পরাজিত হইয়া তাহারা এমনই হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল যে, বীরেন্দ্রসিংহ দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অক্লেশে তাহাদিগকে শঙ্কর

নদের পরপারে বিতাড়িত করিলেন। ভাস্করবর্ম্মা দূতমুখে সংবাদ পাইলেন যে, যুবরাজ শশাঙ্ক স্বয়ং বহু সেনা লইয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে পলায়নপর সেনাদলের মুখে তাহাদিগের পরাজয়ের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি শঙ্কর নদতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তীর্থে তীর্থে মাগধসৈন্য নদীতীর রক্ষা করিতেছে, বিনাযুদ্ধে পার হওয়া অসম্ভব।

লক্ষাধিক সেনা লইয়া যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মা শঙ্করনদের উত্তর তটে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। তিনি বীর, বীরের পুত্র এবং তখনই নদ পার হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সেনাপতিগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। তাঁহারা কহিলেন যে, দীর্ঘ পথ পর্য্যটন হেতু তাঁহার সেনাদল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরাজিত সেনাদল প্রচার করিয়াছে যে, মগধ সাম্রাজ্যের সেনা দুর্জ্জেয় এবং যুবরাজ শশাঙ্ক দৈবশক্তিসম্পন্ন। শঙ্করনদ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীর এবং খরস্রোত। ইহা অন্যান্য সময়ে দুস্তর, সুতরাং পরপার যখন শত্রুসৈন্যের অধিকারগত তখন সেনাদলকে বিশ্রাম করিতে না দিয়া পার হইবার চেষ্টা করিলে শুভ হইবে না। যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মা তরুণ হইলেও স্থির, শান্ত এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ সেনাপতিগণের পরামর্শ অনুসারে শঙ্কর নদতীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

পরপারে সহস্র সহস্র বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইতে দেখিয়া যুবরাজ শশাঙ্ক বুঝিলেন যে, ভাস্করবর্ম্মা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন। তিন দিন তিন রাত্রি নদের তটে উভয় দলের সেনা পরস্পরের আক্রমণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে মাগধসৈন্য জাগরিত

হইয়া দেখিল যে, বস্ত্রাবাসের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। শশাঙ্ক তাহা দেখিয়া বুঝিলেন যে, কামরূপ সেনা নদ পার হইবার চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ভাস্করবর্ম্মা তাঁহার সেনাদল বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া একই সময়ে নানা স্থানে নদ পার হইবার চেষ্টা করিবেন। যুবরাজ ও বীরেন্দ্রসিংহ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ তখনও নরসিংহদত্ত পদাতিক সেনা লইয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

উভয়ে গণনা করিয়া দেখিলেন যে, আহত ও অকর্ম্মণ্য সেনা ব্যতীত সার্দ্ধ সপ্তসহস্র অশ্বারোহী অবশিষ্ট আছে। এই সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যুবরাজ ও বীরেন্দ্রসিংহ কামরূপের লক্ষ সেনার গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ও গৌড়ীয় সামন্তগণ যুবরাজকে নিবৃত্ত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শশাঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে একেবারে অসম্মত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ও সামন্তগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কামরূপের এই বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা মাত্র এবং ইহার ফল মৃত্যু। তাঁহারা যশোধবলদেবের নিকট একজন অশ্বারোহী ও নরসিংহদত্তের নিকট একজন সামন্তকে প্রেরণ করিলেন। নরসিংহদত্ত পদাতিক সেনা লইয়া তখনও চল্লিশ ক্রোশ দূরে রহিয়াছেন, আর যশোধবলদেব মেঘনাদ-তীরে শিবিরে; শঙ্করতীর হইতে শিবির এক মাসের পথ।

সামন্তগণ যখন দেখিলেন, যুবরাজ কোনমতেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবেন না, তখন তাঁহারা তাঁহার সহিত মরিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রধান প্রধান সামন্তগণ নায়কগণের হস্তে সৈন্যপরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া যুবরাজের শরীররক্ষী সেনাদলে প্রবেশ করিলেন; শত শরীর-

রক্ষীর পরিবর্ত্তে তিন শত শরীররক্ষী লইয়া যুবরাজ শিবির পরিত্যাগ করিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে সাশ্রুনয়নে যুবরাজের কর ধারণ করিয়া বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "কুমার! যদি ফিরিয়া আসিয়া এই স্থানে আমাকে না দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিও যে, বীরেন্দ্রসিংহ জীবিত নাই। যদি কখনও দেশে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে মহানায়ককে বলিও, মহেন্দ্র-সিংহের পুত্র তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। একজন অশ্বারোহীও জীবিতাবস্থায় ঘট্ট পরিত্যাগ করিবে না।"

যুবরাজ কিঞ্চিন্ন্যূন চারি সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন শঙ্করের উভয় তীর গহন বনে আচ্ছন্ন ছিল। ব্রহ্ম-পুত্রের সঙ্গম স্থল হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন স্থান ব্যতীত আর কোথাও নদ পার হওয়া যাইত না। যুবরাজ শিবির পরিত্যাগ করার পর হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সেনাদল ধীরে ধীরে নদের কূল অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। শিবির হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে আসিয়া একদল কামরূপ সেনার সংবাদ পাইলেন। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন, প্রায় দশসহস্র সেনা নদের পরপারে সমবেত হইয়াছে, তাহারা বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেই স্থানে পাষাণখণ্ডদ্বয়ের মধ্য দিয়া নদ প্রবাহিত, সুতরাং নদবক্ষ প্রশস্ত নহে। যুবরাজ সেনাসমাবেশ করিয়া সামন্তগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, এইরূপ স্থলে সামান্য সেনা লইয়া বহু সৈন্যের গতিরোধ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে যুবরাজ সেই স্থানে সহস্র অশ্বারোহী রাখিয়া অবশিষ্ট সেনার সহিত অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যাসমাগমে যুবরাজ বিশ্রামার্থ নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত একাধিক বস্ত্রাবাস ছিল না; যুবরাজ সামন্ত ও নায়কগণের সহিত তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সৈনিকগণ বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতে লাগিল। বনে শুষ্ক কাষ্ঠ মিলিল না, সুতরাং অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। অধিক রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল, মাঘের শীতে আশ্রয়ের অভাবে সেনাদল অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতে যুবরাজ পুনরায় যাত্রা করিলেন। অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, বনপথ জলপূর্ণ হইয়াছে, তুষারশীতল বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া দ্রুত অশ্বচালনা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে দুইপ্রহর চলিয়া যুবরাজের সেনা বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নায়কগণ দেখিলেন যে সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, তাহা হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে আচ্ছন্ন। সেই স্থানে নদবক্ষ প্রশস্ত, কিন্তু গভীরতা অধিক বলিয়া বোধ হয় না। পরপারে শ্যামল প্রান্তরে বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে, বোধ হয় পঞ্চাশৎ সহস্র সেনা একত্র সমবেত হইয়াছে। নায়কগণ ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত সৈন্যগণকে নদীতীরে সমবেত করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ও শীতার্ত্ত সৈন্যগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যুদ্ধ করিবে কে? পরপারে শত্রুশিবিরে জনমানব লক্ষিত হইতেছিল না।

দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে একজন অশ্বারোহী আসিয়া যুবরাজকে জানাইল যে, কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। যুবরাজ তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। সৈনিক অবিলম্বে কয়েকজন খর্ব্বাকার অনুন্নতনাসা কামরূপবাসীকে আনয়ন করিল। তাহারা বিনীত ভাবে যুবরাজের নিকট নিবেদন করিল

যে, চারিসহস্র অশ্ব তাহাদিগের শস্যক্ষেত্রগুলি নষ্ট করিতেছে। যুবরাজ যদি তাহাদিগকে সরাইয়া লইতে আদেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্য ও অশ্বের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিতে সম্মত আছে। যুবরাজের আদেশে ক্ষুধার্ত্ত অশ্বগুলিকে শস্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনা হইল। কৃতজ্ঞ গ্রামবাসিগণ ভারে ভারে অশ্ব ও মানবের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিল। অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ আহার্য্য পাইয়া বাঁচিল। সন্ধ্যাসমাগমে নদের উভয়কূলে সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছিল, সে দিন আর যুদ্ধ হইল না।

সৈনিকগণ নদের তীরে বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বহু কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যুবরাজ ও অনন্তবর্ম্মা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে বস্ত্রাবাস পরিত্যাগ করিয়া একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি কমিয়া আসিয়াছে। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্ত, নদের জল কি বাড়িয়াছে বোধ হইতেছে?" অনন্তবর্ম্মা নদগর্ভে নামিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিল, "প্রভু, অনেক বাড়িয়াছে।" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "উত্তম, তুমি উঠিয়া আইস।"

রাত্রিশেষে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল, বায়ুর গতি মন্দীভূত হইল, নদের জল ক্রমশঃ কমিতে লাগিল; যুবরাজ নায়কগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। নদতীর রক্ষার জন্য অশ্বারোহী সেনার আবশ্যক নাই বলিয়া যুবরাজের আদেশে পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী অবশিষ্ট সেনার অশ্ব লইয়া বনমধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া নদতীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উষাগমের পূর্ব্বে কামরূপ সেনা নদ পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভাস্করবর্ম্মা স্বয়ং এই সেনাদল পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি রাত্রিতে অগ্নি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, পরপারে শত্রুসেনা আসিয়াছে। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সেনাদলকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। জয়ধ্বনি করিয়া সহস্র সহস্র সেনা নদের শীতল জলে অবতরণ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শঙ্করনদের যুদ্ধ।

দুইদিন পরে মার্ত্তণ্ডদেব যখন পূর্ব্বাকাশে দর্শন দিলেন, তখন ভাস্করবর্ম্মার সেনাদলের অধিকাংশ নদবক্ষের অর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিয়াছে, অপরপারে দ্বিসহস্র সেনা লইয়া শশাঙ্ক নিশ্চল প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অশ্বারোহী সেনার নিকট ধনুর্ব্বাণ থাকে না, তাহারা দূর হইতে শত্রুসৈন্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না জানিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শত্রুসেনা নিকটবর্ত্তী হইলে জয়ধ্বনি করিয়া কামরূপ সেনা দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইল। উভয় মেঘের সংঘর্ষণে যেমন বজ্রনির্ঘোষ হয়, তেমনি উভয় পক্ষের সেনাদলের সংঘর্ষণে অস্ত্রের ভীষণ ঝঞ্ঝনা উত্থিত হইল। কামরূপসেনা অগ্রসর হইতে পারিল না, মাগধসেনার আঘাতে প্রতিহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু তাহাদিগের পশ্চাৎ হইতে সহস্র সহস্র সেনা তাহাদিগকে পুনরায় অগ্রসর হইতে বাধ্য করিল। কামরূপসেনা পুনরায় কূলে উঠিবার চেষ্টা করিল, মাগধসৈন্য দ্বিতীয়বার তাহাদিগকে নদবক্ষে নিক্ষেপ করিল। কামরূপ বীরগণ সহজেই পরাজিত হইবার নহে। অমিততেজে সহস্র সহস্র সেনা মুষ্টিমেয় মাগধসেনাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার পরাজিত হইল। দ্বিসহস্র গৌড়ীয় বীর পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল,

সহস্র সহস্র সৈন্যের আক্রমণ তাহাদিগকে একপদ টলাইতে পারিল না, জয় লাভ অসম্ভব জানিয়া তাহারা মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা জীবিত থাকিতে তাহাদিগকে পরাজিত করে এমন সেনা বোধ হয় তখন জগতে দুর্লভ।

নদের পরপারে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মা সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সৈন্যগণকে বার বার পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া, তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া, হস্তিপককে হস্তী চালনা করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী জলে নামিল, কিন্তু জলের আঘ্রাণ লইয়াই স্থির হইয়া দাড়াইল। হস্তিপক বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে চালাইতে পারিল না। হস্তী অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু একপদও অগ্রসর হইল না। ভাস্করবর্ম্মা একলম্ফে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া একজন সেনানায়কের নিকট হইতে একটি অশ্ব গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সহস্র সহস্র বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ শব্দে জগৎ স্তম্ভিত হইল, পক্ষিগণ কুলায় ত্যাগ করিয়া ও পশুগণ গভীর বনের আশ্রয় ছাড়িয়া পলায়ন করিল,অশ্ব যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মাকে পৃষ্ঠে লইয়া নদতীর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না।

উভয় পক্ষের সেনা শব্দ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া রহিল, উত্তোলিত খড়্গ ঊর্দ্ধেই রহিয়া গেল, দীর্ঘ শূলহস্তে গৌড়ীয় সৈনিকগণ বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত সৈন্যগণ দেখিল যে, নদবক্ষে পর্ব্বতপ্রমাণ জলরাশি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, সহস্র সহস্র পশু, পক্ষী, তরুলতা তাহাতে ভাসিয়া আসিতেছে। গৌড়ীয় সেনা ভয়ে কূলে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে জলরাশি আসিয়া পড়িল,

এক মুহূর্ত্ত পরে কামরূপের বিশাল বাহিনী অন্তর্হিত হইল। গৌড়ীয় সেনা যতদূর পারিল, শত্রুগণকে জলরাশি হইতে উদ্ধার করিল। নদবক্ষ ক্রমশঃ অধিকতর স্ফীত হইতে দেখিয়া যুবরাজ সৈনিকগণকে অশ্বে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় কূলের প্রান্তর জলমগ্ন হইয়া গেল। পরপারে দুই কি তিন সহস্র সেনা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও পলায়ন করিল। গৌড়ীয় সেনা উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রথমঘট্টায় যুবরাজ যে সহস্র অশ্বারোহী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা যথাসাধ্য সেতুবন্ধনে বাধা দিতেছিল। অকস্মাৎ বন্যা আসিয়া সেতু ভাসাইয়া লইয়া গেল। উভয় পক্ষের সেনা উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। পরদিন প্রভাতে শশাঙ্কের সেনা যখন তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল, তখন নদের পরপার শূন্য, ভাস্করবর্ম্মার সেনাদলের পলাতক সৈন্যগণের মুখে আকস্মিক বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া সেইস্থানের কামরূপ সৈন্য রাত্রিকালেই পলায়ন করিয়াছিল।

বীরেন্দ্রসিংহ শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কামরূপ সেনা নদ পার হইবার চেষ্টা করিল না। বন্যার জল আসিয়া যখন নদবক্ষ স্ফীত করিয়া তুলিল, শত শত অস্ত্রধারী সেনার মৃতদেহ যখন কূলে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি যুবরাজের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্থ দিবস প্রভাতে দূরে কলরব ও জয়ধ্বনি শুনিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে যুবরাজের ক্ষুদ্র সেনাদল পরাজিত ও নিহত করিয়া ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। জয়ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে,

সম্রাট মহাসেনগুপ্তের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি হইতেছে তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে যুবরাজের সেনা শিবিরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সার্দ্ধসপ্তসহস্র কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল। পরপারে ভাস্করবর্ম্মার সেনাপতি ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগের পরাজয় হইয়াছে, তখন তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। যুবরাজের মুখে যুদ্ধের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বীরেন্দ্রসিংহ বুঝিলেন যে জয় হয় নাই, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

শঙ্করনদের যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে সংবাদ আসিল যে, পদাতিক সেনা লইয়া নরসিংহদত্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আর একদিন পরে শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নদের জল কমিয়া যাইবামাত্র বীরেন্দ্রসিংহ পরপারস্থিত শত্রুশিবির অধিকার করিয়াছিলেন। নরসিংহদত্তের আগমন সংবাদ পাইয়া যুবরাজ অধিকাংশ সেনা লইয়া শঙ্করের উত্তর কূলে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

পরদিন প্রথম প্রহর অতীত হইলে পদাতিক সেনা আসিয়া পৌঁছিল এবং নদপার হইয়া শঙ্করের উত্তরতীরে শিবির সংস্থাপন করিল। বার বার পরাজয় ও আকস্মিক বিপৎপাতে ভাস্করবর্ম্মার অবশিষ্ট সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তিনি বহু চেষ্টায়ও তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিতেছিলেন না। শঙ্করনদের যুদ্ধের একমাস পরে পঞ্চবিংশ সহস্র সেনা লইয়া ভাস্করবর্ম্মা যুবরাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। শশাঙ্ক তখনও শঙ্করতীরের শিবিরে। তিনি কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা অল্প বলিয়া নরসিংহদত্ত ও বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শিবিরের অদূরে সৈন্যশ্রেণী ; নরসিংহের পদাতিক সেনা শৈলশিখর ও সঙ্কীর্ণ পথগুলি অধিকার করিয়া বসিল, বীরেন্দ্রসিংহ ও শশাঙ্ক অশ্বারোহী সেনা লইয়া গিরিশঙ্কটে লুকাইয়া রহিলেন। ভাস্করবর্ম্মা যখন গিরিশঙ্কট অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন নরসিংহদত্ত পদাতিক সৈন্য লইয়া বার বার তাঁহাকে পরাজিত করিলেন, কামরূপসেনা নিরস্ত হইলে শশাঙ্ক ও বীরেন্দ্রসিংহের অশ্বারোহী সেনা তাহাদিগকে ভীষণতেজে আক্রমণ করিল, সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাস্করবর্ম্মার সেনা রণে ভঙ্গ দিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কয়েকজন প্রভুভক্ত সামন্ত যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মাকে বলপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল।

যুবরাজ শশাঙ্ক ও বীরেন্দ্রসিংহ পলায়নপর শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সহস্র সহস্র সেনা বন্দী করিলেন, শত শত সেনা আহত হইল, পঞ্চবিংশ সহস্রের চতুর্থাংশও কামরূপে ফিরিল না। যুদ্ধশেষে যুবরাজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন। শঙ্করতীরে ভাস্করবর্ম্মার বস্ত্রাবাসে যুবরাজ, বীরেন্দ্রসিংহ, নরসিংহদত্ত ও গৌড়ীয় সামন্তগণ মিলিত হইলেন। শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি কর্ত্তব্য ? কামরূপ আক্রমণ করা উচিত কি না ?”

বীরেন্দ্র—এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া ! অসম্ভব।

নরসিংহ—অষ্টাদশ সহস্র সেনা লইয়া একলক্ষের গতিরোধ হইল, আর কামরূপ আক্রমণ করা অসম্ভব ?

বীরেন্দ্র—তোমরা পাগল, পর্ব্বতসঙ্কুল কামরূপ লক্ষ সৈন্যেরও অসাধ্য। বিশেষতঃ নীলাচল আক্রমণ করিতে হইলে নৌসেনারও আবশ্যক।

শশাঙ্ক—আমি মহানায়ককে লিখিয়া পাঠাইতেছি, তিনি বসুমিত্রের সহিত সমস্ত নৌসেনা প্রেরণ করুন।

বীরেন্দ্র—বঙ্গজয়ের কি হইবে? পশ্চাতে শত্রু রাখিয়া দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করা সামরিক রীতিবিরুদ্ধ।

গৌড়ীয় সামন্তগণ একবাক্যে বীরেন্দ্রসিংহের মত সমর্থন করিলেন, তাঁহারা কহিলেন যে কামরূপ আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। যে সৈন্য বঙ্গে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতে যাইতেছিল তাহারা একরূপ নির্ম্মূল হইয়াছে। ভাস্করবর্ম্মা নূতন সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। সুতরাং এই অবসরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া গিয়া বিদ্রোহ-দমন করাই কর্ত্তব্য।

শশাঙ্ক বাধ্য হইয়া কামরূপ আক্রমণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। স্থির হইল যে একজন সেনাপতি দ্বিসহস্র অশ্বারোহী ও দ্বিসহস্র পদাতিক লইয়া ভাস্করবর্ম্মার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য ব্রহ্মপুত্রতীরে থাকিবে। অবশিষ্ট সেনা ফিরিয়া যাইবে। মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইলে বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "কুমার! আমি ভাস্করবর্ম্মার শিবিরে একটি কৌটা মধ্যে কতকগুলি রত্ন পাইয়াছি, তাহা এতদিন তোমাকে দেখাইবার অবসর পাই নাই।" যুবরাজ ও নরসিংহদত্ত সাগ্রহে বীরেন্দ্রসিংহের সহিত তাঁহার বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ বস্ত্রাধার হইতে একটি ক্ষুদ্র রজতাধার বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন[১] এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার ভিতরে কি আছে বলিতে পার?" যুবরাজ কহিলেন, "না, কৌটার উপরে যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মার নাম লেখা রহিয়াছে।" বীরেন্দ্রসিংহ কৌটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে

কতকগুলি ছিন্ন ভূর্জপত্র বাহির করিলেন, তাহা দেখিয়া কুমার কহিলেন, "এগুলি ত পত্র দেখিতেছি, কাহার পত্র ?"

"পড়িয়া দেখুন"

যুবরাজ পাঠ করিলেন,—

"আশা নাই। আমার সেনা শীঘ্রই চরণাদ্রিদুর্গ আক্রমণ করিবে। মাধব এখানে আসিয়াছে। যশোধবল ও শশাঙ্ক যেন ফিরিয়া না আসে। মাতুল জীবিত থাকিতে আমি প্রকাশ্যে শত্রুতাচরণ করিব না।"

"প্রভাকর বর্দ্ধন"

পত্র পড়িতে পড়িতে যুবরাজ শশাঙ্কের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "কুমার, এখনও দুইখানি পত্র বাকি আছে।" যুবরাজ বহুকষ্টে মনোবেগ দমন করিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"মহারাজ গ্রহবর্ম্মা…

লক্ষ স্থবর্ণ আসিয়াছে—

স্থাণ্বীশ্বর হইতে মহারাজাধিরাজের পত্র পাইয়াছি। যদি কোন উপায়ে শশাঙ্ককে হত্যা করিতে পারেন তাহা হইলে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে এবং যশোধবল আমাদিগের হাত এড়াইয়া দেশে ফিরিতে পারিবে না।

আশীর্ব্বাদক

সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত"

"বন্ধুগুপ্ত তাহা হইলে বঙ্গদেশেই আছে।"

"নিশ্চয়, পত্রখানি মহানায়ককে দিতে হইবে।"

"এখনই একজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দাও।"

"না, আমরা সঙ্গে লইয়া যাইব। আর একখানি পত্র পড়িয়া দেখুন।"

যুবরাজ পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—"এখন পাটলিপুত্রে দুই তিন সহস্রের অধিক সুশিক্ষিত সেনা নাই। আপনি যদি যুবরাজকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পাটলিপুত্র আক্রমণ করিবেন। চরণাদ্রি পারে স্থাণ্বীশ্বরের সেনা প্রস্তুত হইয়া আছে।

আশীর্ব্বাদক

কপোতিক-মহাবিহারীয়-মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ"

পত্র পাঠ করিয়া যুবরাজ বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ও নরসিংহদত্ত তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন। পরদিন যুবরাজ ও বীরেন্দ্রসিংহ, নরসিংহদত্তকে রাখিয়া মেঘনাদতীরস্থিত শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট গণনা।

পাটলিপুত্রের নূতন প্রাসাদের অঙ্গনে পুষ্পোদ্যানে একটি পুরাতন শিবমন্দির ছিল। একদিন প্রভাতে মন্দিরের বাহিরে বসিয়া একটি যুবতী সিক্তবসনে মহাদেবের পূজা করিতেছিল। যুবতী তন্বী কিন্তু শ্যামা নহে, তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা। তাহার সিক্তবসনের মধ্য হইতে উজ্জ্বল হেমাভবর্ণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, আগুল্‌ফলম্বিত রাশি রাশি ঘন ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশপাশ পবন-হিল্লোলে বিদ্রোহী হইয়া সুন্দরীর মস্তকের অবগুণ্ঠন উড়াইয়া দিতেছিল। যুবতী এক হস্তে বস্ত্র সংযত করিয়া একাগ্রমনে পূজা করিতেছিল। অর্ঘ্য, সচন্দন পুষ্প, বিল্বদল ও নৈবেদ্য যথাসময়ে শঙ্কর-চরণে নিবেদিত হইলে, যুবতী জানু পাতিয়া বসিয়া গলদেশে অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে মহাদেবের নিকট বরভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল,—

'ঠাকুর! যুদ্ধে যেন জয় হয়। মহানায়ক যেন সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসেন, যুবরাজ শশাঙ্ক যেন যুদ্ধ জয় করিয়া সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসেন, আর—আর—।'

পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "আর শ্রেষ্ঠী বসুমিত্র যেন সুস্থ শরীরে, স্থিরযৌবনে যূথিকাদেবীর কোলে ফিরিয়া আসেন,—কেমন ত?"

যুবতী ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া দেখিল পশ্চাতে তরলা দাঁড়াইয়া আছে। সে কখন ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়াছে, সুন্দরী তাহা জানিতে পারে নাই, তাহার কথা শুনিয়া তাহার সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, তাহার সুগঠিত কপোলের রক্তিম আভা যেন বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িল। শোভা দেখিয়া তরলা মোহিতা হইল। সে বলিয়া উঠিল, "আহা, এমন সময় পুরুষটা কোথায় গেল? তাহার অদৃষ্টে নাই, এমন শোভা দেখিতে পাইল না।" যুবতী কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া তাহাকে একটি কীল দেখাইল, তাহার পর গলবস্ত্র হইয়া পুনরায় মহাদেবকে প্রণাম করিল। তরলা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "হে ঠাকুর আমার মনে যাহা আছে, লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, আমার হৃদয়ের রত্নটি যেন সুস্থ শরীরে আমার হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। আমরা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে যুগলে আসিয়া তোমার পূজা করিয়া যাইব।"

যূথিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি মর।" তরলা হাসিয়া বলিল, "তোমার শাপ যদি ফলিত তাহা হইলে, আমাকে দিনে শতবার মরিতে হইত। কিন্তু মরিলে তোমার নাগর জুটাইবে কে?"

"দেখ তরি, তুই বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিস্, মহাদেবী শুনিলে কি মনে করিবেন?"

"মহাদেবী যেন তোমাদের গুণের কথা কিছু জানেন না?"

"জানুন আর নাই জানুন, তুই বারবার অমন করিয়া বলিস না, আমার বড় লজ্জা করে।"

"মনের কথা খুলিয়া বলিলেই যত দোষ হয়। ওগো সুন্দরি! গুপ্ত কথাটি অনেক দিন ব্যক্ত হইয়াছে। আমি তোমাকে আর একটি দৃশ্য

দেখাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া নিজে যাহা দেখিয়া গেলাম, জনমে তাহা ভুলিবার নহে। এমন দিনে শ্রেষ্ঠিপুত্র কোথায় রহিলে? বেচারা হয়ত শিবিরে এতক্ষণ বিষম খাইতেছে।”

তরলার কথা শুনিয়া যূথিকার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া আসিল কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য বলিল, “কি দেখাইবে? তরলা বলিল, “শীঘ্র আইস, শ্যামা-মন্দিরে তোমার মত আর একজন পূজা করিতে বসিয়াছে।” উভয়ে উদ্যান হইতে বাহির হইল।

ভাগীরথীতীরে গঙ্গাদ্বারের পার্শ্বে শ্যামাদেবীর মন্দির। অতি প্রাচীন পাষাণ নির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে পুরোহিত পূজা করিতেছেন, মন্দিরের বহির্দ্দেশে মহাদেবী করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত স্তম্ভাবলী-শোভিত মন্দিরে পট্ট-বস্ত্র পরিহিতা কতকগুলি যুবতী ও কিশোরী দাঁড়াইয়া আছেন। মণ্ডপের এক কোণে আর একটি নবীনা রাশি রাশি রক্তজবা রক্তচন্দনে সিক্ত করিয়া এক মনে পূজা করিতেছিল। তাহার আরাধ্য দেবতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না, তৎপরিবর্ত্তে তাহার সম্মুখে মণ্ডপের একটি স্তম্ভমূলে রাশি রাশি সচন্দন জবা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল। যূথিকা ও তরলা শ্যামা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া তাহাকে দেখিল। তাহারা ধীর পাদ-বিক্ষেপে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। তরুণী তখন পূজা শেষ করিয়া গলে বস্ত্র দিয়া উপাস্য দেবতাকে প্রণাম করিতেছে। যূথিকা ও তরলা শুনিল, তরুণী বলিতেছে, “মা, কুমার যেন সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে আমি আমার বুকের রক্ত দিয়া তোমার মন্দিরতল ভাসাইয়া দিব। যুবরাজ যেন সুস্থ শরীরে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার সহিত দাদা, অনন্তবর্ম্মা, মাধববর্ম্মা, যশোধবলদেব, বীরেন্দ্রসিংহ সকলেই যেন সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসে। কেহ যেন না মরে, যদি মরিবার আবশ্যক হয়—তাহা হইলে তোমার পায়ে আত্মবলী দিব। আমার এখন আর মরিতে ভয় নাই। মা, কুমার যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসেন।”

তরলা পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, “চিত্রাদেবী, কুমার, কুমার করিয়া কাহাকে ডাকিতেছ?” চিত্রা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিল তরলা ও যূথিকা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া চিত্রা ছুটিয়া পলাইল। তাহার পদশব্দ পাইয়া মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?” তরলা উত্তর দিল, “চিত্রাদেবী”।

মহাদেবী—চিত্রা পূজা করিতেছিল, সে উঠিয়া পলাইল কেন?

তরলা—তিনি পূজা শেষ করিয়া ঠাকুর নমস্কার করিতেছিলেন এমন সময়ে আমরা আসিয়া পড়িলাম; আমরা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া তিনি ছুটিয়া পলাইয়াছেন।

মহা—কেন? সে কি বলিতেছিল?

তরলা—তিনি বলিতেছিলেন যে, কুমার সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিলে তিনি বক্ষের রক্ত দিয়া মহাকালীর পূজা দিবেন।

তরলার কথা শুনিয়া মহাদেবী হাসিয়া উঠিলেন, গঙ্গা, যূথিকা প্রভৃতি যুবতীগণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। মহাদেবীর আদেশে লতিকা চিত্রাকে খুঁজিতে গেল। মহাদেবী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,“তরলা, যূথিকা কোথায় গেল? সে আজ আমার নিকটে আসে নাই কেন?” চিত্রার প্রার্থনা শুনিয়া যূথিকার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। তরুণী,

কিশোরীর প্রার্থনা শুনিয়া, প্রিয়জনের চিন্তায় আত্মবিস্মৃতা হইয়াছিল। সে একমনে আপনার প্রার্থনার কথা ভাবিতেছিল এবং নীরবে দেবাদি-দেবের নিকট কান্তের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল। তরলা ও মহাদেবীর কথোপকথনের এক বর্ণও তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। উচ্চ হাস্য শুনিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যার বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন মহাদেবীর প্রশ্ন শুনিয়া সুন্দরীর গণ্ডস্থল ও কর্ণদ্বয় পুনরায় লাল হইয়া উঠিল। তরলা উত্তর দিল, "এই যে, এই খানেই আছেন।"

শ্রেষ্ঠিকন্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহার সলজ্জভাব দেখিয়া মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ আস নাই কেন, মা? তোমার কি হইয়াছে?" যূথিকা কোন উত্তর না দিয়া পদনখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। তরলা অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেবি, শ্রেষ্ঠিকন্যা মহাদেবের মন্দিরে পূজা করিতেছিলেন।"

মহা—যূথিকা লজ্জা পাইয়াছে কেন?

তরলা—উহার অবস্থাও অনেকটা চিত্রাদেবীর মত।

যূথিকা লজ্জায় মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, এমন সময় লতিকা চিত্রার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে সেই স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। মহাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্রা, তুই কি প্রার্থনা করিতেছিলি"? চিত্রা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। মহাদেবী তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "লজ্জা কি? আমার নিকটে বল, উহারা কেহ শুনিতে পাইবে না।" চিত্রা মহাদেবীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মহাদেবী তাহাকে শান্ত করিয়া তরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরলা, ইহারাত সকলেই ধার্ম্মিক হইয়া

উঠিল। তোমার বুঝি কেহ নাই ?" তরলা সস্মিতবদনে কহিল, "দাসীর আর কে থাকিবে মা ? আমার আছে যম।" লতিকা মহাদেবীর নিকটে গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কর্ণমূলে অনুচ্চস্বরে কহিল, "না মা, উহার আর এক জন আছে, তাহার নাম বীরেন্দ্রসিংহ। তরলা এক দিন তাহার কক্ষের প্রাচীরে বীরেন্দ্রসিংহের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আমি দেখিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।" সে কথাকয়টি অনুচ্চস্বরে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই ইহা শুনিতে পাইল এবং উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তরলা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল, "মহাদেবি, মহাপ্রতীহার বিনয়-সেন আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।" মহাদেবী কহিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

পরক্ষণেই বিনয়সেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মহাদেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়! কি চাই ?"

বিনয়—মহাদেবীর আদেশে মহামন্ত্রী একজন জ্যোতির্ব্বিদ পাঠাইয়াছেন।

মহাদেবী—তিনি কোথায় ?

বিনয়—তাঁহাকে গঙ্গাদ্বারের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি।

মহাদেবী—এখানে লইয়া আইস।

বিনয়সেন প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল ও ক্ষণকাল পরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ শ্যামামন্দিরের সম্মুখে কুশাসনে উপবেশন করিলেন। মহাদেবী তাঁহার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত দেখিতে চাহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া

মহাদেবীর হস্ত পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দেবী, আপনি অচিরে মনে কষ্ট পাইবেন বটে, কিন্তু সে কষ্ট অধিকদিন থাকিবে না।"

মহাদেবী—আমার পুত্র কি সুস্থ শরীরে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবে?

গণক ভূমিতে রেখাঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "যুবরাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবেন; গুরুতর আঘাত পাইবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণহানি হইবে না।"

"কতদিন পরে ফিরিবে?"

"এখনও বহু বিলম্ব আছে।"

"আমি বাঁচিয়া থাকিতে ফিরিবে ত? আমার সহিত তাঁহার দেখা হইবে?"

"হাঁ, আপনি রাজমাতা হইবেন।"

মহাদেবী সন্তুষ্টা হইয়া জ্যোতির্ব্বিদের বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন অবসর পাইয়া তরলা যূথিকার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে জ্যোতিষীর সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল, "ঠাকুর, এই মেয়েটির বিবাহ হইতেছে না, ইহার কি কখনও বিবাহ হইবে?"

জ্যোতির্ব্বিদ যূথিকার হস্ত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "হইবে।"

"কবে?"

"পাঁচ বৎসর পরে।"

যূথিকা কর্ণ হইতে বহুমূল্য রত্নাভরণ খুলিয়া জ্যোতিষীর হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে কহিলেন, "মা, তুমি রাজরাণী হইবে।" তাহার পরে চিত্রার হস্ত দেখিয়া জ্যোতিষী কহিলেন, "তুমি একরাত্রির

জন্য রাজরাণী হইবে।” লতিকার হস্ত পরীক্ষা করিয়াও কহিলেন, “সমুদ্রতীরে মহারাজের সহিত তোমার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইবে। মা, তুমিও একদিনের জন্য রাজরাণী হইবে।” লতিকা ও চিত্রা জ্যোতির্ব্বিদের কথা বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ মনে দাঁড়াইয়া রহিল।

যূথিকা তরলার হাত ধরিয়া জ্যোতির্ব্বিদের নিকটে লইয়া গেল। জ্যোতির্ব্বিদ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হস্ত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “তুমি প্রথম-জীবনে কষ্ট পাইবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে রাজরাণী হইবে, তুমি রোহিতাশ্ব দুর্গের অধীশ্বরী হইবে।” তরলা হাসিয়া বলিল, “ঠাকুর, তুমি পাগল, আমি যে দাসী, আমি রাজরাণী হইব কি করিয়া ?”

এই সময়ে মহারাণী বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ করিয়া প্রসন্নমনে বিদায় লইতেছিল। সহসা গঙ্গা, লতিকা প্রভৃতি তরুণীগণ মণ্ডপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল, যূথিকা মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। মহাদেবী বিস্মিতা হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণের দ্বারে সম্রাট দাঁড়াইয়া আছেন। মহাসেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবি, কি হইতেছে ?”

মহাদেবী—ভাগ্য গণাইতেছি।

“কি ফল হইল ?”

“শশাঙ্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।”

মহাসেনগুপ্ত অগ্রসর হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে তাঁহার হস্ত পরীক্ষা করিতে আদেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি জীবিত থাকিতে কি শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিবে ?” জ্যোতিষী সম্রাটের হস্ত পরীক্ষা করিতে করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ভূমিতে বসিয়া রেখাঙ্কন করিতে

আরম্ভ করিলেন। সম্রাট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" জ্যোতির্ব্বিদ্ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

সম্রাট অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে করিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মেঘনাদের যুদ্ধ।

শঙ্করতীরে যুবরাজের বিপদ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যশোধবলদেব অবশিষ্ট দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত বসুমিত্রকে যুবরাজের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কালবিলম্ব না করিয়া মেঘনাদের অপর পার আক্রমণ করিলেন এবং বিনা বাধায় মেঘনাদের পূর্ব্বতীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। প্রথমে দুই একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিদ্রোহিদল অসম সাহস প্রদর্শন করিয়া যশোধবলদেবকে বাধা দিল, জলযুদ্ধে অনভ্যস্ত মাগধসেনা অস্থির হইয়া উঠিল বহু কষ্টে গৌড়ীয় নাবিকগণ মাগধসেনার সম্মান রক্ষা করিল। যুদ্ধের ফল দেখিয়া যশোধবলদেব ভীত হইলেন, তিনি পদাতিক সেনা শিবিরে রাখিয়া তিনসহস্র গৌড়ীয় সেনার সাহায্যে একখানি গ্রাম আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত গ্রামবাসিগণ যেরূপ ভাবে পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল, তাহাতে মহানায়ক বুঝিতে পারিলেন যে, এরূপভাবে যুদ্ধ করিলে শত বর্ষেও সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবে না।

যশোধবলদেব যখন এইরূপ শঙ্কটাপন্ন, তখন শঙ্করনদের যুদ্ধসংবাদ বঙ্গদেশে পৌঁছিল। বিদ্রোহী সামন্তরাজগণ কামরূপসৈন্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন ভাস্করবর্ম্মা সসৈন্যে

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, তখন তাঁহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া মহানায়কের শরণ লইলেন। অবশিষ্ট রহিল তাঁহাদিগের প্রজাবৃন্দ। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগুপ্ত, শক্রসেন, জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্ররোচনায় তাহারা অধীনতা স্বীকার করিল না। তখন সামন্তরাজগণ বিষম বিপদে পড়িলেন, তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া যশোধবলদেবের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বন্ধুগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বর হইতে আশ্বাস পাইয়া ভাস্কর-বর্ম্মার পরাজয় সত্ত্বেও যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু নেতৃহীন অশিক্ষিত বিদ্রোহীসেনা বার বার পরাজিত হইতে লাগিল, মাগধসেনা আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করিল, গ্রামের পর গ্রাম নগরের পর নগর অধিকৃত হইয়া জনশূন্য হইতে লাগিল, কিন্তু বঙ্গের বৌদ্ধ প্রজাবৃন্দ বশীভূত হইল না। বহুদর্শী যশোধবলদেব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এইরূপ যুদ্ধে কোন ফল হইবে না। দেশ জনশূন্য করিয়া তাঁহার বা সম্রাটের কোন লাভ নাই। তখন তিনি সামন্তরাজগণের সাহায্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ধি হইল না, বন্ধুগুপ্তের প্ররোচনায় প্রজাবৃন্দ বলিয়া পাঠাইল যে, তাহারা স্থাণ্বীশ্বরের প্রজা, পাটলিপুত্রের অধীনতা স্বীকার করিবে না। বসন্তের প্রারম্ভে পুনরায় যুদ্ধারম্ভের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় যুবরাজ সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়া যশোধবলদেবের সহিত যোগদান করিলেন; মহানায়ক তখন ধবলেশ্বরতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজের সেনা বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইয়া

পড়িয়াছিল, যশোধবলদেবও কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া তাহাদিগকে বিশ্রামের অবসর দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় সামন্তগণ জানাইলেন যে, গ্রীষ্মের মধ্যে যুদ্ধ শেষ না হইলে আরও একবৎসর কাল শিবিরে বাস করিতে হইবে, কারণ বর্ষাকালে বঙ্গদেশে যুদ্ধ অসম্ভব।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল; চৈত্রের শেষে সুবর্ণগ্রাম অধিকৃত হইল। মহানায়ক ও যুবরাজ বিক্রমপুর আক্রমণ করিলেন। গৌড়ীয় সামন্তগণের সাহায্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, পদাতিক সেনাও ক্রমশঃ জলযুদ্ধে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বারোহী সেনা শিবিরে রাখিয়া মহানায়ক, যুবরাজ, বীরেন্দ্রসিংহ, বসুমিত্র ও মাধববর্ম্মা যুদ্ধের নৌকাসকল বহুভাগে বিভক্ত করিয়া চারিদিক হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করিলেন। বিদ্রোহী সেনা দ্রুতবেগে পশ্চাৎ-পদ হইতে লাগিল।

বৈশাখের প্রারম্ভে যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যুবরাজ জয়লাভ করিয়া দ্রুতবেগে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছেন। অকস্মাৎ বিদ্রোহীদের সহস্রাধিক নৌসেনা মেঘনাদতীরে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যুবরাজের সহিত মাত্র বিংশতি খানি নৌকা ও অনুমান চারিশত সেনা আছে। বীরেন্দ্রসিংহের সেনাদল সেই স্থান হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে আছে এবং যশোধবলদেবের শিবির দশ দিনের পথ। বিদায়কালে মহানায়ক বিদ্যাধরনন্দী নামক একজন বৃদ্ধ সামন্তকে যুবরাজের সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ অগ্রাহ্য হইল, যুবরাজ ও অনন্তবর্ম্মা যুদ্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তাঁহারা স্থির করিলেন যে, রজনীশেষে শত্রুসেনা আক্রমণ

করিতে হইবে এবং যদি কোনও উপায়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে পারা যায় তাহা হইলেই প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব; নতুবা নহে।

নির্জ্জন প্রান্তরে মরণোন্মুখ পশুরদেহ দেখিয়া যেমন দূর দূরান্তর হইতে শকুনীর পাল আসিয়া তাহার মরণ সময়ের প্রতীক্ষায় দূরে বসিয়া থাকে, বিদ্রোহী সেনা সেইরূপ ভাবে যুবরাজের নৌকাগুলি বেষ্টন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদিগের বলবৃদ্ধি হইতেছিল এবং প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকায় বিদ্রোহীর দল মুমূর্ষু শত্রুর পরমায়ু সংক্ষেপ করিতে সানন্দে ধাবিত হইতেছিল। কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে বুঝিয়া যুবরাজ পরদিন প্রাতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল—শত্রুব্যূহ ভেদ হইল না।

অপরাহ্ণে তীরে সেনা সমবেত করিয়া যুবরাজ তাহাদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন যে, যদি শত্রুব্যূহ ভেদ হয় তাহা হইলে পুনরায় পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে, প্রত্যেক নৌকা যে কোন উপায়ে ব্যূহভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবে, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না। সেই দিন যুবরাজের নিষেধ সত্ত্বেও অনন্তবর্ম্মা ও বিদ্যাধর-নন্দী যুবরাজের নৌকায় আরোহণ করিলেন। বিংশতিজন রণদক্ষ নাবিক নৌকা বাহিয়া চলিল। ভীমবেগে বিংশতি নৌকা শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিল, তাহাদিগের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী সেনার নৌকাদল পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু ব্যূহভেদ হইল না।

যুবরাজের আদেশে নৌকাদল ফিরিয়া আসিল, সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনার ন্যায় মুষ্টিমেয় মাগধসেনা পুনরায় শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিল। সর্ব্বাগ্রে যুবরাজের নৌকা, তাহার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পরশু হস্তে স্বয়ং

যুবরাজ যুদ্ধ করিতেছিলেন। এইবার ব্যূহভেদ হইল, তীব্র আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণ নৌকা ফিরাইয়া পলায়ন করিল। বিদ্যুৎগতিতে যুবরাজের নৌকা শত্রুব্যূহের চারিদিকে ঘুরিতেছিল, শাণিত পরশুর আঘাতে শত শত বিদ্রোহী চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল। শরাঘাতে অচেতন হইয়া বিদ্যাধরনন্দী নৌকার উপর পড়িয়াছিলেন। অনন্তবর্ম্মা ও দশজন নাবিক যুবরাজের পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিল।

যুবরাজ যখনই বিদ্রোহিগণের নৌকা দেখিতেছিলেন তখনই তাহা আক্রমণ করিতেছিলেন, এবং পরক্ষণেই হয় তাহা জল মগ্ন হইতেছিল, না হয় পরাজয় স্বীকার করিতেছিল। ব্যূহভেদ হইল, শত্রুপক্ষের নৌ-বাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, বহু নৌকা পলায়ন করিল। সন্ধ্যার প্রারম্ভে যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যুবরাজ দেখিলেন, একস্থানে বিদ্রোহিগণের কয়েক খানি নৌকা একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতেছে গৌড়ীয় নাবিকগণ কোন মতেই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিতেছে না। যুবরাজ তৎক্ষণাৎ নাবিকগণকে সেইস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌড়ীয় নাবিকগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নৌকার পর নৌকা জলমগ্ন হইল কিন্তু যুবরাজ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, কেহই আত্মসমর্পণ করিল না।

যুদ্ধের কলরব, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, হতাহতের মর্ম্মভেদী চীৎকারের মধ্যে যুবরাজ শুনিতে পাইলেন কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, 'শত্রু! এইবার শশাঙ্কের নৌকা নিকটে আসিয়াছে।' যুবরাজ সভয়ে ও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষের নৌকাদলের মধ্যস্থলে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় দুই জন বৌদ্ধ ভিক্ষু বসিয়া আছে, তিনি তাহাদিগের একজনকে চিনিতে

পারিলেন, সে ব্যক্তি বজ্রাচার্য্য শক্রসেন। পরক্ষণেই দ্বিতীয় ভিক্ষুর হস্ত-নিক্ষিপ্ত শূলে বিদ্ধ হইয়া একজন নাবিক নদীর জলে পতিত হইল। পশ্চাৎ হইতে অনন্তবর্ম্মা কহিল, "সাবধান।"

তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যুবরাজ নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন। তিনি নৌকা হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, দ্বিতীয় ভিক্ষু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিল, তিনি আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্ম উঠাইয়া ধরিলেন, কিন্তু শূল তাঁহাকে স্পর্শ করিল না, নৌকার দশহস্ত দূরে জলে পতিত হইল। শরবিদ্ধ হইয়া আর একজন নাবিক প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, দুইখানি মাত্র নৌকা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ভিক্ষুগণকে রক্ষা করিতেছে। যুবরাজের আদেশে সমস্ত নৌকা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন, দ্বিতীয় ভিক্ষু বলিতেছে, "শক্র, তুমি কি করিতেছ?" শক্রসেন উত্তর করিল, "আমার অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, হাত উঠিতেছে না", সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় ভিক্ষু যুবরাজকে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শূল তাঁহাকে স্পর্শ করিল না, তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া অনন্তবর্ম্মা তাহা বক্ষে ধারণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া নৌকার উপর পড়িয়া গেল।

যুবরাজের নৌকা তখন ভিক্ষুগণের নৌকার পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি আর অনন্তের অবস্থা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। খড়্গহস্তে দ্বিতীয় ভিক্ষু প্রবলবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, যুবরাজ আত্মরক্ষার জন্য পরশু উত্তোলন করিলেন। সেই পরশু যদি ভিক্ষুর মস্তক স্পর্শ করিত তাহা হইলে তখনই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত, কিন্তু একজন

বর্ম্মাবৃত সেনা ছুটিয়া আসিয়া সে আঘাত গ্রহণ করিল, পরশু বর্ম্মভেদ করিয়া তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিল। সেই অবসরে দ্বিতীয় ভিক্ষুর খড়্গ ভীমবেগে যুবরাজের শিরস্ত্রাণের উপর পতিত হইল, শশাঙ্ক অচেতন হইয়া মেঘনাদের জলে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাচার্য্য শক্রসেন লম্ফ দিয়া জলে পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ঈশান কোণে মেঘ সঞ্চার হইয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে শশাঙ্কের চেতনাশূন্যদেহ মেঘনাদের কালজলে পড়িয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তুমুল ঝড় উঠিল। উভয়পক্ষ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইল, শত্রু বা মিত্রের অনুসন্ধান করিবার অবসর রহিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধীবর গৃহে।

শীতলাতীরে আম্র-পনসের ঘন ছায়ায় একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের গোময়লিপ্ত পরিষ্কার অঙ্গনে বসিয়া একটি অসিতাঙ্গী যুবতী ক্ষিপ্রহস্তে জাল বুনিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন গৌরবর্ণ যুবক বিস্মিত হইয়া তাহার কলাকুশলতা লক্ষ্য করিতেছে। কুটীরখানি দেখিলেই বোধ হয় যে, উহা মৎস্যজীবির গৃহ। চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাল, কুটীরদ্বারে একরাশি শুষ্ক মৎস্য এবং নদীতীরে শুভ্র বালুকাসৈকতে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে আর মনুষ্যের আবাস নাই, চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি ও স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ। যুবতী অসিতাঙ্গী বটে, কিন্তু তথাপি সুন্দরী, তাহার সুগঠিত অবয়বগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, কোন নিপুণ শিল্পী কৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তর খুদিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যুবতী গ্রীবা বাঁকাইয়া মনোহর ভঙ্গী করিয়া দুইহাতে জাল বুনিতেছিল, এবং এক একবার ঈষৎ হাস্য করিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিতেছিল। সে দৃষ্টির অর্থ আর কিছুই হইতে পারে না, তাহার অর্থ—অসহ্য তৃষ্ণা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়ের নিদারুণ অব্যক্ত যন্ত্রণা। তাহার সঙ্গী তরুণযুবক, বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু তাহার রূপ অপরূপ, তেমন রূপ কখনও ধীবর কৈবর্ত্তের গৃহে

দেখা যায় না। তরুণ তপনতাপে বিকশিত তামরসের অন্তরাভার ন্যায় তাহার বর্ণ অনির্ব্বচনীয়, মলিনবসনে ধূলিশয্যায় তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার মস্তক মুণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন এবং মস্তকের বামপার্শ্বে দীর্ঘ ক্ষত, তাহা তখনও সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হয় নাই। ধীবরের গৃহে এমন রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, সেই জন্যই ধীবরকন্যা এক একবার অনিমেষনয়নে তাহাকে দেখিতেছিল, আর যুবক শিশুর ন্যায় আনন্দে ও সবিস্ময়ে যুবতীর ক্ষিপ্রহস্তের কার্য্য দেখিতেছিল।

তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে আর একজন যুবক ধীরে ধীরে তাহাদিগের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। নবাগতের একহস্তে দীর্ঘ বর্ষা ও অপরহস্তে আর্দ্র জাল। সে কিছুক্ষণ যুবকযুবতীর হাবভাব লক্ষ্য করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ভব, কি করিতেছিস্?" যুবতী চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল এবং কহিল, "তোর কি চোখ নাই, আমি কি করিতেছি দেখিতে পাইতেছিস্ না?" নবাগত দৃঢ়মুষ্টিতে বর্ষা ধারণ করিয়া কহিল, "ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

ভব—তবে দাঁড়াইয়া আছিস্ কেন? চলিয়া যা।

নবাগত—আমি যাইব না, বুড়া কোথায়?

"ঘরে ঘুমাইতেছে।"

নবাগত কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল, যুবতী তাহা দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "নবীন, ও নবীন, ওদিকে কেন যাচ্ছিস্?"

"বুড়াকে ডাকিতে।"

"সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ডাকিস্ না।"

যুবক ফিরিয়া আসিল, কিন্তু যুবতী তাহার দিকে দৃকপাত না করিয়া একমনে জাল বুনিতে লাগিল। নবীন কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যুবতীকে ডাকিল, "ভব ?"

উত্তর নাই।

"ভব ?"

"কেন ?"

"চল্ নৌকায় বেড়াইয়া আসি।"

"আমার ভাল লাগে না।"

"এতদিন ত ভাল লাগিত।"

"আমি অত কথার উত্তর দিতে পারি না।"

জাল বুনিতে বুনিতে ভুল হইয়া গেল, পরস্পরের বিরোধী ভাবদ্বয় যুবতীর হৃদয়ের আধিপত্যের জন্য বিষমদ্বন্দ্ব করিতেছিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নৌকায় বেড়াইতে বড় ভালবাসিস্ বলিয়া তোকে ডাকিতে আসিয়াছি। চল্‌না ?"

"তোর সঙ্গে বেড়াইতে গেলে লোকে নিন্দা করিবে, আমি যাইব না।"

"এতদিন নিন্দা করিল না ভব, আর আজ করিবে ?"

"আমি জানি না।"

যুবতী এই বলিয়া রাগ করিয়া হাতের জাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যুবক মলিন বদনে কুটীরের প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল।

যুবক চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া যুবতী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

প্রথম যুবক তখনও সেইখানে বসিয়াছিল, সে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভব, নবীন চলিয়া গেল কেন ?"

"সে রাগ করিয়াছে।"

"রাগ কি ?"

ভব হাসিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। যুবক অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভব জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, তুই কি কিছু জানিস্ না ?"

"না।"

"রাগ কাহাকে বলে ?"

"কি জানি।"

"ভালবাসা কাহাকে বলে ?"

"কি জানি।"

"আমি তোকে ভালবাসি।"

"কি জানি ?"

"তবে তুই কি জানিস ?"

"আমিত কিছুই জানি না।"

ভব হাসিতে হাসিতে ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?" যুবক উত্তর দিল, "তাহা ত জানি না।"

"তোর ঘর বাড়ী কোথায় ? তোর কি কেহ ছিল না ?"

"ছিল ভব, কোথায় যেন আমার কে ছিল; কোন অন্ধকারের দেশে ? তাহা যেন ঢাকিয়া আছে।"

"সে কোথায় মনে কর দেখি পাগল ?"

"আমি পারিনা, ভাবিতে গেলে আমার মাথায় লাগে।"

শশাঙ্ক।

"তবে তোর ভাবিয়া কাজ নাই।"

"ভব, তুমি নবীনের সঙ্গে বেড়াইতে গেলে না কেন?"

"আমার ভাল লাগেনা।"

"আগে ত কত ভাল লাগিত?"

"তুই পাগল মানুষ, তোর অত কথায় কাজ কি? তুই বেড়াইতে যাইবি?"

"যাইব।"

"তোর নৌকায় বেড়াইতে ভাল লাগে?"

"লাগে, আমার বড় ভাল লাগে, নদীর জলে আমার যেন কি হারাইয়া গেছে, মনে হয় আবার যেন তাহা খুঁজিয়া পাইব, তাই ভাল লাগে।"

"তবে চল।"

"নবীনকে ডাকিয়া আনি?"

"কেন?"

"সেত নিত্য যায়।"

"তা হ'ক, আজ আর তাকে ডাকিব না।"

"কেন?"

"আমি অত কথার জবাব দিতে পারিব না, তুই যাইবি ত চল।"

যুবক অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিল, যুবতী অঙ্গের বস্ত্র কটিদেশে জড়াইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সৈকত হইতে টানিয়া জলে ভাসাইল। যুবক তাহাতে আরোহণ করিলে ভব নৌকা ছাড়িয়া দিল এবং দুইহাতে দাঁড় টানিতে টানিতে নৌকা লইয়া চলিয়া গেল। নৌকা অদৃশ্য হইলে নবীন আম্রকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আসিল। যতক্ষণ তাহাদিগের নৌকা

দেখা গেল, ততক্ষণ সে তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেলে ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরিল। কূলের উপর হইতে তাহাকে কে ডাকিল, "নবীন!" নবীন বলিল, "আজ্ঞা।"

"ভব কোথায়?"

"নৌকায় বেড়াইতে গেছে।"

"তুমি যাও নাই?"

"না।"

"তাহার সঙ্গে কে গিয়াছে?"

"পাগল।"

"তুমি চলিয়া এস, ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন।"

নবীন ত্বরায় নদীর কূলে উঠিয়া দেখিল যে, পনস বৃক্ষতলে গৈরিক-বসন পরিহিত এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। সে তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?

নবীন—কে?

বৃদ্ধ—তোমাদের অতিথি?

"ভবর সহিত নৌকায় বেড়াইতে গেছে।"

"সে কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"পূর্ব্বের কথা কি তাহার কিছু স্মরণ হয়?"

"কিছু নয়, সে পাগল, পাগলই আছে।"

"ভাল; তবে আমি এখন যাই, আবার আসিব।"

বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। যে নবীনকে ডাকিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল,

"নবীন, তুই যাস্ নাই কেন?" নবীন বলিল, "আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।" উভয়ে নানা কথায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। দুই দণ্ড রাত্রিতে ভব গীত গায়িতে গায়িতে পাগলকে লইয়া ফিরিল। নবীন তখনও বসিয়াছিল, কিন্তু ভব তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তবর্ম্মার বিদ্রোহ।

মেঘনাদতীরে বালুকাসৈকতে বসিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুইজন সৈনিক কথোপকথন করিতেছিল। সম্মুখে বিস্তৃত স্কন্ধাবার, সহস্র সহস্র বস্ত্রাবাসে নদীতীর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, কূলে বৃক্ষতলে অগ্নি জ্বালিয়া সৈনিকগণ রন্ধন করিতেছে। প্রথম সৈনিক বলিল, "ভাই আর ভাল লাগে না, দেশে ফিরিব কবে? দ্বিতীয় সৈনিক কহিল, "কবে যে দেশে ফিরিব তাহাত বলিতে পারি না। যুবরাজ যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এতদিন কোন কালে দেশে ফিরিয়া যাইতাম।

"আহা, কি সর্ব্বনাশই হইয়া গেল। এইবার গুপ্ত সাম্রাজ্য ডুবিল।"

"ভাবগতিক দেখিয়া ত তাহাই বোধ হইতেছে। মহানায়ক বলেন, মাধবগুপ্ত প্রভাকরবর্দ্ধনের ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে, সে রাজ্যশাসন করিতে পারিবে না।"

"সম্রাটের নিকট কি সংবাদ গিয়াছে?"

"এতদিন বোধ হয় গিয়াছে।"

তুই কি যুবরাজের মরণের কথা শুনিয়াছিস্?

"শুনিয়াছি; যুবরাজের নৌকার নাবিকগণ অনন্তবর্ম্মা ও বিদ্যাধর নন্দীকে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের মুখে শুনিয়াছি।"

"তাহারা কি বলিল ?"

"তাহারা বলিল যে, একদিন বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সেনা আসিয়া যুবরাজের সেনা ঘিরিয়া ফেলিল। বিদ্যাধরনন্দী পলাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু কুমার কিছুতেই সম্মত হন নাই, বরঞ্চ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।"

"তাহার পর, ভাই, তাহার পর ?"

"বিশখানি নৌকা ও তিন চারিশত সৈন্য লইয়া যুবরাজ একশতের অধিক নৌকা আক্রমণ করিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলাইল। যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন যুবরাজ দেখিলেন যে বিদ্রোহীদের দশ বারখানি নৌকা একত্র যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে কেহই পরাজিত করিতে পারিতেছে না। তিনি তখন নিজেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, উভয়পক্ষে অনেক লোক মরিল। বিদ্যাধরনন্দী ও অনন্তবর্ম্মা আহত হইয়া জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর হঠাৎ ঝড় উঠিল, কে কোথায় গেল তাহা আর জানিতে পারা গেল না। সেই সময় হইতে যুবরাজকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কেহ বলিতেছে তিনি যুদ্ধে মরিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বলিতেছে যে, তিনি জলে ডুবিয়া গিয়াছেন।"

"যশোধবলদেব সংবাদ শুনিয়া কি বলিলেন ?"

"প্রথমে কেহই তাঁহাকে সংবাদ দিতে ভরসা করে নাই, যুদ্ধের তিন দিন পরে বিদ্যাধরনন্দী সুস্থ হইয়া মহানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; অনন্তবর্ম্মার এখনও জ্ঞান হয় নাই। আজ তিনদিন পর্য্যন্ত যশোধবলদেব জলস্পর্শ করেন নাই বা বস্ত্রাবাস হইতে বাহির হন নাই।

বীরেন্দ্রসিংহ, বসুমিত্র, মাধববর্ম্মা প্রভৃতি সেনানায়কগণ কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। শঙ্করতীরে নরসিংহদত্তের নিকট সংবাদ গিয়াছে, তিনিও শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।”

“ভাই, সম্রাটের কি হইবে? যশোধবলদেব কি বলিয়া আবার পাটলিপুত্রে মুখ দেখাইবেন?”

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সৈনিকদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, “আবার, পাটলিপুত্রে কি বলিয়া মুখ দেখাইব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।” উভয়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, মহানায়ক যশোধবলদেব,—দূরে প্রধান সেনানায়ক ও সামন্তগণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন। মহানায়কের মস্তকে উষ্ণীষ নাই, সুদীর্ঘ শুক্লকেশ নৈশবায়ুতে উড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয়, মহানায়ক জ্ঞানশূন্য—উন্মত্ত। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহানায়ক বলিয়া উঠিলেন, “শুন বীরেন্দ্র, এখনও উন্মাদ হই নাই, তবে শীঘ্রই হইব। আমি যখন উন্মত্ত হইব, উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিব, তখন আমাকে পাটলিপুত্রে লইয়া যাইও। হতভাগ্য মহাসেনগুপ্ত তখনও যদি বাঁচিয়া থাকেন; তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও যে, যশোধবলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। প্রাচীন ধবলবংশ নির্ম্মূল করিয়াও তাহার পাপের ভরা পূর্ণ হয় নাই, সেই জন্যই অন্ধের যষ্ঠি, বৃদ্ধের অবলম্বন লইয়া নিয়তির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে গিয়াছিল।”

“শুন বসুমিত্র, মাগধসেনার সামান্য পদাতিকসেনা পর্য্যন্ত বলিতেছে, বৃদ্ধ যশোধবল পাটলিপুত্রে কি করিয়া মুখ দেখাইবে, বাল্যবন্ধুকে কি বলিয়া পুত্রহত্যার সংবাদ জানাইবে। গণনার ফল শুনিয়া মহাসেনগুপ্ত

সদাসর্ব্বদা পুত্রশোকের ভয়ে আকুল হইয়া থাকিত। আমি আশ্বাস দিয়া তাহার নয়নের মণি কাড়িয়া আনিয়াছিলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, যশোধবল যুদ্ধ করিতে আসে নাই, অদৃষ্টের সহিত খেলা করিতে আসিয়াছিল।”

বীরেন্দ্রসিংহ কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে বাধা দিয়া যশোধবল-দেব বলিতে লাগিলেন, “সান্ত্বনা দিতে আসিও না, দুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া মরণের সহিত রঙ্গ করিতে আসিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই কি করিতেছি। পুত্রবৎসল বৃদ্ধসম্রাট নগরতোরণে আসিয়া তাহাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিল, বামচক্ষুর স্পন্দনে ভীত হইয়া বলিয়া-ছিল, ‘যশোধবল, যুদ্ধে যাহা হয় হউক, শশাঙ্ককে ফিরাইয়া আনিও।’ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি জন্মের মত তাঁহার নয়নপুত্তলি ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছি। আমার নিকট মহাসেনগুপ্ত সম্রাট নহে, মগধের রাজা নহে, সে আমার বাল্যবন্ধু। পুত্রশোকে আকুল হইয়া তাহাকে ভুলিয়াছিলাম, তাহার পর নিজপুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া তাহার পুত্র হত্যা করিতে পাটলিপুত্রে আসিয়াছিলাম।

“শশাঙ্ককে আমি হত্যা করিয়াছি। সে জানিত যে, যশোধবল জীবিত থাকিতে কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শঙ্করতীরে লক্ষ সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক-মুষ্টি সেনা লইয়া বঙ্গে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিল। সে জানিত যে, বিপদের সময় শতক্রোশ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া যশোধবল তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইবে; কিন্তু শশাঙ্ক নাই, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহাকে যুদ্ধ করিতে শিখাইয়া ছিলাম, আত্মরক্ষা করিতে শিখাই নাই।”

"যুদ্ধশেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত যুবরাজ শশাঙ্কেরও শেষ হইয়াছে—"

বৃদ্ধ মহানায়ক কাঁপিতে কাঁপিতে বালুকাসৈকতে বসিয়া পড়িলেন। নায়কগণ ও সামন্তগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মহানায়ক তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন, "এখনও জ্ঞান আছে, কিন্তু অজ্ঞান হইলে বোধ হয় সুস্থ হইব। কীর্ত্তিধবলকে হারাইয়াছি, তাহা সহ্য হইয়াছে, শশাঙ্কের মৃত্যুও সহ্য হইবে। তবে তিন দিন হইতে কি ভাবিতেছি জান? পুত্রহীনা মাতাকে কি বলিব? বৃদ্ধ মহাসেনগুপ্তকে কি বলিব? আর কেমন করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন প্রভাকরবর্দ্ধনকে ধরিয়া দিব?"

সৈনিকদ্বয় চিত্রার্পিতের ন্যায় উন্মত্তপ্রায় মহানায়কের অবস্থা দেখিতেছিল। দূরে বালুকাসৈকতে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র মাগধসেনা নীরবে সজলনেত্রে বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিল। অকস্মাৎ অন্ধকারে করুণকণ্ঠে কে ডাকিল, "যুবরাজ, কোথায় তুমি? আমি এখনও বড় দুর্ব্বল, ভাল দেখিতে পাইতেছি না। যুবরাজ শশাঙ্ক, লুকাইয়া থাকিও না, তোমার জন্য মন কেমন করিতেছে, প্রাণের ভিতর কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাধববর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "কে, অনন্ত?" ক্ষীণ কণ্ঠে আবার কে বলিল, "কই তুমি যুবরাজ? আমি যে তোমাকে দেখিতেপাইতেছি না, তোমাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। আর লুকাইয়া থাকিও না। আমি একবার দেখি, তাহার পর আবার লুকাইও।"

অনন্তবর্ম্মা ধীরে ধীরে মহানায়কের দিকে অগ্রসর হইল। মহানায়ক স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অনন্ত, যুবরাজ কোথায়?" তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনন্ত কহিল, "কে—মহানায়ক? যুবরাজ কোথায়? আমি এখনও চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।" বৃদ্ধ তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অনন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহানায়ক, যুবরাজ কোথায়? যশোধবলদেব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমিও যে তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।" অনন্ত অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ কি তবে আপনাকেও দেখা দেন নাই?" মাধববর্ম্মা ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "অনন্ত, উঠিয়া আয়।" অনন্তবর্ম্মা আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মাধব, যুবরাজ কোথায়?" যশোধবলদেব বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "অনন্ত, তোর যুবরাজ বুঝি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেছে, জন্মের মত ছাড়িয়া গেছে, আর বুঝি আসিবে না।"

অনন্ত ধীরে ধীরে মহানায়কের ক্রোড় হইতে উঠিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কহিল, "যুবরাজ তবে নাই, এইজন্যই কেহ আমাকে যুদ্ধের কথা বলিতেছিল না।" এই সময়ে যশোধবলদেব বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সকলে পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাও, আমি এই বঙ্গদেশেই থাকিব।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই অনন্তবর্ম্মা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি বলিলেন মহানায়ক, পাটলিপুত্রে ফিরিব! কোন্ লজ্জায় সম্রাটকে মুখ দেখাইব? মহাদেবীকে কি বলিব! শ্যামামন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, যতক্ষণ জীবিত

থাকিব যুবরাজের পৃষ্ঠরক্ষা করিব। কিন্তু আমি জীবিত আছি, যুবরাজ ত নাই! আবার কোন মুখে পাটলিপুত্রে ফিরিব?"

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে বসুমিত্রের কোষবদ্ধ অসি টানিয়া লইয়া মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিল, এই অসি স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, যদি যুবরাজ শশাঙ্ক কখনও ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলেই অনন্তবর্ম্মা পাটলিপুত্রে ফিরিবে, নতুবা নহে।" শপথ করিয়া অনন্তবর্ম্মা মস্তক হইতে অসি নামাইল এবং ফলকে গুল্‌ফ প্রয়োগ করিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। তাহার পর করযোড়ে মহানায়কের সম্মুখে জানু পাতিয়া কহিল, "দেব, মৌখরি বিদ্রোহী হইয়াছে, আপনি সেনাপতি, আপনার আদেশ পালন করিবে না। আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন।" অকস্মাৎ সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মাগধসেনা আকুল হইয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, এবং শপথ করিতে লাগিল যে, যুবরাজ না ফিরিলে কেহ মগধে ফিরিবে না।

তখন একে একে মাধববর্ম্মা, বসুমিত্র, বীরেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি সেনানায়কগণ অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে, তাঁহারা সকলেই বিদ্রোহী, কেহই পাটলিপুত্রে ফিরিবেন না। বৃদ্ধ যশোধবলদেব নীরব, নিস্তব্ধ,—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত, গণ্ডস্থল বহিয়া অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। অনন্তবর্ম্মার ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিতস্রাব হইতেছিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া যশোধবলদেবের পদপ্রান্তে পতিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধীবর কন্যা বিপথে।

নদীতীরে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া ভব গীত গায়িতেছে, আর সেই গৌরবর্ণ যুবক তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া, মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, দক্ষিণদিক হইতে শীতল বায়ু মেঘনাদের তরঙ্গস্পর্শে শীতলতর হইয়া জগৎ স্নিগ্ধ করিতেছে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, বিশ্বজগৎ মোহিত হইয়া ধীবরকন্যার অপ্সরাবিনিন্দিতকণ্ঠনিসৃত সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে।

গীত থামিয়া গেল, জগতের মায়াপাশ যেন ছিন্ন হইল, কুলায় পাখী ডাকিয়া উঠিল; মেঘনাদের সহস্র সহস্র তরঙ্গ কূলে আছাড়িয়া পড়িল,—যুবক চমকিত হইয়া উঠিল এবং বলিল, "থামিলে কেন?" যুবতী কহিল, "গান যে শেষ হইয়া গেল।"

"কেন শেষ হইল?"

"এ কেন'র উত্তর নাই।"

"কেন?"

"পাগল! তুমি বড় পাগল।"

"ভব! আমি তোমার গান শুনিতে বড় ভালবাসি।"

"কেন বল দেখি?"

"তোমার গান বড় মিষ্ট।"

"পাগল, তুমি কি আমায় ভালবাস?"

"বাসি"

"কেন?"

"তোমার গান বড় মিষ্ট।"

"আর কিছুর জন্য নহে?"

"কি জানি।"

যুবতী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভব, আজ কি আর গান গায়িবে না?" ভব কহিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ঘরে যাই।"

"সন্ধ্যা ত নিত্যই আসে?"

"আমিও ত নিত্যই গান করি।"

"তোমার গান শুনিয়া আশা যে মিটে না।"

যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, বল দেখি তুমি কে?"

"আমি পাগল।"

"তুমি কি চিরদিনই পাগল?"

"চিরদিন কি?"

"পাগল, তুমি বড় পাগল, তোমার কি পূর্ব্বের কথা কিছু মনে পড়ে না?"

"অল্প অল্প, ছায়ার মত, কে যেন আমার ছিল,—যেন কোথায় ছিল,—ঠিক মনে হয় না।"

"তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে জান ?"

"না।"

"জানিতে ইচ্ছা করে না ?"

"না, তুমি গান কর।"

"কি গায়িব ?"

"সেই চাঁদের আলোর গান।"

যুবতী গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল। শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আম্রকুঞ্জের ঘন অন্ধকার ভেদ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মেঘনাদের কাল জলের বীচিমালায় প্রতিফলিত হইয়া অসিতবরণীকে বিদ্যুল্লতাসমপ্রভ করিয়া তুলিতেছিল। ধীবরকন্যার কণ্ঠ বড় মধুর, চন্দ্রালোকের গানটীও বড় সুন্দর। যুবক নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতেছিল। অকস্মাৎ গান থামিয়া গেল। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, তুমি চাঁদের আলো ভালবাস ?"

"বাসি"

"তুমি আমাকে ভালবাস ?"

"বাসি"

"কেন ?"

"কি জানি! যে দিন তুমি আসিয়াছ সেই দিন অবধি ভালবাসি।"

ধীবরকন্যা মরিয়াছিল, অসামান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিল। বৃদ্ধ দীননাথ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য দূরদেশ হইতে পিতৃমাতৃহীন বালক নবীনকে আনিয়া পালন করিতেছিল।

এখন ভব নবীনকে অবহেলা করিত দেখিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইত এবং মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিত, কিন্তু ভব তাহা শুনিত না। পাগল আসিবার পরে সে পরিবর্ত্তিতা হইয়া গিয়াছিল, সে গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গিনীর ন্যায় জলপথে ও বনপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। বৃদ্ধধীবর, একমাত্র সন্তান বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিত না। নবীন নীরবে ইহা সহ্য করিয়া যাইত এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া যাইত।

ভব আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, বল দেখি তুমি কে?"

উত্তর হইল, "কি জানি?"

"ঠাকুর বলিয়াছেন তুমি রাজপুত্র।"

"রাজপুত্র কি?"

"রাজার ছেলে।"

"রাজা কে?"

"ঠাকুর আসিলে জিজ্ঞাসা করিব।"

"ঠাকুর কে?"

"যিনি তোমাকে এখানে আনিয়াছেন।"

"কে তিনি?"

"তিনি যাদুকর, গাছে চড়িয়া এখানে আসেন।"

"তিনি কি এখানে আমাকে আনিয়াছেন?"

"হাঁ, তুমি যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছিলে, তিনি তোমাকে নৌকায় তুলিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন। কিন্তু ঝড়ে নৌকা উল্টাইয়া যায়। বাবা মাছ ধরিতে গিয়া তোমাদিগকে তুলিয়া আনিয়াছিলেন।"

"আমার ত কিছুই মনে নাই ?"

"মনে থাকিবে কি করিয়া ? তুমি তখন জ্বরে অচেতন।"

"ঠাকুর কোথায় গেলেন ?"

"তোমাকে আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া তিনি গাছে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া গিয়াছেন।"

"আবার কবে আসিবেন ?"

"জানি না, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।"

"তার পর কি হইল ?"

"তোমার গায়ে কি দেখ দেখি।"

"কি ?"

"এতগুলি দাগ কিসের ?"

"মনে পড়ে না ত ?"

"বাবা যখন জল হইতে তোমাকে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, তখন তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, নবীন তোমাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছে।"

যুবক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আমার কিছুই মনে পড়ে না।"

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে নবীন ডাকিল, "ভব, বুড়া ডাকিতেছে।" ভব জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

নবীন—তাহা বলিতে পারি না।

ভব—তবে আমি যাইব না।

যুবক কহিল, "ভব, তুমি যাইবে না ? নবীন দুঃখিত হইবে, বুড়া রাগ করিবে।" ভব বলিল, "তাহা হউক, আমি যাইব না।"

যুবক—এখন কি করিবে?

ভব—গান শুনিবে?

যুবক—শুনিব।

যুবতী গান আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ ধীবর বলিল, "ভব, উঠিয়া আয়।"

ভব—আমি এখন যাইব না।

বৃদ্ধ—খাইবি না?

ভব—না।

বৃদ্ধ—গান গায়িলে কি পেট ভরিবে?

ভব—ভরিবে।

বৃদ্ধ রাগিয়া কহিল, "তবে মর।" যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভব, ঘরে চল।"

ভব—গান শুনিবে না?

যুবক—না, বুড়া রাগ করিয়াছে।

ভব আর কথা না কহিয়া যুবকের হাত ধরিয়া গৃহে ফিরিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মহাসেনগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী।

মেঘনাদের যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যশোধবলদেব ও অন্যান্য সামন্তগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

বীরেন্দ্রসিংহ গৌড়ে, বসুমিত্র বঙ্গে, মাধববর্ম্মা সমতটে, নরসিংহদত্ত রাঢ়ে এবং যশোধবলদেব ও অনন্তবর্ম্মা মেঘনাদতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে পাটলিপুত্র হইতে সংবাদ আসিল যে সম্রাট মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি যশোধবলদেবকে স্মরণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধ মহানায়ক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নায়কগণের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদিগকে বন্দীরূপে প্রেরণ না করিলে স্বেচ্ছায় পাটলিপুত্রে যাইবেন না। যশোধবলদেব বড়ই বিপদে পড়িলেন। দূত বারংবার জানাইতে লাগিল যে, বিলম্ব হইলে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন। যশোধবলদেব অগত্যা পাটলিপুত্রে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

সম্রাট বহু পূর্ব্বেই যুবরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বজ্রাহতের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। তদবধি কেহ তাঁহাকে আর সভায় দেখিতে পায় নাই, তিনি অন্তঃপুরেই বাস

করিতেন। জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধের জীর্ণ পঞ্জর পরিত্যাগ করিতেছিল। মাগধসাম্রাজ্যের অমাত্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, সম্রাট শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মাধবগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নারায়ণশর্ম্মা জানাইয়াছেন যে নূতন যুবরাজ, প্রভাকরবর্দ্ধন ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। অনাবশ্যক জ্ঞানে হরিগুপ্তকে সসৈন্য চরণাদ্রি হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। যশোধবলদেব বঙ্গে থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। পাটলিপুত্রে হৃষীকেশশর্ম্মা, নারায়ণশর্ম্মা, রামগুপ্ত, হরিগুপ্ত, তাঁহার আদেশ পালন করিতেছিলেন। মাধবগুপ্ত দিন দিন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি অযথা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। তাহা শুনিয়া যশোধবলদেব বড়ই উদ্বিগ্নমনে দিনযাপন করিতেছিলেন।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মরণের পূর্ব্বে মহাসেন গুপ্তের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি যশোধবলদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। যশোধবলদেব পাঁচ বৎসর পরে পাটলিপুত্রে ফিরিলেন। মহানায়ক বঙ্গবিজয় করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, ইহা শুনিয়া পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ মহোল্লাসে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু যশোধবলদেব বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন মহারাজাধিরাজ মৃত্যুশয্যায়, তখন মহোৎসব ভাল দেখাইবে না। ইহা সত্ত্বেও নগরতোরণে ও রাজপথে সহস্র সহস্র নাগরিক জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। যশোধবলদেব নীরবে অবনতমস্তকে প্রাসাদতোরণে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় তোরণে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, যশোধবলদেব তাঁহার নিকট জানিতে পারিলেন যে, সম্রাটের মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। বৃদ্ধ কম্পিত চরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। লতিকা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু পিতামহের মুখভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। মহানায়ক সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কক্ষের দ্বার হইতেই শুনিতে পাইলেন, মহাসেনগুপ্ত ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কই যশোধবল, কোথায় যশোধবল?" বৃদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট বাল্যবন্ধুর হস্ত ধারণ করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। অশ্রুর প্রবল উৎস আসিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দিল, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। সম্রাট কহিলেন, "ছি যশোধবল, কাঁদিও না। কাঁদিবার সময় নাই, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া প্রাণ এখনও এ জীর্ণ পঞ্জর হইতে উড়িয়া পালায় নাই।" সম্রাটের শিয়রে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় মহাদেবী বসিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া ওষ্ঠে গঙ্গাজল দিলেন।

মহাসেনগুপ্ত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন যশোধবল, শশাঙ্ক মরে নাই, গণনা মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র আমার অঙ্গে, বঙ্গে ও কলিঙ্গে একচ্ছত্র সম্রাট হইবে। তাহার বাহুবলে স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসন টলিবে।" যশোধবলদেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহাসেনগুপ্ত তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "শুনিয়া যাও, তর্কের অবসর নাই। শশাঙ্ক ফিরিবে কিন্তু বিধিলিপি বিমুখ, আমি আর তাহার মুখখানি দেখিতে পাইব না। শশাঙ্ক ফিরিলে তাহাকে সিংহাসনে বসাইও বিনয়।" মহাপ্রতীহার বিনয়সেন

অগ্রসর হইয়া আসিলেন, সম্রাট কহিলেন, "শীঘ্র গরুড়ধ্বজ আন। হৃষীকেশ কোথায়?" বিনয়সেন উত্তর করিলেন, "কক্ষান্তরে"। বিনয়সেন গরুড়ধ্বজ আনয়ন করিতে চলিয়া গেলেন, সম্রাট কহিলেন, "যশোধবল, আমি এখনই মরিব। যতদিন শশাঙ্ক না ফিরিয়া আসে, ততদিন রাজ্যভার ছাড়িও না, তাহা হইলে মাধব সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবে।"

বিনয়সেন গরুড়ধ্বজ হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট মহাদেবীর সাহায্যে উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কহিলেন, "যশ! গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, যতদিন শশাঙ্ক না ফিরিবে, ততদিন রাজ্যভার পরিত্যাগ করিবে না?"

যশোধবলদেব গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। সম্রাট পুনরায় কহিলেন, "দেবি! তুমি সহমরণে যাইতে পাইবে না। তোমার পুত্র ফিরিয়া আসিবে। পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে চিতাশয্যা গ্রহণ করিও।" মহাদেবী সম্রাটের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। তখন সম্রাট হৃষ্টচিত্তে অমাত্যগণকে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হৃষীকেশশর্ম্মা, নারায়ণশর্ম্মা, হরিগুপ্ত, রামগুপ্ত, রবিগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাসেনগুপ্ত তখন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের জীবনপ্রদীপ আর একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "নারায়ণ! আমার ক্ষীণ স্বর হৃষীকেশের কর্ণে পৌছিবে না, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিও। এই ছত্র, দণ্ড ও সিংহাসন তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম। শশাঙ্ক জীবিত আছে, সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। সে ফিরিয়া আসিলে, তাহার সিংহাসনে তাহাকে

বসাইও। যতদিন সে না ফিরিবে, ততদিন মাধব রাজপ্রতিনিধি হইয়া সিংহাসনে বসিবে। তোমরা গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবে।"

অমাত্যগণ একে একে গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। তখন সম্রাট মাধবগুপ্তকে কহিলেন, "মাধব! তুমিও শপথ কর।" মাধবগুপ্ত ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া যশোধবলদেব তীব্রস্বরে কহিলেন, "কুমার! সম্রাট আদেশ করিতেছেন।" সম্রাট কহিলেন, "শপথ কর যে তোমার জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিলে তুমি তাহাকে নির্ব্বিবাদে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবে? শপথ কর যে কখনও ভ্রাতৃবিরোধ করিবে না? মাধবগুপ্ত কম্পিতকণ্ঠে সম্রাটের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিলেন। যশোধবলদেব কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! যশোধবলের একটি শেষ-অনুরোধ আছে, কুমার শপথ করুন যে, বিপদে পড়িলেও তিনি কখনও স্থাণ্বীশ্বরের আশ্রয় লইবেন না।"

মুমূর্ষু সম্রাট মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "মাধব! শপথ কর। কম্পিত হস্তে গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করিয়া মাধবগুপ্ত শপথ করিলেন যে, বিপদে পড়িলেও তিনি কখনও স্থাণ্বীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। তখন নিয়তি-দেবী অদৃশ্য থাকিয়া বোধ হয় হাস্য করিতেছিলেন।

সম্রাটের আদেশে তখনই তাঁহাকে তীরস্থ করা হইল, অপরাহ্নে আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে পাটলিপুত্রের অভিজাতসম্প্রদায়ের সমক্ষে সম্রাট মহাসেনগুপ্ত নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নবীনের অপরাধ।

দেখিতে দেখিতে পাঁচবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গৌরবর্ণ যুবক ধীবর-গৃহে বাস করিয়া ধীবরসন্তানের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে এখন ক্ষিপ্র-হস্তে তরণী চালনা করিতে পারে, কৌশলে জাল নিক্ষেপ করিতে পারে। তাহার হৃদয়ে ভয় বা আশঙ্কার স্থান ছিল না, সুতরাং কৈবর্ত্ত যুবকগণের মধ্যে সে বলবীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। তাহার নামটি কিন্তু পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সকলে তাহাকে পাগল বলিয়াই ডাকে। দীননাথ তাহাকে বড় স্নেহ করে এবং সে নবীন ব্যতীত ধীবরসম্প্রদায়ের আর সকলেরই প্রিয়-পাত্র। এই সুদীর্ঘ পঞ্চবৎসর কাল কেহ আর তাহার সন্ধান করিতে আসে নাই। অপরিচিত কুলশীল যুবক ধীরে ধীরে কৈবর্ত্তসমাজে মিশিয়া গিয়াছে।

নবীন চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি ভবর অনুরাগ দেখিয়া ঈর্ষায় নবীনের দেহ জ্বলিয়া যাইত। সে প্রতিপালকের হৃদয়ে বেদনা লাগিবে বলিয়া কোন দিন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না, কিন্তু ঈর্ষায় ও যাতনায় নবীন জ্বলিয়া মরিতেছিল। বহুকষ্টে তাহার বক্ষের অগ্নি চাপিয়া রাখিয়াছিল

কিন্তু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এক দিন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। তাহাতে দীননাথের ক্ষুদ্র সংসার ভস্ম হইয়া যাইবে।

একদিন নবীন দেখিল যে, নদীতীরে বৃক্ষশাখায় বসিয়া ভব পাগলকে আদর করিতেছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। ভবর এইরূপ ব্যবহার সে কতদিন দেখিয়াছে, কিন্তু সে প্রতিদিনই মনোবেগ দমন করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গিয়াছে। নবীন আজ আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার দেহের প্রত্যেক শিরা জ্বলিয়া উঠিল, সহস্র লোমকূপ হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। নবীন কোথা হইতে একটা লৌহের অঙ্কুশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বনে লুকাইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণপরে দীননাথের আহ্বানে ভব চলিয়া গেল, পাগল বৃক্ষশাখায় বসিয়া জল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। নবীন নিকটে আসিয়া ডাকিল, "পাগল ?"

"কি ?"

"নামিয়া আয়।"

পাগল কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নামিয়া আসিল। নবীন কহিল, "তুই কি করিতেছিলি ?"

"ভবর সঙ্গে বসিয়াছিলাম।"

"কেন বসিয়াছিলি ?"

"না যাইলে ভব যে রাগ করে।"

"তুই ভবকে ভালবাসিস্ ?"

"বাসি।"

"কেন ?"

"ভবর গান বড় মিষ্ট।"

"আমি তোকে মারিয়া ফেলিব।"

"কেন মারিবে নবীন ?"

"তুই ভবকে ভালবাসিস্ বলিয়া।"

"আমি ত তোমাকেও ভালবাসি।"

"মিথ্যা কথা।"

"না নবীন, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।"

"তবে ভবকে ভালবাসিস্ কেন ?"

"একজনকে ভালবাসিলে কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে নাই ?"

"না।"

"আমি ত তাহা জানিতাম না।"

"তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।"

"কেন মারিবে নবীন ?"

নবীন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, বহুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "তবে তুই অস্ত্র লইয়া আয় তোর সহিত যুদ্ধ করিব।"

"কেন ?"

"আমাদের—একজনকে—মরিতে হইবে।"

"আমরা দুইজনেই ত বেশ বাঁচিয়া আছি।"

"ভবকে দুইজনে ভালবাসিতে পারে না।"

"আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না "

"কেন ?"

"তুমি যে আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

"তা হউক, আমি তোকে মারিব। তুই যুদ্ধ করিবি না ?"

"না, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছিলে কেন ?"

"তাহা জানি না, তবে এখন তোকে মারিব।"

"তবে মার।"

নবীন বিষম বিপদে পড়িল, সে মারিবে বলিল, কিন্তু মারিতে তাহার হাত উঠিল না। সে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন পাগল কহিল, "নবীন, তুমি আমাকে মার, আমি রাগ করিব না।"

"কেন ?"

"তুমি যে আমাকে বাঁচাইয়াছ।"

"তাহাতে কি ?

"আমাকে যেন কে বলিতেছে, তোমাকে মারিতে নাই।"

নবীন কথা কহিতে পারিল না। যুবক তখন তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "নবীন, ভবকে ভালবাসিলে তুমি রাগ কর কেন ?"

নবীন নিরুত্তর।

পাগল আবার কহিল, "ভবকে তুমিও ভালবাস, আমিও ভালবাসি, কই আমিত রাগ করি না।"

নবীন নীরব।

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। সেই সময়ে বনান্তরাল হইতে ভব ডাকিল, "পাগল! তুমি কোথায় পাগল ?" তাহার আহ্বানের প্রতি কথায় তীব্র আকাঙ্ক্ষার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহা শুনিয়া নবীনের

হৃদয়ের নির্ব্বাপিত অগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল, সে মনোবেগ দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহা হইল না। ভব আবার ডাকিল "পাগল, তুমি কোথায়?" অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। নবীন অঙ্কুশ উঠাইয়া পাগলের মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। যুবক অস্ফুট যাতনাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল, নবীন পলাইল।

ভব দূরে থাকিয়াও যুবকের কাতরধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে, বৃক্ষতলে পাগলের রক্তাক্তদেহ পড়িয়া আছে। সে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার বক্ষের উপর পড়িল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কুটীর হইতে বৃদ্ধ দীননাথ ছুটিয়া আসিল। উভয়ে মূর্চ্ছাগত যুবকের চেতনা সম্পাদন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চৈতন্য হইল না। পিতা ও পুত্রী তাহার দেহ লইয়া কুটীরে ফিরিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশ।

"তুমি কে ?"

"পাগল আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? আমি যে ভব।"

"হাঁ চিনিয়াছি, তুমি ভব। কিন্তু অনন্ত কোথায় ?"

কুটীরমধ্যে মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত যুবক ভবকে প্রশ্ন করিতেছিল। তিনদিন পরে তাহার চৈতন্য হইয়াছে। ভব তালবৃন্ত লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছিল, সে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, অনন্ত কে ?"

"তুমি চিনিবে না, বিদ্যাধরনন্দী কোথায় ?"

ভব ভাবিল—পাগল প্রলাপ বকিতেছে, সে তাহার পিতাকে ডাকিয়া কহিল, "বাবা, পাগল কি বলিতেছে।"

দীননাথ তখন নদীকূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল যে, অনেকগুলি বড় বড় নৌকা মেঘনাদ পার হইয়া তাহার গ্রামের দিকে আসিতেছে। যুবক পুনরায় কহিল, "তুমি অনন্তকে ডাকিয়া আন, যুদ্ধের সংবাদ শুনিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে। এই সময়ে দীননাথের সহিত একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবাপুরুষ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীর দ্বারে বহু মানবের পদশব্দ শ্রুত হইল, ভব বিস্মিতা হইয়া চাহিয়া রহিল।

যুবাপুরুষ শয্যাশায়ী যুবককে দেখিয়া শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিল এবং কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া তাহা ললাটে স্পর্শ করাইয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক, প্রভু কি আমাকে চিনিতে পারেন ?"

"কেন পারিব না, তুমি বসুমিত্র, অনন্ত কোথায় ?"

"তিনি কুশলে আছেন, আপনি কি এখন সুস্থ হইয়াছেন ?"

"হাঁ, যুদ্ধের সংবাদ কি ?"

"যুদ্ধ জয় হইয়াছে। প্রভু একবার উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন কি ?" শশাঙ্ক শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে আগন্তুক বৃদ্ধ শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শশাঙ্ক আমাকে চিনিতে পার ? উত্তর হইল, "পারি, তুমি বজ্রাচার্য্য শক্রসেন।" দীননাথ অগ্রসর হইয়া কহিল, "ইনি তোমা—আপনাকে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জল হইতে বাঁচাইয়া ছিলেন।" শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বজ্রাচার্য্য ? —তুমি ?—পাঁচবৎসর পূর্ব্বে—বসুমিত্র, আমি কোথায় ?

বসু—প্রভু আপনি বঙ্গদেশে।

শশাঙ্ক বসুমিত্রের স্কন্ধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভব প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলা হইয়া এইসকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিতেছিল। শশাঙ্ককে উঠিতে দেখিয়া সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্ক কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রাঙ্গণে ও নদীকূলে সহস্রাধিক সেনা দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের সকলেই কেহবা শঙ্করতীরে এবং কেহবা বঙ্গদেশে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া চিনিল এবং উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল

এবং যাহারা নৌকায় ছিল তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে "মহারাজাধিরাজের জয় হউক" এই শব্দ উত্থিত হইল। শশাঙ্ক চমকিত হইলেন এবং ব্যাকুল হইয়া বসুমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসু, ইহারা আমাকে মহারাজাধিরাজ বলিতেছে কেন ?"

বসু—প্রভু, স্থির হইয়া উপবেশন করুন, আমি সকল সংবাদ বলিতেছি।

শশাঙ্ক—না বসুমিত্র আমি শান্ত হইব না, তুমি বল কি হইয়াছে।

বসু।—মেঘনাদের যুদ্ধে আপনি আহত হইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বজ্রাচার্য্য শত্রুসেন আপনাকে উদ্ধার করিয়া এই ধীবরের গৃহে আনিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আপনাকে দেখিয়া যাইতেন। বন্ধুগুপ্ত ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। বজ্রাচার্য্য পলায়ন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইজন্যই পাঁচবৎসর পরে আপনার সন্ধান পাইয়াছি। এতদিন আমরা কেহই দেশে ফিরি নাই, কেবল মহানায়ক যশোধবলদেব সম্রাটের অন্তিম শয্যায়—

শশাঙ্ক বলিলেন—"অন্তিম শয্যায় ?—বসু, পিতা তবে নাই ?"

বসু—মহারাজাধিরাজ সম্রাট মহাসেনগুপ্ত পরলোকগত—

শশাঙ্ক—বসু, মরণের সময় পিতা কি আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন ? পিতা কি শুনিয়াছিলেন যে আমি যুদ্ধে মরিয়াছি ?

বসু—প্রভু, লোকমুখে শুনিয়াছি বৃদ্ধ সম্রাট অন্তিমশয্যায় মহানায়ককে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া কহিয়াছিলেন যে, আপনি জীবিত আছেন। গণনা অনুসারে আপনার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় নাই; সেইজন্য তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি জীবিত আছেন এবং একদিন ফিরিয়া আসিবেন

সেই প্রতীক্ষায় মহাদেবী সহমরণে যাইতে পারেন নাই, অশীতিবর্ষ বয়সে মহানায়ক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন—

শশাঙ্ক—পিতা!

পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শশাঙ্ক বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাবেগ প্রশমিত হইলে, তিনি বজ্রাচার্য্য শক্রসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বজ্রাচার্য্য, বন্ধুগুপ্ত কোথায়?"

শক্র—বোধ হয় পাটলিপুত্রে।

শশাঙ্ক—তিনি কি আমার সন্ধান পাইয়াছেন?

শক্র—বোধ হয়, না, তবে সে জানিতে পারিয়াছে যে, আপনি জীবিত আছেন এবং আপনাকে অসহায় অবস্থায় হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে।

শশাঙ্ক—আমাকে হত্যা করিবে কেন? বসুমিত্র মহানায়ক কোথায়?

বসু—পাটলিপুত্রে। তিনি স্বর্গীয় সম্রাটের আদেশে পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে স্থাণ্বীশ্বর হইতে একজন অমাত্য আসিয়াছেন, তিনিই মাধবগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী।

শশাঙ্ক—মহানায়ক কি তবে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন?

বসু—তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে।

শশাঙ্ক—নরসিংহ কি তবে মণ্ডলায় অধিকার পায় নাই?

বসু—তিনি চিত্রাদেবীকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া পাটলিপুত্রে ফিরিতে পারেন নাই।

শশাঙ্ক—চিত্রা—চিত্রাদেবী—

বসু—প্রভু চিত্রাদেবী কুশলে আছেন।

শশাঙ্ক—চিত্রার কি বিবাহ হইয়াছে?

শশাঙ্ক।

বসু—বিবাহ—অসম্ভব প্রভু—চিত্রাদেবী আপনার প্রতীক্ষায় বিধবার ন্যায় দিন যাপন করিতেছেন।

শশাঙ্ক—তোমার যূথিকার মত নাকি ?

বসুমিত্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন। শশাঙ্ক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরসিংহ কোথায় ?"

"তিনি রাঢ়ে—তিনিও মাধবগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।"

"বসু, তুমি মাধবের নাম গ্রহণ করিতেছ কেন ? তুমি কি তাহাকে সম্রাট বলিয়া মানিতে চাহ না ?

"প্রভু, আমিও বিদ্রোহী, সম্রাটের মৃত্যুর পর এক কপর্দ্দকও পাটলিপুত্রে প্রেরণ করি নাই। আপনার সহিত যে যে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক মহানায়ক যশোধবলদেবই মাধবগুপ্তের আদেশ পালন করিয়া থাকেন, আর কেহই তাহা পারে নাই। রাঢ়ে নরসিংহদত্ত, সমতটে মাধববর্ম্মা, বঙ্গে আমি, আমরা সকলেই বিদ্রোহী। মণ্ডলায় থাকিয়া অনন্তবর্ম্মা পর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতির সাহায্যে প্রকাশ্যে মাধবগুপ্তের সেনা আক্রমণ করিয়াছে। দক্ষিণে মগধও তাহার করতলগত। মণ্ডলা হইতে রোহিতাশ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ তাহার অধিকারভুক্ত। বৃদ্ধ মহানায়কের মুখ চাহিয়া গৌড়ে বীরেন্দ্রসিংহ বিদ্রোহাচরণ করে নাই, পাটলিপুত্রে রামগুপ্ত ও হরিগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বরের ক্রীতদাসের আদেশ পালন করিতেছেন।"

শশাঙ্ক নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। বহুক্ষণ পরে কহিলেন, "বসুমিত্র, এখন কি করিব ?"

বসু—পাটলিপুত্রে ফিরিবেন।

"একা তোমার সহিত ?"

"সাম্রাজ্যে বন্ধুগুপ্ত ও বুদ্ধঘোষ ব্যতীত এমন কেহ নাই যে, আপনার নাম শুনিয়া ছুটিয়া না আসিবে। প্রভু, আমি এখনই দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইতেছি, একমাসের মধ্যে পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সংগৃহীত হইবে।

"বসু, ব্যস্ত হইও না; এখন মাধব ও নরসিংহের নিকট সংবাদ পাঠাও। মাধবকে এখনই সসৈন্যে চলিয়া আসিতে বল, কিন্তু নরসিংহ যেন ভাগীরথীতীরে উপস্থিত থাকে, বীরেন্দ্র ও অনন্তকে সংবাদ দিবার আবশ্যকতা নাই।"

"কেন প্রভু ?"

"আমি জানি, তাহারা সততই আমার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"

"প্রভু, আমি নৌকায় যাইতেছি আপনি বস্ত্রপরিবর্ত্তন করুন।"

বসুমিত্র তরবারি মস্তকে স্পর্শ করিয়া নূতন সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং বজ্রাচার্য্য শক্রসেনের সহিত নৌকায় ফিরিয়া গেলেন।

ভব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এখন ধীরে ধীরে শশাঙ্কের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল, তুমি কে ?"

"আমি এখন আর পাগল নই, ভব; আমি এখন রাজা।"

"তুমি কি চলিয়া যাইবে ?"

"এইবার দেশে ফিরিব।"

"কবে যাইবে ?"

"বোধ হয় কালই যাইব ?"

শশাঙ্ক।

"আজ আর যাইও না, আজিকার দিন তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। তুমি ত আর আসিবে না।"

ভব ছল ছল নয়নে কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল। শশাঙ্ক ব্যথিত হৃদয়ে বস্ত্রপরিবর্ত্তনের জন্য কুটীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিপ্রহর রজনীতে শশাঙ্ক নদতীরে বস্ত্রাবাসের সম্মুখে বসিয়া আছেন। দূরে অগ্নি জ্বলিতেছে এবং বস্ত্রাবাসের চারিদিকে প্রহরী। অন্ধকার রজনীতে নূতন সম্রাট একাকী চিন্তা করিতেছেন। চিন্তার বিষয়ের অপ্রতুল নাই। ছয়বৎসরের মধ্যে জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পিতা নাই, মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন, স্থাণ্বীশ্বরের রাজদূত বৃদ্ধ যশোধবলদেবকে পদচ্যুত করিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল—বসুমিত্র বলিয়াছে চিত্রার এখনও বিবাহ হয় নাই।

হঠাৎ মেঘনাদের জলরাশি হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি উত্থিত হইয়া শশাঙ্কের পদপ্রান্তে পতিত হইল এবং কহিল, "পাগল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি শুনিয়াছি তুমি রাজা, তোমার হৃদয়ে অসীম দয়া, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" সম্রাট বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—সিক্তবস্ত্র কর্দ্দমাক্ত দেহ নবীন সৈকত ভূমিতে পতিত আছে। তিনি সজলনেত্রে তাহাকে বক্ষে উঠাইয়া লইলেন এবং কহিলেন, "নবীন, ক্ষমা কি ভাই, তুমি পাগল হইয়াছিলে সেই জন্য আমাকে মারিয়াছিলে। আমিও পাগল হইয়া ছিলাম, তাই তোমার মনের গভীর বেদনা বুঝিতে পারি নাই। তুমি ভবকে বিবাহ কর, ভব তোমারই।"

আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নবীন কহিল, "তুমি সত্য সত্যই রাজা, এত দয়া আমি কখনও দেখি নাই। রাজা, শুনিয়াছি তুমি দেশে ফিরিবে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমি তোমার রক্তপাত করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিব। নবীনদাস আজ হইতে তোমার ক্রীতদাস। তুমি রাজা হইলে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আবার দেশে ফিরিব।" এই বলিয়া নবীন সম্রাটের পদযুগল ধারণ করিল। শশাঙ্ক তাহাকে উঠাইয়া লইয়া পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন, বহুমূল্য মহার্ঘ্য বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে শশাঙ্ক সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নবীনদাস ও দীননাথ শত শত অস্ত্রধারী কৈবর্ত্ত যুবক লইয়া তাঁহার সহিত গমন করিল। ভব নিরুদ্দেশ, রাত্রি হইতে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

শশাঙ্ক।

তৃতীয় ভাগ।

সায়াহ্নে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিঙ্গলকেশ অতিথি।

শীতের প্রারম্ভে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মণ্ডলার ভীষণ গিরিসঙ্কট পার হইয়া একজন অশ্বারোহী মণ্ডলাদুর্গের সিংহদ্বারের সম্মুখীন হইলেন। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। অশ্বারোহী দুর্গদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "দুর্গে কে আছে?" দুর্গপ্রাকার হইতে একজন প্রহরী উত্তর দিল, "কে তুই?" অশ্বারোহী কহিলেন, "আমরা অতিথি।"

প্রহরী—এখানে কেন? অতিথিশালায় যাও।

অশ্বারোহী হাসিয়া কহিলেন, "আমি যে দুর্গের অতিথি, অতিথিশালায় কেন যাইব?"

প্রহরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুর্গের অতিথি কাহাকে বলে? এমন কথা ত কখনও শুনি নাই, বাপু।"

অশ্বারোহী—তুমি দুর্গস্বামীকে গিয়া বল যে, একজন দুর্গের অতিথি আসিয়াছে, সে দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহে।

প্রহরী—দুর্গস্বামী এখন নিদ্রিত, আমি এখন তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারিব না। তোমার পিছনে অনেক লোক আসিয়াছে, ইহারা কি তোমার লোক?

অশ্বারোহী—হাঁ।

প্রহরী—তবে ইহাদিগকে দূরে থাকিতে বল, নিকটে আসিলে ভাল হইবে না।

অশ্বারোহী—অতিথি দূরে থাকিবে কেন?

তখন অশ্বারোহীর নিকটে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রহরী তূর্য্যধ্বনি করিল, দেখিতে দেখিতে দুর্গপ্রাকার অস্ত্রধারী পুরুষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রভু কে?" প্রহরী উত্তর দিল "মহারাজ অনন্তবর্ম্মা।"

অশ্বারোহী—তাঁহাকে ডাকিয়া আন।

প্রহরী—তোমার দলের লোক সরাইয়া দেও, নতুবা আমরা আক্রমণ করিব।

অশ্বারোহীর আদেশে তাঁহার সঙ্গের লোক সরিয়া দাঁড়াইল। অবিলম্বে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ দুর্গপ্রাকারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

অশ্বারোহী—আমি অতিথি, তুমি কি যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মা?

"হাঁ, কিন্তু তুমি কে? তোমার কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিলে না?"

"না।"

"আমাকে পাটলিপুত্রে দেখিয়াছ?"

"তাহা হইবে, কিন্তু এখন ত চিনিতে পারিতেছি না।"

"একদিন স্থাণ্বীশ্বরসেনার শিবিরে বন্দী হইয়া পাটলিপুত্রে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়াছিলে, মনে পড়ে?"

"পড়ে। কে তুমি? নরসিংহ?"

অশ্বারোহী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া লইলেন, নাতিদীর্ঘ উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তরুণ তপনের প্রথম কিরণরাশিস্পর্শে তাহা যেন জ্বলিয়া উঠিল। দুর্গপ্রাকারে বর্ম্মাবৃতপুরুষ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "চিনিয়াছি—যুবরাজ—মহারাজ—।"

তখন নরসিংহদত্ত, বীরেন্দ্রসিংহ, মাধববর্ম্মা ও বসুমিত্র প্রভৃতি প্রধান সেনানায়কগণ সম্রাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনতিবিলম্বে দুর্গদ্বার মুক্ত হইল, সকলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্তদিন ধরিয়া মণ্ডলাদুর্গে সেনা আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিদ্যাধরনন্দী সেনা-দলের শেষভাগ লইয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। বসুমিত্রের কথা সত্য হইয়াছিল, পঞ্চাশৎ সহস্রের অধিক সেনা শশাঙ্কের সহিত পাটলিপুত্রে যাত্রা করিয়াছিল।

শশাঙ্ক বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবার পরেই সমতট হইতে মাধববর্ম্মা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনজনে অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া ভাগী-রথীতীরে আসিয়াছিলেন। সুতরাং কেহই জানিতে পারে নাই যে, শশাঙ্ক পাটলিপুত্রে ফিরিতেছেন। ভাগীরথীতীরে নরসিংহ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হয় নাই। মাধবগুপ্ত শপথ ভঙ্গ করিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পরই যখন স্থাণ্বীশ্বরের অমাত্যের আদেশে বৃদ্ধ মহানায়ক যশোধবলদেব পদে পদে অপমানিত হইতে লাগিলেন, তখন অভিজাতসম্প্রদায় অত্যন্ত

ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে ভীষণ বিতৃষ্ণা থাকিলেও তাঁহারা প্রকাশ্যে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের বহুপরিবর্ত্তন হইয়া গেল। গৌড়বঙ্গে শশাঙ্কের সহচরগণ বিদ্রোহী হইল, অনন্তবর্ম্মা দক্ষিণ মগধ অধিকার করিয়া মণ্ডলা অধিকার করিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের অনুরোধে মাধবগুপ্ত চরণাদ্রি ও বারাণসী অবন্তিবর্ম্মাকে প্রদান করিলেন। যশোধবলদেব অবনতমস্তকে সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন। শশাঙ্কের প্রত্যাগমনের আশা দিন দিন তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইতেছিল। বুদ্ধঘোষ বন্ধুগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতাগণ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তাহাদিগের অত্যাচারে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ অস্থির হইয়া উঠিল। শত শত দেবমন্দিরের ভূসম্পত্তি অপহৃত হইল, সহস্র সহস্র মন্দিরে মহাদেব ও বাসুদেবের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দ মহানায়কের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু মহানায়ক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

রাজকোষ শূন্য হইল, তখন চারিদিক হইতে রাজস্ব প্রেরণ স্থগিত হইয়াছে। বেতন না পাইয়া সেনাদল অন্নাভাবে মরিতেছিল, ক্রমশঃ অভাবে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সেনানায়কগণের আদেশ অবহেলা করিয়া গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিল, প্রজাবৃন্দ আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। যশোধবলদেব পাটলিপুত্রে থাকিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রাজ্যের দুর্দ্দশা দেখিতে লাগিলেন।

প্রভাকরবর্দ্ধনের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, মগধে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী, তিনিও তাহাই প্রার্থনা করিতেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের বংশ থাকিতে আর্য্যাবর্ত্তে কেহ তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতেছিল না। সেই জন্য তিনি মাতুলপুত্রের সম্রাট পদবী লোপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন সংবাদ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, আত্মদ্রোহে মগধ যখন হীনবল হইবে, পরাজিত হইয়া মাধবগুপ্ত যখন আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, তখন তিনি তাহাকে করদ সামন্তরূপে গ্রহণ করিয়া গুপ্তবংশের সম্রাট পদবী লোপ করিবেন। মগধের যখন এই অবস্থা, তখন শশাঙ্ক বঙ্গ হইতে মগধে ফিরিলেন।

মণ্ডলা দুর্গে নবীন সম্রাট মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, যশোধবলদেবকে না জানাইয়া পাটলিপুত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে নগর আক্রমণ করিতে হইবে। অনন্তবর্ম্মা জানাইলেন যে, মার্গশীর্ষের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মাধবগুপ্তের বিবাহ। নরসিংহদত্ত ও মাধববর্ম্মা সেই দিনই পাটলিপুত্র আক্রমণ করিতে চাহিলেন। শশাঙ্ক মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, পাটলিপুত্রের কোন হিন্দু তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না; তিনি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া স্থির করিলেন যে, ছদ্মবেশে বীরেন্দ্রসিংহের সহিত গৌড়ীয় সামন্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া সকলেই নগর প্রবেশ করিবেন, কেবল নরসিংহদত্ত অধিকাংশ সেনা লইয়া উপনগরের বাহিরে অবস্থান করিবেন। মাত্র দশ সহস্র সেনা শোভা যাত্রায় যোগদান করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিবে।

বীরেন্দ্রসিংহ গৌড় হইতে যশোধবলদেবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই পাটলিপুত্রে ফিরিবেন, সুতরাং তাঁহার প্রত্যাগমনে কেহই

বিস্মিত হইল না। দশ সহস্র সেনা দেখিয়াও কেহই আশ্চর্য্য হইল না। কারণ সম্রাটের বিবাহ উপলক্ষে তখন চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত সামন্ত ও ভূস্বামিগণ শরীররক্ষী পরিবৃত হইয়া নগরে আসিতেছেন; দশ সহস্র এক পক্ষকাল ধরিয়া নগরে প্রবেশ করিল। অবশিষ্ট সেনা উপনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মাধবগুপ্ত তখন চিন্তিতমনে উৎসবানন্দে মগ্ন। বিপদের কথা কখনও তাঁহার মনে স্থান লাভ করে নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহে প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিবেন, প্রজাবিদ্রোহে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং আবশ্যক হইলে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিত্রার বাসর।

পাটলিপুত্র নগরে আজি মহা সমারোহ। তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, রাজপথগুলি নানাবর্ণের পতাকা ও পুষ্পপল্লবে সুশোভিত। নাগরিকগণ বহুবর্ণরঞ্জিত বিচিত্র পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দলে দলে খঞ্জনী বাজাইয়া গান গায়িয়া বেড়াইতেছে; প্রহরে প্রহরে নগর হইতে তুমুল শঙ্খ-নাদ উত্থিত হইতেছে, পুরমহিলাগণ পথে পথে শুভ্রলাজ ও শ্বেতবর্ণ পুষ্প বর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সুগন্ধি ধূমে আচ্ছন্ন মন্দিরসমূহ হইতে অনবরত সহস্র সহস্র ঘণ্টানিনাদ উত্থিত হইতেছে। আজি সম্রাট মাধবগুপ্তের বিবাহ।

দিবা দ্বিপ্রহরে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ প্রধান রাজপথ অবলম্বন করিয়া প্রাসাদের দিকে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া একজন মদবিহ্বল নাগরিক বলিয়া উঠিল, "দেখ্ দেখ্, গৌড়ীয় সেনা বর্ম্মাবৃত হইয়া বিবাহ সভায় যাইতেছে।" তাহার কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গীগণ করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। সৈনিক মুখ ফিরাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি প্রাসাদের পথ?" নাগরিক কহিল, "হাঁ, উত্তরদিকে চলিয়া যাও।" সৈনিক পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে নাগরিক বলিয়া উঠিল, "ভাই চিত্রাদেবীটা কে?" দ্বিতীয় নাগরিক কহিল, "তুই জানিস না? চিত্রা মণ্ডলাদুর্গের তক্ষদত্তের কন্যা।"

"কে ? যাহার সহিত যুবরাজ শশাঙ্কের বিবাহের কথা হইয়াছিল ?"

সৈনিক স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "চিত্রাদেবীর কি হইয়াছে ?" নাগরিক কহিল, "তুমি কখন নগরে আসিয়াছ ? চিত্রাদেবীর সহিত সম্রাট মাধবগুপ্তের বিবাহ, তাহা কি তুমি জান না ?" সৈনিকের মস্তক ঘূর্ণিত হইল, সে পড়িতে পড়িতে গৃহের প্রাচীর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া গেল। প্রথম নাগরিক কহিল, "গৌড়ীয় বীর এখনই পড়িয়া গিয়াছিল।" দ্বিতীয় নাগরিক কহিল, "বোধ হয় নিমন্ত্রণে আসিয়া বিনামূল্যে অধিক মধুপান করিয়াছে।" সৈনিক তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইল না, সে মদ্যপায়ীর ন্যায় টলিতে টলিতে পথিপার্শ্বস্থিত বাপীতীরে বসিয়া পড়িল, তাহার পর বোধ হয় চেতনা লোপ হইল।

দিবস অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যা আসিল, সৈনিক উঠিল না। তাহাকে সুরাপানোন্মত্ত মনে করিয়া কেহ তাহার নিকটে গেল না। রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইল। প্রাসাদে মহা কোলাহল ও তুমুল বাদ্যরবে সম্রাটের বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল, তখন সৈনিকের চেতনা হইল। সে ব্যক্তি অঙ্গের বর্ম্ম মোচন করিয়া তাহা বাপীজলে নিক্ষেপ করিল এবং একটি বিপণী হইতে শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া বাপীতীরে তরুচ্ছায়ায় ঘন অন্ধকারে বেশ পরিবর্ত্তন করিল এবং তাহার পরে পুনরায় প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল।

সে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জনতায় মিশিয়া গেল এবং ক্রমশঃ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। আগন্তুক অপরের অজ্ঞাত পথ অবলম্বন করিয়া নূতন প্রাসাদের অন্তঃপুরের দ্বিতীয়তলে উপস্থিত হইল। উৎসবামোদে উন্মত্ত পুরমহিলা বা অন্তঃপুররক্ষিগণ তাহাকে দেখিতে পাইল

না। গঙ্গাদ্বারের নিকটে, প্রাসাদের যে অংশের নিম্নে জাহ্নবী প্রবাহিতা, আগন্তুক সেই অংশের দ্বিতীয় তলের ছাদের উপরে উঠিয়া ছায়ায় লুক্কায়িত হইল। অন্তঃপুরের সে অংশ তখন জনমানবহীন নীরব নিস্তব্ধ। চারিদিক উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত। সময়ে সময়ে দূর হইতে বিবাহোৎসবের কোলাহল আসিয়া বিশাল নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

একটি রমণী অন্তঃপুরের কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী যুবতী, দূর হইতে দেখিলে বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। যুবতী অসামান্যা রূপসী, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার। তাহার রত্নগুলি জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার কেশপাশ অসম্বদ্ধ; বোধ হইল, তিনি সদ্যঃস্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহলতা সূক্ষ্ম মহার্ঘ্য শ্বেতবসনে আচ্ছাদিত, তাহার অগ্রভাগ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছিল। একজন দাসী আসিয়া তাহা উঠাইয়া দিল এবং কেশ শুষ্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবতী বিরক্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন, "কেশ বায়ুতে শুকাইয়া যাইবে, তুই চলিয়া যা।" দাসী প্রস্থান করিল। রমণী ছাদের উপরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে আর একজন দাসী আসিয়া কহিল, "মহাদেবি! শয়নের সময় হইয়াছে।" রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কত রাত্রি?" দাসী উত্তর দিল, "প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।" রমণী কহিলেন, "আমি এখন শয়ন করিব না, তুই চলিয়া যা।" দাসী অগত্যা চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আগন্তুক ছায়ার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দূর হইতে ডাকিল, "চিত্রা?" রমণী চমকিতা হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন এবং দেখিতে পাইলেন দূরে চন্দ্রালোকে শুভ্রবস্ত্রাবৃত

একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল, "চিত্রা ?" রমণীর বোধ হইল, সে কণ্ঠস্বর তাঁহার পরিচিত ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" পুরুষ উত্তর দিল, "চিত্রা—আমি।" রমণীর বোধ হয় ভয় হইল, তিনি ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "কে তুমি ? আমি ত চিনিতে পারিতেছি না ?" পুরুষ কহিল, "কণ্ঠস্বরেও চিনিতে পারিলে না চিত্রা ? আমি কি এতদূরে গিয়া পড়িয়াছি ?" আগন্তুক সহসা মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল, সেই সময়ে নীলাকাশে ভাসিতে ভাসিতে একখানা ক্ষুদ্র মেঘ চন্দ্রদেবকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সরিয়া গিয়া চন্দ্রালোক পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চিত্রাদেবী দেখিলেন, আগন্তুক সুন্দর গৌরবর্ণ, দীর্ঘ পিঙ্গলকেশ উষ্ণীষমুক্ত হইয়া পবনহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "ভয় নাই চিত্রা, আমি মানুষ, অশরীরী নহি, প্রেতলোক হইতে দেখা দিতে আসি নাই।"

ভয়ে বিস্ময়ে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় চিত্রাদেবীর শ্বাসরোধ হইতেছিল, তিনি বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "তুমি—কুমার—শশাঙ্ক—।"

পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "পট্টমহাদেবি, আমি সেই, আমি শশাঙ্ক, এককালে কুমার ছিলাম বটে, আমি তোমার বাল্যসখা।"

"যুবরাজ—তুমি—"

"হাঁ, চিত্রা, আমি। তুমি ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিলে তাই আসিয়াছি। কেমন, আমার সত্যরক্ষা হইয়াছে ?" চিত্রাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, "যুবরাজ—যুবরাজ —ক্ষমা কর—।"

"কিসের ক্ষমা চিত্রা? তুমি বলিয়াছিলে তাই আসিয়াছি, বাল্যসখীর সত্যানুরোধে মৃত পুনরায় জীবিত হইয়াছে, ক্ষমা কি চিত্রা?"

"যুবরাজ,আর একবার—আর একবার ক্ষমা—কতবার ক্ষমা করিয়াছ—আর একবার—"

"কিসের ক্ষমা, চিত্রা—নগরে শুনিয়াছি, আজি তোমার বিবাহ, তোমার বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছি—।" চিত্রাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্কের চরণযুগল ধারণ করিতে যাইতেছিলেন, সম্রাট দুই হস্ত পিছু হটিয়া কহিলেন, "ছি, ছি, চিত্রা, স্পর্শ করিও না। তুমি ভ্রাতৃবধূ, অস্পৃশ্যা। আজ তুমি মগধের পট্টমহাদেবী দীনহীন ভিখারীর চরণতলে লুটাইয়া পড়া কি তোমার উপযুক্ত কার্য্য। উঠ, বাল্যবন্ধুকে অভ্যর্থনা কর—।"

"শুন যুবরাজ, নিজের ইচ্ছায় চিত্রা বিবাহ করে নাই। ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না বটে। কিন্তু চিত্রা, তুমি আজ মাধবের অঙ্কলক্ষ্মী, তুমি আর আমার নহ। তোমার দোষ নাই, দোষ আমার—আমার অদৃষ্টের।"

চিত্রাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ছয় বৎসর পরে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইলেন; কৌমুদীস্নাত জগৎ তখনও নীরব নিস্তব্ধ, নীলাকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি দ্রুতবেগে উড়িয়া যাইতেছে। উৎসবের স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে, কলরব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, দীপমালা নির্ব্বাণোন্মুখ। চিত্রাদেবী কহিলেন, "কুমার,আমার কথা শেষ করিতে দাও,আর একবার আমাকে ক্ষমা কর, আমি তক্ষদত্তের কন্যা, আমার কথায় বিশ্বাস কর।"

"বিশ্বাস করিতাম বলিয়াই আসিয়াছি চিত্রা; নতুবা আসিতাম না। কি ক্ষমা করিব, তুমি রমণী, রূপসী, যুবতী, তুমি নিরুদ্দেশযাত্রী ভিখারীর প্রতীক্ষায় না থাকিয়া রাজরাজেশ্বরের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়াছ—ইহাতে দোষ কি চিত্রা?"

"আমাকে কি এত সামান্যা ভাবিয়াছিলে যুবরাজ?"

"আমি জানিতাম তুমি অসামান্যা কিন্তু চিত্রা, সেই বিশ্বাসের ফল কি এই?"

"ক্ষমা—ক্ষমা কর, যুবরাজ, আমি স্বেচ্ছায় বিবাহ করি নাই।"

"বিবাহ কি বলপূর্ব্বক হয় চিত্রা?"

"মহাদেবী বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দিয়াছেন।"

"শুন মহাদেবি, আজি হইতে তুমিও মহাদেবী, বালিকা নহ, তুমি যুবতী, কাহার হৃদয় কে কবে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে? নশ্বর মানব দেহের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু বলে কি মন বশীভূত হয় চিত্রা?

"আর একবার ক্ষমা কর যুবরাজ।"

"ক্ষমা করিয়াছি চিত্রা, না করিলে দেখা দিতে আসিতাম না।"

"তবে?"

"তবে কি চিত্রা?"

"আর একবার—"

"তাহা হয় না চিত্রা।"

"আমি—আমি শুনিয়াছি—যুবরাজ, আমি ত কোন অপরাধ করি নাই?"

"ছি চিত্রা, তুমি তক্ষদত্তের কন্যা, তুমি গুপ্তকুলবধূ, একথা তোমার মুখে শোভা পায় না। সামান্যা ক্ষত্রিয়বনিতা যদি আচারভ্রষ্টা হয় তাহাতে লোকে দোষ দেয় না, কিন্তু তুমি—তুমি তক্ষদত্তের কন্যা, মহাসেনগুপ্তের বধূ, শশাঙ্কের ভ্রাতৃজায়া, মগধের রাজরাজেশ্বরী—ইহা তোমার উপযুক্ত কথা নহে, দেবি!"

"তবে?"

"তবে আর কি, সত্যরক্ষার জন্য তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছিলাম। সে সত্য রক্ষা হইয়াছে, এখন দেবি, এখন শশাঙ্ককে ভুলিয়া যাও, জানিও শশাঙ্ক সত্য সত্যই মরিয়াছে। আমি জলবুদ্বুদের ন্যায় জলরাশিতে মিলাইয়া যাইব, এই বিশাল জগতে আমাকে কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও, বড় সুখে মরিতে চলিয়াছি চিত্রা, আর মনে কোন দুঃখ নাই। দূরদেশে চৈতন্য হারাইয়া এতদিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। জ্ঞান হইয়া শুনিলাম পিতা নাই, তথাপি যথাশক্তি দ্রুতবেগে পাটলিপুত্রে আসিয়াছি। কেন জান চিত্রা? মনে বড় আশা ছিল তোমাকে দেখিতে পাইব, কত সুখী হইব। ভাবিতাম, আবার তুমি তেমনি করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তোমার উচ্চহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হইবে, তোমাকে লইয়া দুঃখশোক ভুলিয়া যাইব। দেখ চিত্রা, জ্যোৎস্নালোকে বালুকাসৈকত কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। উহার উপরে তোমার সহিত কত খেলা করিয়া বেড়াইয়াছি, আর তোমাকে খেলিতে দেখিব না চিত্রা। চাহিয়া দেখ—ঐ তোমার পুষ্পোদ্যান, তোমার জন্য উহাতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলাম; মনে পড়ে চিত্রা সেদিনের কথা, যেদিন লতিকা প্রথম আসিয়াছিল?

তাহাকে ফুল তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া, তুমি কত অভিমান করিয়াছিলে।”

“আজি আনন্দের দিনে আনন্দ করিতে আসিয়াছি, তোমার মনে ব্যথা দিব না চিত্রা। সত্য করিয়াছিলাম, তাহাই পালন করিতে আসিয়াছি। তুমি যাও, শশাঙ্ককে ভুলিয়া যাও, বাল্যস্মৃতি বিস্মৃত হও, আশীর্ব্বাদ করি—”

“যুবরাজ ?”

“কি চিত্রা ?”

“আর একবার ডাক।”

“কি বলিয়া ডাকিব চিত্রা ?”

“যাহা বলিয়া ডাকিতে।”

“চিত্রা, চিত্রে, চিত্রিতা, চিত্রাঙ্কিতা, চিতি—আর মায়া বাড়াইব না, তুমি যাও।”

“কোথায় যাইব যুবরাজ ?”

“কেন বাসরশয্যায় ?”

“এই ত বাসর।”

“ছি চিত্রা, এমন কথা বলিতে নাই। আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আত্মসংবরণ কর।”

যুবরাজ কয়েকপদ সরিয়া আসিলেন। চিত্রাদেবী তাঁহার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, “যুবরাজ শশাঙ্ক, তবে বিদায়।” বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শশাঙ্ক উত্তর দিলেন, “বিদায় চিত্রা—চির বিদায়।”

পরক্ষণেই জলে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। শশাঙ্ক ফিরিয়া

দেখিলেন ছাদশূন্য, গঙ্গার ফেনিল জলরাশি হইতে সহস্র সহস্র বুদ্বুদ উঠিতেছে, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছাদ হইতে গঙ্গাবক্ষে লম্ফপ্রদান করিলেন।

ঈশানকোণে মেঘসঞ্চার হইয়াছিল; মেঘ ক্রমশঃ আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, জ্যোৎস্না নিভিয়া গেল। জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনরুত্থান।

সম্রাট মাধবগুপ্ত রাজসভায় বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, সভাস্থ সকলেই বিষণ্ণ ও অবনতমস্তক। কল্য বিবাহ-উৎসবে দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু অন্ত বিষাদের ঘন কালিমায় উৎসবামোদের কৌমুদীরেখা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে? পট্টমহাদেবী চিত্রাদেবী বিবাহ-রাত্রি হইতেই নিরুদ্দিষ্টা। যাঁহারা এখন আর রাজসভায় আসেন না, অদ্য তাঁহারাও আসিয়াছেন। বেদীর নিম্নে পূর্ব্বতন অমাত্য হৃষীকেশশর্ম্মা, মহানায়ক যশোধবলদেব প্রভৃতি সকলে উপবিষ্ট আছেন, স্থাণ্বীশ্বরের রাজদূত প্রধান অমাত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই চিন্তিত এবং নির্ব্বাক।

মহাপ্রতীহার বিনয়সেন সভামণ্ডপের তোরণ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট দুই একজন দণ্ডধর ও প্রতীহার দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ বিনয়সেন চমকিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বোধ হইল, একজন শ্বেত পরিচ্ছদধারী ব্যক্তির সহিত মাধববর্ম্মা, বসুমিত্র, বিদ্যাধরনন্দী প্রভৃতি বিদ্রোহী নায়কগণ সভামণ্ডপের দিকে আসিতেছেন। বিনয়সেন চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, তাহার পর চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে বীরেন্দ্র সিংহ। বীরেন্দ্র সিংহ অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহাপ্রতীহার, একজন গৌড়ীয়

সামন্ত মহানায়কের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" বিনয়সেন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কে ? তুমি কখন গৌড় হইতে আসিলে ?"

বীরেন্দ্র—আমি এখনই আসিয়াছি। বিবাহোৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু পথে বিলম্ব হওয়ায় কল্য আসিতে পারি নাই।

ইতিমধ্যে শুভ্র বস্ত্রাবৃত পুরুষ বিনয়সেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিনয়সেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়সেন, আমাকে চিনিতে পার ?" মহাপ্রতীহার বিস্মিত হইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়সেন, ইহার মধ্যেই আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ ?" বিনয়সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি—আপনি কে ?" পশ্চাৎ হইতে অনন্তবর্ম্মা আগন্তুকের মস্তকের উষ্ণীয় খুলিয়া লইলেন, রাশি রাশি রক্তবর্ণ কুঞ্চিত কেশ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ বিনয়সেনের জানু ভঙ্গ হইল। মহাপ্রতীহার নতজানু হইয়া করযোড়ে কহিলেন, "যুবরাজ,—মহারাজাধিরাজ—।" শশাঙ্ক বিনয়সেনকে উঠাইয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। দণ্ডধর ও দৌবারিকগণ সম্রাটকে চিনিতে পারিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "মহারাজাধিরাজের জয়," "যুবরাজ শশাঙ্কের জয়" প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন সভামণ্ডপ কম্পিত হইল।

যশোধবলদেব একমনে চিত্রার কথা স্মরণ করিতেছিলেন, অলক্ষ্যে দুই একটী অশ্রুবিন্দু তক্ষদত্তের একমাত্র কন্যার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল। অকস্মাৎ শশাঙ্কের নাম শুনিয়া মহানায়ক চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার শব্দ হইল, "মহারাজাধিরাজের জয়," "মহারাজ

শশাঙ্কের জয়।” উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ মহানায়ক তোরণাভিমুখে ধাবিত হইলেন, তোরণদ্বারে এক উষ্ণীষ-বিহীন যুবক তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল, তিনি শশাঙ্ককে বক্ষে ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। হরিগুপ্ত, রামগুপ্ত, ও নারায়ণশর্ম্মা তোরণের দিকে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সম্মুখে শশাঙ্ক দাঁড়াইয়া আছেন। শশাঙ্ক সকলের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ বার বার কম্পিত হইল। মাধব-গুপ্ত সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ও বিনয়সেন যশোধবলের জ্ঞানশূন্য দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিলেন ; পশ্চাতে পশ্চাতে শশাঙ্ক নারায়ণশর্ম্মা, রামগুপ্ত, হরিগুপ্ত, অনন্তবর্ম্মা ও বসুমিত্র সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। স্তম্ভিত সভাসদ্‌গণ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলকে আসনত্যাগ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ হৃষীকেশশর্ম্মাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে শশাঙ্ককে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “চিনিয়াছি—তোমাকে চিনিয়াছি—তুমি শশাঙ্ক—শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিয়াছে—কে আছিস্ শীঘ্র মহাদেবীকে ডাকিয়া আন্—বলিয়া আয়—তাঁহার শশাঙ্ক ফিরিয়াছে—। মধুসূদন, নাবায়ণ, অনাথের নাথ—তুমি সত্য—তোমার মহিমা—কে বুঝিবে প্রভু। নারায়ণ—হরিগুপ্ত—সম্রাটের কথা সত্য হইয়াছে—শশাঙ্ক ফিরিয়াছে—দামোদরগুপ্তের পুত্রের কথা মিথ্যা হইবার নহে।” বৃদ্ধ শশাঙ্ককে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিল,—তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিলেন না, বৃদ্ধের বধির কর্ণকুহরে তখনও পর্য্যন্ত ভীষণ জয়ধ্বনির বিন্দুমাত্রও প্রবেশ লাভ করে নাই।

ধীরে ধীরে যশোধবলদেবের চেতনা ফিরিল, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "হৃষীকেশ!—নারায়ণ! তোমরা কোথায়? শশাঙ্ক ফিরিয়াছে—মহাসেনগুপ্তের বাক্য সত্য হইয়াছে, মহাদেবী কোথায়, তাঁহাকে ডাকিয়া আন—।" ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসিল, হৃষীকেশশর্ম্মা কহিলেন, "শুনিয়াছি যশোধবল, দেখিয়াছি শশাঙ্ক সত্য সত্যই ফিরিয়াছে।"

যশো—হৃষীকেশ তবে সত্য পালন কর।

হৃষী—বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধদ্বয় মাধবগুপ্তের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনের বেদী হইতে নামাইয়া দিলেন। বিনাবাক্যব্যয়ে অবনতমস্তকে মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্থাণ্বীশ্বরের রাজদূত কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, কাহার কথায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিতেছেন, বৃদ্ধ ও বাতুলের কথায়? যুবরাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে, আপনি এই সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। মিথ্যা ছলনায় মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইবেন না।" সেই সময়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া অনন্তবর্ম্মা বেদীর উপরে আরোহণ করিলেন এবং সজোরে পদাঘাত করিয়া রাজদূতকে ধরাশায়ী করিলেন।

ইতিমধ্যে সভামণ্ডপের চারিদিকে দণ্ডধরগণ বলিয়া উঠিল, "পথ ছাড়, পথ ছাড়, মহাদেবী আসিতেছেন।" সভাসদগণ সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল, মাধবগুপ্ত বেদীর নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণা, শোকাক্লিষ্টা মহাদেবী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এক মুহূর্ত্ত শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই তাঁহাকে

বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, সানন্দে বিশাল জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মহাদেবীর সহিত গঙ্গা, লতিকা, যূথিকা, তরলা ও অগণিত পুরস্ত্রী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদিগকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে কহিয়া যশোধবলদেব কহিলেন, "মহাদেবি, শান্ত হউন, মহারাজাধিরাজকে সিংহাসনে স্থাপন করুন।" স্থাণ্বীশ্বরের রাজদূত হংসবেগ বিচক্ষণ ও নীতিকুশল, তিনি পদাঘাতের অপমান বিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহানায়ক, আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ ও রাষ্ট্রনীতিকুশল, মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনি কাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতেছেন? যুবরাজ শশাঙ্ক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই ব্যক্তি ভণ্ড, প্রতারক।" বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ গভীর শব্দে সভামণ্ডপ কম্পিত করিয়া যশোধবলদেব কহিলেন, "শোন দূত, তুমি অবধ্য, নতুবা এতক্ষণ তোমার প্রাণ সংহার করিতাম। আমি প্রায় নবতিবর্ষ পূর্ব্বে জগতে আসিয়াছি; কে ভণ্ড, কে প্রতারক, তাহা আমি জানি। তোমার সম্মুখে প্রকৃত সম্রাটকে দেখিতে পাইতেছ, শীঘ্র অভিবাদন কর। কে ভণ্ড, পুত্রের মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। হৃষীকেশশর্ম্মা, নারায়ণশর্ম্মা, রামগুপ্ত, হরিগুপ্ত, রবিগুপ্ত, প্রভৃতি পুরাতন রাজভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা কর। বিচার করিয়া দেখ কাহার জন্য অনন্তবর্ম্মা, বসুমিত্র ও মাধববর্ম্মা প্রভৃতি বিদ্রোহী নায়কগণ পাটলিপুত্রে আসিয়াছে? বৃথা বাক্য ব্যয় করিও না।"

হংসবেগ নিরুত্তর। তখন হৃষীকেশশর্ম্মা ও যশোধবলদেব শশাঙ্কের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন; পুরনারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিল, সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া গগন বিদীর্ণ

করিল। মহাদেবীর আদেশে একজন পরিচারিকা সুবর্ণপাত্রে চন্দন, দূর্ব্বা ও তণ্ডুল লইয়া আসিল, উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধানগণ নূতন সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে, বিনয়সেন সিংহাসনের নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আপনার বৃদ্ধ ভৃত্য লল্ল তোরণে দাঁড়াইয়া আছে, সে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" সম্রাট তাহাকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বহুক্ষণ পরে জরাভারাবনতদেহ শীর্ণকায় লল্ল যষ্টিতে ভরদিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক তাহার আকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া লল্লের দিকে অগ্রসর হইলেন, সভাস্থ জনমণ্ডলী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শশাঙ্ককে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লল্ল দাঁড়াইল, তখন তাহার নয়নদ্বয়ের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়াছে, শীর্ণগণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। লল্ল কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি—ভাই—তুমি—শশাঙ্ক।" সম্রাট ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিলেন, বৃদ্ধ তাহার শীর্ণ হাত দুইখানি দিয়া সম্রাটের গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ভাই, তুমি সত্যই ফিরিয়াছ। সম্রাট বলিয়া গিয়াছিলেন, তুমি ফিরিয়া আসিবে, তাই আমি এখনও বাঁচিয়া আছি, নতুবা এতদিন প্রভুর কাছে চলিয়া যাইতাম। অশ্রুজলে সম্রাটের নয়নদ্বয় অন্ধ হইয়া গেল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা—।" জনসঙ্ঘ বারংবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সম্রাট বৃদ্ধকে বেদীর উপরে বসাইলেন, কিন্তু সে সেস্থানে থাকিতে চাহিলনা। লল্ল যষ্টিতে ভর দিয়া উঠিল এবং কহিল, "ভাই, তুমি একবার রাজা হইয়া সিংহাসনে বস, আমি একবার নয়ন ভরিয়া দেখি।" শশাঙ্ক

সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ কহিল, "ভাই, একবার পূর্ণরূপ দেখাও; ছত্র কই, চামর কই, দণ্ড কই?" বিনয়সেন গরুড়ধ্বজ আনিয়া সম্রাটের হস্তে প্রদান করিলেন, যশোধবলদেবের আদেশে শ্বেতছত্র লইয়া মাধবগুপ্ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, রাম-গুপ্তের পুত্রদ্বয় চামর লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের হীনপ্রভ নয়নমণি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে অসির পরিবর্ত্তে যষ্টি লইয়া সামরিক প্রথানুযায়ী অভিবাদন করিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধ সভাতলে বসিয়া পড়িল, তাহার অবস্থা দেখিয়া সম্রাট সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। বৃদ্ধ শশাঙ্কের অঙ্গে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল এবং কহিল, "আর একবার ডাক্ ভাই, আর একবার ডাক্।" শশাঙ্ক বৃদ্ধের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "দাদা, ভয় কি?" বৃদ্ধ হৃষীকেশশর্ম্মা আসন হইতে উত্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভয় কি, মহারাজ,—লল্ল চলিয়াছে—বৈকুণ্ঠে মহাসেনগুপ্তের পরিচর্য্যার আবশ্যক হইয়াছে। অনাথের নাথ, দর্পহারী মধুসূদন, মূঢ় জীবের গতি কর, দেব। সকলে একবার হরিনাম কর ভাই।" হরিধ্বনিতে সভামণ্ডপ আবার কম্পিত হইল। অবস্থা বুঝিয়া সম্রাট কহিলেন, "লল্ল—দাদা—একবার হরিনাম কর, বল হরি—হরি—হরি বল।" বৃদ্ধ ক্ষীণতর কণ্ঠে বলিল, "হরি—হরি—।" কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন পল্লব দুই একবার কম্পিত হইল, তাহার পর লল্ল অনন্তের পথে যাত্রা করিল। প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভুর বিরহব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া গেল। সম্রাট হাহাকার করিয়া তাহার বক্ষে পতিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরসিংহের প্রশ্ন।

সন্ধ্যার পরে সম্রাট চিত্রগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন, অসামান্য রূপ লাবণ্যবতী তরুণী নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অভিষেকের দিনে নূতন সম্রাট বিষণ্ণ, তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর চিন্তায় রেখাঙ্কিত, দেখিলেই বোধ হয় যে, সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছেনা, নর্ত্তকীগণের চারু অঙ্গভঙ্গী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, শশাঙ্কের মন আজি বহুদূরে। দুঃখশোক বিস্মৃত হইয়া, রাজপদের বিপদসম্পদ ভুলিয়া নূতন সম্রাটের মন তখন উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে ধবলিত, নূতন প্রাসাদের অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল, কখনও কখনও গঙ্গার স্ফীত জলরাশির মধ্যে কাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল।

তাঁহার পশ্চাতে বসুমিত্র, মাধববর্ম্মা ও অনন্তবর্ম্মা বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন। চিত্রগৃহের দ্বারে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন দণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। একজন দণ্ডধর আসিয়া তাঁহার কর্ণমূলে ধীরে ধীরে কি বলিল। বিনয়সেন উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্ক তখনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তিনি বিনয়সেনকে দেখিতে পাইলেন না। মহাপ্রতীহার তখন অস্ফুটস্বরে কহিলেন,

"মহারাজাধিরাজ, নরসিংহদত্ত প্রাসাদে আসিয়াছেন।" শশাঙ্ক নরসিংহের নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "কি বলিলে, নরসিংহ আসিয়াছে? উত্তম, আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। তাহাকে এইখানে লইয়া আইস।" মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

পশ্চাত হইতে বসুমিত্র উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, মহানায়ক নরসিংহদত্ত হয়ত চিত্রাদেবীর মৃত্যুকথা শ্রবণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আপনিও ব্যথা পাইবেন।" বসুমিত্রের কথায় বাধা দিয়া শশাঙ্ক কহিলেন, "না বসুমিত্র, নরসিংহ এইখানেই আসুক। চিত্রা মরিয়াছে তাহা সে নিশ্চয়ই শুনিয়াছে। পরোক্ষে আমি চিত্রার মৃত্যুর কারণ। হৃদয়ে গভীর বেদনা পাইয়া সে যাহা বলিতে চাহে, এখনই বলুক, তাহাতে আমার মনের ভার অনেক লঘু হইবে।" বসুমিত্র নীরবে আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তবর্ম্মা আসন পরিত্যাগ করিয়া দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মহাপ্রতীহার নরসিংহদত্তকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নরসিংহ তখনও বর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহার পরিচ্ছদ ধূলিধূসরিত, কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নরসিংহদত্ত দূর হইতে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ চিত্রা—যুবরাজ—," পরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে দেখিয়া কহিলেন, "যুবরাজ—চিত্রা—সত্য কি?" শশাঙ্ক বিচলিত না হইয়া উত্তর দিলেন, "সত্য নরসিংহ, চিত্রা নাই।" শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে নরসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "তবে—সত্য—যুবরাজ তুমি?" নরসিংহদত্ত ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। শশাঙ্কের মুখ তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে; তিনি

বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ নরসিংহ, আমি—আমিই চিত্রার মৃত্যুর কারণ—আমি তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করি নাই বটে, কিন্তু সে আমার জন্যই মরিয়াছে।"

নরসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যুবরাজ—শশাঙ্ক, তোমার সম্মুখে তোমার জন্য চিত্রা মরিল, আর—তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে—তুমি তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে না?"

"করিয়াছিলাম নরসিংহ। পূর্ণিমার চন্দ্র, বর্ষার মেঘ, আর ভাগীরথীর পঙ্কিল জলরাশি তাহার সাক্ষী। সে কখন জলে পড়িয়াছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। ফিরিয়া দেখিলাম চিত্রা ছাদে নাই, তখন আমিও ছাদ হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িলাম। পূর্ণিমার চন্দ্র মেঘের আবরণে লুকাইল, বৃষ্টি আসিল, ঝড় উঠিল, বর্ষাজলস্ফীত নদীর তরঙ্গরাশি ভীষণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। তাহার মধ্যে প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে চিত্রাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি। নরসিংহ! যতক্ষণ দেহে বল ছিল, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তাহাকে অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। নরসিংহ, তাহাকে জলরাশিতে বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছায় আমি কূলে ফিরিয়া আসি নাই। চৈতন্য হারাইলে ক্রীড়ামত্ত তরঙ্গরাশি আমার দেহ বেলাভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিল।"

নৃত্য গীত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বসুমিত্রের ইঙ্গিতে নর্ত্তকী ও বাদকের দল ঊর্দ্ধশ্বাসে চিত্রগৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কক্ষ নীরব হইল। নরসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "শশাঙ্ক, রাত্রিকালে অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে চোরের ন্যায় চিত্রার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে কেন? দিবাভাগে কি চিত্রা তোমার সহিত দেখা করিত না?" "শুন,

নরসিংহ, ভাবিয়াছিলাম নির্জ্জনে তাহাকে দেখিয়া আসিব—একবার মাত্র দেখিব, তাহার পর চলিয়া যাইব। তখনও পাটলিপুত্রবাসী জানে যে, শশাঙ্ক মরিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম তাহাকে দেখিয়া সত্য সত্যই মরিব। যখন শুনিলাম যে আজি তাহার বিবাহ, আজি সে মগধের রাজরাজেশ্বরী হইবে, তখন রাজ্যলিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা ও মোহ দূর হইয়া গেল। যুদ্ধাযাত্রার পূর্ব্বে তাহার নিকট শপথ করিয়া গিয়াছিলাম যে, আবার ফিরিয়া আসিব। এই মগধে, এই পাটলিপুত্র নগরে, তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিব। সেই জন্য, আর তাহাকে—তাহাকে একবার দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে আসিয়াছিলাম। বাল্য, কৈশোর, যৌবনের স্মৃতি ভুলিয়া সে যখন মাধবের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছে—ভাবিয়াছিলাম তখন আর তাহার জীবনের পথে অন্তরায় হইব না, তাহার সুখের পথের কণ্টক হইব না। একবার তাহাকে চক্ষের দেখা দেখিতে গিয়াছিলাম। মনের আবেগ দমন করিতে না পারিয়া সে যে, মরিবে তাহা বুঝিতে পারি নাই—"

"মাধবের অঙ্কলক্ষ্মী—শশাঙ্ক তুমি কি বলিতেছ ?"

"সত্য নরসিংহ, মাধবের বিবাহ, তাহা পাটলিপুত্রের পথে তুমিও শুনিয়াছ ? ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া উৎসব দেখিতেছিলাম ; তখন মধ্যাহ্ন। আমাকে একজন নাগরিক বলিল যে, তক্ষদত্তের কন্যার সহিত মাধবের বিবাহ। তখন জগৎ যেন ঘুরিতে লাগিল, আমার চোখের সম্মুখে অযুত তারকা নৃত্য করিতে লাগিল।"

"তখনও বিবাহ হয় নাই। শশাঙ্ক, তখন তুমি প্রাসাদে গেলেনা কেন, তখনও চিত্রাকে দেখা দিলে না কেন ?"

"বিধিলিপি নরসিংহ, তখন বর্ম্মের ভার যেন আমাকে অবসন্ন করিয়া

ফেলিল, পদদ্বয় দেহের ভার বহিতে পারিল না, আমি টলিতে টলিতে জীর্ণমন্দিরের পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া পড়িলাম। নাগরিকের দল আমাকে সুরাবিহ্বল মনে করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। চিত্রার বিবাহ, মাধবের সহিত? এই চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে আমার চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্বজগৎ সরিয়া গেল। তাহার পর —তাহার পর ঘন নিবিড় অন্ধকার।”

“যখন চৈতন্য ফিরিল তখন ঘন তমসায় বিশ্বজগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে, উৎসবের উন্মত্ত কোলাহল কমিয়া আসিয়াছে—তখন বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন ভাবিলাম চিত্রাকে দেখিয়া আসি, একবার দেখিয়া আসি, তাহার পর জলবুদ্বুদের ন্যায় বিশাল জলরাশিতে মিশিয়া যাইব। চিত্রার জন্য মাধবের কণ্টক হইব না, সে সুখে রাজ্য করিবে।”

“দেখা করিয়াছিলে? সে কি বলিল?

নরসিংহদত্তের চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক, তাঁহার কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর, কিন্তু শশাঙ্ক বাত্যাহত পদ্মপত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। শশাঙ্ক কহিলেন, “নরসিংহ,সে বার বার বলিয়াছিল, যুবরাজ ক্ষমা কর, সে বলিয়াছিল যে, সে ইচ্ছায় বিবাহ করে নাই। অবশেষে সে যখন আমার চরণ স্পর্শ করিতে আসিয়াছিল, তখন আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, কারণ—নরসিংহ, সে ত তখন আর আমার চিত্রা নহে, সে মাধবের পত্নী। নরসিংহ, চিত্রা তখন আমার ভ্রাতৃজায়া। সে বার বার আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে উপহাস করিয়াছি, ব্যঙ্গ করিয়াছি, সে তথাপি আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে। কিন্তু কি ক্ষমা করিব, তখন শাস্ত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন তাহাকে মাধবের

সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—তখন সে আমার অস্পৃশ্যা, লোকাচার নিশ্চল পাষাণের গুরুভার ব্যবধান আমাদিগের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে আর যন্ত্রণা দিব না ভাবিয়া বিদায় চাহিলাম। চিত্রার নিকট চিরজীবনের মত বিদায় লইয়া ফিরিলাম। দুই পদ চলিতে না চলিতে জলে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ পাইলাম, ফিরিয়া দেখিলাম চিত্রা নাই। নরসিংহ, আমিই চিত্রাকে হত্যা করিয়াছি, আমাকে বধ কর; দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত কর। নরসিংহ, তুমি বাল্যসখা —সখার কার্য্য কর—এ হৃদয় আর বেদনা চাপিয়া রাখিতে পারে না। অসি মুক্ত কর, হৃদয় বিদীর্ণ কর। তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, এখনও আমি জীবিত আছি, সিংহাসনে বসিয়া আছি, রাজ্যের অভিনয় করিতেছি। কিন্তু বড় জ্বালা, যন্ত্রণা অসহ্য; সম্মুখে অনন্ত অসীম অসহ্য জ্বালা। আর কিছুই দেখিতে পাই না।”

শশাঙ্ক বসিয়া পড়িলেন, অনন্তবর্ম্মা তাঁহাকে ধারণ না করিলে হয়ত ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। নরসিংহদত্ত নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল। তখন নরসিংহ ধীরে ধীরে ডাকিলেন, “শশাঙ্ক!”

“কি?”

“যুবরাজ, তুমি এখন মহারাজাধিরাজ, তোমার রাজ্য-সম্পদ তুমি ভোগ কর। নরসিংহের জগৎ শূন্য। পিতৃহীনা বালিকা লইয়া অসহায় অবস্থায় মণ্ডলা ছাড়িয়া তোমার পিতার আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম দিন আসিলে, সে রাজরাজেশ্বরী হইলে, তোমাদিগকে লইয়া মণ্ডলায় ফিরিব। সে চলিয়া গিয়াছে, সে ব্যতীত যে আমার আর কেহ

ছিল না। আমার সে ক্ষুদ্র ভগিনীটি নাই, মণ্ডলায় নরসিংহের স্থান নাই। সিংহদত্তের দুর্গে তক্ষদত্তের পুত্রের স্থান নাই। আর আমি মণ্ডলা চাহি না। শশাঙ্ক, আমি বিদায় চাহিতেছি, পাটলিপুত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। এই বিশাল নগর, এই বিস্তৃত রাজপুরী চিত্রাময়; আমি এখানে থাকিতে পারিব না। তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, যখন বিপদ আসিবে তখন নরসিংহকে দেখিতে পাইবে।"

নরসিংহদত্ত ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, শশাঙ্ক চিত্রার্পিতের ন্যায় ভূতলে বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যবিপর্য্যয়।

জীর্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে কুশাসনে বসিয়া মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ ও সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত পরামর্শ করিতেছেন। ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে তাঁহারা পরাজিত। তাঁহারা যে সময়ে ভাবিতেছিলেন বৌদ্ধসঙ্ঘ নিষ্কণ্টক, বৌদ্ধরাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত, সেইসময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, বৌদ্ধসঙ্ঘ দারুণ বিপন্ন, বৌদ্ধরাজ্য পতনোন্মুখ। শশাঙ্ক যেদিন সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া মাধবগুপ্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, সেই দিনই হংসবেগ মাধবগুপ্তের সহিত পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এই সময়ে রাজসভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নগর পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি জানিতেন যে পাটলিপুত্রের অধিকাংশ নাগরিক বৌদ্ধ; শশাঙ্ক সহসা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। বন্ধুগুপ্ত সেদিন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না।

মাধবগুপ্তের রাজত্বকালে হংসবেগের মন্ত্রণায় যশোধবলদেবের সমস্ত ক্ষমতা অপহৃত হইয়াছিল, তখন বন্ধুগুপ্ত প্রকাশ্যে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু কখনও মহানায়কের নিকট দর্শন দিতেন না। অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তাঁহারা অমিতবলশালী রাজমন্ত্রী হইতে প্রাণভয়ে

ভীত, লুক্কায়িত অপরাধীতে পরিণত হইলেন। স্থাণ্বীশ্বরে সম্রাট প্রভাকর-বর্দ্ধন তখন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তখন পঞ্চনদে হূণগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছেন। বুদ্ধঘোষও বন্ধুগুপ্ত শশাঙ্কের সিংহাসন প্রাপ্তির পরদিন পলায়নের পরামর্শ করিতেছেন। বন্ধুগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় ?"

বুদ্ধ—একমাত্র ভগবান শাক্যসিংহ ভরসা।

যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা
হেতুস্তেষাং তথাগতো
হ্যবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধ
এবং বাদী মহাশ্রমণঃ॥

বন্ধু—এখন তোমার সূত্র পিটক রাখ, ধর্ম্মকথা এখন আর ভাল লাগিতেছে না।

বুদ্ধ—সঙ্ঘস্থবির, তুমি চিরদিন ধর্ম্মহীন, এখনও ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ কর।

বন্ধু—বাপুহে, ত্রিরত্নের আশ্রয় ত বহুদিন গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু ত্রিরত্ন কি আমাকে যশোধবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে ?

বুদ্ধ—সঙ্ঘস্থবির, ঐহিক পরিত্যাগ করিয়া একবার পারত্রিকের চিন্তা কর।

বন্ধু—বুদ্ধঘোষ, এত শীঘ্র ঐহিক পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এখন উপায় কি ?

বুদ্ধ—শক্রসেন কোথায় বলিতে পার ?

বন্ধু—একদিনের তরেও তাহার সন্ধান পাই নাই। তাহার জন্যই ত

আমার সর্ব্বনাশ হইল। সে না থাকিলে শশাঙ্ক কি আর মরিয়া বাঁচিত? তাহার সাহায্য না পাইলে শশাঙ্ক কি এখন ফিরিতে পারিত? সে হয়ত এখনও গোপনে আমার সন্ধান করিতেছে। এখনও উপায় আছে? চল, আমরা পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করি।

বুদ্ধ—সঙ্ঘের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমি নগর ত্যাগ করিতে পারিব না।

বন্ধু—তবে কি মরিবে?

বুদ্ধ—মরণে আমার এত ভয় নাই।

বন্ধু—মহাস্থবির, বন্ধুগুপ্তও মরণে ডরে না, কিন্তু যশোধবলের হস্তে মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।

বুদ্ধ—তবে তুমি পলায়ন কর।

বন্ধু—কোথায় যাইব?

বুদ্ধ—মহাবোধিবিহারে যাও, সেখানে জিনেন্দ্রবুদ্ধি আছে।

"উত্তম।" এই বলিয়া বন্ধুগুপ্ত গাত্রোত্থান করিলেন। বুদ্ধঘোষ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইবে?"

"এখনই।"

"উত্তম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বন্ধুগুপ্ত মন্দির পরিত্যাগ করিলেন। বুদ্ধঘোষ জনশূন্য মন্দিরে বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে মন্দিরের বাহিরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল।

বুদ্ধঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই মুহূর্ত্তে হরিগুপ্ত, দেশানন্দ ও কয়েকজন নগররক্ষী মন্দিরে প্রবেশ করিল। দেশানন্দ বুদ্ধঘোষকে দেখাইয়া কহিল, "এই ব্যক্তি মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ।" দুইজন দৌবারিক

তৎক্ষণাৎ মহাস্থবিরের হস্তধারণ করিল। হরিগুপ্ত কহিলেন, "মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ, মহারাজাধিরাজের আদেশে রাজদ্রোহাপরাধে আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।" বুদ্ধঘোষ উত্তর দিলেন না, দৌবারিকগণ তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া গেল। হরিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশানন্দ, বন্ধুগুপ্ত কোথায়?" দেশানন্দ কহিল, "হয়ত সঙ্ঘারামে আছে।" সকলে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অর্দ্ধদণ্ড পরে গর্ভগৃহের নিম্নস্থিত গুপ্তগৃহ হইতে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভিক্ষু বাহির হইল এবং মন্দিরের চারি পার্শ্ব অনুসন্ধান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভগৃহে আসন পাতিয়া বসিয়া ভূমিতে রেখাঙ্কণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধদণ্ডপরে শীর্ণকায় ভিক্ষু মন্দিরে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু গর্ভগৃহে মনুষ্য দেখিয়া মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইল। মন্দিরদ্বারে মনুষ্যের ছায়া দেখিয়া বন্ধুগুপ্ত শিহরিয়া উঠিলেন এবং লেখনী পরিত্যাগ করিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন। শীর্ণকায় ভিক্ষু তাহা জানিতে পারিল না।

বন্ধুগুপ্ত মন্দিরের দুয়ারের পার্শ্ব হইতে একলম্ফে বৃদ্ধের কণ্ঠধারণ করিয়া কহিলেন, "তুই কে"? বৃদ্ধ প্রাণপণ শক্তিতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দ্বন্দ্বকালে তাহার মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া পড়িল। তখন বন্ধুগুপ্ত উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তুই শক্রসেন, এইবার তোকে হত্যা করিব।"

সঙ্ঘস্থবির ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া শীর্ণকায় শক্রসেনের উপরে পতিত হইলেন, আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ বজ্রাচার্য্য

ধরাশায়ী হইলেন। এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। বন্ধুগুপ্ত উষ্ণীষ দিয়া শক্রসেনের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দ্রুতপদে মন্দির পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পলায়নের কয়েক মুহূর্ত্তপরে মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া শক্রসেন কহিলেন, "বন্ধুগুপ্ত, এইমাত্র পলায়ন করিল।" হরিগুপ্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

শক্র—তাহা বলিতে পারি না।

হরি—কোন্ দিকে গেল?

শক্র—তাহা ত দেখিতে পাই নাই।

হরি—কতক্ষণ গেল?

শক্র—এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে।

উভয়ে দ্রুতপদে বন্ধুগুপ্তের সন্ধানে বাহির হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বোধিদ্রুম বিনাশ।

রাজপুরুষগণ পাটলিপুত্রের চারিদিকে বন্ধুগুপ্তের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই বন্ধুগুপ্তকে ধরিতে পারিল না। একজন নাগরিক সঙ্ঘস্থবিরকে চিনিত, সে তাঁহাকে মহাবোধির পথ অবলম্বন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিয়াছিল। দুই দিন পরে রাজপুরুষগণ তাহার মুখে সংবাদ পাইলেন যে, বন্ধুগুপ্ত নগর ত্যাগ করিয়াছে। তাহা শুনিয়া শশাঙ্ক স্বয়ং, যশোধবলদেব, বসুমিত্র ও অনন্তবর্ম্মা পাটলিপুত্র হইতে মহাবোধি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে বোধিরূপ বিশালকায় অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধি ও সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখেই বজ্রাসন, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন ভিক্ষু কয়েক জন তীর্থযাত্রীকে বজ্রাসন পূজা করাইতেছিল। বোধিদ্রুমের পশ্চাতে মহাবিহার হইতে অসংখ্য শঙ্খঘণ্টার শব্দ ও ধূপের সুগন্ধ আসিতেছিল। এমন সময়ে একজন ভিক্ষু দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, "প্রভু, বিষ্ণুগয়া হইতে একজন অশ্বারোহী প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে কি এইস্থানে লইয়া আসিব ?" জিনেন্দ্রবুদ্ধি অন্যমনস্ক হইয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন। ভিক্ষু প্রস্থান করিল ও অনতিবিলম্বে একজন

যোদ্ধৃবেশধারী পুরুষকে লইয়া আসিল। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে কহিল, "প্রভু! গোপনীয় সংবাদ আছে।" জিনেন্দ্রবুদ্ধি কহিলেন, "ইনি সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত, ইঁহার নিকট মহাসঙ্ঘের কোন সংবাদই গোপন নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।" সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিয়া কহিল, "সম্রাট ও মহানায়ক যশোধবলদেব বহু অশ্বারোহী সেনা লইয়া মহাবোধি* অভিমুখে আসিতেছেন। আমাদিগের চর কল্য রাত্রিতে তাঁহাদিগকে প্রবরগিরির † পাদমূলে শিবিরে দেখিয়া আসিয়াছে। আমি অদ্য প্রাতে সংবাদ পাইয়াই চলিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বোধ হয় এতক্ষণ বিষ্ণুপাদগিরি পার হইয়াছেন।

সংবাদ শুনিয়া বন্ধুগুপ্ত অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধি তাহা দেখিয়া কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির! ব্যস্ত হইবেন না, কোনই ভয় নাই।" এই বলিয়া তিনি অশ্বারোহীকে বিদায় দিয়া বন্ধুগুপ্তের সহিত মহাবোধি বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখনও মহাবোধিবিহারের উপরের তলে উঠিবার দুইটি সোপানশ্রেণী ছিল, তখনও বিহারের দ্বিতলে দণ্ডায়মান শাক্যসিংহের পাষাণমূর্ত্তি পূজিত হইত। উভয়ে দক্ষিণদিকের সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একজন রক্তাম্বরধারী ভিক্ষু উপাসনা করিতেছিল। জিনেন্দ্রবুদ্ধি তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, ভিক্ষু অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠিয়া গেল। তখন জিনেন্দ্রবুদ্ধি গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বন্ধুগুপ্তের হস্তে মন্দিরের বৃহৎ প্রদীপ দিয়া কহিলেন, "আপনাকে এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিব

* মহাবোধি—বুদ্ধগয়া।

† প্রবরগিরি—বরাবর পাহাড়।

যেখানে শতবর্ষ ধরিয়া সন্ধান করিলেও আপনাকে কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। বিহারের অতি স্থূল প্রাচীরের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথ আছে, তাহা বোধিদ্রুমের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে।” জিনেন্দ্রবুদ্ধি এই বলিয়া গর্ভগৃহের প্রাচীর স্পর্শ করিলেন ; স্পর্শমাত্র একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার মুক্ত হইল, উভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রক্তাম্বরধারী ভিক্ষু গর্ভগৃহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া দ্বারের কবাটে কর্ণসংলগ্ন করিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিতেছিল। সুড়ঙ্গ বোধিদ্রুম ও বজ্রাসনের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে এই মাত্র শুনিতে পাইল। তাহার পর সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু আর কোন শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল না। তখন সে লৌহময় অবতরণিকার সাহায্যে মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইল যে, দূরে নৈরঞ্জনতীরবর্ত্তী রাজপথে কাল মেঘের ন্যায় অশ্বারোহীসেনা মহাবোধি বিহারের দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন সে মন্দিরের চূড়া হইতে অবতরণ করিল, অবতরণ করিয়া দেখিল গর্ভগৃহের দ্বার মুক্ত এবং তাহা জনশূন্য। সে বিহার ত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি রন্ধ্রপথ অবলম্বন করিয়া বন্ধুগুপ্তের সহিত নিম্নে অবতরণ করিলেন। যেখানে রন্ধ্রপথ শেষ হইল সেই স্থানে একটি লৌহময় ক্ষুদ্র দ্বার। তিনি বন্ধুগুপ্তকে তাহা মোচনের সঙ্কেত দেখাইয়া দিয়া কহিলেন “আপনি নিশ্চিন্ত মনে এই স্থানে লুকাইয়া থাকুন। মহাবোধিবিহারস্বামী ব্যতীত আর কেহ এই সুড়ঙ্গের অস্তিত্বের কথা অবগত নহে। যদি কেহ কোন উপায়ে সুড়ঙ্গের কথা বলিতে পারে

এবং যদি আপনাকে অন্বেষণ করিতে আসে, তাহা হইলে আপনি লৌহ-দ্বার মুক্ত করিয়া চলিয়া যাইবেন। ইহা নৈরঞ্জনের পরপারে শেষ হইয়াছে। সেই স্থান হইতে বনপথ অবলম্বন করিয়া কুক্কুটপাদগিরিতে* চলিয়া যাইতে পারিবেন।" জিনেন্দ্রবুদ্ধি উপরে আসিয়া গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং গর্ভগৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, কেহই নাই। তখন তিনি পুনরায় বোধিদ্রুমের নিম্নে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

অর্দ্ধদণ্ডপরে সহস্র সহস্র অশ্বারোহীসেনা আসিয়া মহাবোধিবিহার ও সঙ্ঘারাম বেষ্টন করিল। সম্রাট শশাঙ্ক ও যশোধবলদেব বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে বন্ধুগুপ্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন যে, বহুদিন তাঁহার সহিত বন্ধুগুপ্তের সাক্ষাৎ হয় নাই। শশাঙ্ক তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। চারিদিকে বন্ধুগুপ্তের সন্ধান আরম্ভ হইল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যশোধবলদেবের আদেশে একে একে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ বোধিদ্রুমের নিম্নস্থ বজ্রাসন স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে লাগিল যে, তাহারা বন্ধুগুপ্তকে দেখেন নাই। সমস্ত ভিক্ষুই অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলিয়া গেল, কেবল একজন শপথ করিল না, সে সেই রক্তাম্বরধারী ভিক্ষু।

যশোধবলদেব তাহাকে বন্ধুগুপ্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে, বন্ধুগুপ্ত কোথায় আছেন তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু তিনি কোন পথে গিয়াছেন তাহা সে শুনিয়াছে। যশোধবলদেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পথে?" ভিক্ষু কহিল, "সুড়ঙ্গ পথে।"

---

* কুক্কুট-পাদগিরি—গুরপা পাহাড়।

"সুড়ঙ্গ কোথায় ?"

"বজ্রাসন ও বোধিদ্রুমের নিম্নে।"

ক্রোধে বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধির মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি বহুকষ্টে রোষ সম্বরণ করিয়া সম্রাটকে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! বোধিদ্রুমের নিম্নে কোন সুড়ঙ্গ নাই।"

শশাঙ্ক—আছে কি না আছে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

জিনেন্দ্র—সর্ব্বনাশ, মহারাজ বোধিদ্রুমের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

শশাঙ্ক—কেন, কি হইবে?

জিনেন্দ্র—সৃষ্টির আদি হইতে বুদ্ধগণ এই বৃক্ষের নিম্নে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, ইহার অনিষ্ট করিলে আপনার মঙ্গল হইবে না।

শশাঙ্ক—না হয় অমঙ্গল হইবে।

সম্রাট কয়েকজন সৈনিককে বোধিবৃক্ষ কর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভিক্ষুগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন হইল, বৃক্ষকাণ্ডও সমূলে উৎপাটিত হইল, বজ্রাসনের গুরুভার পাষাণখণ্ড স্থানচ্যুত হইল। ভূগর্ভে দীর্ঘ রন্ধ্রপথ আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু বন্ধুগুপ্তকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দিনান্তে সুড়ঙ্গের শেষভাগে লৌহদ্বার যখন ভঙ্গ হইল, বন্ধুগুপ্ত তখন বহুদূরে, গগনস্পর্শী ত্রিচূড় কুক্কুটপাদগিরির নিকটে। শশাঙ্ক ও যশোধবলদেব বিফলমনোরথ হইয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার চত্বারিংশৎবর্ষপরে বিপথগামী ভিক্ষুগণ একজন ধর্ম্মপ্রাণ চীনদেশীয় ভিক্ষুকে বলিয়াছিল যে, হিংসাপরবশ হইয়া মহারাজ শশাঙ্ক

বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মেদিনী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহাকে সশরীরে নরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে, অশোকের বংশধর পূর্ণবর্ম্মার ভক্তি ও যত্নে, এক রাত্রির মধ্যে মহাবোধিদ্রুম পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। খণ্ডীকৃত, সমূলে উৎপাটিত মহীরুহ কিরূপে একরাত্রির মধ্যে ষষ্টি হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা এই আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু সরল ধর্ম্মপ্রাণ চৈনিক পরিব্রাজক বিশ্বস্তচিত্তে এই কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যশোধবলের প্রতিহিংসা

বন্ধুগুপ্তের সন্ধান পাওয়া গেল না। মহাদণ্ডনায়ক রবিগুপ্তের বিচারে, মহাস্থবির বুদ্ধঘোষের রাজদ্রোহাপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বুদ্ধঘোষ বিচারকালে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে, বৌদ্ধগণ তাহাকে কখনও রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিকে পদচ্যুত অথবা হত্যা করিতে পারিলে পাপ নাই, মহাপুণ্য। প্রভাকরবর্দ্ধনই দেশের প্রকৃত রাজা, একমাত্র প্রজাপালক, সুতরাং তিনি রাজদ্রোহাপরাধে অপরাধী নহেন। গঙ্গাদ্বারের সম্মুখে বুদ্ধঘোষের ছিন্নমুণ্ড শুভ্র সৈকত রক্ত-রঞ্জনে রঞ্জিত করিল, এতদিনে উত্তরাপথের বৌদ্ধসঙ্ঘ নেতৃশূন্য হইল।

ক্ষিপ্ত শৃগালের ন্যায় মগধের নানাস্থান হইতে তাড়িত হইয়া বন্ধুগুপ্ত অবশেষে পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন। রাজপুরুষগণ তখন মগধের অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি ভাবিলেন যে, রাজধানীতে ফিরিলে কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। বন্ধুগুপ্ত পাটলিপুত্রে ফিরিয়া জীর্ণমন্দিরের গর্ভগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দিবসে অন্ধকারময় গহ্বরে লুকাইয়া থাকিতেন এবং রাত্রিকালে আহারান্বেষণে নির্গত হইতেন। সর্ব্বদাই যশোধবলদেবের ছায়া যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

যে পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের সম্মুখে তরলা জিনানন্দ বা বসুমিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাহার নিকটে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইজন অশ্বারোহী ভ্রমণ করিতেছিলেন। অশ্বারোহীদ্বয় ধীরে অশ্বচালনা করিতে করিতে জীর্ণমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিলেন। মন্দিরের দিক হইতে একজন পথিক তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছিল; সে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথিপার্শ্বে বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। একজন অশ্বারোহী বলিলেন, "আর্য্য, বন্ধুগুপ্তের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন, "পুত্র, কীর্ত্তিধবলের হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া আমি মরিব না। যেখানে হউক, যেমন করিয়া হউক, একদিন বন্ধুগুপ্তকে ধরিবই ধরিব।"

এই সময়ে পথিপার্শ্বের একটি বৃক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" কেহ উত্তর দিলনা। সম্রাট ও যশোধবলদেব লতাগুল্মের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া অশ্বাচলনা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে জীর্ণমন্দিরের দিকে পলায়ন করিতেছে। এক মুহূর্ত্ত পরেই সম্রাট নিকটে গিয়া তাহার উষ্ণীষ আকর্ষণ করিয়া ধরিলেন, কিন্তু পথিক উষ্ণীষ ফেলিয়া পলাইল। সম্রাট বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার মস্তক মুণ্ডিত।

তখন পশ্চাৎ হইতে যশোধবলদেব বলিয়া উঠিলেন, "শশাঙ্ক, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন বৌদ্ধভিক্ষু। ইহার অনুসরণ করিতে ছাড়িও না।" পথিক দ্রুতপদে জীর্ণ মন্দিরের দিকে পলায়ন করিতেছিল, যশোধবলদেব মন্দিরদ্বারের নিকটে তাহার বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া তাহাকে

ধরিয়া ফেলিলেন। যে বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "যশোধবল, আমাকে মারিও না, রক্ষা কর, ক্ষমা কর।" বৃদ্ধ মহানায়ক বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে? আমাকে চিনিলি কি করিয়া?" পথিক কোন উত্তর দিলনা।

ইত্যবসরে সম্রাট সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহানায়ক তাঁহাকে কহিলেন, "পুত্র, দেখ দেখি এই ব্যক্তি কে? আমি ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না, কিন্তু এ আমাকে চিনে এবং এইমাত্র নাম ধরিয়া আমাকে সম্বোধন করিল।" সম্রাট পথিকের নিকটে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল মেঘনাদবক্ষে চীবরধারী এই ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছিল, অস্ত্রের ঝঞ্চনা ও রণোমত্ত জনসঙ্ঘের ভীষণ কোলাহল ভেদ করিয়া তাহার কর্কশ কণ্ঠের উচ্চারিত বধাজ্ঞা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল—সে বৌদ্ধসঙ্ঘের বোধিসত্ত্বপাদ সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত। সম্রাট অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টারক, এ—এ—এই ব্যক্তি বন্ধুগুপ্ত।" তাহা শুনিয়া ক্ষণেকের মধ্যে বৃদ্ধ মহানায়কের দেহে একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ নব-যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। জীঘাংসা বৃত্তি প্রবল হইয়া জীর্ণ দেহ হইতে জরা দূর করিয়া দিল, বৃদ্ধ মহানায়কের অবনত দেহ আবার তুঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "পুত্র এইবার—।" শশাঙ্ক পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধুগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন,—"সম্রাট—শশাঙ্ক—ক্ষমা—আমাকে ক্ষমা কর—

আমাকে মারিও না—যদি মারিতে চাও তবে আমাকে যশোধবলের হস্ত হইতে উদ্ধার কর—বুদ্ধঘোষের ন্যায় ঘাতকের হস্তে সমর্পণ কর, হিংস্র পশুর ন্যায় হত্যা করিও না।"

যশোধবলদেব উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "বন্ধুগুপ্ত, তুই যখন কীর্ত্তিধবলকে হত্যা করিয়াছিলি, তখন কত দয়া দেখাইয়াছিলি ?" বন্ধুগুপ্ত কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যশোধবল, তুমি তবে জান—।"

যশো—আমি সমস্তই জানি। বন্ধুগুপ্ত, পুত্র যখন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল, তখন তুই তাহাকে কত দয়া করিয়াছিলি ?

বন্ধু—মহানায়ক, আমাকে পিশাচে পাইয়াছিল, আমি—আমি—

যশো—যখন রক্তস্রাবে পিপাসায় কাতর হইয়া বার বার জল চাহিয়াছিল, তখন কি করিয়াছিলি মনে আছে ?

বন্ধু—আছে যশোধবল; আমি তখন তাহার উষ্ণ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রেতের ন্যায় নৃত্য করিতেছিলাম, কিন্তু—তুমি ক্ষমা কর—ধবলবংশে কলঙ্ক লেপন করিও না।

যশো—সে অদৃষ্টনিক্ষিপ্ত শরাঘাতে আহত হইয়াছিল; বন্ধুগুপ্ত, তুই এত রক্ত কোথায় পাইলি ?

বন্ধু—মহানায়ক, আমি তাহার হস্তপদের ধমনী কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহার রক্তে তারামন্দিরের অঙ্গণ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল—তাহা এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—ক্ষমা কর মহানায়ক।

যশো—সেই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য যশোধবল এখনও

বাঁচিয়া আছে। তোর রক্তে মেদিনী প্লাবিত না করিলে তাহার প্রেতাত্মা তৃপ্ত হইবে না, পিতৃগণ পিপাসিত,— তাঁহারা অভিশাপ দিবেন। বন্ধুগুপ্ত, যেমন করিয়া বালক কীর্ত্তিধবলকে হত্যা করিয়াছিলি, আজি তোকে তেমন করিয়াই মরিতে হইবে।

এই সময়ে শশাঙ্ক কম্পিতপদে মহানায়কের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে কহিলেন, "পিতা—।" বনপ্রান্ত কম্পিত করিয়া বৃদ্ধ মহানায়কের কণ্ঠ হইতে কর্কশস্বরে উচ্চারিত হইল, "পুত্র, এই স্থান পরিত্যাগ কর। যশোধবল—এখন পিশাচ, পুত্রহন্তার রক্তপিপাসা তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, মহাসেনগুপ্তের পুত্রের কথা ব্যর্থ হইবে। ফিরিয়া যাও।" মনোবেগ দমন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে শশাঙ্ক পুনর্ব্বার কহিলেন, "ভট্টারক, ধৈর্য্য ধরুন—" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে যশোধবল প্রবলবেগে বামহস্তদ্বারা তাহাকে দূরে সরাইয়া দিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া অসি কোষমুক্ত করিলেন। সম্রাট দুইহস্তে চক্ষুর্দ্বয় আবরণ করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

একদণ্ড পরে বসুমিত্র ও হরিগুপ্ত সম্রাটের আদেশে জীর্ণমন্দিরে আসিয়া দেখিলেন যে, মন্দির-প্রাঙ্গণ রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। বজ্রাসনবুদ্ধ ভট্টারকের মূর্ত্তির সম্মুখে সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্তের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, আর ভীষণমূর্ত্তি রক্তাক্তকলেবর বৃদ্ধ মহানায়ক উন্মাদের ন্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন। দেখিয়া উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। বহুকষ্টে যশোধবলকে রথারোহণ করাইয়া প্রাসাদে লইয়া চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিগ্রহ ও বিদ্রোহ।

সিংহাসনচ্যুত হইয়া মহাকুমার মাধবগুপ্ত কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, পাটলিপুত্রে তাহা কেহ জানিত না। কেহ কেহ বলিত তিনি হংসবেগের সহিত নগর হইতে পলাইয়া স্থাণ্বীশ্বররাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শশাঙ্ক কনিষ্ঠের জন্য চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান করিতে পারে নাই।

বন্ধুগুপ্তের হত্যার পরে যশোধবলদেব সহসা অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। একদিনে তাঁহার দেহের অমিতবল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, বৃদ্ধ উত্থানশক্তি রহিত হইলেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া বৃদ্ধ মহানায়ক সম্রাটকে শ্রেষ্ঠিকন্যা যূথিকা ও অনন্তের ভগিনী গঙ্গাদেবীর বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। শুভদিনে বসুমিত্রের সহিত যূথিকার, মাধববর্ম্মার সহিত গঙ্গার ও বীরেন্দ্রসিংহের সহিত তরলার বিবাহ হইয়া গেল। শশাঙ্ক লতিকার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহানায়ক সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই।

বিবাহোৎসব শেষ হইয়া গেলে, সম্রাট গঙ্গাদ্বারের সম্মুখে ঘাটের উপরে উপবেশন করিয়া আছেন। দূরে দ্বারের পার্শ্বে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন ও মহানায়ক অনন্তবর্ম্মা অসিহস্তে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহারা কোন

সময়েই সম্রাটের সঙ্গত্যাগ করিতেন না। ভাগীরথীর প্রশান্ত জলরাশির বক্ষে শান্ত, স্নিগ্ধ, শুভ্র কৌমুদীধারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, সম্রাট একমনে তাহাই দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, এই জল-রাশির নিম্নে, সহস্র সহস্র অভ্রকণাখচিত সিক্ত বালুকাক্ষেত্রে, কোন স্থানে চিত্রা লুকাইয়া আছে। এখন যদি তাহাকে একবার দেখিতে পাই? তাহার শুভ্র কঙ্কালগুলি নদীগর্ভের কোন নিভৃত কোণে, হরিত শৈবাল মণ্ডিত হইয়া পড়িয়া আছে, আর আমি—মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণের সিংহাসনে বহুমূল্য আস্তরণে আচ্ছাদিত সুকোমল সুখশয্যায় দিনাতিপাত করিতেছি! সেই চিত্রা—তাহার কোমল অঙ্গুলিতে পুষ্পচয়নকালে কণ্টকবিদ্ধ হইলে সে কত ব্যথা পাইত, সে কত কাতর হইত! সে যখন জলরাশিতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল, তখন সে কত বেদনা অনুভব করিয়াছিল! তাহার সন্তরণপটু হস্তদ্বয় যখন দারুণ মানসিক বেদনায় অবশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল, তখন কত যাতনায় সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে—রুদ্ধ উৎসের জলরাশির ন্যায় অশ্রুধারা দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিল, শশাঙ্কের নয়নপথ হইতে কৌমুদীস্নাত জগৎ সরিয়া গেল।

এই সময়ে একজন দণ্ডধর ছুটিয়া আসিয়া সম্রাটকে প্রণাম করিয়া কহিল "দেব, উত্তর মালব হইতে মহারাজ দেবগুপ্ত একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন, সে এখনই মহারাজাধিরাজের দর্শন প্রার্থনা করে।" সম্রাট অন্যমনে উত্তর দিলেন, "তাহাকে এইখানে লইয়া আইস।" দণ্ডধর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

দণ্ডধর ফিরিয়া গিয়া অনতিবিলম্বে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষকে লইয়া আসিল। সে ব্যক্তি সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ,

মালব হইতে মহারাজ দেবগুপ্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি দিবারাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া দুইমাসে পাটলিপুত্রে আসিয়াছি।"

"কি সংবাদ ?"

"সংবাদ গোপনীয়।"

"তুমি স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাও। যাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।"

"মহারাজ দেবগুপ্ত মহারাজাধিরাজের সমীপে নিবেদন করিতে কহিয়াছেন যে, দুই মাস পূর্ব্বে স্থাণ্বীশ্বরনগরে বিষমজ্বররোগে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছে।"

অনন্ত— কি বলিলে ?

দূত—বিষমজ্বররোগে মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছে।

শশাঙ্ক—ইহার জন্য দেবগুপ্ত কেন দূত পাঠাইয়াছেন ? স্থাণ্বীশ্বর হইতে যথা সময়ে দূত আসিত।

দূত—মহারাজাধিরাজ, অন্য সংবাদ আছে। মহারাজ প্রভাকর-বর্দ্ধনের মৃত্যুকালে মহাকুমার রাজ্যবর্দ্ধন হূণদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নগরহার ও পুরুষপুর অতিক্রম করিয়া গান্ধারের পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছেন, অদ্যাপি ফিরিয়া আসেন নাই।

শশাঙ্ক—তবে কি হর্ষ জ্যেষ্ঠের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে ?

দূত—না প্রভু, মহাদেবী যশোমতী চিতারোহণ করিয়াছেন, রাজ্য-বর্দ্ধন এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, হর্ষ শোকে মুহ্যমান। মহারাজ নিবেদন করিয়াছেন যে, সমুদ্রগুপ্তের বিনষ্ট-সাম্রাজ্য উদ্ধার করিবার ইহাই প্রকৃত সময়। তিনি কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া স্থাণ্বীশ্বরের দিকে সসৈন্যে

অগ্রসর হইতেছেন, আপনাকে পৃষ্ঠরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানদুর্গ অধিকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

শশাঙ্ক—দূত, মালবরাজ কি উন্মাদ হইয়াছেন? তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, স্বর্গীয় প্রভাকরবর্দ্ধন সম্রাট দামোদরগুপ্তের দৌহিত্র। তাঁহাকে কহিও যে সাম্রাজ্যের সহিত স্থাণ্বীশ্বররাজ্যের কোন বিবাদ নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত চিরশত্রুকে আক্রমণ করাও ক্ষাত্রধর্ম্মবিরুদ্ধ, হর্ষ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি সত্বর ফিরিয়া যাও, আমার নাম লইয়া দেবগুপ্তকে মালবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কহিও। অন্যায় আচরণে সমুদ্র-গুপ্তের বিনষ্ট সাম্রাজ্য উদ্ধার হইবে না।

দূত—মহারাজাধিরাজ, স্থাণ্বীশ্বররাজ সাম্রাজ্যের চিরশত্রু। মহারাজ দেবগুপ্ত আপনাকে যজ্ঞবর্ম্মার হত্যার কথা, অবন্তিবর্ম্মার বিদ্রোহাচরণের কথা ও পাটলিপুত্রে স্থাণ্বীশ্বরসেনার উদ্ধত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শশাঙ্ক—তাঁহাকে কহিও আমার স্মরণ আছে, কিন্তু তথাপি আমি অযথা শত্রুতাচরণে অক্ষম।

দূত—মহারাজাধিরাজ?

শশাঙ্ক—কি বলিতে চাহ, নির্ভয়ে বল।

দূত—আপনি মহাসেনগুপ্তের পুত্র; সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার-গুপ্তের বংশধর; গুপ্তবংশের পূর্ব্ব গৌরব সদাসর্ব্বদা আপনার চিত্তে জাগরূক থাকা উচিত। সাম্রাজ্যের অসহায় অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকগণ কেমন করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

এই সময়ে মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্ত দ্রুতবেগে গঙ্গাদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাট কোথায়?" সে শিরঃসঞ্চালন করিয়া সম্রাটকে দেখাইয়া দিল। মালবরাজদূত, অনন্তবর্ম্মা ও শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইবার পূর্ব্বে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহানায়ক, কি সংবাদ?"

হরি—মহারাজাধিরাজ, বিষম বিপদ—।

শশাঙ্ক—কি হইয়াছে?

হরি—চরণাদ্রিদুর্গের সমস্ত সেনা বিদ্রোহী হইয়াছে।

শশাঙ্ক—আবার কি অবন্তিবর্ম্মা আসিয়াছে?

দূত—মহারাজাধিরাজ, মৌখরিরাজ অবন্তিবর্ম্মা প্রতিষ্ঠানদুর্গে আছেন।

শশাঙ্ক—দূত, মৌখরিরাজ অনন্তবর্ম্মা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, অবন্তিবর্ম্মা বিদ্রোহী।

হরি—মহারাজাধিরাজ, দূতের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, সম্প্রতি বারাণসীভুক্তির সমস্ত সেনা বিদ্রোহী হইয়া চরণাদ্রির সেনাদলের সহিত যোগদান করিয়াছে এবং নরসিংহ নামক একজন পদাতিককে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিয়াছে।

শশাঙ্ক—নরসিংহ! কে নরসিংহ?

হরি—তাহা বলিতে পারি না। তবে সে ব্যক্তি মহানায়ক নরসিংহদত্ত নহে, তক্ষদত্তের পুত্র কখনও বিদ্রোহী হইবে না।

শশাঙ্ক—কে সংবাদ আনিয়াছে?

হরি—বিদ্রোহী সেনা একজন অশ্বারোহীকে দূতরূপে সম্রাট সকাশে প্রেরণ করিয়াছে।

শশাঙ্ক—মহানায়ক, তাহাকে এইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করুন। বৃদ্ধ মহানায়ক কোথায়?

হরি—যশোধবলদেব নগরে নাই। কিন্তু মহারাজাধিরাজ, গঙ্গাদ্বার কি মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান?

শশাঙ্ক—ক্ষতি কি মহানায়ক? পিতার সময়ে গঙ্গাদ্বারে বহু মন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে।

হরিগুপ্ত দণ্ডধরকে দূতের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া সোপানের উপরে উপবেশন করিলেন। সম্রাট অনন্তবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্ত, এই নরসিংহ কে?"

"বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পূর্ব্বে কখনও ইহার নাম শুনিয়াছ?"

"মহারাজাধিরাজ, নরসিংহ যদি চিত্রার ভ্রাতা হয় তবে শুনিয়াছি।"

এই সময়ে মাধববর্ম্মা, বীরেন্দ্রসিংহ, দণ্ডধর ও আর একজন বর্ম্মাবৃত সৈনিক গঙ্গাদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। সৈনিক, সম্রাট ও নায়কগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ, মহাবলাধ্যক্ষ কহিয়াছেন যে, আমরা বিদ্রোহী; কিন্তু আমরা বিদ্রোহী নহি, শঙ্করতীরে এবং মেঘনাদের পরপারে যাহারা আপনার অধীনে যুদ্ধশিক্ষা করিয়াছে, তাহারা কখনও বিদ্রোহী হইতে পারে না। বারাণসীভুক্তির সমস্ত সেনা সমতট, বঙ্গ ও কামরূপ যুদ্ধে মহানায়ক যশোধবলদেব ও সম্রাটের অধীনে শোণিতপাত করিয়াছে। তাহারা মহানায়ক নরসিংহদত্তকে

বিস্মৃত হয় নাই, এবং তাঁহারই আদেশে বিশ্বাসঘাতক সেনানায়কদিগকে বন্দী করিয়া চরণাদ্রিদুর্গ শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে।”

অনন্ত—কি বলিলে ?

দূত—আমরা মহানায়ক নরসিংহদত্তের আদেশে মহাকুমার মাধবগুপ্ত ও মৌথরিকুমার অবন্তিবর্ম্মার বেতনভোগী বিশ্বাসহন্তা নায়কগণকে বন্দী করিয়া চরণাদ্রিদুর্গ অধিকার করিয়াছি। দেব, তাঁহারই আদেশে বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী প্রতিষ্ঠান দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। মহা-রাজাধিরাজ, আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না, আপনার সম্মুখে একদিন বন্ধুগুপ্তের অসি মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম, এখনও তাহার চিহ্ন আছে।

সৈনিক শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া ক্ষতচিহ্ন দেখাইল। তখন অনন্তবর্ম্মা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি সেই গৌড়ীয় নাবিক।” নাবিক অসি উঠাইয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, “মহারাজাধিরাজ, আমরা পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য, বিদ্রোহী নহি। বহুকাল তক্ষদত্তের পুত্রের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছি, আমরা নরসিংহদত্তকে চিনি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সম্রাট যদি সসৈন্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি স্থাণ্বীশ্বর যাত্রা করিবেন, নতুবা—”

অনন্ত—নতুবা কি ?

সৈনিক—নতুবা যতক্ষণ একজনও গৌড়ীয় সেনা জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ নরসিংহদত্ত হর্ষ ও রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

শশাঙ্ক—উত্তম ; তুমি অগ্রসর হও, আমি আসিতেছি। মালব-দূত, তাত দেবগুপ্তকে কহিও যে, আমি নরসিংহদত্তের রক্ষার জন্য অগ্রসর

হইতেছি, অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবনা। শুন সকলে, নরসিংহ বলিয়া গিয়াছিল যে, আমার বিপদের দিনে সে আবার দেখা দিবে। নিশ্চয় বিপদ উপস্থিত, নতুবা সে আত্মপ্রকাশ করিত না। আমি অদ্য পাটলিপুত্রের সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছি। বসুমিত্র, অনন্তবর্ম্মা ও মাধব আমার সঙ্গে যাইবে। বীরেন্দ্র! মহানায়ককে কহিও তিনি যেন অবিলম্বে অঙ্গ, বঙ্গ, ও গৌড়ীয় সেনা লইয়া প্রতিষ্ঠানে আসেন। অনন্ত! আমি কল্য প্রাতেই যাত্রা করিব; নগরের সমস্ত, অশ্বারোহী সেনা আমার সহিত যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধ।

যে স্থানে কালিন্দীর কাল জল ভাগীরথীর পঙ্কিল সলিলপ্রবাহের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে, সেইস্থানে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠানদুর্গ অবস্থিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে গ্রীষ্মকালে ভাগীরথীতীরে ভীষণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠান দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়াগের বর্ত্তমান দুর্গ গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের কোণের উপরে নির্ম্মিত, কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে এই স্থানে কোন দুর্গ ছিল না। তখন ভাগীরথীর অপর পারে—গঙ্গাসরস্বতী সঙ্গমের উপরে দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই দুর্গ বহু প্রাচীন, স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রাচীন দুর্গ অন্তর্ব্বেদী রক্ষার একমাত্র উপায়রূপে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অধিকারকালে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও প্রতিষ্ঠানদুর্গ মধ্যদেশের প্রধান দুর্গ ছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে একদল সেনা প্রতিষ্ঠান-দুর্গ অবরোধ করিতেছিল। দুর্গের তিনদিকে বিস্তৃত স্কন্ধাবার, তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বস্ত্রাবাসের শীর্ষে—সুবর্ণনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ—নবোদিত সূর্য্যকিরণে অগ্নির ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। স্কন্ধাবারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্ত্রাবাসের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে একজন অল্পবয়স্ক যুবা

উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সেনা-পরিবৃত আরও দুইজন যুবা দাঁড়াইয়াছিল। স্কন্ধাবারের চারিদিকে প্রান্তরে সহস্র সহস্র সেনা দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। প্রথম যুবা বলিতেছিলেন, "মাধব, তুমি মহাসেনগুপ্তের পুত্র, দামোদরগুপ্তের পৌত্র; তুমি কেমন করিয়া প্রভাকরবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ভুল করিয়া থাক, তাহা হইলে এখনও সংশোধনের উপায় আছে, এখনও সময় আছে। শশাঙ্ক সংকীর্ণচেতা নহে, তোমার কোন ভয় নাই। মাধব, শশাঙ্ক আসিতেছে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। অদ্যই প্রতিষ্ঠানদুর্গ অধিকার করিব, নতুবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে তনুদত্ত ও তক্ষদত্তের বংশ লোপ করিব। তুমি সমুদ্রগুপ্তের বংশধর, পূর্ব্ব বিদ্বেষ ভুলিয়া সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ হস্তে লইয়া অগ্রসর হও। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ দুর্গশীর্ষে চন্দ্রকেতনের পরিবর্ত্তে গরুড়ধ্বজ স্থাপন কর। তাহা হইলে মগধবাসী তোমার অপরাধ বিস্মৃত হইবে।" রক্ষি-পরিবৃত যুবক উত্তর দিল না দেখিয়া দ্বিতীয় যুবা পুনরায় কহিলেন, "মাধব! এখনও তোমার মোহনাশ হয় নাই, তবে তুমি মাগধসেনাদলে বন্দী থাক, আমিই প্রতিষ্ঠানদুর্গ অধিকার করিব।" সেনাগণ বন্দী যুবকদ্বয়কে স্থানান্তরে লইয়া গেল। প্রথম যুবা আসন হইতে উঠিয়া একজন পরিচারককে বর্ম্ম আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বর্ম্ম আনীত হইলে, যুবা তাহা পরিধান করিতে করিতে আদেশ করিলেন, "নায়কগণকে এইস্থানে আহ্বান কর।" এই সময়ে একজন সেনা আসিয়া নিবেদন করিল যে, চরণাদ্রিদুর্গ হইতে সংবাদ লইয়া একজন অশ্বারোহী আসিয়াছে। যুবা শিরস্ত্রাণ হস্তে লইয়া কহিলেন, "তাহাকে

এই স্থানে লইয়া আইস।" সৈনিক ফিরিয়া গিয়া আর একজন বর্ম্মাবৃত যোদ্ধাকে লইয়া আসিল। দ্বিতীয় সৈনিক কহিল, "আমি পরশ্ব সন্ধ্যা-কালে চরণাদ্রিদুর্গ হইতে যাত্রা করিয়াছি, তখন সম্রাট বারাণসী হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি কল্য প্রভাতে যাত্রা করিয়াছেন, অদ্য অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিবেন।" যুবা শিরস্ত্রাণ মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "উত্তম, তুমি বিশ্রাম করিতে যাও।" সৈনিক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে শতাধিক বর্ম্মাবৃত সেনানায়ক শিবির-বেষ্টনী মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবাকে অভিবাদন করিল। যুবা তরবারি উঠাইয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুরনাথ, এই মাত্র একজন অশ্বারোহী চরণাদ্রিদুর্গ হইতে আসিয়াছে। সে বলিয়া গেল যে, সম্রাট পরশ্ব সন্ধ্যায় চরণাদ্রিদুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কল্য প্রভাতে যাত্রা করিয়াছেন, অদ্য অপরাহ্ণে প্রতিষ্ঠানে পৌঁছিবেন।" সুরনাথ কহিল, "প্রভু, ভালই হইয়াছে, সম্রাট আসিলে সহজে বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকৃত হইবে।" প্রথম যুবা শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "তাহা হইবে না সুরনাথ, অদ্যই দুর্গ অধিকার করিতে হইবে। সম্রাট আসিয়া অতিথির ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিবেন।" সুরনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথম যুবা সেনানায়কগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "নায়কবৃন্দ! এই মাত্র দূতমুখে সংবাদ পাইলাম যে, অদ্য অপরাহ্নে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হইবেন। তাহা শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, অদ্যই প্রতিষ্ঠান দুর্গ অধিকার করিতে হইবে। অদ্যই যে কোন উপায়ে হউক দুর্গ অধিকার

করিতেই হইবে। সমুদ্রগুপ্তের বংশধর আসিয়া সমুদ্রগুপ্তের দুর্গে প্রবেশ করিবেন, তাহাতে বাধা দিতে যেন কেহ না থাকে। নায়কগণ, আমি তক্ষদত্তের পুত্র, আমি অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে সম্রাটের প্রতিষ্ঠানদুর্গ প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিব। আমার সহিত কে কে যাইবে?”

শতকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইল, “আমি যাইব।” কোলাহল প্রশমিত হইলে যুবা পুনরায় কহিলেন, “কেবল যাইব বলিলে হইবে না। নায়কগণ, অদ্যকার যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই, হয় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দুর্গ অধিকার, নতুবা পরিখায় অথবা প্রাকারতলে বিশ্রাম লাভ। যে যে অদ্য আমার সঙ্গী হইবে তাহারা অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করুক যে, তাহারা ফিরিবে না।”

দুই একজন বৃদ্ধ সৈনিক যুবার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু যুবা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন, “বন্ধুগণ, অপরাধ মার্জ্জনা করিও। পরামর্শের সময় নাই, মন্ত্রণার অবসর নাই, যুদ্ধ-ব্যবসায়ে যাঁহাদিগের মস্তকের কেশ শুক্ল হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতেছি, অদ্য প্রাচীন রণনীতির বিরুদ্ধে মহানায়ক যশোধবলদেবের উপদেশ পালন করিব। প্রতিষ্ঠানদুর্গ ভীষণ দুর্জ্জেয়, বহু সৈন্যরক্ষিত, তাহা আমি জানি; কিন্তু অদ্য দুর্গ অধিকার করিতেই হইবে; সম্রাট আসিতেছেন, তাঁহার জন্য দুর্গদ্বার মুক্ত করিতেই হইবে। নায়কগণ, অদ্যকার যুদ্ধ রণনীতিবিরুদ্ধ, অদ্যকার যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই, পরাজয় নাই। কে কে যাইবে?” শতাধিক অসি কোষমুক্ত হইল; বৃদ্ধ ও বালক, প্রৌঢ় ও তরুণ সমস্বরে অসি স্পর্শ করিয়া

শপথ করিল যে, অদ্যই দুর্গ অধিকৃত হইবে, অদ্যকার যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

প্রতিষ্ঠানদুর্গ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্জ্জেয় বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বিখ্যাত ছিল। দুর্গের চারিদিকে বিস্তৃত পরিখা সর্ব্বদা ভাগীরথী-জলে পরিপূর্ণ থাকিত। তিন শ্রেণীর দুর্গ-প্রাকার পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও কাচের ন্যায় মসৃণ, দিবালোকে প্রকাশ্যে দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ অসম্ভব; ইহা জানিয়া দুর্গরক্ষী স্থাণ্বীশ্বরসেনা রাত্রিকালে সতর্ক থাকিত, কিন্তু দিবাভাগে বিশ্রাম করিত, যতবার প্রতিষ্ঠানদুর্গ শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই দুর্গরক্ষিগণ খাদ্য অথবা পানীয়ের অভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, বল প্রকাশ করিয়া কেহ প্রতিষ্ঠানদুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই।

অদ্য দিবসের প্রথম প্রহরে মাগধসেনা দুর্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া স্থাণ্বীশ্বরের সেনানায়কগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত সেনাদলকে দুর্গপ্রাকার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহরে মাগধসেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। স্থাণ্বীশ্বরের নায়কগণ তাহাদিগের এই উদ্যম বাতুলতা জানিয়া দুর্গরক্ষার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। দেখিতে দেখিতে শত শত কাষ্ঠ ও বংশদণ্ড নির্ম্মিত অবরোহণী প্রাকার গাত্রে স্থাপিত হইল, শত শত সেনা তাহা অবলম্বন করিয়া প্রাকারে উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু উত্তপ্ত তৈল, গলিত সীসক ও প্রস্তর বর্ষণে তাহারা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে শত শত হতাহত সৈনিক দুর্গ-পরিখায় পতিত হইল; কিন্তু তাহা দেখিয়া পশ্চাতের সেনাগণ বিরত হইল না। একবার, দুইবার,

তিনবার মাগধসেনা অবরোহণীচ্যুত হইল, দুর্গপরিখা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহা সত্বেও মাগধসেনা যখন চতুর্থবার দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন স্থাণ্বীশ্বরের নায়কগণ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। চতুর্থবারেও শত শত মাগধসৈন্য নিহত হইল, কিন্তু তথাপি সেনা উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রাকারশীর্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, স্থাণ্বীশ্বরের সেনা হটিতে আরম্ভ করিল।

সমূহ বিপদ দেখিয়া স্থাণ্বীশ্বরের সেনানায়কগণ সেনাদলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাগধসেনা পশ্চাৎপদ হইল। তাহা দেখিয়া উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাবৃত একজন দীর্ঘাকার পুরুষ গরুড়ধ্বজ হস্তে এক লম্ফে শত্রুসেনার মধ্যে পতিত হইল এবং তারস্বরে কহিলেন, "অদ্য সমুদ্রগুপ্তের দুর্গে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর প্রবেশ করিবেন, ফিরিয়া যায় কে ?" মাগধসেনার গতি পরিবর্ত্তিত হইল, উল্কাপিণ্ডের ন্যায় গরুড়ধ্বজ সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া চলিল, প্রথম প্রাকার অধিকৃত হইল।

দেখিতে দেখিতে মাগধসেনা দ্বিতীয় প্রাকার আক্রমণ করিল, সহস্র সহস্র সেনা নিহত হইল, তথাপি মাগধসেনা বার বার প্রাকার আরোহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ গরুড়ধ্বজ হস্তে দ্রুতবেগে অবরোহণী অবলম্বনে প্রাকারশীর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় প্রহরের প্রখর সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও তাহার হস্তস্থিত সুবর্ণনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ দেখিয়া, মাগধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ; স্থাণ্বীশ্বরের সেনা ভয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাৎপদ হইল ; সেই মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র মাগধসেনা প্রাকারে আরোহণ করিল, দ্বিতীয় প্রাকার অধিকৃত হইল।

দুর্গ প্রায় শত্রুহস্তগত দেখিয়া স্থাণ্বীশ্বর সেনানায়কগণ রোষে ও ক্ষোভে প্রাণপণ করিয়া তৃতীয় প্রাকার রক্ষা করিতে লাগিলেন, মাগধসেনা বার বার পরাজিত হইল। সেনাদলকে হতাশ্বাস দেখিয়া নায়কগণ অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষ একাকী প্রাকারে আরোহণ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শিলাখণ্ড বর্ষিত হইল, কিন্তু একটিও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না। বর্ম্মাবৃতপুরুষ প্রাকারশীর্ষে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিয়া লজ্জিত নায়কগণ স্ব স্ব সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া প্রাকারশীর্ষে ধাবমান হইলেন। দুর্গরক্ষিগণ এই মুষ্টিমেয় শত্রু পিষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। এই সময়ে দুর্গের বাহিরে শত শত সেনা সমস্বরে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন মাগধসেনার চৈতন্য হইল; তাহারা দেখিল, প্রাকারের পথ পরিষ্কার, প্রাকারশীর্ষে যুদ্ধ হইতেছে। তাহারা তখন জয়ধ্বনি করিয়া প্রাকারে আরোহণ করিল, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্গ অধিকৃত হইল।

প্রতিষ্ঠানদুর্গের পূর্ব্বতোরণে দাঁড়াইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ শিরস্ত্রাণ মুক্ত করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; এই সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া কহিল, "মহানায়ক! সম্রাট দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কখন আসিলেন?"

"যখন শিবিরের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

"দুর্গদ্বার মুক্ত করিতে কহ।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সৈনিকগণ শীত নিবারণের জন্য স্থানে

স্থানে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে, বর্ম্মাবৃতপুরুষ পার্শ্বস্থিত সেনানায়ককে কহিলেন, "সুরনাথ! তুমি গরুড়ধ্বজটা ধর, আমি আসিতেছি।" তিনি নায়কের হস্তে গরুড়ধ্বজ দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

ক্ষণকাল পরে সম্রাট মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠানদুর্গে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া অবধি নরসিংহদত্তের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু যাঁহার আদেশে দশ সহস্র মাগধসেনা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, যিনি প্রতিষ্ঠান দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দুর্গে বা শিবিরে কেহ পাইল না। সম্রাট তৃতীয় প্রাকারের তোরণে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে অনন্তবর্ম্মাকে ডাকিলেন, "অনন্ত?"

"কি প্রভু!"

"এই সেই।"

"কে?"

"নরসিংহ। চিত্রার জন্য সে আমাকে দেখা দিবে না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন গান্ধার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছেন, যুদ্ধে মৌখরি রাজপুত্র গ্রহবর্ম্মা হত হইয়াছেন, তাঁহার মহিষী প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রী ঔদ্ধত্যের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া স্থাণ্বীশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সম্রাটকে সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠান দুর্গে থাকিয়া শশাঙ্ক নরসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণেও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, হিমালয়ের পাদমূলে গঙ্গাতীরে দেবগুপ্ত পরাজিত হইয়া মালবে পলায়ন করিয়াছেন; রাজ্যবর্দ্ধন দ্রুতবেগে সম্রাটকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন; শশাঙ্ক তখন প্রতিষ্ঠানদুর্গ ত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সংবাদ পাইলেন যে, স্থাণ্বীশ্বরের সেনা তখনও বহুদূরে। সম্রাট নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া কান্যকুব্জ নগরের পশ্চিমে গঙ্গাতীরে প্রাচীন শূকরক্ষেত্রে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। কথিত আছে, পুরাকালে এই স্থানে নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

শূকরক্ষেত্র অতি প্রাচীন তীর্থ, এবং কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ইহাও একটি প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র। এইস্থানে স্মরণাতীত কাল হইতে মধ্যদেশের রাজগণের ভাগ্যনির্ণয় হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের সৌভাগ্যরবি চিরদিনের মত অস্তমিত হয়, তথনও এই শূকরক্ষেত্রে জয়চন্দ্র, মহম্মদ-বিন-সামকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শূকরক্ষেত্রে থাকিয়া সম্রাট সংবাদ পাইলেন যে, রাজ্যবর্দ্ধন সহসা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া মালবাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন; রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। শশাঙ্ক দেবগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু শূকরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। মগধ হইতে সংবাদ আসিল যে, যশোধবল অত্যন্ত পীড়িত, গৌড়বঙ্গের সেনা লইয়া বিদ্যাধরনন্দী যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন। দূতগণ নিয়ত রাজ্যবর্দ্ধনের যাত্রার সংবাদ আনিতে লাগিল। তিনি মথুরায় উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; দূত অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং কহিল, "স্থাণ্বীশ্বররাজ বলিয়াছেন, তিনি পাটলিপুত্রে শশাঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" অনন্তবর্ম্মা ও মাধববর্ম্মা যমুনাতীরে রাজ্যবর্দ্ধনের গতিরোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু শশাঙ্ক তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে শূকরক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিলেন, তথনও শশাঙ্ক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন না। তিনি মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ নারায়ণশর্ম্মাকে দূতরূপে স্থাণ্বীশ্বর শিবিরে প্রেরণ করিলেন। নারায়ণশর্ম্মা স্বর্গীয়া মহাদেবী মহাসেনগুপ্তার শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহাকুমার মাধবগুপ্তের সহিত স্থাণ্বীশ্বরে গমন করিয়াছিলেন; তৎকালে তিনি

রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং উভয় ভ্রাতাই বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

সম্রাট নারায়ণশর্ম্মার মুখে রাজ্যবর্দ্ধনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, দেবগুপ্ত তাঁহার অনুমতি না লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছিলেন, মহানায়ক নরসিংহদত্ত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানদুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। স্থাণ্বীশ্বরের সেনানায়কগণ মাধবগুপ্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বারাণসীভুক্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সসৈন্য অগ্রসর হইয়াছেন। স্থাণ্বীশ্বররাজ তাঁহার আত্মীয়, তাঁহার সহিত প্রকাশ্যে বিবাদ করিবার তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই। আদিত্যবর্দ্ধন ও প্রভাকরবর্দ্ধনের সময়ে উভয় রাজ্যের যে প্রীতিবন্ধন ছিল, তিনিও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। তবে স্থাণ্বীশ্বররাজ্য ও মাগধ-সাম্রাজ্যের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। এই অনির্দ্দিষ্ট সীমায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য আছে, তাহাদিগের জন্য সতত বিগ্রহাশঙ্কা উপস্থিত হয়, সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে ভবিষ্যতে বিবাদের কারণ থাকিবে না। দেবগুপ্ত জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অতর্কিত ভাবে কান্যকুব্জ আক্রমণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; তাঁহার জন্য সম্রাট স্থাণ্বীশ্বরের সহিত বিবাদ করিতে চাহেন না। দুইদণ্ড পরে নারায়ণশর্ম্মা ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে; রাজ্যবর্দ্ধন উদ্ধত ভাবে সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; কিন্তু রাজমর্য্যাদা রক্ষার জন্য উভয় শিবিরের মধ্যস্থলে জাহ্নবীতীরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সন্ধি অসম্ভব জানিয়া শশাঙ্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন;

কান্যকুব্জ নগর ও দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, বিদ্যাধরনন্দী তখনও বহুদূরে পর দিন মধ্যাহ্নে উভয় শিবিরের মধ্যস্থিত প্রান্তরে রাজছত্রদ্বয় স্থাপিত হইল, উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। একই সময়ে শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্দ্ধন স্ব স্ব শিবির হইতে নির্গত হইলেন। শশাঙ্কের সহিত মাধব, অনন্ত ও পঞ্চজন শরীররক্ষী; রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত দুইজন অমাত্য ও পঞ্চজন সেনা।

উভয়ে স্ব স্ব ছত্রের নিম্নে দাঁড়াইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন। তাহার পর শশাঙ্ক অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যুদ্ধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন শুনিলাম, সুতরাং আপনাকে বাধা দেওয়া ক্ষাত্রধর্ম্মবিরুদ্ধ। এই সম্বন্ধে আমার একটি নিবেদন আছে, তাহা দূত মুখে জানাইলে নিষ্ফল হইত। রাজ্য লইয়া আপনার সহিত আমার বিবাদ আছে, তাহার জন্য সহস্র সহস্র সেনার প্রাণনাশ করিয়া লাভ কি? আপনি অস্ত্রধারণে পারদর্শী, আমিও যুদ্ধ ব্যবসায়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি; উভয় সেনার শিবির মধ্যে আপনি বিনাচর্ম্মে অসি লইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। যদি আমি যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে সম্রাট্ পদবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব; কিন্তু যদি আপনি পরাজিত হন, তাহা হইলে আপনাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে না, আপনি কখনও যমুনা বা চম্বলের পূর্ব্বকূলে পদার্পণ করিবেন না। ইহাতেও যদি বিবাদের মীমাংসা না হয়; তখন উভয়পক্ষের সেনাদলের বাহুবল পরীক্ষিত হইতে পারিবে।"

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া অবনতমস্তকে রাজ্যবর্দ্ধন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে সঙ্গী ও অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। আকা-

রেঙ্গিত দর্শনে বুঝিতে পারা গেল যে, তাঁহারা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন তরুণ বয়স্ক, উগ্রস্বভাব; তিনি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া যখন যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন প্রার্থনা পূরণ না করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আপনি সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করুন।"

"কল্য প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জাহ্নবীতীরে।"

"অস্ত্রের মধ্যে কেবল তরবারি?"

"হাঁ, চর্ম্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ।"

"কয়জন অনুচর সঙ্গে থাকিবে?"

"আমার পক্ষে মাধব ও অনন্তবর্ম্মা।"

"আমার পক্ষে ভণ্ডী ও ঈশ্বরগুপ্ত।"

উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিরে ফিরিলেন; প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনন্তবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ কি করিলেন?"

"কেন অনন্ত?"

"কলিযুগে কেহ কখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে?"

"হানি কি?"

"আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ইহাতে দুর্ব্বোধ্য কথা কি আছে অনন্ত?"

"প্রভু, যুদ্ধে যদি আপনি আহত হন?"

"আহত না হইয়া যদি নিহতই হই অনন্ত, তাহাতেই বা কি?"

"সর্ব্বনাশ! প্রভু তাহা হইলে কি শত্রুদীর্ণ মগধ আর কখন মাথা তুলিতে পারিবে?"

"অনন্ত! আমি মরিতে চাহি, মৃত্যুকে আহ্বান করিব বলিয়াই একাকী রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিব।"

"আপনার যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই; চলুন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাই, রাজ্যবর্দ্ধন স্বচ্ছন্দে কান্যকুব্জ ও প্রতিষ্ঠান অধিকার করুক।"

"তাহা পারি না অনন্ত। কে যেন আসিয়া বাধা দেয়। রাজ্যবর্দ্ধন যদি আমাকে কাপুরুষ ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইত, তাহা হইলে আমি স্বেচ্ছায় তাহাকে দেশের অধিকার দিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। মাধব রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম, সে কখনই বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না।"

"তবে আর সাম্রাজ্যে কাজ নাই প্রভু, মাধবকে মগধ রাজ্য দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন।"

"বিদ্রূপের কথা নহে অনন্ত, কল্য আমি মরিব। আমি মরিলে, তোমরা দেশে ফিরিয়া গিয়া মাধবকে সিংহাসনে বসাইও।"

"উত্তম, তাহাই হইবে। তবে সেবারেও যেমন বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়াছিলাম, এবারেও সেইরূপ ফিরিব।"

"দেখ অনন্ত, আমি যদি মরি, তাহা হইলে মরণের সময়ে—"

"বক্ষে তাঁহার নাম লিখিয়া দিব?"

"পরিহাস করিও না, তখন একবার নরসিংহকে ডাকিয়া দিও।"

"তাহাকে কোথায় পাইব?"

"অনন্ত, সে নিকটেই আছে, আমাকে দেখা দিবে না বলিয়া লুকাইয়া আছে।"

"আপনার মৃত্যু হইলে, নরসিংহকে আহ্বান করিবার জন্য যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র জীবিত থাকিবে না।"

পরদিন ঊষাকালে ভাগীরথীতীরে শশাঙ্ক, মাধব ও অনন্তবর্ম্মা, এবং অপর পক্ষে রাজ্যবর্দ্ধন, ভণ্ডী ও ঈশ্বরগুপ্ত সম্মিলিত হইলেন। কেবল অসি হস্তে শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্দ্ধন দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শশাঙ্ক অসি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছিলেন মাত্র, তাঁহার অসি একবারও রাজ্যবর্দ্ধনের অসি স্পর্শ করে নাই। দেখিতে দেখিতে শশাঙ্ক দুই তিন স্থানে আহত হইলেন, তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ রক্তরঞ্জিত হইল; তিনি তথাপি রাজ্যবর্দ্ধনের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন না। হঠাৎ শশাঙ্কের তরবারি রাজ্যবর্দ্ধনের অসির ফলক হইতে পিছলাইয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ ছিন্ন করিল; বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শশাঙ্ক পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবর্দ্ধনের দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল।

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া স্থাণ্বীশ্বরের সেনা স্কন্ধাবার ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ভণ্ডী সংবাদ লইয়া স্থাণ্বীশ্বর যাত্রা করিলেন। শশাঙ্ক অগ্রসর না হইয়া কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যায় যশোধবল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে বিন্ধ্য পর্ব্বতের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দূরে, গিরিশীর্ষ ও তরুশীর্ষ অস্তাচলগামী তপনের ম্লান তাপহীন রশ্মিতে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে; রোহিতাশ্বগিরির স্কন্ধে একখানা রজতশুভ্রমেঘ রক্তরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের পাদমূলে তখনও গাঢ় অন্ধকার। এই সময়ে দুর্গের পূর্ব্ব তোরণে বসিয়া এক জন সৈনিক যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এই কয় বৎসরে রোহিতাশ্বদুর্গের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বৃদ্ধ অমাত্য বিধুসেন ও সুবর্ণকার ধনসুখের যত্নে ভগ্ন প্রাকার সুসংস্কৃত হইয়াছে, পরিখা পরিষ্কৃত হইয়াছে, জনহীন দুর্গ পুনরায় জনপূর্ণ হইয়াছে। প্রতি তোরণে সশস্ত্র সুসজ্জিত সেনাগণ যথারীতি দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছে; ঊর্দ্ধে উপরের দুর্গে বহু মানবের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেছে; দুর্গস্বামীর পুরাতন প্রাসাদ এখন আর বনময় নহে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে রোহিতাশ্বদুর্গেশ্বর পীড়িত হইয়া পাটলিপুত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহানায়কের পীড়া কঠিন, জীবনের আশা অতি ক্ষীণ; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জন্মভূমি দর্শনমানসে রোহিতাশ্ব দুর্গে আসিয়াছেন।

পাটলিপুত্র হইতে সম্রাটের নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছে; বৃদ্ধ

মহানায়ক অতিশয় পীড়িত না হইলেও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন। তিনি দূতকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধে জয় হইলে সংবাদ দিও, নতুবা দিও না। মৃত্যুর পূর্ব্বে, রোহিতাশ্বদুর্গ ও লতিকার জন্য, সম্রাটের সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা, বৃদ্ধ মহানায়কের মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। বীরেন্দ্রসিংহ বিদ্যাধরনন্দীর সহিত মধ্যদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহানায়কের আদেশে তিনিও রোহিতাশ্বে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বীরেন্দ্রসিংহই সন্ধ্যাকালে একাকী দুর্গ-তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সম্রাট, রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে যশোধবলদেবের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ফিরিয়াছেন। কান্যকুব্জে বসুমিত্র ও প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাধরনন্দীকে রাখিয়া তিনি অতি দ্রুতবেগে অশ্বপৃষ্ঠে মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্থাণ্বীশ্বরে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিয়াছে, সিংহাসন শূন্য, অমাত্য ও সেনাপতিগণ তখনও হর্ষবর্দ্ধনকে মনোনীত করেন নাই। স্থাণ্বীশ্বরের এই ঘোর দুরবস্থায়ও শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বর আক্রমণ করেন নাই; তিনি প্রান্তরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃতুল্য বৃদ্ধ মহানায়কের মৃত্যুশয্যায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন. যে দিন বীরেন্দ্রসিংহ সন্ধ্যাকালে তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইদিনই সম্রাটের রোহিতাশ্ব দুর্গে পৌঁছিবার কথা। তিনি বিংশতি দিবসে দ্বিশতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিনে শোণ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি সম্রাট আসিলেন না দেখিয়া যশোধবলদেব বীরেন্দ্রসিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ যশোধবলদেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কক্ষমধ্যে

খট্টায় যশোধবলদেব শায়িত; তাঁহার মস্তকের নিকট লতিকাদেবী ও পদতলে তরলা উপবিষ্টা। মহানায়ক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, অধিক কথা কহিবার শক্তি নাই। যখন বীরেন্দ্রসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলে লতিকা তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দাদা, বীরেন্দ্র আসিয়াছে।" মহানায়ক ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষীণস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, দূরে দাঁড়াইয়া বীরেন্দ্রসিংহ তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাহা দেখিয়া লতিকা বলিলেন, "সম্রাট আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

"না, এখনও তিনি আসেন নাই; আমি দুর্গদ্বারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

যশোধবলদেব পুনরায় অস্ফুটস্বরে কি কহিলেন; তাহা শুনিয়া লতিকাদেবী কহিলেন, "জাপিলের পথে শতজন উল্কাধারী প্রেরণ করিতে কহিতেছেন।" বীরেন্দ্রসিংহ ইহা শুনিয়া অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একশত সৈন্য উল্কাহস্তে জাপিল নগরের পাষাণাচ্ছাদিত পথে যাত্রা করিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ঊর্দ্ধে দুর্গশিখরে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল, পর্ব্বতের উপত্যকায় গ্রামে গ্রামে অসংখ্য দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল; জাপিলনগরের পাষাণাচ্ছাদিত পথে বহু অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে উল্কাধারিগণ দ্রুতপদে তোরণাভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্গরক্ষী সেনা তোরণে ও দুর্গের অঙ্গনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্রসিংহ মহানায়ককে সংবাদ দিয়া আসিলেন যে,

সম্রাট দুর্গমধ্যে আসিতেছেন। অনতিবিলম্বে সম্রাট দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বীরেন্দ্রসিংহের নিকটে মহানায়কের রোগের অবস্থা শুনিয়া শশাঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ মহানায়কের দেহে সহসা বলসঞ্চার হইল। তিনি সম্রাটকে দেখিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সম্রাট তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলে, মহানায়ক কহিলেন, "পুত্র, তোমার প্রতীক্ষায় সপ্তাহকাল বলপূর্ব্বক জীবনধারণ করিয়া আছি; কিন্তু আর অধিকক্ষণ থাকিব না। আমি চলিলাম, লতিকা রহিল; যদি পার, তবে তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে রোহিতাশ্বদুর্গে বাস করাইও, আর—" বৃদ্ধ উপাধান-তল হইতে একগাছি পুরাতন হীরকখচিত বলয় বাহির করিয়া পুনরায় কহিলেন, "ইহা তাহার বিবাহ হইলে তাহাকে উপহার দিও। এই বলয় তাহার পিতামহীর উপহার। পুরুষানুক্রমে রোহিতাশ্বদুর্গস্বামিনীগণ এই বলয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়াছি, বহু পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত যখন শকরাজকে মথুরা হইতে বিতাড়িত করেন, তখন ধবলবংশীয় রোহিতাশ্বের প্রথম দুর্গস্বামী উহা শকরাজের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" বৃদ্ধ এই বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন; সম্রাট দুর্গস্বামিনীর বলয়হস্তে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া বৃদ্ধ মহানায়ক বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম, লতিকা রহিল, তাহাকে দেখিও। যদি তাহার বংশলোপ হয়, তাহা হইলে বীরেন্দ্রসিংহকে রোহিতাশ্বদুর্গের অধিকার প্রদান করিও। এখন

আর কেহ দুর্গরক্ষা করিতে পারিবে না। আমি ত চলিলাম, তুমি সাবধানে থাকিও। তোমাকে নিষ্কণ্টক করিয়া যাইতে পারিলাম না, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ রহিয়া গেল। বহিঃশত্রুর ভয় করিও না। গৃহবিবাদে, অন্তর্বিদ্রোহে যদি মগধ আচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে বহিঃশত্রু তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এখন আর্য্যাবর্ত্তে হর্ষই তোমার প্রধান শত্রু। কামরূপপতি ব্যতীত আর কেহ তোমার বিরুদ্ধে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে না। রাজ্যবর্দ্ধন মরিয়াছে, কিন্তু প্রভাকরের দ্বিতীয় পুত্র নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, হর্ষ প্রতিশোধ লইতে আসিবে; তখন গৌড়-বঙ্গের প্রান্তরক্ষার ব্যবস্থা করিও। যদি বিপজ্জাল কখন তোমাকে বেষ্ঠন করে, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তে কাহারও নিকট সাহায্য পাইবে না, দক্ষিণাপথে জগদ্বিজয়ী চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, বাতাপীপুরে দূত প্রেরণ করিও।" মহানায়ক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "পুত্র, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যাও; আমি এখন সুস্থ আছি; কল্য প্রাতে আর একবার দর্শন দিও।"

সম্রাট, বীরেন্দ্রসিংহের সহিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাখ্যান।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে যখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উদিত হইয়া পর্ব্বতমালার উপত্যকা-শ্রেণীর অন্ধকার দূর করিয়াছে, তখন শশাঙ্ক আহারান্তে দুর্গপ্রাকারে পাদচারণ করিতেছেন। সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে বহুপথ অতিবাহন করিয়া তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি শয্যায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্নাধবলিত প্রশস্ত দুর্গপ্রাকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন রোহিতাশ্ব দুর্গবাসিগণ সুষুপ্তিমগ্ন। তোরণদ্বার ব্যতীত অন্যান্য স্থানের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে; দূরে পর্ব্বতের পাদমূলের উপত্যকা সমূহের গ্রামে গ্রামে সম্রাটের আগমনের জন্য উৎসব হইতেছে; গ্রামবাসিগণের গীতধ্বনি সময়ে সময়ে প্রাচীন দুর্গের ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। সম্রাটকে কক্ষের বাহিরে আসিতে দেখিয়া একজন শরীররক্ষী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু নিষিদ্ধ হইয়া প্রাকারের নিম্নে অন্ধকারে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শশাঙ্ক প্রাকার অবলম্বন করিয়া তোরণের দিকে আসিতেছিলেন, সহসা মনুষ্যপদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, দূরে চন্দ্রকিরণে একজন শ্বেতবসনা রমণী দাঁড়াইয়া আছে। সম্রাট বিস্মিত হইয়া

দাঁড়াইলেন, কটিদেশে অসি আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তখন বৌদ্ধসঙ্ঘ নানা উপায়ে সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; সেই জন্য সময়ে সময়ে পুরুষগণকে রমণীর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হইত। তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" উত্তর হইল, "মহারাজ, আমি তরলা।" শশাঙ্ক তখন হাসিয়া মুষ্টিবদ্ধ অসি পরিত্যাগ করিলেন এবং কহিলেন, "তরলে, এত রাত্রিতে কি মনে করিয়া ?"

"মহারাজ যদি ভরসা দেন ত বলি।"

"নির্ভয়ে বল।"

"মহারাজ, অভিসারে বাহির হইয়াছি।"

"কি সর্ব্বনাশ! তরলে, তবে কি তোমার বীরেন্দ্রকে মনে ধরে নাই ?"

"সেটা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। যে রকম দেশকাল পড়িয়াছে, তাহাতে পরোপকারের জন্য দুই একটা রসিক নাগর হাত করিয়া রাখিতে হয়।"

"তরলে! তোমার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করি, এমন বীর আমি নহি। তোমার কথা ত বুঝিতে পারিলাম না।"

"মহারাজ! যাহাদিগের উদরে ক্ষুধা আছে, অথচ শিকার করিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগের জন্যই মাঝে মাঝে বাহির হইতে হয়।"

"তুমি যাহাকে শিকার করিয়াছ, সে কি কিছু বলে না ?"

"মহারাজ! সে এখন তৈজস-পত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ?"

"এখন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাহির হইয়াছ ?"

"আপনাকে।"

"আমাকে ?"

"হাঁ মহারাজ।"

"সে কি কথা তরলা?"

"মহারাজ—?"

"তরলে! তুমি বোধ হয় ভুল করিয়াছ।

"না মহারাজ, ভুল করি নাই; সত্যই লক্ষ্য-সন্ধান করিয়াছি।"

"তুমি কি বলিতেছ?"

"এই বলিতেছি যে, একজন আপনার জন্য মরিতে বসিয়াছে।

"তরলে! তুমি কি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ?"

"না মহারাজ।"

"তবে?"

"কি বলিব? মহারাজ, কাহার জন্য কে কেমন করিয়া মরে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে?"

"সে কি সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করে নাই?"

"মহারাজ, বলিতে লজ্জা হয়, মন্মথের রাজ্যে সম্ভব অসম্ভব নাই। আর আমরা,—যাহারা আপনার অন্নে প্রতিপালিত,—আমরা সদা সর্ব্বদা বাঞ্ছা করি যে, প্রাসাদে আবার পট্টমহাদেবী আসুন, আমরা তাঁহার সেবা করিয়া চরিতার্থ হই।"

"অসম্ভব তরলা।"

"মহারাজ? তবে কি—"

"কি তরলে?"

"তবে কি চিরজীবন এইভাবেই অতিবাহিত করিবেন? 'আপনার জীবনের যে এখনও ত্রিপাদ অবশিষ্ট আছে।"

"তরলা, তাহাই স্থির করিয়াছি।"

"মহারাজ, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী—?"

"কেন মাধবের পুত্র ?"

"হারিয়াছি, কিন্তু অবলাকে রক্ষা করুন।"

"কে সে তরলা ?"

"তাহার যখন কোন ভরসাই নাই, তখন আমি আর কোন কথাই বলিব না। মহারাজ! দয়া করিয়া একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ—"

"তিনি কোথায় ?"

"এইখানেই আছেন।"

"এইখানেই ? এই রোহিতাশ্ব দুর্গে ?"

"হাঁ মহারাজ ; ঐ দুর্গ-প্রাকারের ছায়ায়।"

তরলা অগ্রসর হইয়া চলিল ; শশাঙ্ক স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলেন। দুর্গ-প্রাকারের ছায়ায় আর একটি রমণী প্রাচীর আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। সম্রাট নিকটে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "না—না তরলা, অসম্ভব—লতি—?"

"হাঁ মহারাজ!"

তরলা তখন অবগুণ্ঠনবতী লতিকাদেবীর কর্ণমূলে অস্ফুট স্বরে কি কহিল, তাঁহার পরে সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা লতিকে বলিলাম ; সে তথাপি আপনাকে কিছু বলিতে চাহে। আমি সরিয়া যাইতেছি।" তরলা এই বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে

অন্ধকারে মিশিয়া গেল। শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লতি! তুমি আমাকে কি বলিবে?"

লতিকা নীরব।

"কি বলিবে বল?"

উত্তর নাই।

"তুমি বলিতে পারিবে না, তবে কি আমি তরলাকে ডাকিয়া আনিব?"

অস্ফুটস্বরে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে উচ্চারিত হইল, "না প্রভু।"

"আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছ বল?"

উত্তর নাই।

"লতিকা! শুনিলাম, তুমি নাকি আমাকে ভালবাস?"

লতিকাদেবী তখনও নিরুত্তর।

"তুমি ত সমস্তই জান;—ইহা যদি সত্য হয়, তবে জানিয়া শুনিয়া এমন কার্য্য কেন করিলে লতা? তুমি ধবলবংশের একমাত্র ভরসা, মহানায়ক আদেশ করিয়াছেন, যে তোমার বিবাহ দিয়া তোমাকে রোহিতাশ্বদুর্গের অধীশ্বরী করিতে হইবে; তোমার পুত্র পৌত্র, ধবল নাম ধারণ করিয়া জাপিলীয় মহানায়কদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করিবে। লতি তুমি বালিকা, যদি চপলতা বশতঃ ভুল করিয়া থাক, এখনও তাহার সংশোধনের উপায় আছে।"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দৃঢ়স্বরে উত্তর হইল, "অসম্ভব মহারাজ।"

চমকিত হইয়া সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে?

"অসম্ভব।"

"শুন লতি! আমার জন্য চিত্রা মরিয়াছে—আমি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আমার জীবন সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তে অতিবাহিত হইবে। আমি কেমন করিয়া তোমাকে জীবন-সঙ্গিনী করিব লতি!"

সহসা মস্তকের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল, শুভ্রজ্যোৎস্না শশধর-ধবল মুখমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়িল; সম্রাট দেখিলেন, লতিকাদেবীর চক্ষুর্দ্বয় দীপ্ত, নয়ন-পল্লব অশ্রুজলসিক্ত। তিনি কহিলেন, "কেমন করিয়া দ্বিচারিণী হইব, মহারাজ? ধবলবংশে তাহা অসম্ভব।"

"সে কি লতি?"

"আমি যে একজনকে বরমাল্য দিয়াছি, মহারাজ!"

"কাহাকে?"

"আপনাকে প্রভু!"

"কবে?"

"সেইদিন—যেদিন সে রাগ করিয়াছিল। ধ্রুবস্বামিনীর উদ্যানের কথা কি মনে আছে, মহারাজ?"

"ছি লতিকা, সে কথা ভুলিয়া যাও।"

"অসম্ভব প্রভু।"

"লতিকা, বাল্যের কথা বিস্মৃত হও, কর্ত্তব্য পালন কর। বিবাহ কর, সময়ে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে, কালে সুখী হইবে।"

"প্রভু, কেমন করিয়া দ্বিচারিণী হইবার আদেশ করিতেছেন?"

"অসম্ভব লতি—আমি এখনও জ্বলিয়া মরিতেছি, তাহার জ্বালা সতত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, আমি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিব

না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অসম্ভব—এ জীবনে আমার পক্ষে অসম্ভব। ভ্রমেও যদি আমাকে মনে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও, তোমার স্মৃতিপট হইতে আমার নাম মুছিয়া ফেল—কঠোর তিক্ত কর্ত্তব্য পালন কর। অসম্ভব—অসম্ভব লতিকা—তোমার মনে কষ্ট দিতেছি, তাহার জন্য আমায় ক্ষমা কর—তোমার আদর উপেক্ষা করিতেছি, তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। লতি, আমি বড় হতভাগ্য, শক্রসেন আমাকে একদিন এই কথা বলিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাতে বিশ্বাস করি নাই। জীবন মধুময় নহে, বড় বিষময়—কটু, তিক্ত। এখনও সময় আছে, এখনও ভুলিয়া যাও—কর্ত্তব্য পালন কর—অসম্ভব—"

"আমার পক্ষেও অসম্ভব মহারাজ।"

সহসা রাজ্যেশ্বর—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত লতিকাদেবীর পাদমূলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং অতিশয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষমা কর লতি, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু তথাপি তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি আমাকে ক্ষমা কর। আমার বড় জ্বালা, বিষম যন্ত্রণা—চিত্রা—"

সম্রাটের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। লতিকাদেবী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে উপবেশন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "ছি মহারাজ—যে আপনার পদসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে অপরাধী করিবেন না। আমি যে ঐ চরণে জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছি—আমার যে অন্য গতি নাই। পট্টমহাদেবী হইতে চাহি না মহারাজ। সিংহাসন রাজমুকুট চাহি না মহারাজ। প্রেম ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা রাখি না।

প্রাসাদে সহস্র সহস্র দাসী আছে; আমি তাহাদেরই একজন হইয়া আপনার চরণসেবা করিবার অধিকার প্রার্থনা করি। জগতে আমাকে কেহ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। রাজরাজেশ্বর মগধেশ্বর, আপনিও না।"

"তাহা হয় না লতি! অসম্ভব—অসম্ভব—তাহা ভুলিয়া যাও—আমাকে ক্ষমা কর—"

মগধেশ্বর এই বলিয়া লতিকাদেবীর হস্তত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, লতিকাদেবী ততক্ষণ স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কোথায় যাইবে নাথ, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তুমি যদি নরকে যাও, সেখানেও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব; আমি যে তোমার জীবনসঙ্গিনী।"

প্রভাতে রোহিতাশ্বদুর্গের অধীশ্বর মহানায়ক যশোধবলদেবের মৃত্যু হইল। তাঁহাকে দাহ করিয়া আসিয়া সম্রাট শুনিলেন, লতিকাদেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, ও দুর্গস্বামিনীর বলয় অপহৃত হইয়াছে; প্রতিষ্ঠান হইতে দূত সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে, হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাটলিপুত্রের অভিশাপ।

লতিকাদেবী নিরুদ্দিষ্টা হইলে শশাঙ্ক অবসন্নহৃদয়ে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। বৃদ্ধ অমাত্য বিধুসেন রোহিতাশ্বদুর্গরক্ষার ভার বীরেন্দ্রসিংহের করে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করায়, সম্রাট যশোধবলদেবের বিশ্বস্ত অনুচরকে রোহিতাশ্বদুর্গের অধিকার প্রদান করিলেন। শত শত বর্ষ পরে, প্রাচীন রোহিতাশ্বদুর্গ, ধবলবংশীয় জাপিলীয় মহানায়কগণের অধিকারচ্যুত হইল, ধবলবংশ লোপ হইল। ইহা দেখিয়া সম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ অতিশয় দুঃখিত হইল। বীরেন্দ্রসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি যশোধবলদেবের অসি মহানায়কগণের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং সামান্য ভৃত্যের ন্যায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। তিনি দুর্গাধিপ হইয়াও কখনও দুর্গস্বামিগণের সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। বিধুসেন ও ধনসুখকে দুর্গরক্ষার জন্য রাখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ সম্রাটের সহিত পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

হর্ষ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া, সম্রাটের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, বর্ষীয়ান সেনাপতি হরিগুপ্ত সসৈন্যে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক রাজধানীতে ফিরিয়া স্বয়ং চরণাদ্রি যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু মহাধর্ম্মাধিকার নারায়ণশর্ম্মা

তাঁহাকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতেছিলেন। মাধববর্ম্মা, অনন্তবর্ম্মা ও বীরেন্দ্রসিংহ যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, শশাঙ্ক কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রোহিতাশ্ব হইতে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাট যেন সহসা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি সদা সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতেন ও স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কথোপথন করিতেন। শশাঙ্কের অবস্থা দেখিয়া মাধববর্ম্মা ও অনন্তবর্ম্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। স্থাণ্বীশ্বররাজের সেনা একবার পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন তখনও অমিত-প্রভাবশালী। প্রাচীন গুপ্তবংশের লুপ্তগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হর্ষবর্দ্ধনকে দলিত করা নিতান্ত আবশ্যক, সাম্রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ইহা বুঝিয়াছিল। নবীন সম্রাটের নেতৃত্বে বারম্বার জয়লাভ করিয়া সাম্রাজ্যের সেনাদল অদম্য উৎসাহের সহিত নূতন অভিযানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাটলিপুত্রের আপামর সাধারণ নিশ্চয় জানিয়াছিল যে, সমুদ্রগুপ্তের বংশধর পুনরায় সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিবেন। জয় ও পরাজয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির সন্ধিস্থলে, নবীন সম্রাটকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে দেখিয়া গুপ্তরাজবংশের হিতৈষিগণ প্রমাদ গণিলেন।

অদৃষ্টচক্র কোন্ অদৃষ্ট পথে ভাগ্যনিয়ন্তার অদৃষ্টহস্তচালিত হইয়া থাকে তাহা নিখিলভুবন-স্রষ্টা চক্রী ব্যতীত কে বলিতে পারে? গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনাপতিগণ যখন নূতন যুদ্ধাভিযানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অদৃষ্টচক্র নূতন পথে চালিত হইতেছিল। সে পথে চলিলেও সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিল; বারম্বার

আঘাত পাইয়া নূতন সম্রাটের কোমল হৃদয় যদি অবসন্ন না হইত, তরুণ বয়সে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া শশাঙ্কের হৃদয় যদি দুর্ব্বল না হইত, তাহা হইলে ঐতিহাসিকগণ হয়ত আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস অন্যরূপে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তই হয়ত, সহস্র নূতন বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়; অশেষ অত্যাশ্চর্য্য পুরুষকারও তাহা খণ্ডন করিতে পারে না; এই বিষয়ে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টবাদীর নিকট ইহা ধ্রুব সত্য।

নবীন সম্রাট যখন স্থান্বীশ্বররাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বর্ষীয়ান্ ধর্ম্মাধিকার যখন তাঁহাকে রাজধানীতে অবস্থান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, অস্ত্রব্যবসায়ীগণ যখন তাঁহাকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিতেছিলেন, তখন পূর্ণিমার পূর্ণ শশাঙ্ক গ্রাস করিবার জন্য, ধরিত্রীবক্ষ হইতে প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চার হইতেছিল।

ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজগণ মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের চির-শত্রু। লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মা মহাসেনগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; মহাবীর যজ্ঞবর্ম্মা স্বীয় স্কন্ধে সুস্থিতবর্ম্মার পরশুর আঘাত গ্রহণ করিয়া সম্রাটের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। শঙ্করতীরে অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ কুমার ভাস্করবর্ম্মা যুবরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার পরে যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহা এতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে হর্ষবর্দ্ধন যখন ভ্রাতৃ-

হত্যার প্রতিশোধ লইতে ও আর্য্যাবর্ত্তে শশাঙ্কের অধিকার লোপ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তখন উপযুক্ত অবসর পাইয়া কামরূপরাজগণ চিরশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। শশাঙ্ক পাটলিপুত্রে বসিয়া শুনিলেন যে, কামরূপের সেনা শঙ্কর পার হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কামরূপরাজের শত্রুতাচরণের সংবাদ পাইয়া তরুণ সম্রাটের মোহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইল, সুপ্তসিংহ জাগ্রত হইয়া উঠিল, শশাঙ্কের স্বপ্নাবেশ দূর হইল; আশু বিপদ দর্শনে তরুণ সম্রাটের মোহ কাটিয়া গেল। শশাঙ্ক স্থির করিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহ ও মাধববর্ম্মাকে ভাস্করবর্ম্মার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং অনন্তবর্ম্মার সহিত কান্য-কুব্জ যাত্রা করিবেন। প্রাচীন নৌবলাধ্যক্ষ রামগুপ্ত ও মহাধর্ম্মাধিকার নারায়ণশর্ম্মা মগধ ও পাটলিপুত্র রক্ষা করিবেন।

এই সময়ে ভাগ্যনিয়ন্তার অদৃষ্টহস্তচালিত অদৃষ্টচক্র ক্ষণেকের জন্য চিরক্ষুণ্ণমার্গ পরিত্যাগ করিল, সহসা পাটলিপুত্র রক্ষা অনাবশ্যক হইয়া উঠিল। যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট একদিন চিত্রাদেবীর উদ্যানে বসিয়া কান্যকুব্জ ও প্রতিষ্ঠান হইতে আগত দূতগণের নিকট যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন। শশাঙ্ক চিত্রাদেবীর বেদীর উপরে বসিয়া ছিলেন। দীর্ঘ বর্ষাহস্তে অনন্তবর্ম্মা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কান্যকুব্জের দূত দুর্গমধ্যে বসুমিত্রের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিতেছিল। দূত কহিতেছিল, "মহারাজাধিরাজ! স্থাণ্বীশ্বরের অসংখ্য পদাতিক সেনা নগর বেষ্টন করিয়াছে; মহানায়ক বসুমিত্র সসৈন্যে নগরমধ্যে অবরুদ্ধ আছেন, দুর্গমধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব নাই; কিন্তু সাম্রাজ্যের সেনা অবিলম্বে মহানায়কের সাহায্যার্থ উপস্থিত না হইলে দুর্গরক্ষা অসম্ভব।

কান্যকুব্জবাসিগণ বিশ্বাসঘাতক ; তাহারা অর্থলোভে অনায়াসে গোপনে রুদ্ধ দুর্গদ্বার মুক্ত করিতে পারে। তাহারা এখনও প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই ; কিন্তু বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে নগররক্ষা অসম্ভব হইবে। প্রতিদিন স্থাণ্বীশ্বররাজের অগণিত সেনা নগর-প্রাকারের নানা স্থান আক্রমণ করিতেছে, নিয়ত মহানায়কের বলক্ষয় হইতেছে, কিন্তু শত্রু সৈন্যের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে না।"

শশাঙ্ক—বিদ্যাধরনন্দী কোথায় ?

দূত—তিনিও প্রতিষ্ঠান দুর্গমধ্যে আবদ্ধ।

শশাঙ্ক—হরিগুপ্ত কতদূর গিয়াছেন ?

অনন্ত—প্রভু! তাঁহার অশ্বারোহী সেনা চরণাদ্রি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্ক—অনন্ত! চল আমরা কল্যই যাত্রা করি। মাধব ও বীরেন্দ্র, ভাস্করবর্ম্মাকে পরাজিত করিতে না পারিলেও, তাহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না। এই অবসরে আমরা হর্ষবর্দ্ধনকে নিরস্ত্র করিতে না পারিলে সাম্রাজ্যের মঙ্গল নাই।

অনন্ত—প্রভু! আমি ত আদেশ পাইলে এখনই যাত্রা করি।

শশাঙ্ক—দূত, বিদ্যাধরনন্দী প্রতিষ্ঠানদুর্গে আবদ্ধ হইলেন কিরূপে ?

দূত—মহারাজাধিরাজ! বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্ররোচনায় সমগ্র মধ্যদেশ-বাসী বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্যগণ শিখাইয়াছেন, যে রাজা বৌদ্ধ নহে, সদ্ধর্ম্মিগণের তাহার আদেশ পালন করা উচিত নহে।

এই সময়ে বৃক্ষবাটিকার পশ্চাদ্ভাগ হইতে একব্যক্তি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া সম্রাটকে আক্রমণ করিল ; তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বৃক্ষের অন্তরাল

হইতে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন নিজদেহ দিয়া সম্রাটের দেহ আবরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আততায়ীর কৃপাণ মহাপ্রতীহারের বক্ষে আমূল প্রোথিত হইয়া গেল, বিনয়সেনের দেহ সম্রাটের পদতলে ধূলিলুণ্ঠিত হইল। পরক্ষণেই অনন্তবর্ম্মা তাহার শিরশ্ছেদন করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বিনয়সেনের দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শশাঙ্ক দেখিলেন যে, তীক্ষ্ণধার কৃপাণ বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারের হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়াছে, কিন্তু বিনয়সেনের তখনও মৃত্যু হয় নাই। ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধ মহাপ্রতীহার নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন, তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক ডাকিলেন, "বিনয়!" ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল, "মহারাজ।"

"এ কি করিলে?"

"মহারাজ! তৃষ্ণা।"

অনন্তবর্ম্মা জল আনয়ন করিয়া মুমূর্ষু মহাপ্রতীহারের মুখে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, "মহারাজ—বৌদ্ধ চক্রান্ত—ভীষণ ষড়যন্ত্র—দুই মাস যাবৎ—ইহারা—আপনাকে—হত্যা করিতে—চেষ্টা করিতেছে—জল—এই দুই—দুইমাস—আমার জন্য—কিছু করিতে—করিতে—পারে নাই—এই ব্যক্তি—বুদ্ধশ্রী—জল।"

অনন্তবর্ম্মা পুনরায় বৃদ্ধের মুখে জল দিলেন, তখন বিনয়সেনের বক্ষের ক্ষতস্থান হইতে উৎসের ন্যায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া ভূমি সিক্ত করিতেছিল, বৃদ্ধ ক্রমশঃ বলহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। বহু চেষ্টায়—শক্তি সঞ্চয় করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "মহারাজ?—শশাঙ্ক—এখনও—বহু বিপদ—অবিলম্বে—পাটলিপুত্র—পরিত্যাগ—সমস্ত—বৌদ্ধ — শশা—?" বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের মুখ হইতে রক্তমিশ্রিত ফেন নিসৃত হইল,

প্রভুভক্ত বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারের মস্তক তরুণ সম্রাটের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। শশাঙ্কের নয়নদ্বয় হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অশ্রুধারা নিসৃত হইতেছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "অনন্ত ? —অদ্যই—"

"কি প্রভু ?"

"অদ্যই—পাটলিপুত্র পরিত্যাগ—"

"কেন প্রভু ?"

"অনন্ত! চিত্রা, পিতা, লল্ল, বৃদ্ধমহানায়ক, অবশেষে বিনয়সেন—। অদ্যই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিব। রামগুপ্তকে বলিয়া আইস, অদ্য হইতে এক পক্ষমধ্যে নগরবাসিগণ যেন পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করে, শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি ও বায়স ব্যতীত পাটলিপুত্র নগরে যেন জনপ্রাণীও না থাকে। এখনই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিব। আমি অভিশাপ দিতেছি সহস্র বর্ষ মধ্যে পাটলিপুত্রে যে বাস করিতে আসিবে, সে নির্ব্বংশ হইবে, তাহার পিণ্ড লোপ হইবে, শৃগাল কুক্কুরে তাহার দেহ ভক্ষণ করিবে। বুদ্ধশ্রীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিও।"

নগ্নপদে তরুণ সম্রাট সেই মুহূর্ত্তেই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষমধ্যে বিশাল নগরী জনশূন্য হইয়া গেল। শশাঙ্কের অভিশাপ ভয়ে সহস্র বর্ষ মধ্যে কেহই পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতে আসে নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আত্মোৎসর্গ।

"কি বলিলে ?"

"সত্য কহিতেছি মহারাজ! আমি বঙ্গদেশে ও প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অসিচালনা দেখিয়াছি, তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব দর্শন করিয়াছি, তিনি তক্ষদত্তের পুত্র। নরসিংহদত্ত ব্যতীত অপরের পক্ষে তেমন অসামান্য অত্যদ্ভুত বীরত্ব অসম্ভব।"

"সত্য ?"

"সত্য মহারাজ! বিংশতিবর্ষকাল এই হস্তে গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়াছি। যাহারা শঙ্করতীরে ও প্রতিষ্ঠানে নরসিংহদত্তের যুদ্ধ দেখিয়াছে, তাহারা কি কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? মহারাজ! এই হস্তে গরুড়ধ্বজ ধারণ করিয়া প্রতিষ্ঠানের দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিয়াছি, সহস্র সহস্র গৌড়বীরের মৃতদেহ পদদলিত করিয়া উষ্ণ নরশোণিত সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া যাঁহার অনুগমন করিয়াছি, তাঁহাকে দুই এক বৎসরের মধ্যে বিস্মৃত হই নাই মহারাজ। মহারাজ! আমি মণ্ডলার সেনা, আমি তক্ষদত্তের ভৃত্য; বালক নরসিংহকে এই হস্তে লালন করিয়াছি। তাঁহার পিতার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছি, তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছি, অবশেষে এই হস্তে তক্ষদত্তের পুত্রের মৃতদেহ চিতাশয্যায় স্থাপন করিয়াছি।"

"তবে নরসিংহ নাই ?"

"নাই মহারাজ। নরসিংহ দত্ত জীবিত থাকিলে কান্যকুব্জ কখনও শত্রুকর কবলিত হইত না; যতক্ষণ তক্ষদত্তের পুত্র জীবিত ছিল ততক্ষণ স্থাণ্বীশ্বরের মক্ষিকা পর্য্যন্তও কান্যকুব্জ নগরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহারাজ! নরসিংহদত্ত বীর, বীরের পুত্র, বীর বংশজাত; তক্ষ দত্তের পুত্র বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে, আবহমানকাল তক্ষদত্তের বংশ সম্রাটের সেবায় ও সাম্রাজ্যের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে; তক্ষদত্তের শেষ বংশধর, মণ্ডলার শেষ অধীশ্বর, সে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—আর মহারাজ, এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ নরসিংহের মৃত্যু দেখিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। রণনীতি বড় কঠিন, আমার প্রাণ যখন মৃত্যু চাহিয়াছে, তখন রণনীতি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মগধের জনশূন্য শ্মশানে ফিরিতে বাধ্য করিয়াছে।"

"কি হইল আবার বল।"

"আবার বলিব? তবে বলি শুন। শুন মহারাজ! প্রতিষ্ঠানদুর্গ যখন অধিকৃত হইল, তখন তুমি দুর্গের তোরণে; বৃদ্ধ সৈনিকের পরুষ ভাষা গ্রাহ্য করিও না—যখন তুমি নগর-তোরণে উপস্থিত, তখনও প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় প্রাকার অধিকৃত হয় নাই, তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর সমুদ্রগুপ্তের দুর্গে প্রবেশ করিবে বলিয়া এক লম্ফে দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিয়াছিল, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া বুক পাতিয়া দিয়াছিল—কেন, তাহা তুমি জান, আর সেই জানে। মৃত্যু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, প্রতিষ্ঠান দুর্গ অধিকৃত হইল। মহারাজ! তুমি সমুদ্রগুপ্তের বংশধর, তুমি সমুদ্রগুপ্তের দুর্গে প্রবেশ করিলে; কিন্তু যে

তোমার জন্য রুদ্ধ দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়াছিল তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছিলে কি? চিত্রা—মহারাজ—চিত্রা তাহার বড় আদরের ছিল—চিত্রার জন্য সে তোমাকে মুখ দেখায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জনমে আর কখনও তোমাকে মুখ দেখাইবে না। সেই জন্য, সেই কারণে তুমি রাজরাজেশ্বর হইয়াও তাহার সন্ধান পাও নাই। সে পলায় নাই, তোমার সঙ্গেই ছিল। পলায়ন তক্ষদত্তের বংশের রীতি নহে। প্রতি যুদ্ধে সে তোমার নিকটে থাকিত, প্রতি রণক্ষেত্রে সে তোমার পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাও নাই।"

"সৈনিক! আমি তাহা জানি, আমি তাহা ভুলি নাই। তুমি মনুষ্য, নিষ্ঠুর হইও না, আর আমাকে দগ্ধ করিও না, দয়া কর। নরসিংহ ও চিত্রা সতত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তুমি জ্বালা বাড়াইও না। নরসিংহ নাই, সে আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অসহ্য; তুমি বলিয়া যাও—শেষ অবধি না শুনিয়া আমি মরিতেও পারিব না।"

"শুন মহারাজ! বৃদ্ধের অপরাধ গ্রহণ করিও না—আমার স্ত্রী পুত্র নাই, কখনও ছিল না। এই হস্তে তক্ষদত্তের পুত্র কন্যা পালন করিয়াছি, এই হস্তে নরসিংহকে চিতায় দিয়াছি। আমারও বড় জ্বালা। তুমি তক্ষদত্তের বংশলোপের কারণ, তোমার জন্য চিত্রা মরিয়াছে, মহারাজ! তোমারই জন্য নরসিংহও মরিয়াছি। তুমি যে পরমেশ্বর, নতুবা বিশ্বজগৎ একত্র হইলেও এই বৃদ্ধের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না।"

"কিন্তু তুমি অবধ্য; তুমি আমার দেবতা, কারণ তুমি সমুদ্রগুপ্তের

বংশধর। শুন, যখন উৎকোচ পাইয়া কান্যকুব্জবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন মহানায়ক বসুমিত্র নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত সেনা নীরবে, অবনত মস্তকে সেনাপতির আদেশ পালন করিল, দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠানের পথ অবলম্বন করিল। কেবল দ্বিসহস্র সেনা মহানায়কের আদেশ অগ্রাহ্য করিল, একজন সামান্য পদাতিক তাহাদিগের নেতা হইল। মহারাজ! তাহারা বিদ্রোহী হইল। কেমন বিদ্রোহী জান,—তাহারা নায়কের আদেশ অবহেলা করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তাহাদিগের জন্য কান্যকুব্জ-দুর্গশীর্ষে গরুড়ধ্বজ তখনও সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিল। নূতন ধরণের বিদ্রোহ নহে কি মহারাজ? তোমার রাজ্যে আর একবার এইরূপ বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? তখনও একজন সামান্য পদাতিক বিদ্রোহী হইয়া তোমার জন্য সাম্রাজ্যের সিংহদ্বার রক্ষা করিয়াছিল। মহারাজ! তক্ষদত্তের পুত্র ভিন্ন এমন কার্য্য কে করিতে পারে? নরসিংহদত্ত ভিন্ন এমন সাহস আর কাহাতে সম্ভব?"

"মহারাজ! সহস্র সহস্র সাম্রাজ্যের সেনা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া গেল, কিন্তু দ্বিসহস্র গৌড়মাগধ বীর তোমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কান্যকুব্জের পাষাণময় কারাগারে বসিয়া রহিল। দ্বিসহস্র কতক্ষণ শত সহস্রের সহিত যুঝিতে পারে? কিন্তু তাহারা যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততক্ষণ কান্যকুব্জ-দুর্গশীর্ষে গরুড়ধ্বজ উন্নতশীর্ষ ছিল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ উর্ম্মিরাশির ন্যায় স্থাণ্বীশ্বর রাজের লক্ষ লক্ষ সেনা যখন প্রতিমুহূর্ত্তে দুর্গপ্রাকার আক্রমণ করিতেছিল, তখন সেই মুষ্টিমেয় বীরগণ সহাস্য বদনে তোমার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। কান্যকুব্জের গঙ্গাদ্বারে

তোরণের শতছিদ্র কবাট রক্ষা করিতে গিয়া তক্ষদত্তের পুত্র চিত্রার শোক বিস্মৃত হইয়াছে, অবশেষে শান্তিলাভ করিয়াছে। মহারাজ! তাহারই আদেশে আমি তোমাকে কান্যকুব্জের যুদ্ধের সংবাদ দিতে আসিয়াছি। গঙ্গাতীরে গরুড়কেতন বক্ষে ধারণ করিয়া তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে নরসিংহদত্ত অমরধামে যাত্রা করিয়াছে। তাহার পরে সেই দ্বিসহস্রের যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তাহারা হাসিতে হাসিতে খড়্গ হস্তে সমুদ্রবৎ স্থাণ্বীশ্বর সেনার মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছে। মহারাজ! তাহারা বীর, তাহারা প্রাতঃস্মরণীয়, তাহাদিগের একজনও জীবিত নাই।”

চরণাদ্রি দুর্গতলে শিলাখণ্ডের উপরে উপবেশন করিয়া শশাঙ্ক বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট কান্যকুব্জ দুর্গের পতন-সংবাদ শুনিতেছিলেন। অনন্তবর্ম্মা পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূরে সহস্র সহস্র সৈনিক মুগ্ধ হইয়া নরসিংহদত্তের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। আখ্যায়িকা শেষ হইলে সাম্রাজ্যের সেনাগণ সম্রাটের উপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া বার বার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সৈনিক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সম্রাট বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পাষাণখণ্ডের উপরে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অনন্তবর্ম্মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সৈনিক! তুমি মহানায়ক নরসিংহদত্তের দেহ কি কান্যকুব্জে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?” বৃদ্ধ কহিল, “না প্রভু, আমি নরসিংহের সৎকার করিয়া তবে কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়াছি। তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। বসুমিত্র নগর পরিত্যাগ করিলে, স্থাণ্বীশ্বররাজের সেনা নগরপ্রাকার অধিকার

করিয়াছিল, নরসিংহ তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। মহানায়ক নরসিংহদত্তের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া অগণিত শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়াছিল।"

তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া শশাঙ্কের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্র! তুমি নরসিংহের আদেশ পালন করিয়াছ, তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তুমি এখন কোথায় যাইবে, কি করিবে?"

"কার্য্য শেষ হইয়াছে মহারাজ! জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন বাঞ্ছা নাই, এখন একবার মরণের সন্ধানে বাহির হইব।"

"সৈনিক! তাহার জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না, তুমি আমার সঙ্গে থাক, নিত্য মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

"কোথায় যাইবে মহারাজ?"

"আপাততঃ প্রতিষ্ঠানে।"

শশাঙ্ক অনন্তবর্ম্মার স্কন্ধে ভর দিয়া দুর্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সৈনিক তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সাহায্য প্রার্থনা।

সম্রাটের আদেশে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর যখন জনশূন্য হইল, তখন সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরে স্থানান্তরিত হইল। নদীবেষ্টিত উচ্চভূমির উপরে কর্ণসুবর্ণ নগর অবস্থিত, স্থানটি স্বভাবতঃই সুরক্ষিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এখনও উত্তর রাঢ়ে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণশর্ম্মা ও রামগুপ্ত কর্ণসুবর্ণে আসিয়া নূতন নগর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন, পাটলিপুত্রের প্রাচীন ও নবীন হর্ম্ম্যাবলী বিনষ্ট হইতে লাগিল।

শশাঙ্ক পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি চরণাদ্রি দুর্গে অবস্থানকালে হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকার সংবাদ ও নরসিংহদত্তের মৃত্যুর কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। হরিগুপ্ত অগ্রসর হইয়া প্রতিষ্ঠান দুর্গ অবরোধমুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ও বিদ্যাধরনন্দী মিলিত হইয়াও কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্যতীরে বীরেন্দ্রসিংহ ও মাধববর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দুর্গে পৌঁছিয়া স্বয়ং সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অবিরাম যুদ্ধ চলিতে লাগিল; মাসের পর মাস,

বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইল না ; হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না ; তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে অথবা শশাঙ্ককে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধারম্ভের পাঁচ ছয় বৎসর পরে প্রবীণ মহাবলাধ্যক্ষ হরিগুপ্তের মৃত্যু হইল। অনন্তবর্ম্মা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে কর্ণসুবর্ণ-নগরে প্রাচীন মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ নারায়ণশর্ম্মার মৃত্যু হইল ; একে একে পুরাতন রাজ-কর্ম্মচারিগণের পদে নূতন লোক নিযুক্ত হইতে লাগিল।

কোন উপায়ে শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে না পারিয়া হর্ষবর্দ্ধন অবশেষে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। হর্ষ রাষ্ট্রনীতির কুটিল পথে চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন, শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কামরূপ-রাজের সহিত সন্ধিবন্ধন ইহার প্রবল প্রমাণ। "হর্ষচরিত" রচয়িতা বাণভট্ট তাঁহার গ্রন্থে কামরূপরাজের দূত হংসবেগের হর্ষের শিবিরে আগমনের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, কামরূপরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হর্ষের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শশাঙ্কের সহিত স্থাণ্বীশ্বররাজগণের যুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু "হর্ষচরিতে" শশাঙ্কের সহিত কামরূপরাজ সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা অথবা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করবর্ম্মার সহিত বিবাদের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার তখনও কামরূপরাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং কামরূপরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেন স্থাণ্বীশ্বর-রাজের নিকট সন্ধিযাচ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা এখনও ঐতিহাসিকগণের বোধগম্য হয় নাই। অনুমান হয় যে, ইহা রাষ্ট্রনীতিকুশল হর্ষবর্দ্ধনের চক্রান্তের ফলমাত্র। কিছুতেই যুদ্ধ শেষ হয় না দেখিয়া, হর্ষবর্দ্ধন অবশেষে

মাধবগুপ্তকে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিলেন ও তাঁহাকে মগধের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বন্ধুগুপ্ত ও বুদ্ধঘোষের মৃত্যুর পরে মহাবোধিবিহারের স্থবির জিনেন্দ্রবুদ্ধি উত্তরাপথের বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতৃত্বপদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তেজনায় গৌড়, মগধ, বঙ্গ ও রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবৃন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক তখন বড়ই বিপদাপন্ন হইলেন। তিনি মগধ রক্ষার জন্য বীরেন্দ্রসিংহকে রোহিতাশ্বদুর্গে ও বসুমিত্রকে গৌড় নগরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অবসরে কামরূপরাজের ভ্রাতা কুমার ভাস্করবর্ম্মা বঙ্গদেশের কিয়দংশ অধিকার করিলেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাধরনন্দী ও কর্ণসুবর্ণে রামগুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় শশাঙ্কের অত্যন্ত লোকাভাব হইয়া পড়িল। নূতন কর্ম্মচারিগণ সহজেই শত্রুপক্ষের বশীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল, কারণ হর্ষবর্দ্ধন মুক্তহস্তে সুবর্ণ বৃষ্টি করিতেছিলেন। শশাঙ্ক বাধ্য হইয়া মাধববর্ম্মাকে কর্ণসুবর্ণে ফিরিতে আদেশ করিলেন ও স্বয়ং প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল রাজধানীতে সম্রাটের অনুপস্থিতির জন্য মগধে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতৃগণের সাহায্যে মাধবগুপ্ত রোহিতাশ্ব, মণ্ডলা, পাটলিপুত্র ও চম্পা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান দুর্গ ব্যতীত মগধ ও তীরভুক্তির সমস্ত প্রধান গ্রাম ও নগরগুলি অধিকার করিলেন। মাধববর্ম্মা কর্ণসুবর্ণে চলিয়া আসিলে ভাস্করবর্ম্মা সমগ্র বঙ্গদেশ করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। শশাঙ্ক এই সময়ে সতত নরসিংহের অভাব অনুভব করিতেন এবং সর্ব্বদা যশোধবলদেব, হৃষীকেশশর্ম্মা, নারায়ণশর্ম্মা, হরিগুপ্ত, ও বিনয়সেন প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের নাম গ্রহণ করিতেন।

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইল; মাধবগুপ্ত কর্ত্তৃক অধিকৃত প্রদেশ সমূহ রাজস্ব প্রদানে বিরত হইল, সম্রাট তখন বাধ্য হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আদেশে বীরেন্দ্রসিংহ বিধুসেনের পৌত্রদ্বয়ের উপরে রোহিতাশ্বদুর্গ রক্ষার ভারার্পণ করিয়া প্রতিষ্ঠানে চলিয়া আসিলেন। শশাঙ্ক অনন্তবর্ম্মাকে প্রতিষ্ঠানে রাখিয়া স্বয়ং কর্ণসুবর্ণে ফিরিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন মহাবলাধ্যক্ষ সম্রাটের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে ফিরিলেন; মাধববর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গ পুনরধিকৃত হইল। ভাস্করবর্ম্মা শঙ্করের অপর পারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তবর্ম্মা ও বসুমিত্র মগধে ও তীরভুক্তিতে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিলেন; মাধবগুপ্ত কান্যকুব্জে পলায়ন করিলেন। সাম্রাজ্যের কার্য্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল, যথারীতি রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল। স্থাণ্বীশ্বরে যুদ্ধের জন্য নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, সম্রাট শীঘ্রই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন।

এই সময়ে জিনেন্দ্রবুদ্ধির কৌশলে বারাণসী, চরণাদ্রি ও প্রতিষ্ঠান ভুক্তির প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, স্থাণ্বীশ্বরের সেনা বীরেন্দ্রসিংহকে প্রতিষ্ঠানদুর্গে আবদ্ধ করিয়া শ্রাবস্তী, বারাণসী, চরণাদ্রি ও প্রতিষ্ঠানভুক্তি অধিকার করিল। শশাঙ্ক ও অনন্তবর্ম্মা বাধ্য হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। মাধববর্ম্মা ভাস্করবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া কৌশলদেশ অধিকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গ, কোশল, ওড্র ও কোঙ্গদ-মণ্ডল অধিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে,

সম্রাট ও মহাবলাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন ; অবসর বুঝিয়া ভাস্করবর্ম্মা পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছেন ও বসুমিত্র রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। বর্ষীয়ান মহাদণ্ড-নায়ক রবিগুপ্ত পুররক্ষায় নিযুক্ত আছেন। মাধববর্ম্মা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দ্রুতবেগে রাজধানীতে ফিরিতেছিলেন ; তাঁহার সেনাদল ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। তিনি যে দিন কর্ণসুবর্ণে আসিলেন, সেই দিন মাত্র পঞ্চ সহস্র সেনা দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। বৃদ্ধ মহাদণ্ড-নায়ক তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার হস্তে রাজধানী অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মাধববর্ম্মা রাজধানীতে অতি অল্পসংখ্যক সেনা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার নিজের সেনাগণকে দ্রুতবেগে কর্ণসুবর্ণে আসিবার জন্য দূতদ্বারা আদেশ পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট রাজধানী পরিত্যাগ করিবামাত্র মগধে ও তীরভুক্তিতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। শশাঙ্ক বারাণসী ও শ্রাবস্তী অধিকার করিয়া শুনিলেন যে, তীরভুক্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধবাসিগণ রোহিতাশ্ব ও মণ্ডলাদুর্গ অবরোধ করিয়াছে। তিনি বহুকষ্টে চরণাদ্রি ও প্রতিষ্ঠানভুক্তিতে বিদ্রোহদমন করিয়া বীরেন্দ্র-সিংহকে রোহিতাশ্বে পাঠাইয়া দিলেন ; মগধে, গৌড়ে ও বঙ্গে স্থাণ্বীশ্বর যুদ্ধের জন্য যে নূতন সেনা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মগধে ও তীরভুক্তিতে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হইল, হর্ষবর্দ্ধন নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়া সেদিন বজ্রাচর্য্য শক্রসেন ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শশাঙ্কের স্মরণ হইল। কৈশোরে গঙ্গাতীরে বৃদ্ধ বজ্রাচার্য্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই সত্য হইয়াছে। শশাঙ্ক

ভাবিলেন অবশিষ্টও বোধ হয় সত্য হইবে এবং ইহা ভাবিয়া তিনি বজ্রাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগুপ্তের মৃত্যুর পরে বজ্রাচার্য্য শক্রসেন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই ; শশাঙ্ক তাঁহাকে কপোতিক মহাবিহারের ভরার্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শক্রসেন তাহা গ্রহণ করেন নাই। সম্রাট যখন তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন একদিন প্রভাতে বৃদ্ধ বজ্রাচার্য্য বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া প্রতিষ্ঠানদুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্ক তখন কান্যকুব্জে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। তিনি দুর্গের তোরণে বৃদ্ধ বজ্রাচার্য্যকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখন আসিলেন ? আমি এ কয়দিন যাবৎ আপনার সন্ধানে চারিদিকে দূত পাঠাইতেছি।" বজ্রাচার্য্য সহাস্য বদনে কহিলেন, "মহারাজ! স্মরণ করিয়াছেন বলিয়াই ত প্রতিষ্ঠানে আসিলাম।"।

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

"গণনায়, মহারাজ! সম্প্রতি যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখুন ; আপনি কান্যকুব্জে যাইতে পারিবেন না, কারণ আপনাকে শীঘ্রই পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইবে।"

"আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মহারাজ! আমি যাহা বলি তাহা সকল সময়ে আমিই বুঝিতে পারি না, সুতরাং আপনাকে কি বলিব ?"

"সম্প্রতি বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্যই কয়দিন ধরিয়া দিবারাত্রি আপনাকে স্মরণ করিয়াছি।"

"মহারাজ! বহিঃশত্রু আপনাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। হর্ষবর্দ্ধন কোন কালে আপনাকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে না।"

"কিন্তু আমিও ত হর্ষকে পরাজিত করিতে পারিতেছি না?"

বৃদ্ধ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠানদুর্গের পাষাণাচ্ছাদিত অঙ্গনে উপবেশন করিলেন ও বস্ত্রমধ্য হইতে খটিকা বাহির করিয়া পাষাণে অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বজ্রাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! আপনার হস্তে হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয় নাই। ভারতবর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি হর্ষকে পদদলিত করিতে পারিবেন, তিনি দক্ষিণাপথের অধীশ্বর চালুক্যরাজ পুলকেশী।"

বজ্রাচার্য্যের কথা শুনিয়া সহসা শশাঙ্কের স্মরণ হইল যে, মৃত্যুশয্যায় মহানায়ক যশোধবলদেব বলিয়াছিলেন, "বিপদে পড়িলে চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও।" তখন মঙ্গলেশের মৃত্যু হইয়াছে, দ্বিতীয় পুলকেশী দক্ষিণাপথের অধীশ্বর। শশাঙ্ক তৎক্ষণাৎ চালুক্যরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে বজ্রাচার্য্য সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! আমি স্বয়ং বাতাপীপুরে যাইতে প্রস্তুত আছি।" সম্রাট বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনি কি অন্তর্য্যামী?"

"মহারাজ জগতে কেহই অন্তর্য্যামী নহে; ভাষা যেমন লোকের মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, মুখের অবস্থাও সদা সর্ব্বদা অস্ফুট ভাষায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে।"

"তবে আপনি স্বয়ং দক্ষিণাপথে যাইতে প্রস্তুত আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"অদ্যই।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে বজ্রাচার্য্য শক্রসেন, সম্রাট শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের দূতস্বরূপ দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কর্ণসুবর্ণ অধিকার।

একদিন সন্ধ্যাকালে কর্ণসুবর্ণের নূতন প্রাসাদের অলিন্দে মাধববর্ম্মা ও রবিগুপ্ত আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একজন দৌবারিক আসিয়া জানাইল যে, কোশল হইতে এইমাত্র একদল সেনা আসিয়াছে। তাহারা এখনই মহানায়ক মাধববর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। মাধববর্ম্মা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তাহারা কি আর প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না?" দৌবারিক কহিল, "আমরা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। তাহারা বলে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে।" "তাহাদিগকে লইয়া আইস," বলিয়া মাধববর্ম্মা পুনরায় শয্যায় উপবেশন করিলেন। দৌবারিক অবিলম্বে একজন প্রৌঢ় সেনাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সৈনিক মাধববর্ম্মাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "প্রভু! গুরুতর সংবাদ আছে।" মাধববর্ম্মা সৈনিককে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কহিলেন, "নবীন, কি সংবাদ?" বলা বাহুল্য সৈনিক আর কেহই নহে; বঙ্গদেশীয় কৈবর্ত্ত প্রধান নবীনদাস।

নবীন কহিল, "প্রভু! আমাদিগের সমস্ত সেনা এখনও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া পৌছে নাই, আমি আমার দলের নৌসেনা লইয়া এইমাত্র

আসিলাম। পথে দেখিলাম—ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে কে যেন বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছে। পশ্চিম পারে গ্রামগুলি জনশূন্য এবং নদীতীরে একখানিও নৌকা নাই। আপনারা কি ইহার কোন সংবাদ পান নাই?"

"কিছু মাত্র না।"

"প্রভু! তবে বোধ হয় শত্রুসেনা রাজধানী আক্রমণ করিতে অসিয়াছে।"

"নবীন! তুমি শীঘ্র বাহিরে যাও, নগরদ্বার যথারীতি রুদ্ধ কর ও সৈনিকগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সঙ্কেত কর।"

নবীনদাস অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। অর্দ্ধদণ্ড পরে নগরমধ্যে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, নগরপ্রাকারে শত শত উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। তখন মাধববর্ম্মা রবিগুপ্তকে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। রবিগুপ্ত হাসিয়া কহিলেন, "উত্তম। আমার দ্বারা কি তোমাদিগের কোন কার্য্য হইতে পারে?"

মাধব কহিলেন, "পারে।"

"কি বল?"

"আপনি পঞ্চ সহস্র পুররক্ষী লইয়া নগর রক্ষা করুন। আমার যে সমস্ত লোক রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি তাহাদিগকে লইয়া নদীতীরে শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে চেষ্টা করিব। আপনি ততক্ষণ তোরণগুলি দৃঢ় করুন।"

"উত্তম। তুমি কখন ফিরিবে?"

"আমি যে অবস্থাতেই থাকি, রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে নগর মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

রবিগুপ্ত ও মাধববর্ম্মা প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন।

ভাস্করবর্ম্মা পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া বসুমিত্র অধিকাংশ সেনা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া ভাস্করবর্ম্মা যে কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন, বসুমিত্র ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি পুররক্ষার জন্য পঞ্চ সহস্র পদাতিক সেনা রাখিয়া দ্রুতবেগে বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুমার ভাস্করবর্ম্মা তখন বঙ্গদেশীয় বিদ্রোহিগণের সাহায্যে দ্রুতবেগে বঙ্গ ও বালবলভী অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বসুমিত্র মেঘনাদতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বঙ্গদেশ শত্রুশূন্য, কামরূপরাজের সমগ্র বাহিনী তাঁহার পশ্চাতে গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বসুমিত্র যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইলেন যে, ভাস্করবর্ম্মা স্বয়ং পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়াছেন।

কুমার ভাস্করবর্ম্মা যেদিন কর্ণসুবর্ণ নগর আক্রমণ করেন, সেইদিন বসুমিত্রের দলের পঞ্চ সহস্র পদাতিক ও মাধববর্ম্মার দলভুক্ত সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বিশত নৌসেনা মাত্র নদীতীরে উপস্থিত ছিল। মাধববর্ম্মা অশ্বারোহিগণকে লইয়া অন্ধকারে নদীতীরে শত্রুসেনার আগমনে বাধা দিতে চলিলেন; নবীনদাস দ্বিশত কৈবর্ত্ত লইয়া রবিগুপ্তের সহিত নগররক্ষায় নিযুক্ত রহিল। মাধববর্ম্মা দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিবামাত্র কর্ণসুবর্ণ নগর চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইল। ভাস্করবর্ম্মা বহুদূরে সসৈন্যে নদী পার হইয়া অতর্কিত ভাবে নগর আক্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিল, নগর অধিকৃত হইল না। রাত্রিশেষে উভয় পক্ষের সেনাই ক্লান্ত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। তখন মাধববর্ম্মা রবিগুপ্তের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শের প্রথম উদ্দেশ্য বসুমিত্রকে সংবাদ প্রদান; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মণ্ডলা বা রোহিতাশ্বে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ। সম্রাট তখন প্রতিষ্ঠানে, সুতরাং তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ বৃথা। মাধববর্ম্মার অনুরোধে নবীনদাস স্বয়ং বসুমিত্রের নিকট সংবাদ লইয়া চলিলেন। একজন তরুণ সেনানায়ক স্বেচ্ছায় দূতস্বরূপ মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিল।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে কামরূপের সেনা পুনরায় নগর আক্রমণ করিল। এক প্রহরের অধিককাল যুদ্ধ চলিল, কিন্তু মাধববর্ম্মা ও রবিগুপ্ত তাহাদিগকে প্রতিবার পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। তখন ভাস্করবর্ম্মার সৈন্যগণ নগরের চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করিয়া কর্ণসুবর্ণ রীতিমত অবরোধ করিয়া বসিল। প্রতিদিন ভাস্করবর্ম্মার সেনাগণ দুই তিন বার নগরপ্রাকার আক্রমণ করিত; কিন্তু মাধববর্ম্মা ও রবিগুপ্ত প্রতিবারই তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল কিন্তু বসুমিত্রের শিবির অথবা মণ্ডলাদুর্গ কোন স্থান হইতেই দূত ফিরিল না। কামরূপের সেনা বার বার পরাজিত হইয়াও নিরস্ত বা নিস্তেজ হইল না দেখিয়া মাধববর্ম্মা ও রবিগুপ্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিরাম যুদ্ধে দিন দিন তাঁহাদিগের বলক্ষয় হইতেছিল, কিন্তু শত্রুশিবিরে প্রতিদিন নূতন নূতন সেনাদল আসিতেছিল। কর্ণসুবর্ণ নগরের প্রাকার নূতন বটে—কিন্তু তাহা পাটলিপুত্র কিম্বা মণ্ডলার ন্যায় সুগঠিত বা সুরক্ষিত নহে। প্রাকার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছিল, অবরোধ কালে তাহা সংস্কার করিতে মাধববর্ম্মা অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে দুর্গমধ্যে লোকাভাব হইয়া উঠিল। তখন মাধববর্ম্মা বুঝিলেন যে, আর নগর রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন তিনি কৌশলে গঙ্গাদেবীর নিকটে দূতদ্বারা একখানি লিপি প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

"আমি চলিলাম। কর্ণসুবর্ণ নগরে ভাস্করবর্ম্মা আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদিগের সেনা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, আর অধিক-দিন নগর রক্ষা হইবে না। সম্রাট প্রতিষ্ঠানে, বসুমিত্র নিরুদ্দেশ, মণ্ডলায় ও রোহিতাশ্বে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা আজিও ফিরিল না, সুতরাং মরিতে হইবে। তোমার গর্ভে যদি পুত্র হয়, তবে তাহাকে বলিও যেন আমরণ কামরূপ ও স্থাণ্বীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে যেন কখনও হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার না করে। অনন্ত সম্রাটের সহিত প্রতিষ্ঠানে আছে, তাহার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে বলিও যে মাধব নরসিংহের মতই মরিয়াছে—বিদায়।"

একমাস পরে বসুমিত্র মেঘনাদতীরে শিবিরে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু পুররক্ষী একজন সেনাও বন্দী হয় নাই। সুদূর রোহিতাশ্ব ও দূরতর প্রতিষ্ঠানে কর্ণসুবর্ণের পতন সংবাদ পৌঁছিল ; শশাঙ্ক বুঝিলেন যে, নরসিংহদত্তের ন্যায় মাধববর্ম্মাও তাঁহার কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। সম্রাট প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসুমিত্র ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া গৌড়ে আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ঋণ পরিশোধ।

শশাঙ্ক মগধে ফিরিয়া আসিলেন। শোণতীরে বীরেন্দ্রসিংহ ও মণ্ডলায় বসুমিত্র তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ভাস্করবর্ম্মা, মাধবগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধন একত্র হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মণ্ডলা দুর্গের সম্মুখে তাঁহাদিগের সেনা বার বার সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইল। মাধবগুপ্ত তীরভুক্তিতে পলায়ন করিলেন, ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, শশাঙ্ক তখন কর্ণসুবর্ণ অবরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মাধববর্ম্মা ও রবিগুপ্ত যখন কর্ণসুবর্ণ নগরে অবরুদ্ধ, তখন একজন তরুণ সেনানায়ক স্বেচ্ছায় শত্রুশিবির পার হইয়া মণ্ডলায় অথবা রোহিতাশ্বে সাহায্যের জন্য গমন করিয়াছিল। সেই তরুণ সৈনিক এই সময়ে শশাঙ্কের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। কর্ণসুবর্ণাভিমুখে যুদ্ধযাত্রার সময়ে সম্রাট তাহাকে নিজের শরীররক্ষী সেনার নায়ক নিযুক্ত করিলেন।

এই সৈনিকের নাম রমাপতি। রমাপতি যুদ্ধকালে সম্রাটের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিত না এবং সদাসর্ব্বদা মহাবলাধ্যক্ষ অনন্তবর্ম্মার ন্যায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিত। রমাপতি অতীব

সুপুরুষ; তাহার বর্ণ গৌর, দেহ সুগঠিত, তাহাতে কর্কশতার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাহার দীর্ঘ, কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশরাশি সর্ব্বদা তাহার পৃষ্ঠে পতিত থাকিত। সে যখন তাহার উপরে বিবিধবর্ণে রঞ্জিত উষ্ণীষ বন্ধন করিত, তখন তাহাকে দেখিলে সম্রাটের শরীররক্ষী সেনার অধিনায়কের পরিবর্ত্তে পাটলিপুত্রবাসী বারাঙ্গনা-বিলাসী বলিয়া ভ্রম হইত।

শশাঙ্ক মণ্ডলা হইতে কর্ণসুবর্ণ যাত্রাকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ পরিত্যাগ করিয়া বনময় পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিলেন; বসুমিত্র ও বীরেন্দ্রসিংহ পূর্ব্বোক্ত পথ ধরিয়া কর্ণসুবর্ণ যাত্রা করিলেন। শশাঙ্কের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি স্বয়ং ও অনন্তবর্ম্মা দক্ষিণ হইতে কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিবেন এবং সেই সময়ে বীরেন্দ্রসিংহ ও বসুমিত্র উত্তর দিক হইতে নগর আক্রমণ করিবেন। মণ্ডলা হইতে যাত্রা করিবার একমাস পরে সম্রাট বনময় পার্ব্বত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া তাম্রলিপ্তি বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত অশ্বারোহী সেনা অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল, মধ্যস্থলে সম্রাট স্বয়ং ও তাঁহার শরীররক্ষী সেনা; তাহাদিগের পশ্চাতে পদাতিক সেনা আসিতেছিল। শীতের শেষে বসন্তের প্রারম্ভে একদিন সন্ধ্যাকালে তাম্রলিপ্তিনগরের নিকটে সম্রাটের শিবির স্থাপিত হইল। অশ্বারোহী সেনাদল তখন দশক্রোশ অগ্রসর হইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছে এবং পদাতিকসেনা পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চাতে আছে। দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত রমাপতি ও অনন্তবর্ম্মার সহিত বাক্যালাপ করিয়া সম্রাট বস্ত্রাবাসে শয়ন করিয়াছেন। প্রভাতে উত্তরদিকে যাত্রা করিতে হইবে; শরীর রক্ষীগণ

সুষুপ্তিমগ্ন, স্থানে স্থানে দুই একজন প্রহরীমাত্র জাগিয়া আছে। রজনীর তৃতীয় যামে প্রহরিগণ বহু অশ্বপদশব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল, তাহারা শঙ্খধ্বনি করিবার পূর্ব্বেই সম্রাটের স্কন্ধাবার চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইল।

আবহমান কাল হইতে সহস্র অশ্বারোহী সম্রাটের শরীররক্ষায় নিযুক্ত থাকে। ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত, বলশালী ও যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত। যুদ্ধে, বীর্য্য বিক্রমের পরিচয় দিতে না পারিলে কেহ সম্রাটের শরীর-রক্ষী পদ লাভ করিতে পারিত না। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াও শরীররক্ষিগণ ভীত অথবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল না, তাহারা শয্যাপার্শ্বে অস্ত্র রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল; শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সম্রাটের বস্ত্রাবাসে শশাঙ্কের শয্যাপার্শ্বে অনন্তবর্ম্মা ও রমাপতি বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহারা যখন বর্ম্মগ্রহণ করিয়া বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিলেন, তখন বস্ত্রাবাসের চারিধারে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছে। অসংখ্য অগণিত শত্রুসেনা অন্ধকারে চারিদিক হইতে স্কন্ধাবার আক্রমণ করিয়াছে, শরীররক্ষিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না। সম্রাটকে দেখিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুসেনা পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র শত্রুসেনা স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিল, শরীররক্ষিগণ হটিতে লাগিল।

সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে শশাঙ্ক, অনন্তবর্ম্মা ও রমাপতি যুদ্ধ করিতেছিলেন। তখন চারিদিক হইতে শত্রুসেনা শিবিরে প্রবেশ করিয়াছে। শরীররক্ষিগণ হটিতে হটিতে সম্রাটের বস্ত্রাবাসের দিকে

আসিতেছে। এই সময়ে শতাধিক শত্রুসেনা সেই ভীষণ নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া অপর দিক হইতে সহসা সম্রাটকে আক্রমণ করিল। জনৈক বর্ম্মাবৃত দীর্ঘকায় যোদ্ধা তাহাদিগের নায়ক। দীর্ঘাকার পুরুষ সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিল। রমাপতি সেই সময়ে শশাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া না পড়িলে বর্ষা তাঁহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইত। বর্ষা রমাপতির বাহুমূল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া সম্রাটের পদতলে পতিত হইল। এই অবসরে অনন্তবর্ম্মা দীর্ঘাকার যোদ্ধার মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন; আঘাতে তাহার মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া পড়িয়া গেল, তাহার মুখ দেখিয়া অনন্তবর্ম্মা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্ত! কি হইয়াছে?" অনন্তবর্ম্মা দীর্ঘাকার যোদ্ধার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি উঠাইয়া কহিলেন, "প্রভু! চন্দ্রেশ্বর?"

"চন্দ্রেশ্বর কে অনন্ত?"

এই অবসরে চন্দ্রেশ্বরের পশ্চাৎ হইতে জনৈক ক্ষণকায় বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিল; সম্রাট বা অনন্তবর্ম্মা কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। শূল বর্ম্মের সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া সম্রাটের বক্ষে প্রোথিত হইল। দারুণ আঘাতে সম্রাট মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া সবলে শূলোৎপাটনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে অনন্তবর্ম্মা চন্দ্রেশ্বরের ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া কহিলেন, "প্রভু! চন্দ্রেশ্বর আমার পিতৃহন্তা।" তাঁহার কথা সম্রাটের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কারণ তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষীণকায় যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। শশাঙ্কের অসি ক্ষীণকায় যোদ্ধার স্কন্ধে

পতিত হইল, সে যুদ্ধত্যাগ করিয়া পশ্চাতে পলায়ন করিল। সেই সময়ে চারিদিক হইতে শত্রুসেনা সম্রাটের শিবিরে আসিয়া পড়িল, মুষ্টিমেয় শরীররক্ষী সেনা অদ্ভুত বিক্রম দেখাইয়া সম্রাটের রক্ষার জন্য একে. একে নিহত হইতে লাগিল। অনন্তবর্ম্মা ও শশাঙ্ক মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে সেই ক্ষীণকায় যোদ্ধা পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, "রত্নেশ্বর! এই সম্মুখে শশাঙ্ক, তুমি অগ্রসর হও।" অপর একজন দীর্ঘকায় যোদ্ধা সম্রাটের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "মাধব! ভয় নাই, তুমিও আইস।" তখন পশ্চাৎ হইতে একজন সেনা শশাঙ্কের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিল; অনন্তবর্ম্মা তাহা দেখিয়া দক্ষিণ বাহুদ্বারা অসি ধারণ করিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রত্নেশ্বর অসিহস্তে শশাঙ্কের দিকে অগ্রসর হইলেন, শশাঙ্ক তাঁহার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আর একজন সেনা পশ্চাৎ হইতে সম্রাটের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিল, অনন্তবর্ম্মা তাহা দেখিতে পাইয়া সম্রাটের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বামহস্তে অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিলেন; বাম হস্ত দ্বারা সৈনিকের খড়্গাঘাত নিবারণ করিতে পারিলেন না, অসি তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল; মৌখরি বীর মহানায়ক অনন্তবর্ম্মার প্রাণহীন দেহ সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। শশাঙ্ক যখন রত্নেশ্বরের সহিত অসিযুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন অনন্তবর্ম্মা ও একজন মাত্র শরীররক্ষী সেনা তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিল। অনন্ত-বর্ম্মা নিহত হইলে সৈনিকও নিহত হইল। তখন অবসর বুঝিয়া ক্ষীণকায় মাধবগুপ্ত পশ্চাৎ হইতে শশাঙ্কের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন।

শশাঙ্ক শূলের আঘাতে ও অনবরত রক্তস্রাবে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, মস্তকে দারুণ আঘাত পাইয়া সম্রাট মূর্চ্ছিত হইলেন।

তাঁহার পতন দেখিয়া শত্রুসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সম্রাট ও মহাবলাধ্যক্ষ নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া হতাবশিষ্ট শরীররক্ষী সেনা চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধ শেষ হইল। মাধবগুপ্তের সেনাগণ স্কন্ধাবার লুণ্ঠন করিতে ও শিবিরে অগ্নিসংযোগ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে আহত রমাপতি ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া শশাঙ্কের নিকটে আসিল। রমাপতি দেখিল যে, অনন্তবর্ম্মার মস্তক তাঁহার স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু শশাঙ্কের দেহে তখনও প্রাণ আছে। তাহা দেখিয়া সে নিজ দেহের বর্ম্ম খুলিয়া সম্রাটের দেহ হইতে বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল এবং শশাঙ্কের অচেতন দেহ স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। মাধবগুপ্তের সেনাগণ তখনও শিবির লুণ্ঠনে ব্যস্ত, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্ত যাত্রী।

চারিদিকে বিস্তৃত বালুকাক্ষেত্র, দূরে সমুদ্রের নীলরেখা, অনবরত অস্ফুট মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ হইতেছে। তখন রজনী শেষ হইয়াছে, উষার শুভ্র আলোকে পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বালুকাক্ষেত্রে একজন আহত যোদ্ধা শয়ন করিয়া আছেন, আর একজন অল্পবয়স্ক যুবক মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, আর এক একবার আহত ব্যক্তির বক্ষের উপরে পড়িয়া রমণীর ন্যায় রোদন করিতেছে।

"সম্রাট—মহারাজ—শশাঙ্ক—একবার উঠ।"

আহত ব্যক্তি তখনও জীবিত, বক্ষদেশের স্পন্দন তখনও স্থগিত হয় নাই। যুবক পুনরায় ডাকিল, "শশাঙ্ক?" তাহার পর হতাশ হইয়া সঙ্গীর বক্ষের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "তবে কি আর উঠিবে না—আর একবার চাহিবে না। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি সৈনিক নহি—আমি রমাপতি নহি—আমি যে লতিকা, আজি যে আমাদের বাসর।" যুবক অথবা যুবতী সম্রাটের পার্শ্বে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যোদয় হইল। সূর্য্যরশ্মি প্রবলতর হইয়া উঠিলে অল্পে অল্পে শশাঙ্কের চেতনা হইল; লতিকাদেবী তাহা দেখিতে পান

নাই, তিনি তখনও ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন। সম্রাট তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন, "অনন্ত ?" লতিকাদেবী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?" শশাঙ্ক অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

লতিকাদেবী কহিলেন, "তবে জাগিয়াছ, সত্য সত্যই জাগিয়াছ। যুবরাজ—না না মহারাজ, আমি লতিকা; আমি রমাপতি নহি,—আমি সত্য-সত্যই লতিকা। তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে বলিয়া সেই দিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু, আমি এক দণ্ডের জন্যও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই। পুরুষের বেশ ধরিয়া রমণীর পক্ষ অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছি। তোমার নিকটে থাকিবার জন্য তোমার সেনাদলে প্রবেশ করিয়া রমাপতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম।"

"কি বলিলে লতিকা,—তুমি রমাপতি!—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—অনন্ত কোথায় ?"

"প্রভু! অনন্তবর্ম্মা স্বর্গে।"

অনন্ত—নাই—নরসিংহ—চিত্রা। যুদ্ধ—কি হইল ?"

"প্রভু, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, মাধব জয়লাভ করিয়াছে।"

মাধবগুপ্তের জয়লাভের কথা শুনিয়া আহত সম্রাট বালুকা-সৈকতে উঠিয়া বসিলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "মাধবের জয়!—অসম্ভব। যশোধবলদেব গিয়াছেন, নরসিংহ গিয়াছে, মাধব গিয়াছে, অনন্ত গিয়াছে, তাহাতে কি ? এখনও আমি আছি, বীরেন্দ্র আছে, বসুমিত্র আছে, প্রাচীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব আবার ফিরাইয়া আনিব। কিন্তু—তুমি কে ? তুমি রমাপতি? না,

না—তুমি—তুমি লতিকা। লতি, এতদিন কোথায় ছিলে? না, তুমি ত রমাপতি, তোমাকে ত এতদিন চিনিতে পারি নাই—।”

“মহারাজ, প্রভু, স্বামিন্, আমি লতিকাই বটে, তোমাকে সতত দেখিতে পাইব বলিয়া পুরুষের বেশ ধরিয়া রমাপতি সাজিয়াছিলাম।”

“লতি—লতিকা—চিত্রা—অসম্ভব।”

“আর অসম্ভব বলিও না প্রভু; তোমার আশায়, তোমাকে দেখিবার আশায়, একদিন মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে পাইবার আশায় লজ্জা, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া রমণীর পক্ষে অসম্ভব কার্য্য করিয়াছি মহারাজ! একদিন নিমিষের জন্য আমার শেষ প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমি জানি তুমি চিত্রাময়; কিন্তু আমি যে তোমার, আমি যে শশাঙ্কময়, আমার যে আর কেহ নাই, কিছু নাই। আমি দীনা, অনাথা। আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর মহারাজ! তুমি চিত্রার, কিন্তু তুমি একবার বল যে, তোমার দেহের এককণামাত্র,—চরণাঙ্গুলির অগ্রভাগ—আমার, আমার নিজস্ব? তাহা হইলেই আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে, আজি আর প্রত্যাখ্যান করিও না মহারাজ?”

“লতি! কি জানি কেন—মনে হইতেছে, আজই শেষ দিন—কালি আর সূর্য্যালোক দেখিতে পাইব না। এই জীবনের সীমান্তে আসিয়াছি। তোমাকে বড় ভালবাসি, তোমার মনে ব্যথা দিয়া নিজে বড় ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম। আর কাহারও মনে ব্যথা দিতে চাহি না লতিকা? কিন্তু লতি! শুন, স্থির হও, চিতাশয্যায় শয়ান প্রাণহীন শবদেহের অধিকার পাইলেই কি তুমি তুষ্ট হইবে?”

“প্রভু, এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, লতিকার অন্য গতি

নাই? যদি থাকিত, তাহা হইলে কি ধবলবংশের কন্যা, যশোধবলের পৌত্রী একাকিনী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিত? আজি যদি তোমার চিতাশয্যার দিন হয় প্রভু! তাহা হইলে জানিয়া রাখিও, তোমার চিতাশয্যার একপার্শ্বে লতিকারও স্থান থাকিবে—তাহাই আমার বাসরশয্যা।"

"লতি, আজি আর আমার অদেয় কিছু নাই, বল কি করিব?"

"প্রভু, বল তুমি আমার?"

"লতি! এই দেহে যদি আমার নিজস্ব কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা তোমার।"

"তাহা নহে প্রভু! আমি জানি তুমি চিত্রার, আর কাহারও নহ। কিন্তু আজি জীবনের শেষদিনে চিত্রার বিস্তৃত অধিকারের এককণা নিজস্ব বলিয়া আমাকে দাও। আর কিছুই চাহি না প্রভু!"

"তাহা দিবার অধিকার আমার আছে কি না জানি না লতি! যদি থাকে তাহা হইলে তাহা তোমার।"

"প্রভু! তুমি রাজ্যেশ্বর; দীনা, অনাথা ভিখারিণীর সহিত তর্কযুদ্ধ তোমার উচিত নহে প্রভু! চিত্রার অধিকার চিত্রারই রহিল, তুমি তাহা হইতে এক কণা দিয়া আমাকে তৃপ্ত কর। অশরীরী চিত্রা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে না, মহারাজ।"

"লতি, আমি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, চিত্রার অধিকারের এক কণা তোমাকে দিলাম, আজি আর প্রত্যাখ্যান করিব না, আজি আর কাহারও মনে ব্যথা দিব না। অনধিকারচর্চ্চার জন্য চিত্রা যদি অভিমান করে, তাহা অধিকক্ষণ থাকিবে না। তাহার নিকটে চলিয়াছি, লতি!"

তখন লতিকাদেবী বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি হীরকখচিত বলয় বাহির করিয়া তাহা শশাঙ্কের হস্তে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লতি!"

"প্রভু! পিতামহীর বলয়—স্মরণ আছে কি?"

"আছে, দাও তোমাকে পরাইয়া দিই।"

শশাঙ্ক কম্পিত হস্তে বলয় গ্রহণ করিয়া তাহা লতিকাদেবীর মণিবন্ধে পরাইয়া দিলেন ও কহিলেন, "আজি বড় আনন্দের দিন লতি! আজি—পিতা—মাতা—লল্ল—যশোধবলদেব—নরসিংহ—মাধব—অনন্ত—সকলকে দেখিতে পাইব। লতি, বিনয়সেনও সেইস্থানে আছে; কে যেন আমাকে বলিতেছে তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে।"

"প্রভু, আজি আমার বাসর, আজি তুমি যেথায় যাইবে, আমি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে যাইব। তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব কেমন করিয়া প্রভু?"

"লতি, আমরা—কোথায়?"

"তাম্রলিপ্তির নিকটে সমুদ্রতীরে।"

"অনন্ত কোথায়?"

"অনন্তধামে প্রভু!"

"দেখ, একবার যদি নরসিংহকে দেখিতে পাইতাম; সে যদি একবার আমাকে দর্শন দিত, তাহা হইলে তাহাকে বলিয়া যাইতাম যে, দোষ আমার নহে, চিত্রারও নহে, দোষ অদৃষ্টের। লতি—বড় তৃষ্ণা।"

চারিদিকে অনন্ত বালুকারাশি; উদীয়মান তপনতাপে তাহা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। শশাঙ্ক অনবরত শোণিতস্রাবে অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দিবসের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার তৃষ্ণাও বর্দ্ধিত হইতেছিল। তিনি শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "লতি, জল—বড় তৃষ্ণা—।"

সমুদ্রতীরে বালুকাসৈকতে মহাসমুদ্রের লবণাম্বুরাশির নিকটে সুপেয় জল অত্যন্ত দুর্লভ; শশাঙ্ককে তৃষ্ণাতুর দেখিয়া লতিকাদেবী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া উঠিলেন; তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি জল আনিতেছি।" শশাঙ্ক কহিলেন, "যাও।" লতিকাদেবী পানীয় জলের অন্বেষণে বালুকাস্তূপের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন, শশাঙ্ক উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে শয়ন করিয়া স্নিগ্ধ শীতল পানীয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার যুদ্ধের কথা স্মরণ হইল। অনন্তবর্ম্মা মৃত, তিনি আহত, সেনাদল নায়কশূন্য। শত্রুসেনা রাত্রিকালে শিবির আক্রমণ করিয়া শরীররক্ষিগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়াছে। অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা নায়কশূন্য, তিনি অধিকক্ষণ অনুপস্থিত থাকিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। শশাঙ্ক বালুকাশয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা ক্ষতস্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, পরম বৈষ্ণব পরমমাহেশ্বর, মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের মৃতদেহ বালুকাক্ষেত্রে পতিত হইল।

দুই দণ্ডের মধ্যে লতিকাদেবী সিক্তবসনে দ্রুতপদে সম্রাটের মৃতদেহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্কের দেহ স্থির দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, সম্রাট বোধ হয় নিদ্রিত হইয়াছেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আরও নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, দেহ তুষারশীতল, হৃৎপিণ্ড স্পন্দন-হীন, সম্রাট চলিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তিনি কহিলেন, "প্রভু, একাকী চলিয়া গিয়াছ, দাসীর জন্য অপেক্ষা কর নাই? বহুকষ্টে জল আনিয়াছি, কাহার জন্য আনিলাম?" লতিকাদেবী এই বলিয়া উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে শশাঙ্কের দেহের পার্শ্বে সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জনৈক বৃদ্ধ বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি বালুকাক্ষেত্রে পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কোন ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দূর হইতে শশাঙ্ক ও লতিকাদেবীর দেহ দেখিয়া বৃদ্ধ উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সফল হইয়াছে। চালুক্যরাজ আসিতেছেন, নর্ম্মদাতীরে হর্ষ পরাজিত হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন।" কেহই উত্তর দিল না দেখিয়া বৃদ্ধ নিকটে আসিলেন ও শবদ্বয় পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য বন্ধুগুপ্ত, তোমার গণনা আশ্চর্য্য! ভাগ্যচক্র রেখামাত্র বিচলিত হয় নাই। অনন্তের পরপারে দাঁড়াইয়া সজ্ঘস্থবির, তোমার আশ্চর্য্য গণনাশক্তির জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি।"

দিবাকর তখন অস্তগমনোন্মুখ, সান্ধ্যসমীরণে মহাসমুদ্রের প্রশান্ত বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা একটি বৃহৎ তরঙ্গ লম্ফ দিয়া আকাশ হইতে বৃদ্ধ তপনকে গ্রাস করিয়া পুনরায় সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইল,—জগৎ অন্ধকার-মগ্ন হইল।

সমাপ্ত।